مشكوة المصابيح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

মূল ঃ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত্-তাবরিযী রঃ

অনুবাদ ঃ মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
এম. এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০৮

২য় প্রকাশ (আধু. ১ম প্রকাশ)
জমাদিউস সানি ১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
জুন ২০০৯

বিনিময় ঃ ৪০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 2nd Volume. Translated by Mawlana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 400.00 Only.

আরম্ভ

"মিশকাতুল মাসাবীহ্" সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিঃসৃত অমর বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে 'সিহাহ সিত্তাহ' তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও জামে তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মহিউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসুউদুল কারা বাগাবীর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' গ্রন্থের বর্দ্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর মাসাবীহুস সুন্নায় আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' পাঠ্যভুক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসার পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন "রাহে আমল"-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত "শিকল পরা দিনগুলো" সহ তিনটি মৌলিক গ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 'মুরাদ পাবলিকেশন্স' 'মিশকাতুল মাসাবীহ' তথা 'মিশকাত শরীফ' বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান অবস্থায় গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেভাবে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কার্যকলাফের সয়লাব, প্রচার, প্রপাগাণ্ডা বেড়েই চলছে, তার বিপরীতে আল্লাহর কতক মর্দে মুজাহিদ বান্দাহ তা প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দীনের স্বরূপ তুলে ধরে কুরআন ও হাদীসের চর্চা, অনুবাদের মাধ্যমেও অনেকখানি বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে অনেক প্রসারিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এসব মুমিনের চিরস্মরণীয় খিদমত কবুল করুন। তাদেরকে আরো বেশী বেশী খেদমত করার তাওফিক দান করুন।

আমাদের প্রকাশিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ' তথা মিশকাত শরীফ সংকলনটির বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এ দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। বাংলা ভাষায় সহজ ও সাবলীল অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

প্রকাশক

সাজ্জাদ মুরাদ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

(নামায)

باب فضائل الصلوة

নামাযের ফযীলত

٥١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ٠ رواه مسلم

৫১৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ বেলা নামায, এক জুমআ হতে অপর জুমআ পর্যন্ত এবং এক রামাদান হতে অপর রামাদান পর্যন্ত সব গুনাহর কাফফারা, যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো, কোন ব্যক্তি সুন্দর করে খুশু খুজুর সাথে নামায পড়লে, জুমআর নামায ও রামাদান মাসের রোযা সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা এই সময়ের মধ্যকার সকল ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেন। অর্থাৎ এইসব ইবাদাতে গুনাহ সগিরা মাফ হয়ে যায়। তবে কবিরা গুনাহ ক্ষমার জন্য তওবা শর্ত। বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা মাফ করে দেন।

٥١٩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ٠ متفق عليه

৫১৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজায় যদি একটি নদী থাকে, আর সেই নদীতে যদি কেউ দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার গায়ে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, এই দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ বেলা নামাযের। এই পাঁচ বেলা নামাযে নামাযীর গুনাহখাতা সব আল্লাহ মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)।

٥٢٠. وَعَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِىْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِىْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২০। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু খেয়েছিলো। এরপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বললো। এসময়ে আল্লাহ ওহী নাযিল করেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ .

"দিনের দুই অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়" (সূরা হূদ ঃ ১১৪) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মহিলাকে চুম্বনকারী লাজনম্র বদনে তার অন্যায়ের খবর হুজুরকে জানালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ওহীর ভাষায়। মন্দ কাজ বা বদ আমল হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ করবে। আর ইবাদতের মধ্যে নামাযই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নেক কাজ। দিনের প্রথম অংশে ফজরের নামায। দ্বিতীয় অংশে জুহর ও আসরের নামায। রাতের প্রথম প্রহরে মাগরিব ও ইশার নামায। এইসব নেক কাজ এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

٥٢١. وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ وَلَمْ يَسْاَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَامَ الرَّجُلُ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىْ كِتَابَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ حَدَّكَ ۔ متفق عليه

৫২১। হযরত আনসাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের দরবারে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার উপর হদ্দ প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অপরাধ কি এ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং নামাযের সময় হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। লোকটিও হুজুরের সাথে নামায পড়লো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করার পর সেই লোকটি দাঁড়ালো। আবার আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করেছি। আমার উপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হদ্দ জারী করুন। উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করোনি। লোকটি বললো, হাঁ, করেছি। হুজুর বললেন, আল্লাহ (এই নামাযের দ্বারা) তোমার গুনাহ্ বা হদ্দ মাফ করে দিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণিত শাস্তি দুই প্রকার। একটি হলো 'কিসাস'। যেমন হত্যার পরিবর্তে হত্যা। চোখ নষ্ট করার পরিবর্তে চোখ নষ্ট করা, নাক ও কান কাটার পরিবর্তে নাক ও কান কাটা। দ্বিতীয়টি হলো হদ্দ। যেমন জিনা ও ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। চুরি করলে হাত কাটা। মদ খাবার ও যেনার মিথ্যা অভিযোগ আনার অপরাধে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। ওই লোকটির কি অপরাধ ছিলো হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করেন নি। সম্ভবত তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলেন তার অপরাধ কি ছিলো। সে অপরাধ 'হদ্দ' কায়েমযোগ্য ছিলো না বলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি কি আমার সাথে নামায পড়োনি? এই নামাযই অপরাধ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

٥٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ متفق عليه ۔

৫২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সঠিক সময়ে

নামায পড়া। আমি বললাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হুজুর আমাকে এসব উত্তর দিলেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে আরো কথা বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর কাছে কোন কাজ অধিক উত্তম, এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইবনে মাসউদকে বললেন তিনটি কাজের কথা ঃ (১) সঠিক সময় নামায পড়া, (২) মা-বাপের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং (৩) জিহাদ করা। আবার অন্য সময়ে বলেছেন, কাউকে খাদ্য দান করা ও সালাম দেয়া উত্তম কাজ। বিভিন্ন হাদীসে এইভাবে বিভিন্ন কাজকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম বলেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথার অর্থ এই নয় যে, এই সব কাজের সবগুলিই সবচেয়ে উত্তম। কোনটি অবশ্য সকল সময়েই সকলের জন্য উত্তম। আবার কোনটি সময় বিশেষে, আবার কোন লোক বিশেষে উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্নকর্তার গতি প্রকৃতি, রুচি অভিরুচি মনোভাব মনোবাঞ্ছা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে জবাব দিতেন। কৃপণকে বলতেন, দান করা ও গরীবকে খাবার দেয়া বেশী উত্তম। অহংকারী ও অহমিকা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলতেন, বিনয়ী হওয়া ও সালাম দেয়া উত্তম কাজ। কাজেই এ ধরনের বিভিন্ন হাদীসে প্রকৃতপক্ষে একটার সাথে আর একটার কোন বিরোধ নেই।

৫২৩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ・ رواه مسلم ・

৫২৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ছেড়ে দেয়া (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস নামায ত্যাগকারীদের ব্যাপারে বড় সতর্কতামূলক সংকেত। অর্থাৎ নামায না পড়লে কুফরীতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। নামায হলো মুমিন আর কাফিরের মধ্যে দণ্ডায়মান প্রাচীর। নামায না পড়লেই এই প্রাচীর ধ্বসে পড়ে মুমিন কাফির একাকার হয়ে যায়। নামাযের ব্যাপারে খুবই সর্তক থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫২৪ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْئَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ

وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ۔ رواه احمد وابو داؤد وروى مالك والنسائى نحوه ۔

৫২৪। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ বেলা নামায, যা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এই নামাযের জন্য উজু ভালোভাবে করবে, ঠিক সময়ে তা আদায় করবে, এর রুকু ও খুশুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে এভাবে নামায না পড়বে তার জন্য আল্লাহ্‌র কোন প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন (আহমাদ ও আবু দাউদ। মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ নামায যারা ছেড়ে দেয়, আদায় করে না, তারা কাফির হয়ে যায় না। এই হাদীস তার দলীল। সে গুনাহ কবিরা করলো। আর গুনাহ্ কবিরা যে করবে তার জন্য শাস্তি প্রদান করা আল্লাহ্‌র জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং এ ব্যাপারে পূর্ণ ফয়সালাকারী আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করলে কবিরা গুনাহ্‌কারীকে শাস্তিও দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।

আর গুনাহ্ কবিরাকারীর শাস্তি হলেও চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে না। যেহেতু সে ঈমান পোষণ করতো, তাকে তার শাস্তির মেয়াদ শেষে জান্নাত দেয়া হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই মত।

٥٢٥ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ۔ رواه احمد والترمذى ۔

৫২৫। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর ফরয করা পাঁচ বেলা নামায আদায় করো। রোযা রাখো তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির। আদায় করো তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত। আনুগত্য করো তোমাদের নেতৃবৃন্দের। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (আহমাদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'নেতাদের' আনুগত্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এর অর্থ যারা হুকুম জারী করতে পারেন এবং তা কেউ লংঘন করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমের বিপরীত না হলে তাদের নির্দেশও মেনে চলতে

হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানী মেনে নিয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না।"

٥٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ فِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ .

৫২৬। হযরত আমর ইবনে শোআইব তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিবে যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌছবে। আর নামায পড়ার জন্য তাদের শাস্তি দিবে (যদি না পড়তে চায়) যখন তারা দশ বছরে পৌছবে। এসময় তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে (আবু দাউদ। শরহে সুন্নাতে এভাবে আছে। কিন্তু মাসাবিহতে সাবরাহ বিন মাবাদ হতে বর্ণিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানদেরকে ছোটকাল থেকেই নামাযে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে বড় হয়ে নিজস্ব মতামতে পৌছে যাবার আগে নামাযে অভ্যস্ত হয়। বাল্য বয়সের শিক্ষা পাথরে আঁকা নক্সার মতো অক্ষয় হয়ে যাবে। এভাবে বাল্য বয়সেই সন্তানদেরকে রোযা রাখায় অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের রীতিনীতি আচার-আচরণ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে মানার জন্যও এসময়েই সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে। তাহলে পরবর্তী জীবনে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ঠিক এইভাবে নাবালেগ থাকতেই তাদের মাতা-পিতার বিছানা হতে আলাদা করে পৃথক বিছানায় দিতে হবে। এটাও ইসলামের একটা রুচিবোধের শিক্ষা। সন্তানরা এসময় হতে প্রাকৃতিক বিধান সব বুঝতে শুরু করে।

٥٢٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . رواه التِّرمذى وَالنسائى وَابن ماجة .

৫২৭। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে ওয়াদা রয়েছে তাহলো নামায। অতএব যে নামায ছেড়ে দিলো সে কুফরী করলো (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে জন নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার, আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না তার কারণ শুধু নামায। তারা নামায পড়ে ও জামায়াতে আসে। তাদের মনের ভিতরের ঈমানকে তো আমরা জানি না। কাজেই নামায পড়া ও অন্যান্য প্রকাশ্য আহকামের তাবেদারী করার কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তা আমরা দিয়ে রেখেছি। নামায ছেড়ে দিলেই তাদের মনের কালিমা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের কুফরী স্পর্শ হয়ে উঠবে।

এতে বুঝা গেলো নামযে ঈমানের প্রধান প্রতীক। নামযে না পড়লে ঈমান আছে কিনা বলা যায় না। তাই নামায ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী ইবাদত। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫২৮ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ عَالَجْتُ امْرَاَةً اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّيْ اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا فَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا لَهُ خَاصَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ۔ رواه مسلم ۔

৫২৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মদীনার উপকণ্ঠে এক রমনীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর সব রসাস্বাদন করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আমার প্রতি এই অপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান আছে আপনি তা জারী করুন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছিলেন। যদি তুমি নিজেও তা ঢেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে) তবেই তো উত্তম হতো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পেছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। তার সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা হলো একটা উপদেশ"। এসময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ হুকুম কি শুধু তার জন্য। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না বরং সকল মানুষের জন্য।

٥٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ . رواه احمد .

৫২৯। হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিলো। তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবু যার (রা) বলেন, তিনি তখন আমাকে ডাকলেন, হে আবু যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য খালেস মনে যখন নামায পড়ে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়লো (আহমাদ)।

٥٣٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رواه احمد .

৫৩০। হযরত যায়দ বিন খালিদুল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই রাকাআত নামায পড়েছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরা) মাফ করে দেবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'ভুল করেনি' অর্থাৎ খুব মনোযোগের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে নামায পড়েছে। এই ঐকান্তিকতার কারণে আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর নামাযে মনোযোগ না থাকলেই ভুল হয়। শয়তান মনে নানা ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।

٥٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَاُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ . رواه احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان .

৫৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, এই নামায কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামায জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে (আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ঃ হেফাজত অর্থ হলো নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে সুন্দরভাবে আদায় করা। সময় মতো ওযু করে মসজিদে আসা। তাকবীর তাহরীমা পাবার জন্য ঠিক সময়ে মসজিদে যাওয়া। তা না হলে তাদের স্থান হবে হামান, ফিরাউন, কারুন, উবাই বিন খালাফের সাথে।

হামান ফিরাউনের প্রধান উজির ছিলো। ফিরাউন ও কারুনের মতো হতভাগ্যদের কে জানে না! উবায় বিন খালাফ, ইসলাম, মুসলমান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বড় শত্রু। বদরের যুদ্ধে স্বয়ং হুজুরের হাতে সে নিহত হয়।

٥٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ . رواه الترمذى .

৫৩২। হযরত আবদুল্লাহ বিন শাকিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সাহাবাগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল না করাকে কুফরী মনে করতেন না। এতে বুঝা গেলো সাহাবাগণ নামায না পড়া শুধু কঠিন গুনাহর কাজই মনে করতেন না, বরং নামায ছেড়ে দেয়াকে কুফরী কাজের কাছাকাছি মনে করতেন।

٥٣٣ - وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ . رواه ابن ماجة .

৫৩৩। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ (১) তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয নামায ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে। (৩) মদ পান করবে না। কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু দারদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম কাজ সম্পর্কে তালীম দিচ্ছিলেন। প্রথম কাজ আল্লাহ্‌কে জানা ও তাকে এক মানা। কখনো টুকরা টুকরা করে ফেললে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করা। জীবন বাঁচাবার জন্য ঈমান মনে গোপন করে মুখে কলেমায়ে কুফরী উচ্চারণ করা অবশ্য জায়েয। শরীয়াতে এটাকে রোখসাত বলে। তবে জীবন দিয়ে হলেও কুফরী ও শেরেক থেকে বাঁচা আজীমাত। জেনেশুনে ইচ্ছা করে ওজর ছাড়া ফরয নামায তরক করলে আল্লাহ এই ব্যক্তি হতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান। তাই নামায তরক করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

মদপান সমস্ত গুনাহের উৎস, চাবিকাঠি। মৌলিকভাবে মদ মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান চিন্তা ফিকির একেবারেই নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে দেয়। এই অবস্থায় সে যে কোন বিভ্রান্তির পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই মন্দের উৎস হলো এই মদ। এই তিনটি কাজ হতে সতর্ক থাকার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদার মাধ্যমে তার উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও মদকে সামাজিক অপরাধের মূল প্ররোচনাকারী বলে অভিহিত করেছে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতাও বিলম্বে হলেও মদ ত্যাগের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

١ - بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

১. নামাযের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

٥٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ـ رواه مسلم

৫৩৪। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় সূর্য ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান যখন হয়, যে পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের সময় জুহরের নামাযের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হলুদ রং ধারণ না করে। আর মাগরিবের নামাযের সময় হলো সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমার পর কালো ছায়া মিশে যাবার আগ পর্যন্ত। আর ইশার নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদেক তথা উষার উদয়ের পর হতে সূর্য উদিত হবার আগ পর্যন্ত। সূর্য উদয় হতে শুরু করলে নামায হতে বিরত থাকবে। কেনোনা সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এসব ব্যাপারে কিছু পরিভাষা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। "ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান" ঠিক দুপুর অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকেই ছায়া আসলী বলা হয়। এই আসলী ছায়াকে বাদ দিয়ে ছায়া মাপতে হয়। এই হাদীস অনুসারেই ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার প্রমুখ ইমামগণ এক 'মিছাল' অর্থাৎ ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে বলেন। একমতে এটাই ইমাম আবু হানীফারও মত। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত হলো দুই 'মিছাল' পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময় থাকে। তাঁর একথার সমর্থনেও পরে হাদীস উল্লেখ হয়েছে। তবে জোহরের নামায এক মিছালের মধ্যে শেষ ও আসরের নামায দুই মিছালের পর শুরু করাই উত্তম। এতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

'সূর্য হলুদ রং ধারণ' ঃ কারো কারো মতে সূর্যকে থালার মতো যখন দেখায়, সূর্যের প্রখরতায় চোখ তখন ঝলসায় না তখনই সূর্য হলদে রং ধারণ করে। আবার কারো কারো মতে সূর্যের আলো গাছ গাছড়ার উপর পড়লে সূর্যকে অনেকটা নিষ্প্রভ দেখায়। তখনই সূর্য হলদে হয়। মোটকথা সূর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। এরপর সূর্য ডুবা পর্যন্ত নামায পড়া মকরূহ।

'শাফাক মিশে যাওয়া' ঃ ইমাম আবু হানিফাসহ অধিকাংশ ইমামের মত হলো 'শাফাক' হলো সূর্য অস্তের পর যে লালিমা দেখা দেয় তা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মত হলো লালিমার পর আকাশে যে সাদা সাদা্য ধোঁয়া দেখা যায় তা মিটে গিয়ে আঁধার আসে, তাই শাফাক।

মধ্যরাত্ত পর্যন্ত 'নিসফুল লাইল' ইশার নির্দিষ্ট সময়। মধ্যরাতের পর ইশার নামায পড়া মাকরূহ।

শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে ঃ অর্থ হলো সূর্য পূজারীগণ সূর্য উদয় ও সূর্য অস্তের সময় সূর্যের পূজা করে থাকে। শয়তান এ সময় তাদের পূজা গ্রহণের জন্য সূর্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। এইজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদয়ের সময় নামায় না পড়তে বলেছেন।

٥٣٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرِدْ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ . رواه مسلم .

৫৩৫। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।

তিনি বললেন, আমার সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। প্রথম দিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বেলালকে হুকুম দিলেন আযান দিতে। বেলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে বেলাল যোহরের নামাযের একামত দিলেন। তারপর (আসরের সময়) তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আসরের নামাযের একামত দিলেন। তখনো সূর্য বেশ উঁচুতে ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল মাগরিবের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। এরপর হুজুর বেলালকে নির্দেশ দিলে বেলাল এশার নামাযের একামত দিলেন। তখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হলো। এরপর বেলালকে হুজুর নির্দেশ দিলে। বেলাল ফজরের নামাযের একামত বললেন। তখন সুবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দিন আসলে হুজুর বেলালকে নির্দেশ দিলেন; যোহরের নামায ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেরী করতে। হযরত বেলাল দেরী করলেন। রোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর আসরের নামায পড়লেন। সূর্য তখন উঁচুতে অবস্থিত, কিন্তু এই নামাযে আগের দিনের চেয়ে বেশী দেরী করলেন। মাগরিবের নামায পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে। আর এদিন এশার নামায পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতীত হবার পর। এরপর ফজরের নামায পড়লেন আকাশ বেশ পরিষ্কার হবার পর। সবশেষে হুজুর বললেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য নামায পড়ার ওয়াক্ত হলো, তোমরা যে দুই সীমা দেখলে তার মধ্যখানে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আগন্তুক প্রশ্নকারীকে বাস্তবে নামাযের ওয়াক্ত দেখাবার জন্য হুজুরের জুহরের নামাযের আযান দেবার কথা উল্লেখ করেছেন। বাকী নামাযের সময় সংক্ষেপ করার জন্য বর্ণনাকারী আযানের কথা উল্লেখ করেননি। জামায়াতের নামাযে আযান দেয়া হবে এটা তো সাধারণ কথা।

এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিনে নামাযের ওয়াক্তের দুই নির্দোষ সীমা বাস্তবে নামায পড়ার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আসরের নামায সূর্য ডোবার সময়ে, এশার নামায মধ্যরাত হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়, তবে তা মাকরূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫৩৬ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ

حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ۔ رواه ابو داؤد والترمذى ۔

৫৩৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত জিবরীল আমীন খানায়ে কাবার কাছে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিলো। আর ছায়া ছিলো জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। মাগরিবের নামায পড়ালেন যখন রোযাদার ইফতার করে। এশার নামায পড়ালেন যখন 'শাফাক' অস্ত গেলো। ফজরের নামায পড়ালেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়। দ্বিতীয় দিন যখন আসলো তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের নামায পড়ালেন, রোযাদাররা যখন রোযা খোলে। এশার নামায পড়ালেন, তখন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফজর পড়ালেন তখন বেশ ফর্সা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার আগেকার নবীদের নামাযের ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই সময়ের মধ্যে (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ জুতার দোয়ালির প্রস্থের পরিমাণ কথার অর্থ হলো সূর্য খুব সামান্য ঢলেছিলো। এই হাদীস থেকে জানা গেলো মগরিবের নামায সময় হবার সাথে সাথেই পড়া উচিৎ। কারণ হযরত জিবরীল দুই দিনই এই নামায এক সময়ে অর্থাৎ প্রথম সময়ে পড়িয়েছেন। তবে উপরের দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিছু দেরীতেও পড়া যায়।

৫৩৭ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اَنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ

يَسمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ . متفق عليه .

৫৩৭। হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) একদিন আসরের নামায দেরীতে পড়ালেন। হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (র) খলীফাকে বললেন, সাবধান! জিবরীল আমীন নাযিল হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়িয়েছিলেন (ইমামতি করেছিলেন)। ওমর ইবন আবদুল আযীয বললেন, দেখো ওরওয়া! তুমি কি বলছো? উত্তরে ওরওয়া বললেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ হতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হলেন। আমার ইমামতি করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম (যোহর)। তারপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (আসর)। আবার তাঁর সাথে নামায পড়লাম (মাগরিব)। এরপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (এশা)। অতঃপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (ফজর)। এই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ বেলা নামায হিসাব করছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওরওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো হযরত জিবরীলের ইমামতির ব্যাপারে যে হাদীস আছে তা ওমর ইবন আব্দুল আযীযকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। সে হাদীসে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রথম দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়িয়েছিলেন। তাই বুঝা গেছে নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উত্তম। এই উত্তম সময় কেন বাদ দেয়া হচ্ছে। হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয তার কথা কেটে দিয়ে তাকে সাবধান করে বললেন, রাসূলের নাম করে সনদ ছাড়া কিছু বলা বিরাট কথা! আপনি এই হাদীসের সনদ কেন বলছেন না। তারপর ওরওয়া সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে যেহেতু ওমর এই হাদীসটি জানতেন তাই খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝা গেলো তখন সনদ বলার রীতি ছিলো।

৫৩৮ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اِنْ كَانَ الْفَىْءُ ذِرَاعًا اِلٰى اَنْ يَّكُوْنَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ

فَرْسَخَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ - رواه مالك -

৫৩৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার প্রশাসকদের কাছে লিখলেন, আমার কাছে আপনাদের সকল কাজের মধ্যে নামাযই হলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যে নামাযের হিফাযত করেছে, যথাযথভাবে তা রক্ষা করেছে সে তার দীনকে রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করেছে সে তা ছাড়া অপরগুলোর পক্ষে আরো অধিক বিনষ্টকারী প্রমাণিত হবে। তারপর তিনি লিখলেন, যোহরের নামায পড়বে ছায়া এক বাহু ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে ছায়া এক মিসাল হওয়া পর্যন্ত (ছায়া আসলী বাদ দিয়ে)। আসরের নামায পড়বে সূর্য উপরে পরিষ্কার সাদা থাকা অবস্থায়, যাতে একজন আরোহী সূর্য ডুবার আগে দুই বা তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। মাগরিবের নামায পড়বে সূর্য ডুবার পরপর। এশার নামায পড়বে 'শাফাক' দূর হয়ে যাবার পর থেকে শুরু করে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক (তিনবার বললেন)। ফজরের নামায পড়বে যখন তারাসমূহ পরিষ্কার হয় ও চমকে (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ 'যে নামাযের হিফাযত করেছে' অর্থাৎ নামায যেহেতু দীনের ভিত্তি। আর নামায মানুষকে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। ভালো কাজের পথ দেখায়। তাই যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে সে দীনের সকল কাজের হিফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করলো অর্থাৎ নামায নিজে পড়লো না বা পড়লেও নামাযের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ করলো না। দীনের অপরাপর ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে বলে তার থেকে আশা করা যায় না।

হযর ওমরের এই হুকুম 'ছায়া এক বাহু' ঢলে পড়ার পরপরই যোহরের 'প্রথম সময়' শুরু হয়, তখন থেকে নামায পড়বে। তিনি আরবের স্থান বিশেষ ও সময় বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলেছেন। কারণ সকল জায়গার ও সময়ের 'ছায়া আসলী' এক নয়।

'আরবের ফারসাখ' বাংলাদেশের তিন মাইল।

"তার চক্ষু না ঘুমাক" আরবী ভাষায় একটি অভিশাপ বাক্য। অর্থাৎ কোন লোকেরই এশার নামায আদায় করার আগে বিছানায় যাওয়া বা ঘুমানো উচিৎ নয়। যদি কেউ ঘুমাতে যায় তার চোখে ঘুম না আসুক।

٥٣٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِى الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى ۔

৫৩৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহরের নামাযের ছায়ার পরিমাণ ছিলো তিন হতে পাঁচ কদম, আর শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ গরম ও শীতকালের 'ছায়া আসলী'র মধ্যে পার্থক্য হয়। শীতকালে 'ছায়া আসলী' বড় হয়। গরমকালে ছোট হয়। আর এই কারণেই 'ছায়া আসলী'সহ এক গুণ পরিমাণ গরমকালের তুলনায় শীতকালে ছায়া আসলী বড় হয়ে থাকে। এই জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে তিন হতে পাঁচ কদম ও শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া দীর্ঘ হলে যোহরের নামায পড়তেন।

٢ - بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلٰوٰتِ
২-প্রথম ওয়াকতে নামায পড়া

٥٤٠ - عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُّؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَءُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ۔ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلاَ يُبَالِىْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا ۔ متفق عليه ۔

৫৪০। হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার বাবা হযরত আবু বারযা আসলামী (রা)-র নিকট গেলাম। আমার বাবা তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি জবাবে বললেন, যোহরের নামায যে নামাযকে তোমরা প্রথম নামায বলো, সূর্য ঢলে পড়লেই পড়তেন। আসরের নামায পড়তেন এমন সময়, যারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরতে পারতেন অথচ সূর্য তখনো পরিষ্কার থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের নামায সম্পর্কে কি বলেছেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর এশার নামায, যাকে তোমরা 'আতামাহ' বলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরী করে পড়তেই ভালোবাসতেন। ইশার নামায আদায়ের আগে ঘুম যাওয়া বা পরে কথা বলাকে তিনি অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায শেষ করতেন, যখন কেউ নিজের সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং এই সময় ষাট হতে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এশাকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেও তিনি পরওয়া করতেন না। এশার আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে তিনি পসন্দ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'সূর্য ঢলে পড়লে' সম্ভবত আবু বারযা (রা) এখানে শীতকালের যোহরের নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু দেরী করে যোহরের নামায পড়ার কথা হাদীসে পাকে রয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিক্‌হবিদই এশার নামাযের আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করার মানসে নামাযের আগে সামান্য আরাম করে নেয়া আবার নামাযের পরে কোন সৎ ও মুরব্বী ব্যক্তির কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলা যায় তা মকরূহ হবে না। 'যাকে তোমরা আতামাহ বলো', 'আতামাহ' ওই অন্ধকারকে বলা হয় যা 'শাফাক' অদৃশ্য হবার পর আকাশে দেখা যায়। প্রথম প্রথম আরবে 'আতামাহ' বলতে এশাকে বুঝাতো। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাকে আতামাহ না বলার জন্য বলে দিয়েছেন।

٥٤١ – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ۰ متفق عليه ۰

৫৪১। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী

করীমের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন দুপুর ঢলে গেলে। আসরের নামায পড়তেন, তখনো সূর্যের দীপ্তি থাকতো। মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডুবলেই। আর ইশার নামায, যখন লোক অনেক হতো তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর লোকজন কম হলে দেরী করতেন। আর ফজরের নামায পড়তেন অন্ধকার থাকতে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এশার নামাযের ব্যাপারে এখানে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যদি এশার নামাযের জন্য লোক বেশী এসে যেতো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামায পড়াতেন। আর লোকজন কম হলে আরো লোকজনের জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন ও নামায দেরীতে পড়তেন।

এর থেকে এ কথাটাও বুঝা যায়, 'জামাআত' বড় করার জন্য নামায প্রথম ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। "হুজুর ফজরের নামায পড়তেন অন্ধকারে"। ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। সাহাবীগণ 'রাত জাগরণ' করতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাদের জন্য ফজরের নামায সুবহে সাদেক পরিষ্কার দেখা দিলেই পড়তে বলেছেন।

٥٤٢ – وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ ۔ متفق عليه ولفظه للبخارى

৫৪২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে যোহরের নামায পড়ার সময় গরম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হলো ইমাম আবু হানিফার দলিল। তিনি পরনের কাপড়ের অংশের উপর সিজদা দেয়া জায়েয মনে করতেন। অপরদিকে ইমাম শাফিয়ীর মতে পরনের কাপড়ের উপর সিজদা দেয়া জায়েয নেই। তিনি বলেন, এইজন্য সম্ভবত সাহাবীগণ ভিন্ন কাপড় ব্যবহার করেছেন।

٥٤٣ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَانَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ الٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا .

৫৪৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন গরমের প্রকোপ বেড়ে যাবে, ঠাণ্ডা সময়ে নামায (যোহর) পড়বে। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত যে, যোহরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়বে। (অর্থাৎ আবু হোরাইরার বর্ণনায় 'বিসসালাত' শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর আবু সাঈদের বর্ণনায় 'বিযযোহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। এ ছাড়াও এই বর্ণনায় এই কথাও এসেছে যে, কারণ গরমের প্রকোপ দোযখের ভাঁপ। দোযখ আপন পরওয়ারদিগারের নিকট নালিশ করে বলে, হে আমার আল্লাহ! গরমের তীব্রতায় আমার কোন অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন দুইটি নিঃশ্বাস ফেলার। এক নিঃশ্বাস শীতকালে নেয়া, আর এক নিঃশ্বাস নেয় গরমকালে। এইজন্য তোমরা গরমকালে তাপের তীব্রতা পাও। আর শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা গরমের যে প্রচণ্ডতা অনুভব করো তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই। আর শীতের তীব্রতা যা পাও তা জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দরুনই।

ব্যাখ্যা ঃ জাহান্নাম আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে, 'আমার এক অংশ আর এক অংশকে খেয়ে ফেলছে'। ইরশাদ হলো একথার দিকে যে, গরমের প্রচণ্ডতায় উথাল পাথাল করে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। মনে হয় যেনো একে অপরকে খেয়ে ফেলছে। তাই আল্লাহ তাকে দু'টি নিঃশ্বাস নেবার অনুমতি দিলেন। নিঃশ্বাস নেবার অর্থ হলো, আগুনের কুণ্ডলীকে দমন করা। দোযখ থেকে একে বের করে দেয়া। এসময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। প্রচণ্ড গরমে এসময় মাথা ঠিক থাকে না। খুশু খুজু হয় না। তাই একটু ঠাণ্ডা হলে নামায পড়ে নিতে হবে।

এই হাদীস, এরূপ আরো কতিপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (র) গরমের সময় যুহরের নামায প্রথম সময় হতে একটু দেরী করে পড়াকে মোস্তাহাব বলেন। গরমের প্রচণ্ডতা দোযখের উত্তাপ। গরমের আধিক্য দোযখের গর্মিরই নমুনা।

٥٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهٖ .

متفق عليه .

৫৪৪। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়াতেন যখন সূর্য উপরে অর্থাৎ উজ্জ্বল থাকতো। আর কেউ আওয়ালী অর্থাৎ মদীনার উপকণ্ঠে যেতো এবং তখনও সূর্য উপরেই থাকতো। এসব আওয়ালীর কোন কোনটি মদীনা হতে চার মাইল বা এর কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'আওয়ালী' শব্দটি বহুবচন। মদীনায় শহরের বাইরে উঁচু জায়গায় যে সব বসতি ছিলো, এগুলোকেই 'আওয়ালী' বলা হতো। বনি কোরাইযার মসজিদটিও ছিলো ওদিকেই। এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আসরের নামায 'এক মিসলের' পরেই আদায় করা হতো। কারণ সাধারণত একজন মানুষ পথ চললে ঘণ্টায় তিন মাইল চলতে পারে। কাজেই সূর্যাস্তের দেড় কি পৌণে দুই ঘণ্টা আগে আসরের নামায পড়া হলেও চার মাইল পথ যাবার পর সূর্য দিগন্তের উপর থাকে।

٥٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً . رواه مسلم .

৫৪৫। হযরত আনাস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা (আসরের নামায শেষ সময়ে পড়া) মুনাফিকের নামায। তারা বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য হলুদ রং ধারণ করে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে গেলে (সূর্যাস্তের সময়ে) তারা তাড়াতাড়ি উঠে চার ঠোকর মারে। এতে তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আসরের নামাযকে দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলা হয়েছে। আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অধিক তাকিদ রয়েছে। এই নামাযকে শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে। সুতরাং যারা এই নামাযের ব্যাপারে এই আচরণ করে অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে কি করে তাতো সহজেই বুঝা যায়। এটা মুনাফিকদের নামায। গর্দান বাঁচাবার জন্য নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ফাঁকি দেয়।

ঠোকর মারার অর্থ হলো, নামাযে মনোযোগ নেই। মনের প্রশান্তি ছাড়াই পাখীর মতো ঠোকর দিয়ে দুই সিজদা আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়। নামাযের আরকানের দিকে কোন লক্ষ্য করে না।

٥٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ . متفق عليه .

৫৪৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেনো গোটা পরিবার ও ধনসম্পদ লুট হয়ে গেলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মর্মার্থ হলো আসরের নামায কাযা খুবই মর্মান্তিক ও বিয়োগান্তক কথা। একজন মানুষের ঘরবাড়ী ধনসম্পদ-সন্তান-সন্তুতি সব জিনিস হারিয়ে যাবার সাথে আসরের নামায কাযা হয়ে যাবার তুলনা করা হয়েছে। এমন ক্ষতি যেমন কোন মানুষ চায় না, তেমনি আসরের নামায কাযা হবার মতো ক্ষতিও যাতে না হতে পারে সেদিকে একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিৎ। এখানেও আসরের নামাযের গুরুত্ব অধিক বুঝানো হয়েছে।

٥٤٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ・ رواه البخارى ・

৫৪৭। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করলো সে তার আমল বিনষ্ট করলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ আসরের নামায তরককারীর 'আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে', ফরয তরক করলে বা গুনাহ কবীরা করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না বলে যারা মনে করে, বরং কুফরীর নিকট পৌঁছে যায়, তাদের কাছে একথার অর্থ হলো আমল বিনষ্ট হয়ে যাবার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। কিংবা তার সারা দিনের আমলের সওয়াব হ্রাস পেয়েছে।

٥٤٨ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَمُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ - متفق عليه ・

৫৪৮। হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায (এমন সময়) পড়তাম যে, নামায শেষ করে আমাদের কেউ তার তীর পড়বার স্থান (পর্যন্ত) দেখতে পেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মাগরিবের নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন পড়তেন তা বুঝাবার জন্য এই হাদীসে বলা হয়েছে, 'তীর পড়বার স্থান দেখতে পেতো' অর্থাৎ মাগরিবের নামায শেষ করবার পরও আলো থাকতো। এ আলোতে যে কোন ব্যক্তি তীরের লক্ষ্যস্থান ঠিক করতে পারতো। কোথায় গিয়ে তা পড়লো তাও বুঝতে পারতো। এর দ্বারা বুঝা গেলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায সূর্য ডুবার সাথে সাথে পড়তেন। সকল মাযহাবের ইমামের নিকটই এটা মোস্তাহাব।

৫৪৯ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ . متفق عليه .

৫৪৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ 'এশার' নামায পড়তেন 'শাফাক' বিলীন হবার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে বলা হয়েছে আরবের লোকেরা প্রথম প্রথম এশাকে আতামা বলতো। এ নামে ডাকতে হুজুরের নিষেধ করার পর এ নামে আর 'এশাকে ডাকা হয়নি। হযরত আয়েশা এখানে এশাকে 'আতামা' বলেছেন। সম্ভবত তা হুজুরের নিষেধের আগে অথবা তিনি এ খবর জানতেন না।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশা পড়া ভালো। কিন্তু ওজরের কারণে পড়তে না পারলে ফজরের নামাযের সময় হবার আগ পর্যন্ত পড়া জায়েয।

৫৫০ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ - متفق عليه

৫৫০। হযরত আয়েশা (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়া শেষ করলে যেসব মহিলা তাঁর সাথে নামায পড়তেন চাদর গায়ে মোড়ে দিয় আসতো' অন্ধকারের জন্য তাদের চিনতে পারা যেতো না (বুখারী ও মুসলিম)।

৫৫১ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَءُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً . رواه البخارى .

৫৫১। হযরত কাতাদাহ (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবন সাবিত (রা) (রোযা রাখার জন্য) সাহরী খেলেন। সাহরী শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায পড়লেন। (কাতাদা বলেন) আমরা হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দুইজনের সাহারী খাবার পর নামায শুরু করার আগে কত সময়ের বিরতি ছিলো? তিনি বলেন, এতটুকু সময় বিরতি

ছিলো যত সময়ের মধ্যে একজন মানুষ (মধ্যম ধরনের) পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তাওরিশী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ফজরের নামাযের যে সময় বলা হয়েছে এর উপর সাধারণ মুসলমানের আমল করা জায়েয নয়। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সময় নিশ্চিত হয়ে নামায পড়েছেন। তাছাড়া তিনি তো নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কোন সামান্য ভুল করতে পারেন তা চিন্তাও করা যায় না। এই মর্যাদা আর কারো হতে পারে না।

٥٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ اَوْ يُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - رواه مسلم

৫৫২। হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে যখন তোমাদের শাসকবৃন্দ নামাযের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দেবে? আমি আরয করলাম, এসব সময়ে কি পন্থা অবলম্বন করার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময়ে তুমি তোমার নামাযকে ওয়াক্ত মতো পড়ে নিবে। এরপর তাদের সাথেও নামায পড়ার সময় পেলে, পড়ে নেবে। এই নামায তোমার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নামায কায়েম করা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাযের ইমামতি করার দায়িত্ব সেখানকার শাসকের। প্রথম যুগে এইভাবেই কাজ হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতি ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। আর অযোগ্য ব্যক্তিরা শাসন ক্ষমতায় গিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে রাজনীতি হতে মুক্ত করে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশ চালিয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় মসজিদ অরাজনৈতিক আলেম-ওলামা দিয়ে চালিয়েছে। শাসকরা ইমামতির দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী নীতি থেকে সরে যাবার পর শাসকদের নামাযের প্রতি অমনোযোগিতার কথা এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে সময় ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে নামায পড়বেন তার দিকনির্দেশনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যারকে দিয়েছেন।

৫৫٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ ۔ متفق عليه

৫৫৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের নামাযের এক রাকায়াত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো। এভাবে যে সূর্য ডুবার আগে আসরের নামাযের এক রাকায়াত পেলো সে আসরের নামায পেলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি এ দু'টো নামাযের শেষ সময়ে নামায আদায় করতে গেলে সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাকাআত ও আসরের সময় সূর্য অস্ত যাবার আগে যদি আসরের নামাযের এক রাকাআত পায় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। একথাই এই হাদীস বলে দিচ্ছে। এই হাদীসে অনুযায়ী অধিকাংশ ইমামের মতে ফজরের নামায পড়ার সময় সূর্য উঠে গেলে ও আসরের নামায পড়ার সময় সূর্য ডুবে গেলে ফজর ও আসরের নামায বাতিল হবে না, আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমরের হাদীসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী। এ অবস্থায় 'কিয়াস'-এর পন্থা অনুসরণ করতে হবে। এই কিয়াস অনুযায়ী আসরের নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। কারণ সূর্য হলদে রং ধারণ করার পর আসর পড়া মাকরূহ। আর মাকরূহ সময়ে যে নামায আরম্ভ হয় তা নিষিদ্ধ সময়েও আদায় হতে পারে। এদিকে ফজরের নামাযের কোন মাকরূহ সময় নেই। সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত গোটাটাই পরিপূর্ণ বা নির্দোষ সময়। আর নির্দোষ সময়ে যে নামায আরম্ভ হয়েছে তা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় হতে পারে না। এটাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে নফল নামায, ফরয নামায নয়। ফরয নামায নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে। হাদীসের শব্দাবলী ইমাম ইমাম শাফিয়ীর একথা সমর্থন করে না। কারণ সূর্য উঠা, বরাবর হওয়া ও সূর্য অস্ত যাবার সময়ে নামায হারাম করার ব্যাপারে ফরয, নফল ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই।

৫৥٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَاِذَا اَدْرَكَ

سَجْدَةً مِّنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ۔ رواه البخاري ۔

৫৫৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার আগে আসরের নামাযের এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে ফেলে। এভাবে ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ "সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয়" ইমাম আবু হানিফা (র) এই বাক্যের অর্থ করেন সে যেনো তার নামায আবার পড়ে নেয়। অর্থাৎ কাযা আদায় করে। আর শাফিয়ী (র) আগের হাদীসে উল্লিখিত ব্যাখ্যা দান করেন।

৫৫৫ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ ۔ متفق عليه

৫৫৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে এর পরিবর্তে তাকে যখনই স্মরণ হবে, নামায পড়ে নেবে। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হলো, ওই নামায পড়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামায পড়তে ভুলে গেলে কিংবা ঘুমের মধ্যে নামাযের সময় পার হয়ে যাবার পর, যখন মনে হবে তখনই নামায পড়ে নেয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অর্থাৎ কাযা নামায আদায় করে নেবে।

৫৫৬ - وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۔ رواه مسلم

৫৫৬। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঘুমিয়ে থাকার কারণে নামায পড়তে না পারলে তা দোষের মধ্যে শামিল নয়। দোষ হলো জেগে থেকে নামায না

পড়া। তাই তোমাদের কেউ যদি নামায পড়তে না পারে অথবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে, যে সময়েই তার নামাযের কথা স্মরণ হবে, পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে নামায পড়ো' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ হলো, যেহেতু নামাযের কথা স্মরণ হওয়া আল্লাহর কথা স্মরণ হবার নামান্তর, তাই যখন আমার কথা স্মরণ হবে অর্থাৎ নামাযের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে। কেউ কেউ বলেন, অর্থ হলো যখন তোমাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তখনই নামায পড়ে নেবে। এতে কোন দোষ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫৫৭ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا . رواه الترمذى .

৫৫৭। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী! তিনটি কাজ করার ব্যাপারে দেরী করবে না ঃ (১) নামাযের সময় হয়ে গেলে তা আদায় করতে দেরী করবে না। (২) জানাযা হাযির হয়ে গেলে সে কাজেও দেরী করবে না। (৩) স্বামীবিহীন নারীর উপযুক্ত বর পাওয়া গেলে তাকে বিয়ে দিতেও দেরী করো না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের সময় হয়ে গেলেই নামায পড়তে হবে। দেরী করতে গেলেই ভুলে যাওয়া, ঘুম আসাসহ বিভিন্ন সমস্যা এসে যেতে পারে। কাজেই যখনকার কাজ তখনই করতে হবে। এতে নিয়মানুবর্তিতারও প্রশিক্ষণ আছে। অনুরূপভাবে জানাযা অর্থাৎ কাফনের কাজ সম্পন্ন হলে জানাযার নামাযসহ দাফনের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। দেরী করা ঠিক নয়। এতে বুঝা যায় নিষিদ্ধ সময়েও জানাযার নামায পড়া যায়। তিলাওয়াতের সিজদারও এই হুকুম। তিন নম্বরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে যে কাজটি করতে দেরী না করার জন্য বলেছেন তা হলো স্বামীবিহীন মেয়েদের বিয়ে দেবার কথা। মূলে 'আইয়্যেম' শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ স্বামীবিহীন নারী। সে অবিবাহিতা যুবতী কুমারী মেয়ে হোক বা তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা হোক। এদের সকলের ব্যাপারে 'কুফু' (সমকক্ষ বর) ঠিকমতো পাওয়া গেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

আল্লামা তাইয়্যেবী (র) বলেন, 'আইয়্যেম' তাকে বলে যার জোড়া নেই, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী। আর নারীদের মধ্যে সে বিবাহিতা হোক অথবা কুমারী সকলকেই বুঝায়।

٥٥٨ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ – رواه الترمذى ·

৫৫৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায প্রথম সময়ে পড়া আল্লাহকে খুশী করার কারণ হয়। আর শেষ সময়ে পড়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পাওয়া অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে থাকা মাত্র (তিরমিযী)।

٥٥٩ – وَعَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا – رواه احمد والترمذى وابو داؤد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيْثُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ ·

৫৫৯। হযরত উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজ বেশী উত্তম? তিনি বললেন, নামাযকে অর প্রথম ওয়াক্তে পড়া (আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবন ওমর আল-উমারী ছাড়া আর কারো নিকট হতে বর্ণিত হয়নি। তিনিও মুহাদ্দিসদের নিকট সবল নন)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ওমারীর সমালোচনা করলেও অন্য মুহাদ্দিসরা একে নির্দোষ বলেছেন।

٥٦٠ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى – رواه الترمذى

৫৬০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবার আগ পর্যন্ত দুইবার কোন নামাযকে এর শেষ ওয়াক্তে পড়েননি (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশার একথা বলার অর্থ হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সঠিক ওয়াক্তে পড়তেন। মাকরূহ সময়ে তিনি নামায পড়তেন না। শুধু একবার তিনি শেষ ওয়াক্তে নামায পড়া জায়েয বুঝাবার জন্য ইচ্ছা করে বিলম্বে পড়েছেন। যেনো মানুষ নামাযের শেষ ওয়াক্ত চিনে এবং এই শেষ ওয়াক্তে হলেও নামায পড়তে হবে।

যে দুইবার তিনি শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েছেন তা হলো, একবার জিবরীলের সাথে শেষ ওয়াক্তে নামায পড়া। আর একবার এক ব্যক্তিকে নামাযের ওয়াক্ত শিক্ষা দেবার জন্য শেষ ওয়াক্তে নামায পড়াকে বাদ দিয়ে অপর ওয়াক্তের কথা বলেছেন।

এই তিনটি হাদীসে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এর অর্থ উত্তম ওয়াক্তের প্রথম অংশ। ফজরের নামায, গরমের দিনের যোহর ও এশার উত্তম ওয়াক্ত হলো, সর্বপ্রথম ওয়াক্তে সামান্য পরের ওয়াক্ত।

৫৬১ - وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ - رواه ابو داؤد ورواه الدارمى عن العباس .

৫৬১। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতগণ তারকারাজি উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত যদি মাগরিবের নামাযকে বিলম্ব না করে, তারা কল্যাণ লাভ করবে অথবা তিনি বলেছেন, স্বভাব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (আবু দাউদ; দারেমী এই হাদীস হযরত আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, মাগরিবের নামাযের সময় শুধু তারা দেখা গেলে মকরূহ হয় না। মকরূহ হয় যদি বেশী দেরী হয়। অন্ধকারে তারাগুলো ঝলমল করে উঠে। তারা ঝলমল করে উঠার অর্থ অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া। বেশী বিলম্বিত হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবার মাগরিবের নামায দেরীতে পড়েছিলেন। তা ছিলো উম্মাতের জন্য এসময়ে নামায পড়া জায়েয বুঝাবার জন্য।

৫৬২ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِه . رواه احمد والترمذى وابن ماجة

৫৬২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কষ্ট হবার আশংকা না থাকলে আমি এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশে দেরী করে পড়তে নির্দেশ দিতাম (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

٥٦٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ - رواه ابو داؤد

৫৬৩। হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা এই নামায অর্থাৎ এশার নামায় দেরী করে পড়বে। কারণ অন্যান্য উম্মতের উপর তোমাদের মর্যাদা বেশী দেয়া হয়েছে এই নামাযের কারণে। তোমাদের আগে কোন উম্মত এশার নামায পড়েনি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এখানে এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, আগের উম্মতের কেউ এশার নামায পড়েনি। অথচ এর আগে 'নামাযের সময়' অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের হাদীসে হযরত জিবরীল আমীন এশার নামায শিক্ষা দেবার পর বলেছেন, এটাই ছিলো আগের নবীদের নামায পড়ার সময়। বাহ্য দৃষ্টিতে এই দুইটি হাদীসে বিরোধ দেখে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো ওই হাদীসে আম্বিয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এই হাদীসে সকল উম্মাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগের নবীদের উপর এশার নামায ফরজ ছিলো। তাদের উম্মতের উপর ফরয ছিলো না।

٥٦٤ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ - رواه ابو داؤد والدارمى

৫৬৪। হযরত নোমান ইবনে বশীর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খুব ভালোভাবে জানি তোমাদের এই নামাযের শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ ডুবার পর এই নামায আদায় করতেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রথম দিকে মাগরিবের নামাযকে 'প্রথম এশা' এবং এশার নামাযকে শেষ এশা বলা হতো। চান্দ্র মাসের তিন তারিখের চাঁদ ডুবতে বেশ সময় লাগে। তাই এই হাদীসও বুঝাচ্ছে যে, এশার নামায দেরী করে পড়াই উত্তম।

٥٦٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

৫৬৫। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়ো। কারণ ফর্সা আলোতে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের দ্বারা তো এটাই বুঝা যায় যে, ফজরের নামায ফর্সা আলোতে শুরু ও শেষ উভয়ই করতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও একথাই বলেন। কিন্তু ইমাম তাহাবী বলেন, ফজরের নামায শুরু করতে হবে অন্ধকার থাকতে আর শেষ করতে হবে ফর্সার আলোতে। তিনিও হানাফি মাযহাবের একজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, অন্ধকারে নামায শুরু করে লম্বা কিরায়াত পড়বেন। পড়তে পড়তে ফর্সা আলো হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবীর এই ব্যাখ্যাই উত্তম। এতে সব হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে যায়। কোন হাদীসের সাথে কোন হাদীসের বিরোধ থাকে না। হযরত মোআয বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। সেখানে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শীতকালে সকালে সকালে ও গরমের দিন দেরীতে পড়াতে বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٥٦٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ - متفق عليه

৫৬৬। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসরের নামায পড়তাম। এরপর উট যবেহ করা হতো। এই উট কেটে দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা হতো। আর আমরা এই রান্না করা গোশত সূর্য ডুবার আগে খেতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আসরের নামাযের পর এত কাজ সূর্য ডুবার আগে করেছেন বলে প্রমাণিত। তাই বুঝা যায় আসরের নামায এক 'মিসালের' পর পড়া হতো। তাই সূর্য ডুবার আগে এতো কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু গরমকালে দুই 'মিসালের' পর আসরের নামায পড়ার পরও এত কাজ করা সম্ভব হতে পারে। এসব তো নির্ভর করে কর্মতৎপরতার উপর। আর আরবরা তো এসব কাজে ছিলো খুবই পারদর্শী।

٥٦٧ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِىْ اَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُوْهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرِكُمْ وَلَوْ لاَ اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلّٰى – رواه مسلم .

৫৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে শেষ এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বের হয়ে আসলেন। তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ অথবা এরও কিছু পর। আমরা জানি না পরিবারের কোন কাজ তাঁকে এতক্ষণ আবদ্ধ করে রেখেছিলো অথবা এছাড়া অন্য কিছু। তিনি বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের অপেক্ষা করছো যার অপেক্ষা আর কোন ধর্মের লোকেরা করে না। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কঠিন হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরসহ এই নামায আমি এই সময়েই আদায় করতাম। এরপর তিনি মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলে সে ইকামত দিলো। আর হুজুর নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হবার পরই পড়া উত্তম। আবু হানিফারও এই মত। কিন্তু হুজুরের আমল থেকে দেখা গেছে জামায়াতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লোক নামাযের প্রথম ওয়াক্তে উপস্থিত হয়ে গেলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওয়াক্তেই নামায পড়িয়ে দিতেন। আর যারা দেরীতে হাযির হতেন তাঁরা দেরীতে পড়তেন।

٥٦٨ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلٰوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ – رواه مسلم .

৫৬৮। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রায় তোমাদের নামাযের মতোই পড়তেন। কিন্তু তিনি এশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু দেরীতে পড়তেন এবং নামায সংক্ষেপ করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত জাবির এশার নামাযকে 'আতামাহ' বলেছেন। সম্ভবত তিনি এই নামে এশার নামাযকে ডাকতে নিষেধ করার খবর জানতে পারেননি।

এই হাদীস থেকেও জানা গেলো, এশার নামায দেরী করে পড়াই উত্তম। তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন ও ছোট ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়তেন। তবে যখন দেখতেন লোকেরা প্রশান্তিতে আছে, সকলের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাও আছে এদিকে তখন তিনি নামাযে দীর্ঘ সময় নিতেন ও লম্বা কিরায়াত তিলাওয়াত করতেন।

এইজন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে ইমামগণও নামায পড়াবেন। তাদের পেছনে বুড়ো, মাজুর লোক থাকে। থাকে ছোট বয়সের ও কর্মব্যস্ত লোক ও দুর্বলেরা। থাকে বিভিন্ন দিকের যাত্রীরা, রোগীরা। কাজেই বড় জামায়াতে, বিশেষত জুমআর নামাযে এই সব দিক হিসাব করে ইমামদেরকে নামায পড়ানো উচিৎ। অনেক সময় এমনো দেখা যায় জামায়াতে ফরয নামায পড়াতে সময় নেন ৩-৪ মিনিট। কিন্তু মুনাজাতে ব্যয় করেন দশ মিনিটের মতো সময়, যা নামাযের অংশই নয়। এটা মূর্খ লোকের কাজ। খানায়ে কাবার নামায কি তারা দেখেন না? হাজীদের কাছ থেকে শুনা যায় ফরয নামাযের পর সালামের পরপরই সকলে উঠে চলে যায়।

٥٦٩ - وَعَنْ اَبِیْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ - رواه ابو داود والنسائي

৫৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। (ঘটনাক্রমে ওই দিন) তিনি আধা রাত পর্যন্ত মসজিদে আসলেন না। (এরপর তিনি এসে) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো। তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি বললেন, অন্যান্য লোক নামায পড়ে নিজেদের বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) চলে গেছে। তোমরা জেনে রাখবে, যতক্ষণ তোমরা নামাযের অপেক্ষা করবে, তোমাদের গোটা সময় নামাযেই গণ্য করা হবে। আমি যদি বুড়ো, দুর্বল ও অসুস্থদের অসুস্থতার দিকে লক্ষ্য না রাখতাম তাহলে সব সময় আমি এই নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম (আবু দাউদ, নাসাই)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস ও উপরের কয়েকটি হাদীস থেকে জানা গেলো এশার নামায পিছে পড়াই উত্তম। কিন্তু উত্তম ওয়াক্তের সওয়াব লাভের আশায় ঘুমিয়ে পড়লে নির্দোষ সময় শেষ হবার আশংকা থাকলে অথবা মাযুর শ্রমক্লান্ত ব্যক্তিদের কষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলে আগে আগেই পড়ে ফেলাটাই অধিক উত্তম। হাদীসের শেষের অংশ হতে বুঝা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, ধৈর্য ও আগ্রহ সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে এশার নামাযকে বিলম্ব করে বা কোন কোন নামাযকে নাতিদীর্ঘ করে পড়তেন। এই যুগের ইমামদেরও এসব বিষয় বিবেচনা করে নামায পড়ানো উচিৎ। সব সময় এক নিয়মে নামায পড়া ঠিক নয়।

٥٧٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِّلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ - رواه احمد والترمذى .

৫৭০। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (মানুষজনকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযকে তোমাদের চেয়ে বেশী আগে আগে পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামাযকে তাঁর চেয়ে বেশী আগে আগে পড়ো (আহমাদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) মুসলমানদেরকে সুন্নতে নববীর প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য একথা বলেছেন। উম্মাত যেন হুজুরের সুন্নাতের অনুসরণ করে। এ হাদীস হতে বুঝা গেলো আসরের নামায প্রথম ওয়াক্ত হতে কিছুটা বিলম্বে পড়াই ভালো। ইমাম আজম আবু হানিফারও এই মত।

٥٧١ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ - رواه النسائى .

৫৭১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে (যোহরের নামায) ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) পড়তেন আর শীতকালে আগে আগে পড়তেন (নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ জোহরের নামাযের ব্যাপারে কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায দেরী করে পড়েছেন। আবার কোন কোন হাদীসে বুঝা যায় তিনি তাড়াতাড়ি করে পড়েছেন। এই হাদীস দ্বারা হাদীসের পরস্পর বিরোধের নিরসন ঘটেছে। গরমের দিনে হুজুর দেরী করে পড়তেন। শীতের দিনে পড়তেন সকাল সকাল।

৫৭২ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ يُشْغِلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُصَلِّيْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ - رواه ابو داؤد .

৫৭২। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমার পর অচিরেই তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে যাদেরকে দুনিয়ার নানা কাজ ওয়াক্তমত নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামায ওয়াক্তমত পড়তে থাকবে (যদি একা একাও পড়তে হয়)। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর কি এই নামায আবার তাদের সাথে পড়বো? জবাবে হুযুর বললেন, হাঁ, তাদের সাথেও পড়ে নিবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ একা একা নামায পড়লে ফরজ নামায আদায় হয়ে যাবে। পরে জামায়াতের সাথে যে নামায পড়বে তা নফল। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে। এর দ্বারা আর একটা ফায়দা হবে, সঠিক সময়ে নামায আদায় করার হুকুমও পালন করা হবে। আমার শাসকদের বিরোধিতা করার জন্য ভুল বুঝাবুঝি থেকেও বাঁচা যাবে।

৫৭৩ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِيْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ - رواه ابو داؤد

৫৭৩। হযরত কাবিসা ইবনে ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা নামাযকে (সঠিক সময় হতে) দেরী করে পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্য উপকারী হবে, তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ। তাই যত দিন তারা কেবলা হিসাবে কাবা শরীফকে মেনে চলবে তাদের পেছনে তোমরা নামায পড়তে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ তোমাদের জন্য উপকারী হবে অর্থ, তোমরা ওয়াক্তমত নামায পড়ার জন্য তাদের আগে নামায পড়ে ফেলেছো। এরপর আবার তাদের সাথেও পড়েছো। এই দ্বিতীয় বারের নামায তোমাদেরকে নফল সওয়াব দিলো। আর তাদের সাথেও নামায পড়ার কারণে তোমাদেরকে জবাবদিহি করার সম্মুখীন হতে হবে না। কোন কলহ সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না।

'তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ' অর্থ হলো এই দেরীতে নামায পড়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে সমর্থ হবার পরও কেনো নামায অসময়ে দেরী করে পড়লে। তাছাড়া দুনিয়ার কাজ তাদের আখিরাতের পরিণতি হতে ভুলিয়ে রেখেছে। এটাও তাদের জন্য বিপদ।

٥٧٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرٰى وَيُصَلِّيْ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَاِذَا اَحْسَنَ النَّاسُ فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ وَاِذَا اَسَاءُوْا فَاجْتَنِبْ اِسَاءَتَهُمْ - رواه البخارى .

৫৭৪। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (র) হতে বর্ণিত। তিনি খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাঁকে তিনি বললেন, আপনিই জনগণের ইমাম। কিন্তু আপনার উপর এই বিপদ আপতিত যা আপনি দেখছেন। এই সময় বিদ্রোহী নেতা (ফিতনা কিশর) আমাদের নামায পড়াচ্ছে। এটাকে আমরা গুনাহ মনে করছি। হযরত ওসমান (রা) বললেন, মানুষ যেসব কাজ করে থাকে, নামায হলো এসব কাজের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ। তাই মানুষ যখন ভালো কাজ করবে, তাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে। তারা যখন মন্দ কাজ করবে, তাদের এই মন্দ কাজ হতে দূরে থাকবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওসমান (রা) আল্লাহর কতো মুখলিস ও নেক বান্দাহ! এই হাদীস থেকেই তা বুঝা যায়। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদীর কথার জবাবে তাঁর কথা কতো নেক ও খালিস। দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক কথা। সুযোগ গ্রহণের মনোবৃত্তির কণামাত্রও তিনি গ্রহণ করলেন না। বলে দিলেন, তাদের ভালো কাজে শরীক হও, খারাপ কাজ হতে বিরত থাকো। মানুষের আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। অতএব এই নেক আমল ওদের (বিদ্রোহীদের) পেছনে নামায পড়তে দোষ নেই। তাই বুঝা যায় প্রত্যেক মুসলমানের পেছনেই নামায পড়া যায়। তবে কারো পেছনে নামায পড়া উত্তম, কারো পেছনে উত্তম নয়।

٣ - بَابُ فَضَائِلِ الصَّلٰوةِ

৩-নামাযের ফযীলাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

٥٧٥ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - رواه مسلم ٠

৫৭৫। হযরত ওমার ইবনে রুআইবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্য উদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নামায পড়েছে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের সারকথা হলো, এই দুই বেলা নামায মানুষের দুই ক্লান্তি লাঘবের সময়ের নামায। ফজরের সময় ঘুমের আরামে বেহুঁশ শুয়ে থাকার সময়। আর আসরের নামাযের সময় হলো কর্মব্যস্ততার সময়। এই দুই সময় তথা আরাম ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায পড়বে অন্য বেলায় নিশ্চয়ই সে গাফলতি করবে না। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি এতো নিষ্ঠাবান অন্যান্য ব্যাপারেও নিশ্চয়ই তিনি সতর্ক। কাজেই আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামে দিতে পারেন না।

٥٧٦ - وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - متفق عليه

৫৭৬। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে সে জান্নাতে যাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায বলতে ফজর ও আসর অথবা ফজর ও এশার নামাযকে বুঝানো হয়েছে। এসব নামাযের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদা কথা বলেছেন। এর অর্থই হলো, এসকল নামাযের সময় খুব কঠিন সময়। এসব সময়ের নামাযের প্রতি যারা সতর্ক, আল্লাহর অপরাপর হুকুমের প্রতি তারা সতর্ক হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তারা জান্নাতী।

٥٧٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ - متفق عليه

৫৭৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে (আসমান থেকে) রাতে একদল ফেরেশতা ও দিনে একদল ফেরেশতা আসতে থাকেন (যারা তোমাদের আমল লিখে রেখে তা আল্লাহর দরবারে পৌছান)। তারা ফজর ও আসরের সময় একত্র হন। যারা তোমাদের কাছে থাকেন তারা যে সময় আকাশে যান তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে বান্দার খবরবার্তা জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছো? ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার বান্দাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যে সময় আমরা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখনও তাদেরকে নামাযেই দেখতে পেয়েছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বান্দার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নয়। এখানে ফেরেশতাদেরকে বান্দার অবস্থা জিজ্ঞেস করার রহস্য হলো ফেরেশতাদের মুখে তাঁর বান্দার নেক আমলের কথা শোনা। ফেরেশতাদেরকে বান্দার মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানানো।

٥٧٨ - وَعَنْ جُنْدُبٍ الْقَسْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ·

رواه مسلم وفى بعض نسخ المصابيح القشيرى بدل القسرى -

৫৭৮। হযরত জুনদুব কাসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে গেলো। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ যেনো আপন জিম্মাদারির কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন তাকে ধরতে

পারবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো সে আল্লাহর নিরাপত্তায় চলে গেছে। তার জীবন-ধন-মান-ইজ্জত সবই আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও জিম্মাদারিতে চলে যায়। তাই মুসলমানদের উচিৎ আল্লাহর বান্দার সাথে খারাপ ব্যবহার না করা। তাকে হত্যা না করা। তার ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ না করা। তার গীবত না করা। যদি কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তার ইজ্জত নষ্ট করে, তাহলে এর অর্থ হবে, সে আল্লাহর ওয়াদা ও তার নিরাপত্তা বিধানে হস্তক্ষেপ করলো। আল্লাহ তাআলা এমন লোক থেকে খুব কঠিন হিসাব নিবেন। যে হতভাগ্য থেকে আল্লাহ হিসাব নিবেন তার নাজাতের কোন উপায় নেই।

٥٧٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - متفق عليه .

৫৭৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষেরা যদি জানতে পারতো আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি মর্যাদা আছে এবং লটারী ধরা ছাড়া এ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তাহলে তারা লটারী করতো। যদি তারা যোহরের নামায আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি আসার সওয়াব সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা এই নামাযে দৌড়িয়ে এসে শামিল হতো। যদি তার এশা ও ফজরের নামাযের ফজিলাত জানতো তাহলে তারা শক্তি না থাকলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে আসিতে চেষ্টা করতো (বুখারী ও মুসলিম)।

٥٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - متفق عليه .

৫৮০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের নামাযের চেয়ে ভারবহ আর কোন নামায নেই। যদি এই দুই ওয়াক্ত নামাযের

সওয়াবের কথা তারা জানতো তাহলে তারা (হাঁটতে অসমর্থ হলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে আসতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয় জান বাঁচাবার জন্য। ফজর ও এশার নামায বড় আরামের সময়। এই দুই বেলা নামায তাদের জন্য বড় বোঝা। এই দুই বেলা নামাযের অশেষ ফযিলতের কথা বুঝাবার জন্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ এরা জানলে ও বুঝলে মুনাফেকী ছেড়ে দিয়ে এ নামাযে শরীক হতো। অতএব মুমিনদের জন্য উচিৎ তারা যেনো এই নামায কোন অবস্থায় না ছাড়ে।

٥٨١ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رواه مسلم .

৫৮১। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো অর্ধেক রাত নামায আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো গোটা রাত নামায পড়েছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ফজরের নামাযের ফযিলত এশার নামাযের চেয়ে বেশী। তাই বলা হয়েছে, এশার নামায জামায়াতে পড়লে আধা রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে। আর ফজরের নামায জামায়াতে আদায়কারী পূর্ণ রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।

এর আর একটি অর্থও হতে পারে। তাহলো এশার নামায জামায়াতে আদায় করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে। সাথে সাথে ফজর নামায জামায়াতের সাথে পড়লে বাকী অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে। উভয় জামায়াতের সওয়াব মিলে গোটা রাতের নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে।

٥٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبَ قَالَ وَتَقُوْلُ الْاَعْرَابُ هِىَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَاِنَّهَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ فَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الْاِبِلِ - رواه مسلم .

৫৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেদুইনরা যেন তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা এই নামাযকে এশা বলতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের এশার নামাযের নামকরণেও তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। এটা আল্লাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় তাদের উষ্ট্রীর দুধ দোহনের সময় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বেদুইন লোকদের বলতে এখানে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বেদুইনদেরও বুঝানো হয়েছে। যারা 'মাগরিবকে' 'এশা' বলতো, আর 'এশাকে' বলতো 'আতামা'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনদের এই দুই নামে এই দুই নামাযকে না ডাকার জন্য মুসলমানদেরকে এই হাদীসে বলে দিয়েছেন। বেদুইনদের দেয়া নামে এই দুই নামাযকে ডাকলে এটা তাদের বিজয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাকে ব্যবহার করে তাদের প্রভাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নামাযের যে নাম কুরআন দিয়েছে সেই দুই নামেই ডাকবে। আর তাহলো 'মাগরিব' ও 'এশা'। এই হাদীস হতে আরো একটা শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, মুসলমানরা সর্বত্র ইসলামের পরিভাষা, শরীয়তের দেয়া নামধাম বেশী বেশী ব্যবহার করবে। এগুলো 'শেয়ারে ইসলামের' মধ্যে গণ্য, মুসলমানের পরিচয়। এরও একটা মূল্য আছে। আছে এতে গর্বও।

৫৮৩ - عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا .

متفق عليه .

৫৮৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, কাফেররা আমাদেরকে 'মধ্যম নামায' অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর আর কবরগুলো আগুন দিয়ে ভরে দিন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধে চার কি পাঁচ হিজরী সনে কাফেরদের তীর নিক্ষেপকে প্রতিরোধ করার কাজে বেশী ব্যস্ত থাকার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযসহ চার বেলা নামায পড়তে পারেননি, আসরের নামাযের ফযিলত বর্ণনা করার জন্য তিনি তাদের বদদোয়া করেছেন। অর্থাৎ নামায তো কাযা হলো, এমনকি আসরের নামাযও কাজা হলো, যার গুরুত্ব কুরআনেও বলা হয়েছে ঃ "তোমরা নামাযের হিফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যম

নামাযের।" 'মধ্যম নামায' বলতে আসরের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এটা এই হাদীস দিয়েই প্রমাণিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٥٨٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الْعَصْرِ۔ رواه الترمذى ۰

৫৮৪। হযরত ইবনে মাসউদ ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায (ওস্তা) হচ্ছে আসরের নামায (তিরমিযী)।

٥٨٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا قَالَ تَشْهَدُهٗ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ - رواه الترمذى ۰

৫৮৫। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে আল্লাহর কালাম اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا "ফজরের কেরাআতে (নামাযে) হাজির হয়", এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে হাজির হয় রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের আমল ও কাজ অনুসন্ধানের জন্য দুই দল ফেরেশতা যমীনে নেমে আসেন। একদল রাতে আরেক দল দিনে। উভয় দল একত্রে মিলিত হন আসরের নামাযে, আর কোন কোন সময় ফজরের নামাযে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٥٨٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الظُّهْرِ ۰ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا

৫৮৬। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, 'ওসতা নামায' (মধ্যম নামায) যোহরের নামায (মালিক যায়েদ ইবনে সাবেত হতে এবং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে মুআল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ মধ্যম নামায বলতে তারা দুইজন যোহর নামায বুঝেছেন। কারণ এই নামায দিনের মধ্যভাগে পড়ে। এটা তাদের আন্দায-অনুমান। ৫৮৩ নং হাদীসে

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম নামায বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছেন।

٥٨٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ صَلاَةً اَشَدُّ عَلَى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَي الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ - رواه احمد وابو داؤد

৫৮৭। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। হুজুর করীমের সাহাবাদের জন্য হুজুর যেসব নামায পড়তেন তার মধ্যে যোহরের নামযের চেয়ে কষ্টসাধ্য আর কোন নামায ছিলো না। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

"তোমরা সব নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত করবে"। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, যোহরের নামাযের আগেও দু'টি নামায (এশা ও ফজর) আছে, আর পরেও দু'টি নামায (আসর ও মাগরিব) আছে (কাজেই এটাই মধ্যবর্তী নামায)।

ব্যাখ্যা ঃ এটা তাদের নিজস্ব ইজতিহাদ। নতুবা হুজুরের কথার সাথে এই হাদীসের বিরোধ বাঁধে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল ওসতা বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছেন। এটাই অধিকাংশের মত।

٥٨٨ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلاَنِ الصَّلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الصُّبْحِ - رَوَاهُ الْمُوَطَّأُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا .

৫৮৮। হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ 'ওসতা নামায' ফজরের নামায (মোয়াত্তা এবং তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর হতে মুআল্লাকরূপে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আলীও সম্ভবত সালাতুল ওসতা সম্পর্কে হুজুরের মতামত জানার আগে একথা বলেছেন। এরপর তিনি হুজুরের মত সম্বলিত হাদীস ৫৮৩ বর্ণনা করেন। কাজেই এখন আর কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ইমাম মালেক ও

শাফেয়ী ফজরকেই নামাযে ওসতা বলেন। শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম, ইমাম নববী সহিহ হাদীস অনুসারে আসরকেই নামাযে ওসতা বলেন।

٥٨٩ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ - رواه ابن ماجة .

৫৮৯। হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক ভোরে ফজরের নামায পড়ার দিকে গেলো সে লোক ঈমানের পতাকা উঠিয়ে গেলো। আর যে লোক ভোরে বাজারের দিকে গেলো সে লোক ইবলিস মালউনের পতাকা উড়িয়ে গেলো (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আল্লামা তাইয়েবী (র) বলেন, এই হাদীসে আল্লাহ তাআলার বাহিনী কারা, আর কারা শয়তানের পতাকাবাহী তার একটা রূপক দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যারা শেষ রাতের মধুর ঘুমের আরামকে হারাম করে শয়তানের এ সময়ের অসংখ্য ওয়াসওয়াসাকে উপেক্ষা করে, মাঘের শীতকে পরওয়া না করে উযু ও গোসল করে মসজিদের দিকে ধাবিত হন তারা যেনো শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যেভাবে ইসলামের মুজাহিদরা শত্রু পক্ষের মুকাবিলা করতে ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান, এরা যেনো তারা। অতএব যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামায জামায়াতে পড়া বাদ দিয়ে শুয়ে থাকে অথবা দুনিয়া কামাবার জন্য বাজারের দিকে যায় সে ব্যক্তি শয়তানের বাহিনীর এক সৈনিক। কারণ সে শয়তানের তাবেদারীর পতাকা উঠিয়ে শয়তান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের জয় জয়কার করে সামনে অগ্রসর হয়।

যারা ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর জীবিকা নির্বাহ, পরিবার পরিজনের লালন পালনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশে বাজারের দিকে যায় তারা আগের দলভুক্ত অর্থাৎ তারাও আল্লাহর সৈনিক।

٤ - بَابُ الْاَذَانِ

৪-আযান

'আযান' মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিরাট ঐক্যের প্রতীক। আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারে সব ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে যাবার এক সামগ্রীক ও জাতীয় আহবান।

এর আভিধানিক অর্থ 'খবর দেয়া', 'আহ্বান জানানো', 'ডেকে আনা'। আর পরিভাষায় আল্লাহর রাসূলের শিখানো কিছু নির্দিষ্ট বাক্য দিয়ে মুসলমানদেরকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে ধাবিত হবার উদাত্ত আহ্বানের নাম আযান।

আযানে রয়েছে আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্বের ঘোষণা। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, এতে রয়েছে এই উদাত্ত সাক্ষী। এটাও নামাযের সময়, এটা কামিয়াবী ও সফলতার সময়। এসো সব ছেড়ে এদিকে, মহান মলিকের আনুগত্য স্বীকারে এসো। এ হলো আযানের মর্মবাণী।

মুসলিম মিল্লাতের ঘরে নবজাতকের আগমন ঘটার পর তার ডান ও বাম কানে এই আযানের মধুর ধ্বনি শুনিয়ে দিয়েই জন্মলগ্নেই শুনিয়ে দেয়া হয় কি তার পথ। কোন পথে তার চলার গতি হবে। নবজাতক ছেলে মেয়ে যাই হোক তার কানে আযান দেয়া মুসতাহাব।

ইসলামের প্রথম দিকে জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য, এই সময়ে সকলে একত্রে মসজিদে আসার জন্য কিছু সংকেতের প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকেরা যেন বুঝতে পারে এটা নামাযে শরীক হতে যাবার ডাক। এই ধরনের একটি ডাকের প্রয়োজনীয়তার কথা কোন কোন সাহাবা স্বপ্নে দেখেন। কেউ বলেন, তারা হলেন দশজন। কেউ বলেন চৌদ্দজন। কেউ কেউ বলেন মেরাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের এসব বাক্য শিখে আসেন সাহাবাদের স্বপ্নের অনেক আগে। সাহাবাদের স্বপ্নের কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে শিখে আসা বাক্যগুলো দিয়ে আযানের প্রচলন ঘটান। হযরত বেলাল হাবশী (রা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও মুসলিম মিল্লাতের প্রথম মোয়যযিন। সেই কাল থেকে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এই আযান প্রচলিত হয়ে আসছে। যত দিন দুনিয়া থাকবে, চাঁদ সূর্য উদিত হবে আযানের এই ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে মুসলমান নেই। আর যেখানে মুসলমান আছে সেখানে আযানের সুমধুর ধ্বনি ও আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٥٩٠ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَذَكَرْتُهُ لِاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلَّا الْاِقَامَةَ - متفق عليه .

৫৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আযান প্রথা চালু হবার আগে নামাযের জন্য ঘোষণা দেবার প্রসঙ্গে) আগুন জ্বালানো ও শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার প্রস্তাব হলো। (এ প্রস্তাবে কেউ কেউ একে) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের (প্রথা বলে)

উল্লেখ করেন (অর্থাৎ তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়)। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে হুকুম দিলেন আযান জোড়া শব্দে ও একামত বেজোড় শব্দে দেবার জন্য। হাদীস বর্ণনাকরী ইসমাঈল বলেন, আমি আবু আইয়্যুব আনসারীকে (একামত বেজোড় দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তবে "কাদ কামাতিস সালাহ ছাড়া" (অর্থাৎ কাদ কামাতিস সালাহ জোড় বলতে হবে) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মদীনায় আগমনের পর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেলে ও মসজিদ বানানোর পর সকলে একত্র হয়ে নামায পড়ার জন্য কোন ঘোষণা ধ্বনির প্রয়োজন অনুভূত হলো।

এর জন্য কোন কোন সাহাবা কোন উচু জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে নামাযের ঘোষণা দিতে প্রস্তাব করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন শিঙ্গা বাজিয়ে ঘোষণা দিতে। এই দুই প্রস্তাব শুনে আবার কেউ বললেন, এই পন্থায় নামাযের ঘোষণা দিলে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় আগুন জ্বালিয়ে। আর খৃষ্টানরা ঘোষণা দেয় ঘন্টা বাজিয়ে। কথা যুক্তিসঙ্গত। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস ভেঙ্গে গেলো। সকলে নিজ নিজ বাড়ী চলে গেলে একজন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) দেখলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি এই সমস্যার তাড়াতাড়ি একটা সমাধান হয়ে যাক, হুজুর চিন্তামুক্ত হোন, আন্তরিকভাবে এই কামনা করলেন। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে তিনি ঘরে এসে শুয়ে গেলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, একজন ফেরেশতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আযানের বাক্যগুলো বলে যাচ্ছেন।

ঘুম থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) হুজুরের কাছে এলেন এবং স্বপ্নের বাক্যগুলো তাকে শুনালেন। হুজুর বললেন, নিঃসন্দেহে এ স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে এই বাক্যগুলো বলতে থাকো। সে তোমার কাছ থেকে জোরে জোরে বাক্যগুলো বলতে থাকুক। তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর জোরালো। হযরত বেলালের আযান ধ্বনি মদীনায় গুঞ্জরিয়ে উঠলে হযরত ওমর দৌড়িয়ে আসলেন। আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, এই বাক্যগুলো আমিও আজ স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহর নবী শুকরিয়া আদায় করলেন। এই রাতে দশ, এগারো বা বারোজন সাহাবা একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আযানের বাক্যগুলো শুরুতে (আল্লাহু আকবার ছাড়া) জোড়া জোড়া আর একামতের বাক্যগুলো বেজোড়। তাই সাহাবা ও তাবেয়ীদের অধিকাংশ আহলে ইলম, ইমাম জুহরী, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণের এই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ আযান ও

একামত দুটোই জোড়া জোড়া বলার পক্ষে। তাদের দলীলও হাদীস। সামনে এই হাদীস আসবে।

٥٩١ - وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقِى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِه فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه حَىَّ عَلَي الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - رواه مسلم

৫৯১। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আযান' শিখিয়েছেন। তিনি আযানে বললেন, বলো "আল্লাহু আকবার (১), আল্লাহু আকবার (২), আল্লাহু আকবার (৩), আল্লাহু আকবার (৪)। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২)। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২)। তারপর (তিনি বললেন, তুমি আবার বলো, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২)। হাইয়া আলাস সালাহ (১), হাইয়া আলাস সালাহ (২)। হাইয়া আলাল ফালাহ (১), হাইয়া আলাল ফালাহ (২)। আল্লাহু আকবার (১), আল্লাহু আকবার (২)। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আযানের জন্য পরপর সাতটি বাক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মাহযুরকে শিখিয়েছেন। প্রথম বাক্য আল্লাহু আকবার চারবার। দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আল্লাহ... দুইবার ও দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আন্নাহ... দুইবার। আবার দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আল্লাহ দুইবার ও তৃতীয় বাক্য আশহাদু আন্নাহ... দুইবার। চতুর্থ বাক্য হাইয়া আলাস সালাহ দুইবার, ৫ম বাক্য হাইয়া আলাল ফালাহ দুইবার। আবার প্রথম বাক্য আল্লাহু আকবার ৬ষ্ঠ বারে দুই বার। শেষ ও সপ্তম বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু একবার। এই মোট উনিশবার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহকে প্রথম দুইবারের পর আবার দুইবার বলাকে 'তারজী' (অর্থাৎ

পুনরায় বলা) বলে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে এভাবে বলা সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এটা সুন্নাত নয়। আবু মাহযুরার শিক্ষার জন্য তিনি পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٥٩٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ – رواه ابو داؤد والنسائى والدارمى ·

৫৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আযানের বাক্য দুই দুইবার ও একামতের বাক্য এক একবার ছিলো। কিন্তু "কাদ কামাতিস সালাহ"কে মুয়াজ্জিন দুইবার করে বলতেন (আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানের সাতটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্য "আল্লাহু আকবার" ও শেষ বাক্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ছাড়া আর সব কয়টি বাক্যই দুই দুইবার করে বলা হতো। প্রথম বাক্য আল্লাহু আকাবর বলা হতো চারবার। আর শেষ বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতো একবার।

٥٩٣ – وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً – رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة ·

৫৯৩। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ বাক্যে আযান আর একামত সতের বাক্যে শিক্ষা দিয়েছেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বর্ণিত 'তারজী'সহ আযানের ৭টি বাক্য মোট উনিশবার উচ্চারণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা 'তারজী' বলা সুন্নাত নয় বলেন। তাই তার মতে আযানের সাতটি বাক্য পনেরবার। এর সাথে একামতের কাদ কামাতিস সালাহ বাড়ালে আরো দুইবার। অর্থাৎ আট বাক্য সতেরবার। আর অন্যান্যদের মতে, যারা 'তারজী'কে সুন্নাত মনে করেন আট বাক্যে একুশবার।

٥٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهٖ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَاِنْ كَانَ الصُّبْحُ قُلْتَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - رواه ابو داؤد .

৫৯৪। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতেই এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আবু মাহযুরা (রা) বলেন, (আমার কথা শুনে) তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগ মুছে দিলেন এবং বললেন, বলো ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই বাক্যগুলো তুমি খুব উচ্চস্বরে বলবে। এরপর তুমি বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তুমি পুনরায় উচ্চস্বরে শাদাত বাক্য বলবে ঃ আশহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ ; হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। এই আযান ফজরের নামাযের জন্য হলে বলবে, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থ হয়তো যা তর্জমায় বলা হয়েছে তাই। অর্থ দীনের কথা জানার আগ্রহ দেখে বরকতের জন্য তিনি আবু মাহযুরার মাথা মুছে দিয়েছেন। দীনের কথা যেন তিনি স্মরণ রাখতে পারেন। এক বর্ণনায় এসেছে ঃ মাথা মুছে দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে আবু মাহযুরার কথা শুনে তিনি নিজের মাথার অগ্রভাগ মুছলেন।

এই হাদীসে 'তারজী' রয়েছে। মানে দ্বিতীয় বাক্য ও তৃতীয় বাক্যকে প্রথমে বলেছেন চারবার। আবার পরেও বলেছেন চারবার। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসে 'তারজী' নেই। এইজন্য ইমাম আযম (র) 'তারজী' করাকে সুন্নাত মনে করেন না।

৫৯৫ – وَعَنْ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلاَّ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ الرَّاوِيُّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

৫৯৫। হযরত বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ ফজরের নামায ছাড়া কোন নামাযেই 'তাছবীব' করবে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী এই হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল মুহাদ্দিসদের মতে নির্ভরযোগ্য নন)।

ব্যাখ্যা ঃ "তাছবীব' শব্দের অর্থ ঘোষণার পর ঘোষণা দেয়া। সতর্কের পর সতর্ক করা। উভয় ঘোষণারই লক্ষ্য এক। যেমন প্রথম ঘোষণায় মানুষকে নামাযের জন্য আসতে বলা উদ্দেশ্য হলে এই ঘোষণারও একই উদ্দেশ্য। এই "তাছবীব" কয়েক প্রকার। এক প্রকার হলো ফজরের নামাযের 'আযানে' 'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা। এই 'তাছবীব' এইজন্য যে, একবার 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলে মানুষদেরকে নামাযের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার 'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলে মানুষদেরকে হুঁশিয়ার করলো। এই 'তাছবীব' হুজুর কারীমের কালে প্রচলিত ছিলো। এটাই হলো সুন্নাত।

এরপর 'কূফার' আলেমগণ আযান ও তাকবীরের মধ্যবর্তী বিরতির সময় 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলা চালু করলো। এরপর থেকে এক এক শ্রেণী এক এক ফিরকা নিজেদের প্রচলন অনুযায়ী কিছু না কিছু পদ্ধতি "তাছবীব" রূপে চালু করলো। কিন্তু এসব "তাছবীব" ফজরের নামাযের জন্যই চালু করা হয়েছে। কারণ ফজরের নামায তো নিদ্রা ও অলসতার সময়।

এরপর ওলামায়ে মোতাআখখেরীন (শেষ যুগের আলিমগণ) সকল নামাযের জন্য এভাবে 'তাছবীব' চালু করেছেন এটাকে ইসতেহসান হিসাবে মনে করে। অথচ ওলামায়ে মোতাকাদ্দেমীন একে মকরূহ মনে করতেন। কারণ এ কাজ এহদাসের পর এহদাস এবং বেদাআত। হযরত আলীও একাজকে অস্বীকার করেছেন। বর্ণনাটি এভাবে যে, এক ব্যক্তি 'তাছবীব' বলতো। তার ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিলেন এই বেদআতীকে মসজিদ থেকে বের করে দাও। হযরত ওমরের ব্যাপারেও একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন হযরত ওমরের উপস্থিতিতে মসজিদে এক

লোককে ফজরের নামাযে 'তাছবীব' করতে শুনা গেলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। অন্যদেরকেও তিনি বললেন, 'তোমরা বেরিয়ে এসো। এই ব্যক্তির সামনে থেকো না। এই ব্যক্তি "বেদাআতী"।

٥٩٦ – وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ – رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ اِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ ·

৫৯৬। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে বললেন, যখন আযান দিবে ধীর গতিতে (উচ্চ কণ্ঠে) দিবে। যখন ইকামত দিবে দ্রুত গতিতে নিচু স্বরে দিবে। তোমার আযান ও একামতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি রাখবে যাতে খাবাররত লোক খাওয়া শেষ করতে পারে, পানরত লোক পান করা শেষ করতে পারে, পায়খানা পেশাবে রত লোক সে সবকাজ শেষ করতে পারে। আর আমাকে দেখা না পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না (তিরমিযী, তিনি বলেন, এই হাদীসকে আমরা আবদুল মোনয়েম ছাড়া আর কারো থেকে শুনিনি আর এর সনদ মজহুল-অজানা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো আযান টেনে টেনে ধীর গতিতে উচ্চ কণ্ঠে দিতে হবে। আর ইকামত দিতে হবে দ্রুত গতিতে নীচু কণ্ঠে। আযান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু বিরতি থাকতে হবে। যাতে যে ব্যক্তি যে কাজে আছে তা সেরে এসে নামায ধরতে পারে। হাদীসের শেষ বাক্য "আমাকে আসতে না দেখলে তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে না", ইমাম আসার আগে দাঁড়িয়ে থাকাতে কোন লাভ নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একামতের শব্দ শুনার পর নিজ হুজরা থেকে বেরুতেন। ইকামত হাইয়্যা আলাস সালাহতে পৌঁছলে তিনি মেহরাবে প্রবেশ করতেন। এইজন্যই আমাদের ইমামগণের মত হলো, ইকামত হাইয়্যা আলাস সালাহ পর্যন্ত পৌঁছলে ইমাম ও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে যাবেন। মোয়াজ্জিন "কাদ কামাতিস সালাহ" বললে ইমাম নামায শুরু করে দেবেন।

٥٩٧ – وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُذِّنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة ·

৫৯৭। হযরত যিয়াদ ইবনে হারিস আস-সুদায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযের আযান দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি আযান দিলাম। এরপর (নামাযের সময়) বিলাল ইকামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সুদায়ী ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইকামতও দিবে (তিরমিযী, আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ যিয়াদ ইবনে হারিস সুদা বংশের লোক ছিলেন। তাই সুদায়ী বলা হতো। যে আযান দিবে সেই ইকামত বলবে। এটাই মোস্তাহাব। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মতে মোআজ্জিন ছাড়া অন্য কারো ইকামত দেয়া মকরূহ বলেন। ইমাম আবু হানিফার মতে মকরূহ নয়। তিনি বলেন, অনেক সময়ই হযরত উম্মে মাকতুম আযান দিতেন। হযরত বিলাল ইকামত বলতেন। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম সাহেব (র) বলেন, অমুআজ্জিন ইকামত দিতে চাইলে মুআজ্জিন থেকে অনুমতি নিবে। মোআজ্জিন না পেলে অমুআজ্জিনের আযান-ইকামত দেয়া ঠিক নয়। আবশ্যক হলে শুধু তা করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৯৮ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اتَّخِذُوْا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ - متفق عليه ·

৫৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা মদীনায় এসে একত্র হলে তারা নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন। সে সময় সকলে একত্র হতেন। কারণ তখনও নামাযের জন্য কেউ আহবান করতো না। একদিন এ ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ বললেন, খৃষ্টানদের মতো একটা ঘণ্টা বাজানো হোক। আবার কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটি শিঙ্গার ব্যবস্থা করা হোক। হযরত ওমর (রা) তখন

বলেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে মানুষকে নামাযের জন্য আহবান করতে পারো না? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! উঠো, নামাযের জন্য আহবান করো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ তখন নামাযের জন্য আহবান ছিলো কেউ একটু উচু যায়গায় দাঁড়িয়ে বলতো নামায প্রস্তুত, নামায প্রস্তুত। এরপর দ্বিতীয় মজলিসে আযানের বর্তমান প্রচলিত শব্দাবলীর মাধ্যমে আযান দিয়ে মানুষদেরকে জামায়াতে আনার সিদ্ধান্ত হয়। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন।

৫৯৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَّحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُوْ بِهِ اِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِلٰى اٰخِرِهِ وَكَذَا الْاِقَامَةُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَاَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِّنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا اُوْرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوْسِ .

৫৯৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবন আবদে রব্বিহি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য একত্র হতে যখন ঘন্টা বানানোর নির্দেশ দিলেন (সেদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম ঃ এক ব্যক্তি তার হাতে একটি ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এ ঘন্টাটা বিক্রি করবে? লোকটি বললো, তুমি এই ঘন্টা দিয়ে কি করবে? আমি

বললাম, আমরা এই ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের জামায়াতে আসতে আহবান জানাবো। সেই ব্যক্তি বললেন; আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলে দিবো না? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তুমি বলো, আল্লাহু আকবার হতে শুরু করে আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত আমাকে বলে শুনালেন। এভাবে ইকামতও বলে দিলেন। ভোরে উঠে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। যা স্বপ্নে দেখলাম সব তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যা স্বপ্নে দেখেছো তাকে বলতে থাকো। আর সে আযান দিতে থাকুক। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে জোরালো। অতএব আমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে বলতে লাগলাম। আর তিনি আযান দিতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিজ বাড়ীতে হযরত ওমর (রা) আযানের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে একথা বলতে বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ (আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। তবে তিনি ঘণ্টার কথা উল্লেখ করেননি)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সমন্বয়ে মজলিসে বসে নামাযে একত্র করার জন্য কোন ব্যবস্থাতে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। পরে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শিঙ্গা বানাবার জন্য আদেশ দিতে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন যায়েদের স্বপের কথা শুনে এই স্বপ্নের কথাগুলো দিয়ে নামাযের জন্য আহবান (আযান) জানাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই রাতে দশ থেকে চৌদ্দজন সাহাবা এই একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

٦٠٠ - وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ . رواه ابو داؤد .

৬০০। হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জন্য বেরুলাম। তখন তিনি যার নিকট দিয়েই যেতেন, নামাযের জন্য তাকে আহবান জানাতেন অথবা নিজের পা দিয়ে তাকে নেড়ে দিয়ে যেতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, কেউ যদি ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়ে দেয়া উত্তম। শব্দ করে ডেকেও জাগানো যায়। আবার গা, পা-হাত ধরে ঠেলে ঠেলেও জাগানো যায়।

٦٠١ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤَذِّنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يَّجْعَلَهَا فِىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ ·
رواه فى الموطأ ·

৬০১। হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে এ হাদীসটি পৌছেছে যে, একজন মুয়াজ্জিন হযরত ওমরকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকতে এসে তাকে ঘুমে পেলেন। তখন মুয়াজ্জিন বললেন, "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" (নামায ঘুম থেকে উত্তম)। তখন হযরত ওমর (রা) তাকে এই বাক্যটি ফজরের নামাযের আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন (মোয়াত্তা)।

ব্যাখ্যা ঃ ফজরের আযানে "আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' শুরু থেকেই প্রচলিত ছিলো। হযরত ওমরের কাল থেকে নয়। সম্ভবত ঘরে এসে ঘুমের অবস্থায় মুয়াজ্জিনের হযরত ওমরকে জাগানো তার ভালো লাগেনি। তাই তিনি বলেছেন, 'এই বাক্য ফজরের নামাযের জন্য আযান দেবার সময় ওখানে যোগ করতে হয়। এই ঘরে নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন প্রকৃত ব্যাপার কি?

٦٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقَالَ اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ - رواه ابن ماجة ·

৬০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে আম্মার ইবনে সা'দ (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) ছিলেন মসজিদে কুবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে (আযানের সময়) তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এইভাবে (আঙ্গুল) রাখলে তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু হবে (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সা'দ (রা) মসজিদে কুবার মুআজ্জিন ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত মদীনায় হযরত বিলালের পক্ষে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। তিনি হুজুরের বিরহে কাতর হয়ে শাম দেশে চলে যান। তখন মসজিদে কুবা হতে ডেকে এনে হযরত সা'দ (রা)-কে মদীনায় মসজিদে নববীতে আযান দেয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা) নিয়োগ দেন। আমৃত্যু হযরত সা'দ (রা) এই দায়িত্ব পালন করেন।

আযানের সময় কানে আঙ্গুল দিলে শব্দ সুউচ্চ হয় এই হাদীস থেকে একথাও জানা গেলো।

٥ - بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَاِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

৫-আযান ও আযানের জবাব দানের মর্যাদা

٦٠٣ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم ·

৬০৩। হযরত মোয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু গলা সম্পন্ন লোক হবে মুআজ্জিনগণ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মুআজ্জিনগণের মর্যাদা বুঝাবার জন্য রূপক উপমার মাধ্যমে মুআজ্জিনের সবচেয়ে দীর্ঘ ঘাড়ের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা দুনিয়াতে আযান দিয়েছে তারা অধিক মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মুআযযিনগণ কিয়ামতের দিন নেতা হবেন। কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন তারা অনেক বেশী সওয়াবের আশাবাদী হবেন। কারণ কেউ যখন কোন কিছু চায় গলা লম্বা করে তা চায়। আবার কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে মুআজ্জিনদের বড় কদর ও মর্যাদা হবে।

٦٠٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى - متفق عليه ·

৬০৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জন্য আযান দিতে থাকলে, শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় ও বায়ু ছাড়তে থাকে। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত শুরু হয়

পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। ইকামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। নামাযে মানুষের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে, অমুক জিনিস স্মরণ করো। অমুক জিনিস স্মরণ করো। যে সব জিনিস তার মনে ছিলো না সব তখন তার মনে উদয় হয়ে যায়। বাজে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আর বলতে পারে না কত রাকায়াত নামায পড়া হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : শয়তানের বায়ু ছাড়ার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃতই সত্য। কারণ শয়তানেরও দেহ আছে। কাজেই এটা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। গাধার উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে দিলে বোঝার চাপে বায়ু বের হতে থাকে। আযানও শয়তানের উপর এক বিরাট ভারী বোঝা। আযানের ভয়ে পালাতে পালাতে তারও এ ভয়ে বায়ু বের হয়।

কেউ কেউ বলেন, আযান দেয়া শুরু হলে শয়তান থেকে এক রকম শব্দ বের হয়। এ শব্দের কারণে তার কানে আযানের শব্দ পৌঁছায় না। এই শব্দটি শয়তানের হবার কারণে ঘৃণা-বিতৃষ্ণায় এই শব্দটিকে বায়ু বলা হয়।

শয়তান একজন নামাযীর মনে নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা ও খটকার সৃষ্টি করে। এই খটকা সৃষ্টির কারণে সে নামাযে মনোযোগী হতে পারে না। খুশু-খুজুর ভাবধারা আনতে পারে না।

٦٠٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ اِنْسٌ وَّلاَ شَيْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخاري .

৬০৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মানুষ বা জিন অথবা অন্য কিছু যত দূর পর্যন্ত মুআয্‌যিনের আযানের ধ্বনি শুনবে সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে 'মাদা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ শেষ সীমা, শেষ প্রান্ত অর্থাৎ আযানের শব্দ দূরে যেতে যেতে, দূরের শেষ প্রান্তে আযানের কোন শব্দ বুঝা যায় না। এই সীমার মধ্যে মানুষ, জিন, পশু-পাখী যারা এই শব্দ শুনবে তারা মুআযযিনের এই খিদমত ও তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।

٦٠٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ

صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَالَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ - رواه مسلم ·

৬০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনলে তার জবাবে সেই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। আযানশেষে আমার উপর দুরূদ ও সালাম পড়বে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে এর পরিবর্তে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওসীলা' হলো জান্নাতের একটি উঁচু শ্রেণীর স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পারেন। আর আমার আশা এই বান্দাহ আমিই হবো। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা'র দোয়া করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানে মুআযযিন যে বাক্য বলবে প্রতিউত্তরে ঠিক তাই বলবে। 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এবং ফজরের নামাযের 'আস-সালাতু খাইরুম-মিনান-নাওম' ছাড়া। যার বর্ণনা পরের হাদীসে আসবে। আল্লাহর নিকট 'ওসীলা' প্রার্থনারও নিয়ম পরে আসবে।

٦٠٧ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৬০৭। হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুআয্যিন যখন "আল্লাহু আকবার' বলে তখন তোমাদের কেউ যদি (উত্তরে) অন্তর থেকে বলে, আল্লাহু আকবার" আল্লাহু

আকবার"; এরপর মুআয্যিন যখন বলে, "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ," সেও বলে, "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর মুআযযিন যখন বলে, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ", সেও বলে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ", তারপর মুআযযিন যখন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ, সে তখন বলে, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"; পরে মুআযযিন যখন বলে, 'আল্লাহু আকবার "আল্লাহু আকবর", সেও বলে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" এরপর মুআযযিন যখন বলে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ," সেও বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলের শিখানো পদ্ধতি ও শব্দমালাই হলো আযানের জবাব। এই জবাব দেয়া ওয়াজিব। কারো কারো মতে মুস্তাহাব।

٦٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخاري

৬০৮। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে (ও এর জবাব দেওয়ার পর) এই দোয়া পড়ে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। দোয়া হলো ঃ "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান কর ওসীলা, সুমহান মর্যাদা ও প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও তাঁকে (মাকামে মাহমুদে), যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ"। কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য আমার শাফাআত আবশ্যকীয়ভাবে হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই দোয়াকে আযানের দোয়া বলা হয়েছে। কারণ 'আযান' মানুষকে নামায ও আল্লাহর জিকিরের দিকে আহবান জানাচ্ছে। নামাযকে 'কায়েমাহ' বলা হয়েছে। কারণ এই নামায স্থায়ী, শাশ্বত। কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। "ওয়াল ফাজিলাতা"র পর "ওয়াদ-দারাজাতার রাফিআতা" শব্দগুলো পড়া হয়, কিন্তু এ শব্দগুলো হাদীসে কোন বর্ণনায়ই উল্লেখিত হয়নি।

বায়হাকীর বর্ণনায় "ওয়াদ্‌তাহু'র পর "ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ" উল্লেখ হয়েছে।

'মাকামে মাহমূদ" হলো 'শাফায়াতে ওজমার' স্থান। এই জায়গায়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন গুনাহগারদের 'শাফাআত' করার জন্য অবস্থান করবেন।

হাশরের ময়দানে সব জায়গায় 'নাফসি' 'নাফসি' 'আমার জীবন বাঁচাই', 'আমার জীবন বাঁচাই' এই রোল উঠবে। মানুষ হিসাব-কিতাবের পেরেশানীতে লিপ্ত থাকবে। হাশরের ময়দানের কঠোরতা ও বিপন্নতায় দিশেহারা হয়ে পড়বে। শাফাআতের জন্য সকলে নবী-রাসূলদের কাছ দৌড়াদৌড়ি করবে। কিন্তু সকলেই নিজের জান বাঁচাবার জন্য থাকবেন ব্যাকুল। শাফায়াত করার সাহস কেউ করবেন না। বলবেন, তোমরা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তাঁর আগের পরের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার রাখেন। সকলে শেষ নবীর কছে দৌড়িয়ে যাবেন। আল্লাহর প্রিয় শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যাবেন। মানুষের জন্য 'শাফাআত' করবেন। এই সময় সকলের মুখেই তাঁর প্রশংসার কথা শুনা যাবে। আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। শানে মুহাম্মদীর প্রকাশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

হাদীসে উল্লেখিত "আল্লাজি ওআদতাহু"-যার তুমি ওয়াদা তাঁকে দিয়েছো" কুরআনের এই আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত ঃ

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ‎•

"আশা করা যায়, (হে মুহাম্মদ) আল্লাহ আপনাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত জায়গায়) স্থান দিবেন"। অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ আপনাকে হাশরের ময়দানে বিপদগ্রস্তদের সুপারিশকারী বানিয়ে মাকামে মাহমূদে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

٦٠٩ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيْرُ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْاَذَانَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلَّا اَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ رَاعِىْ مِعْزًى - رواه مسلم •

৬০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যখন যেতেন ভোরে শত্রুদের উপর) আক্রমণ চালাতেন। ভোরে তিনি কান পেতে আযান শুনার অপেক্ষায়

থাকতেন। (যে জায়গায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা হতো) ওখান থেকে আযানের ধ্বনি কানে ভেসে আসলে আক্রমণ করতেন না। আর আযানের ধ্বনি কানে ভেসে না আসলে, আক্রমণ করতেন। একবার তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্য রওনা হয়ে যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, ইসলামের উপর আছে (কারণ আযান মুসলমানরাই দেয়)। এরপর ওই ব্যক্তি বললো, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহু ছাড়া কোন মাবুদ নেই), হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলে। সাহাবাগণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আযানদানকারী বকরীর পালের রাখাল (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যে মহল্লায় হুজুর অভিযান চালাতেন, আগে যাচাই-বাছাই করে নিতেন তারা মুসলমান কি না। এই যাচাইর উপায় হিসাবেই তিনি ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ওখান থেকে আযান শুনা যায় কিনা। আযান শুনা গেলেই তিনি বুঝতেন এটা মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লা। কাজেই ওখানে আর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না। আর তা না হলেই আক্রমণ করতেন। ভোরের সময়ই আযান ধ্বনি স্পষ্টভাবে কানে এসে পৌঁছে। তাই যাচাইর জন্য এটাই মোক্ষম সময়।

কাজেই বুঝা গেল, আযানই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রতীক। ঈমানের লক্ষণ। এজন্যই ফিকাহবিদদের মত হলো, আযান শরীয়াতে সুন্নাত হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দলবদ্ধভাবে কোন এলাকায় আযান ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ, যে পর্যন্ত আযান চালু না করে।

٦١٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهٗ ذَنْبُهٗ - رواه مسلم ·

৬১০। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে এই দোয়া পড়বে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু, রাদিতু বিল্লাহে রব্বান ওয়াবিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান" ("আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহকে রব, দীন

হিসাবে ইসলাম, নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানি ও মানি") এর উপর আমি সন্তুষ্ট, তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই দোয়াটি আযান চলা অবস্থায় পড়া যায়। আযান দেয়া শেষ হবার পরও পড়া যায়। তবে আযানশেষে পড়াই বরং উত্তম। তাহলে আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হবে না।

٦١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَنَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ . متفق عليه .

৬১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায আছে। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন ঃ এই নামায ওই ব্যক্তির জন্য যে পড়তে চায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দুই আযানের অর্থ হলো, আযান ও ইকামত। অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া খুবই সফলতা ও সৌভাগ্যের কাজ। এই সময়ে সুন্নাত ও নফল নামায যত বেশী পড়া যায় ততই উত্তম। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যটি একাধিকবার বলেছেন দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٦١٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ - رواه احمد وابو داؤد والترمذى والشافعى وفى اخرى له بلفظ المصابيح .

৬১২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম জিম্মাদার আর মুআযযিন আমানতদার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে হিদায়াত দান করো। আর মুআযযিনদেরকে মাফ করে দাও" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী। ইমাম শাফেয়ী মাসাবিহের শব্দে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম জামিন ও জিম্মাদার। মুক্তাদির নামায, কিরাআত, রুকূ, সিজদা সব আরকান আদায় হওয়া ইমামের উপর নির্ভর করে। এসব সুচারুরূপে হলো কিনা তার প্রতি সতর্ক থাকা তার দায়িত্ব। নামাযের সব বোঝা ও দায়দায়িত্ব তার কাঁধে তিনি তুলে নেন। তিনি নিয়তের সময় ঘোষণা দেন ঃ যারা নামায পড়ার জন্য একত্র হয়েছে আমি তাদের সকলের দায়িত্বশীল নেতা। নামায ভালো ও সহীহ্ হলে তো ভালো। না হলো সব জবাবদিহিতা আমার। এই দায়িত্ব তাকে সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

আর মুআযযিন হলো আমানতদার। সহীহ সময়ে আযান দেয়া। মানুষকে মসজিদে সঠিক সময়ে আযান দিয়ে নিয়ে আসা। আযানের শব্দ শুনে মানুষ সারা দিন রোযা রাখার পর ইফতার করে। এসব কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করার আমানত তার উপর। কাজেই মুআযযিনগণ তাদের উপর অর্পিত এই আমানত পালন করবে। এর বিনিময়ে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

٦١٣ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ – رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة .

৬১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি (পারিশ্রমিক ও বিনিময়ের লোভ বাদ দিয়ে) শুধু সওয়াব লাভের আশায় সাত বছর পর্যন্ত আযান দেয় তার জাহান্নামের মুক্তি লিখে দেয়া হয় (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

٦١٤ – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ – رواه ابو داؤد والنسائى .

৬১৪। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার রব সেই মেষপালক রাখালের উপর খুশী হন, যে একা পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য আযান দেয় ও নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা সে সময় তার ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি তাকাও। সে আমাকে ভয় করে (এই পর্বত চূড়ায়) আযান দেয় ও

নামায পড়ে। তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ মেষপালক রাখাল লোকালয় হতে দূরে বহু দূরে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেষ-ছাগ চরায়। নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে নামায পড়ে ও আল্লাহ-রাসূলের নাম উড্ডীন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

ইবনে মালিক (র) বলেন, ওই স্থানে তার আযান দেবার ফলে ফেরেশতা জিনসহ আল্লাহর মাখলুক নামাযের সময় সম্বন্ধে অবগত হয়। তাছাড়া তার আযানের ধ্বনিসহ এর রেশ যতদূর পৌঁছেছে তার মাগফিরাত কামনা করে।

৬১৫ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلاَهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُّنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ٠ رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب ٠

৬১৫। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তি 'মিশকের' টিলায় থাকবে। প্রথম ওই গোলাম যে আল্লাহর হক আদায় করে নিজের মনিবেরও হক আদায় করেছে। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে মানুষের নামায পড়ায়, আর মানুষরা তার উপর খুশী। আর তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে দিনরাত সব সময় পাঁচ বেলা নামাযের সময় আযান দিয়েছে (তিরমিযী এবং তিরমিযী এই হাদীসকে "গরীব" বলেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ 'আব্দ' অর্থ মালিকানাধীন মানুষ। এর অর্থ গোলাম হতে পারে, দাস-দাসীও হতে পারে। আল্লাহর সব ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমতো আদায় করে সে তার দুনিয়ার মনিবের তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

মুক্তাদিগণ ওই ইমামের উপরই সন্তুষ্ট থাকে যে ইমাম তাদের নামায সুন্দরভাবে পড়ান, ফরয-ওয়াজেবসহ সব আরকানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সুন্দরভাবে কিরায়াত পড়ান। এমন ইমামের উপর মুক্তাদীগণের খুশী ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই স্বাভাবিক।

এরপর মুআযযিন। তিনি তার উপর অর্পিত আমানত ঠিকভাবে পালন করে। এই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ মিশকের টিলায় স্থান দিবেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের দুনিয়ার ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়েছেন। এইজন্য আল্লাহ তাদের সুগন্ধির এই পাহাড়ে রাখবেন, অন্যদের চেয়ে মর্যাদার পার্থক্য করার জন্য।

٦١٦ - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَاسٍ وَّشَاهِدُ الصَّلٰوةَ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَّ يُكَفِّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة وروى النسائى الى قوله رَطْبٍ وَّيَابِسٍ وَقَالَ وَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى

৬১৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুআযযিন, তাকে মাফ করে দেয়া হবে তার আযানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ্য দেবে প্রতিটা সজীব ও নির্জীব জিনিস। যে নামাযে উপস্থিত হবে, তার জন্য প্রতি নামাযে পঁচিশ নামাযের সওয়াব লিখা হবে। মাফ করে দেয়া হবে তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলো (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। কিন্তু নাসায়ী, প্রত্যেক সজীব নির্জীব পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি আরো বলেছেন, তার জন্য সওয়াব রয়েছে যারা নামায পড়েছে তাদের সমান।

٦١٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِ اَجْرًا - رواه احمد وابو داؤد والنسائى

৬১৭। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম নিযুক্ত করে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তাদের ইমাম। তবে ইমামতির সময় তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো। একজন মুআয্যিন নিযুক্ত করে নিও, যে আযান দেবার বিনিময়ে পরিশ্রমিক গ্রহণ করবে না (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমামদের আলেম হতে হবে। বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের মালিক হতে হবে। তাহলে সব দিক বিবেচনা করে ইমামতি করতে পারবে। মানুষও মর্যাদার চোখে দেখবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমানকে এখানে বলে দিয়েছেন, তোমার মসজিদের আওতায় সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি (অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার প্রতি) লক্ষ্য যদি রাখতে পারো তবেই তুমি ইমাম। অর্থাৎ নামায দীর্ঘ করবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক আলেম তা করেন না। বিশেষ করে জুমাবারে প্রায় এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময়

আমাদের ইমামগণ নামাযে ব্যয় করেন। অনেক কথা বলেন। প্রয়োজনীয় কথাই বলেন। কিন্তু এরূপরও নামায আরো কম সময়ে পড়ানো যায়। যারা বৃদ্ধ অসুস্থ তারা তো এত দীর্ঘ সময় উজু রাখতেই পারেন না। ইমামদের হুজুরের নামায ও নামাযের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আযান ও ইমামতির জন্য বিনিময় না নেয়া উত্তম। তবে এলাকাবাসীর তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

٦١٨ - وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ "اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ" - رواه ابو داؤد والبيهقى فى الدعوات الكبير -

৬১৮। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাগরিবের আযানের সময় এই দোয়াটি পড়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

"হে আল্লাহ! এই আযানের ধ্বনি তোমার রাতের আগমনবার্তা দিনের বিদায় ধ্বনি এবং তোমার মুআযযিনের আযানের সময়। তুমি আমাকে ক্ষমা করো" (আবু দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কবির)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানের জবাব তো মুআযযিনের আযান চলার সময় তার সাথে সাথে দিতে হয়। মুয়াযযিন লম্বা করে টেনে আযান দেন। তাই এই শিখানো দোয়া আযান কানে আসার সাথে সাথে পড়ে ফেললেই আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আযানশেষে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। প্রথমে প্রচলিত দোয়া পড়বে। এরপর এই দোয়া।

٦١٩ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَوْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً اَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِىْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِى الْاَذَانِ - رواه ابو داؤد -

৬১৯। হযরত আবু উমামা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী বলেন, একবার বেলাল ইকামত দিতে শুরু করলেন। তিনি কাদ কামাতিস সালাহ বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা (আল্লাহ নামাযকে কায়েম করুন ও একে চিরস্থায়ী

করুন)। বাকী সব ইকামতে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপই বললেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানের জবাবের মতো ইকামতের জবাব দিতে হয়। আযানের সব বাক্যেরই জবাব আগের হাদীসগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। আযানের চেয়ে একটি বাক্য ইকামতে বেশী আছে। তা হলো, "কাদ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস সালাহ। এই বাক্যটির জবাব ইকামতে বলতে হবে ঃ "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা"।

٦٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - رواه ابو داؤد والترمذى .

৬২০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহ্ পাকের দরবার হতে ফেরত দেয়া হয় না (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা তো পরম দয়ালু ও মেহেরবান। সব সময়ই তিনি তাঁর বান্দাদের আবেদন-নিবেদন শুনেন, দোয়া কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল এখানে আযান ও ইকামতের মাঝখানের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় আল্লাহ পাকের দরবারে কোন বান্দা তার যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করবে আল্লাহর দরবার থেকে তা কবুল করা ছাড়া ফিরে আসে না। এ সময়টা বিশেষভাবে দোয়া কবুলের সময়। তাই দীন-দুনিয়ার মনোবাঞ্ছা, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিৎ।

٦٢١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ - رواه ابو داؤد والدارمى إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ .

৬২১। হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা (তিনি বলেছেন) কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়ের দোয়া ও যুদ্ধের সময়ের দোয়া, যখন পরস্পর কাটাকাটি, মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে বৃষ্টির নিচের দোয়া (আবু দাউদ, দারিমী)। তবে দারিমীর বর্ণনায় "বৃষ্টির নিচের" কথাটুকু উক্ত হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ যখন মানুষের বৃষ্টির খুব প্রয়োজন তখন যদি বৃষ্টি হয় তবে তা হবে আল্লাহর রহমাত ও বরকতের নিদর্শন। তাই সেই রহমত ও বরকতের সময়ও আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হয়। এ সময়ও দোয়া করা যেতে পারে।

٦٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ - رواه ابو داؤد .

৬২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আযানদানকারীরা তো আমাদের চেয়ে মর্যাদায় বেড়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা যেভাবে বলে তোমরাও তাদের সাথে সাথে সেভাবে বলে যাও। আর আযানের জবাব শেষে যা খুশী তাই আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও আযানের জবাবের গুরুত্ব ও ফযিলাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুআযযিন আযান দিয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। বেশী সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা হুজুরকে জানালে তিনি বললেন, মোয়াযযিন যা বলে, তোমরাও জবাবে তা বলো। সওয়াব সমান হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٦٢٣ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّاوِيْ وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ مِيْلًا - رواه مسلم

৬২৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে তখন সে "রাওহা" না পৌঁছা পর্যন্ত ভাগতে থাকে (অর্থাৎ অনেক দূরে চলে যায়)। বর্ণনাকারী বলেন, "রাওহা" নামক স্থানে মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের জন্য আযান দেবার সময় আযানের শব্দ শুনে শয়তানের দল পালাতে শুরু করে এবং বহু দূরে চলে যায়। এখানে 'রাওহা' নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে যা মদীনা হতে বেশ দূরে। তৎকালে এটা একটা দূরবর্তী স্থান ছিলো। দূরের প্রতীকি শব্দ হিসাবে রাওহা ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে বেশ দূরত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য।

٦٢٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اِنِّىْ لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ اِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَّى اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَلَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِكَ - رواه احمد ٠

৬২৪। হযরত আলকামা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মোয়াবিয়ার নিকট ছিলাম। তার মুআযযিন আযান দিচ্ছিলেন। মুআযযিন যেভাবে (আযানের বাক্যগুলো) বলছিলেন, মুয়াবিয়াও ঠিক সেভাবে বাক্যগুলো বলতে থাকেন। মুআযযিন "হাইয়্যা আলাস সালাহ" বললে মুআবিয়া বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। মুআযযিন "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বললে হযরত মুআবিয়া বললেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম"। এরপর আর বাকীগুলো তিনি তা-ই বললেন যা মুআযযিন বললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আযানের জবাবে) এভাবে বলতে শুনেছি (আহমাদ)।

٦٢٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه النسائى ٠

৬২৫। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বেলাল দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল চুপ করলে (আযান শেষ হলে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এর মতো বলবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানের মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আযানের জবাব দিবে সে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে খালিস ঈমানের পরিচয় দিলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا - رواه ابو داؤد ٠

৬২৬। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয্যিনকে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন, 'আর আমিও' 'আর আমিও' (ইবনে মাজাহ)।

٦٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَّلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً - رواه ابن ماجة ‏.

৬২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বারো বছর পর্যন্ত আযান দেবে তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী। আর প্রতি আযানের বিনিময়ে প্রতিদিন তার আমলনামায় ষাটটি নেকী ও প্রত্যেক ইকামতের পরিবর্তে ত্রিশ নেকী লেখা হয় (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ আযানের তুলনায় ইকামতের সাওয়াব অর্ধেক। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, আযান উচ্চস্বরে বাইরে খোলা ময়দানে হয়। চারিদিকের সকল মানুষে শুনে এবং প্রচার বেশী হয়। আর ইকামত মসজিদের সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সংখ্যক লোকদের মাঝে হয়। তাছাড়া ইকামতের তুলনায় আযানে অপেক্ষাকৃত কষ্ট বেশী।

٦٢٨ - وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ - رواه البيهقى فى الدعوات الكبير ‏.

৬২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের সময় দোয়া করার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে (বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে ৬১৮ হাদীসেও মাগরিবের নামাযের সময় দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দোয়াটিও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও মাগরিবের পর দোয়া করার কথা উল্লেখ হয়েছে। সম্ভবত সেই দোয়টি এখানেও করার কথা বলা হয়েছে।

٦- بَابُ تَاخِيرِ الْاَذَانِ

৬-বিলম্বে আযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

٦٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِيْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيْ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً اَعْمٰى لاَ يُنَادِيْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ - متفق عليه -

৬২৯। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেলাল রাত থাকতে আযানর দেয়। তাই তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান না দেয়া পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করতে থাকবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) অন্ধ ছিলেন। 'ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে' তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'সুবহে সাদেকের' আগ পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়। হযরত বিলাল (রা) 'সুবহে সাদেকের' আগেই আযান দিতেন। এতে এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআয্যিন ছিলেন দুইজন। একজন আযান দিতেন 'সুবহে সাদেকের' আগে রাত থাকতে। তিনিই ছিলেন হযরত বেলাল। সম্ভবত তার আযান ছিলো তাহাজ্জুদের নামায ও রমযানের সাহরী খাবার জন্য। আর দ্বিতীয় মুআয্যিন ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি ফজরের নামাযের আযান দিতেন। অন্ধ হওয়ার কারণে, কেউ আযানের সময় হয়ে গেছে বলে দিলে, তিনি আযান দিতেন। আর নামাযের ওয়াক্ত হবার আগে আযান দিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী (র) ফজরের নামাযের জন্য দুইজন মুআয্যিন রাখা সুন্নাত বলেছেন। একজন ফজরের আগে শেষ আধা রাতে আযান দেবার জন্য। আর দ্বিতীয়জন ফজরের প্রথম ওয়াক্তে আযান দেবার জন্য। হানাফী ইমামগণ বলেন, প্রথম মুয়াযযিন সাহরী ও তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য আযান দিতেন, ফজরের নামাযের জন্য নয়। কারণ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান দিতে নিষেধ করেছেন। তাই হানাফী মাযহাবে ফজরের নামাযের জন্য সময় হবার আগে আযান দেয়া জায়েয নেই।

٦٣٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِّنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَّلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلٰكِنِ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيْرُ فِى الْاُفُقِ - رواه مسلم ولفظه للترمذى .

৬৩০। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেলালের আযান ও সুবহে কাজেব তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হতে যেনো বিরত না রাখে। কিন্তু সুবহে সাদেক যখন দিগন্তে প্রসারিত হয় (তখন খাবার-দাবার ছেড়ে দেবে) (মুসলিম ও তিরমিযী, মূল পাঠ তিরমিযীর)।

ব্যাখ্যা : রাতের সর্বশেষাংশে পূর্বাকাশে প্রথমে যে সাদা রং উপরের দিকে লম্বা হয়ে ভেসে উঠে আবার কিছুক্ষণ পর বিলীন হয়ে যায় তাই সুবহে কাযেব। এরপর আর একটি সাদা রং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে উঠে। কিন্তু বিলীন হয় না, বরং আস্তে আস্তে সাদা হতে হতে ভোর হয়ে যায়। এটাই সুবহে সাদেক। সুবহে সাদেক দেখা দিলেই সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হয়।

٦٣١ - وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا - رواه البخارى .

৬৩১। হযরত মালিক ইবনুল হোয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সফরে গেলে আযান দিবে ও ইকামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড়ো সে তোমাদের ইমামতি করবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল উত্তম ব্যক্তি নামায পড়াবার যোগ্য। আর আযান দেবার জন্য এমন যোগ্যতা বা বাছাবাছির প্রয়োজন নেই। তবে আযানের জন্য উত্তম লোক হওয়া উত্তম।

٦٣٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ - متفق عليه .

৬৩২। হযরত মালিক ইবনুল হোয়াইরিস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা নামায পড়বে যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের নামাযের ইমামতি করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٣٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلاَلٌ مَّا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اِسْتَنَدَ بِلاَلٌ اِلٰى رَاحِلَتِه مُوَجِّهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِه فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ وَّلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِه حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَهُمْ اِسْتَيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىْ بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ اَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَّسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ - رواه مسلم ·

৬৩৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় রাতে পথ চলছেন। এক সময়ে ঘুমের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলে শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বেলালকে বলে রাখলেন, নামাযের জন্য রাতে লক্ষ্য রাখতে। এরপর বেলাল, তার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ ঘুমিয়ে রইলেন। ফজরের নামাযের সময় কাছাকাছি হয়ে আসলে বিলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে নিজের উটের গায়ে হেলান দিলেন। ফলে বেলালকে তার চোখ দুটো পরাজিত করে ফেললো (অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন)। অথচ তখনো বিলাল উটের গায়ে হেলান দেয়েই আছেন। না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম

থেকে জাগলেন, না বিলাল জাগলেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের কেউ, যে পর্যন্ত না সূর্যের তাপ তাদের গায়ে লাগলো। এরপর তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, হে বেলাল! (কি হলো তোমার)। বেলাল জবাবে বললেন, হুজুর! আমাকে যে পরাজিত করেছে সে পরাজিত করেছে আপনাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে চলো। অই তাদের উটগুলো নিয়ে কিছু সামনে এগিয়ে গেলেম। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। বিলালকে তাকবির দিতে আদেশ করলেন। বিলাল তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি তাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে হুজুর বললেন, নামাযের কথা ভুলে গেলে যখনই তা মনে পড়বে তখনই পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'নামায কায়েম করো আমার স্মরণে' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে বুঝা গেল 'কাজা' নামাযের জন্য আযান দিতে হয় না। ইকামত দিয়ে নামায পড়লেই চলবে। ইমাম শাফেয়ীর মত এটাই। ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-র মত হলো 'কাজা' নামাযের আযান দিতে হয়, দেয়া সুন্নাত। আবু দাউদ প্রভৃতির বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে রাবী এখানে আযানের উল্লেখ করেন নি। মূলত প্রথমে আযান দিয়ে পরে একামাত দিলেন।

٦٣٤ - وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ - متفق عليه .

৬৩৪। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য একামত দেয়া হবে, তোমরা আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

ব্যাখ্যা ঃ মুআযযিন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলা পর্যন্ত নামাযের উদ্দেশে আগত মুসল্লিগণ বসে থাকতে পারেন। তবে সারি সোজা করার জন্য আগে উঠে নিলে ভালো। এরপর আর বসে থাকা যায় না। তবে ততক্ষণেও ইমাম না আসা পর্যন্ত বসে থাকাই উচিৎ।

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ فَاِنَّ

أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي -

৬৩৫। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের ইকামত দিতে শুরু হলে তোমরা দৌড়িয়ে আসবে না, বরং শান্তভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে তাই পড়বে। আর যা ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে (বুখারী ও মুসলিম)। তবে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ নামাযের জন্য বের হলে তখন সে নামাযেই থাকে"। কাজেই দৌড়াবার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ঃ মূলত নিয়ম হলো নামাযের আযান হবার পরপরই নামাযের জন্য তৈরি হওয়া। নামায শুরু হবার আগেই প্রশান্তির সাথে গাম্ভীর্য সহকারে মসজিদে প্রবেশ করা। উজু ও মসজিদে প্রবেশ করার জন্য শুকরিয়াস্বরূপ দুই রাকায়াত সময় থাকলে পড়বে, এরপর ইমামের সাথে ধীরে সুস্থে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে।

নামাযের জন্য মসজিদে যেতে দেরী করলেই তাড়াহুড়া করতে হয়। ইকামত শুরু বা শেষ হবার পর ইমাম তাকবীর তাহরীমা বেঁধে ফেলার পর রাস্তা থেকে আওয়াজ শুনলে তখন অনেকে দৌড়াতে শুরু করে।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাবার পর দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে যাওয়া মানা। এতে অনেক সময় দৌড়াতে গেলে উজুও নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা হয়।

নামাযে 'তাকবীরে তাহরীমা' পাওয়া খুবই সওয়াবের ব্যাপার। তাই এই 'তাকবীরে উলা' ধরার জন্য দৌড়ানো জায়েয কিনা এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এ অবস্থায় তা জায়েয। কারণ হযরত ওমর একবার 'জান্নাতুল বাকীতে' ছিলেন। মসজিদে নববীতে তাকবীর শুনে তিনি দৌড়িয়ে মসজিদে এসেছেন।

আর কোন আলেম এটাকে ঠিক মনে করেন না। এই হাদীস তাদের দলীল। তাদের মত হলো, ধীরে-সুস্থে স্বাভাবিক গতিতেই মসজিদে আসবে। নামায যা ইমামের সাথে পাবে পড়বে। ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সালাম ফিরাবার পর পড়ে নেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٦٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُّوْقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوْا حَتّٰى

اسْتَيْقَظُوْا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَزِعُوْا فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَبُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهٖ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوْا حَتّٰى خَرَجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَدِىْ ثُمَّ اَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْزِلُوْا وَاَنْ يَّتَوَضَّئُوْا وَاَمَرَ بِلَالاً اَنْ يُّنَادِىَ لِلصَّلٰوةِ اَوْ يُقِيْمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَاٰى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا اِلَيْنَا فِىْ حِيْنٍ غَيْرِ هٰذَا فَاِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ اِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اَتٰى بِلَالاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهُ كَمَا يُهْدَءُ الصَّبِىُّ حَتّٰى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَاَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ – رواه مالك مرسلا ۰

৬৩৬। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মক্কার পথে এক রাতে শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন হতে নেমে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বিলালকে নিযুক্ত করলেন তাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতে। বিলালও পরিশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়েই রইলেন। অবশেষে তারা যখন জাগলেন, সূর্য তখন উঠে গেছে। জেগে উঠার পর তারা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নির্দেশ দিলেন বাহনে উঠতে ও ময়দান পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ময়দানে শয়তান বিদ্যমান। তাই তারা আরোহীতে সওয়ার হয়ে চলতেই থাকলেন। অবশেষে তারা ময়দান পার হয়ে গেলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবতরণ করতে ও উজু করতে নির্দেশ দিলেন। বেলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথবা ইক্বামত দিতে। তারপর তিনি লোকজনদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায হতে অবসর হওয়ার পর তাদের উপর ভীতি বিহ্বলতা পরিলক্ষিত হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকেরা! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কবয করে নিয়েছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন এই সময়ের আরো পরেও আমাদের প্রাণসমূহ ফেরত দিতেন। তাই যখনই তোমাদের যে কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামায ভুলে গেলো জেগে উঠেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে যেনো এই নামায সেভাবেই পড়ে যেভাবে সময় মতো পড়তো। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বলেন, "শয়তান বিলালের নিকট আসে। সে তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলো। তাকে সে শুইয়ে দিলো। (এরপর শয়তান ঘুম পাড়াবার জন্য) তাকে (হাত দিয়ে) চাপড়াতে থাকে যেভাবে শিশুদের (ঘুম পাড়ানোর জন্য) চাপড়ানো হয়, যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে না পড়ে। তারপর তিনি বিলালকে ডাকলেন। বিলালও ঠিক সে কথাই বললেন, যা হুজুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে শুনিয়েছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রা) ঘোষণা দিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস ৬৩৩নং হাদীসেরই অনুরূপ। ভিন্ন কোন ঘটনা নয়। ব্যাখ্যাও তাই।

٦٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِيْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ - رواه ابن ماجة .

৬৩৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দুইটি ব্যাপার মুআযযিনদের ঘাড়ে ঝুলে থাকে। তাদের রোযা ও তাদের নামায (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের দুইটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঠিক সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিষয় মুআযযিনের উপর নির্ভর করে। একটি রোযা এবং দ্বিতীয়টি নামায। মুআযযিনের সময়মতো আযানের উপর এই দুইটি আমল নির্ভরশীল। এর দায়দায়িত্ব মুআযযিনের ঘাড়ে।

٧- بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ

৭-মসজিদ ও নামাযের স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

'মাসজিদ' শব্দই আমাদের কথ্য ভাষায় মসজিদ। সিজদা করার স্থান। শরীয়াতের পরিভাষায় নামায ইত্যাদি ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে মসজিদ বলে,

যা মসজিদের মালিকানায় ছেড়ে দিতে হয়। এটাকেই 'ওয়াকফ' বলে। মসজিদের জন্য ওয়াকফ শর্ত। কিন্তু নামাযের জন্য মসজিদ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আল্লাহ পাক মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَوٰةَ (توبه) "আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আদায় করে যাকাত" (সূরা তওবা ঃ ১৮)।

নামায যে কোন পবিত্র স্থানেই পড়া যায়। তবে মসজিদে পড়ার সওয়াব অনেক বেশী। জুমুআ ছাড়া শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য তৈরী মসজিদে এক রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব বাইরে কোন খালি স্থানে পঁচিশ রাকাআত নামায পড়ার চেয়ে বেশী সওয়াব। জুমআর মসজিদে এক রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব শুধু পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য তৈরী মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে পাঁচ শত গুণ বেশী সওয়াব। মসজিদে আক্সা ও মসজিদে নববীতে এক রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য সকল মসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাকায়াত নামাযের চেয়ে বেশী।

আর মসজিদুল হারামের এক রাকায়াত নামাযের সওয়াব মসজিদে নববীসহ বাইরের যে কোন মসজিদে এক লাখ রাকায়াত নামায পড়ার সমান।

মক্কা মোয়াযযমার খানা কাবাকে (বায়তুল্লাহ) চারিদিকে ঘিরে যে মসজিদ রয়েছে তাকেই মসজিদুল হারাম বলা হয়। হারাম অর্থ সম্মানিত। কাবা ঘরের চারিদিকে গোল হয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াতে দাঁড়াতে মসজিদে হারাম ভরে বাইরেও উপচিয়ে পড়ে মানুষ, বিশেষ করে হজ্জের সময়। এখানে উল্লেখ্য যে, 'হারাম শরীফের' এলাকা মসজিদে হারামের বাইরেও চারিদিকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হজ্জের জন্য বাইরের লোকেরা মক্কায় যাবার পর মদীনা মোনাওয়ারা ঘুরে না আসা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত না করে দেশে ফিরে যাওয়া কল্পনাও করা যায় না। কারণ দূরের মুসলমানদের অনেকে হয়তো জীবনে আর মক্কায় হজ্জের জন্য যেতে নাও পারে। শুধু মদীনার উদ্দেশে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার। তাই হাজী সাহেবান মদীনায় যান। সৌদী সরকারও হাজীদের মদীনায় পাঠাবার রুটিন করেই তা করেন। কিন্তু মদীনায় যাওয়া অথবা যিয়ারত করা হজ্জের কোন অংশ নয়।

যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলাসহ পড়ার জন্য অবস্থান করেন। মদীনায় যাবার পর ৮ দিন মদীনায় থাকেন।

এই হাদীসের আলোকে যত বেশী মসজিদে হারামে নামায পড়া যায় ততই সওয়াব বেশী শুধু নয়, মসজিদে নববী অপেক্ষা প্রতি রাকায়াতে ৫০ হাজার সওয়াব

মসজিদে হারামে বেশী পাওয়া যায়। কাজেই রওজা পাক যিয়ারত করেই মক্কায় চলে আসা ও মসজিদে হারামে বেশী সওয়াবের জন্য এখানে নামায পড়া দরকার। কারণ নামাযের জন্য চিহ্নিত করা স্থানই হলো মসজিদ, দেয়াল বা ছাদ পাকা করা শর্ত নয়। মসজিদের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। যাকে শরীয়াতের ভাষায় 'ইজনে আম' বলা হয়। বলা হয়ে থাকে ফেরেশতাগণ আসমানে বায়তুল মামুর নামক ঘরকে কেন্দ্র করে ইবাদত করে থাকেন। হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় এসে সেরূপ একটি ঘর নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে মক্কায় একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই ঘরই খানায়ে কাবা।

এরপর হযরত আদম ফিলিস্তিন গমন করলে সেখানেও এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করেন। এই ঘরই 'মসজিদুল আকসা'। কারো কারো মতে এই 'মসজিদে আকসা' হযরত আদম আলাইহিস সালামের অধস্তন কোন সন্তানরা নির্মাণ করেছেন।

পরে কালক্রমে এই দুইটি ঘর ধ্বংস হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে খানায়ে কাবা পুনরায় নির্মাণ করে। আর মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান আলাইহিমাস সালাম।

٦٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ - رواه البخارى ورواه مسلم عنه وعن اسامة بن زيد .

৬৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন, কিন্তু নামায পড়লেন না। পরে বের হয়ে এলেন। কাবার সামনে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা (বুখারী ও মুসলিম। মুসলিম এই হাদীসটিকে উসামা ইবনে যায়েদ হতেও বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ "এটিই কেবলা" কাবার দিকে ইশারা করে একথা বলার অর্থ হলো, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই খানায়ে কাবাই হবে মুসলিম মিল্লাতের কেবলা। এই দিকে ফিরেই মুসলিম মিল্লাত নামায পড়বে। আর কোন দিন এর ব্যাঘাত ঘটবে না।

٦٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ

فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى - متفق عليه .

৬৩৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী ও বিলাল ইবনে বারাহ (রা) কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন। এরপর হযরত বিলাল অথবা হযরত ওসমান (রা) ভিতর থেকে ভীড় হবার ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ভিতরে রইলেন। ভিতর থেকে বের হয়ে আসলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভিতরে কি করলেন? জবাবে বিলাল বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে একটি পিলার বামে, দু'টি ডানে আর তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। সে সময় খানায়ে কাবা ছয়টি পিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (এখন তিনটি পিলারের উপর) (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ . متفق عليه .

৬৪০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে হারাম ছাড়া, আমার এই মসজিদে নামায পড়া এক হাজার রাকায়াত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤١ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا - متفق عليه .

৬৪১। হযতর আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সফর করা যায় না ঃ (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা ও (৩) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের সফর করা নিষেধ। এই তিনটি মসজিদের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ এই মসজিদ তিনটিকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাজেই এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে মর্যাদা ও সাওয়াব লাভের আশায় গমন করা নিষেধ। তবে শিক্ষা লাভ বা অন্যরূপ কর্তব্য আদায় করার উদ্দেশ্যে যাবার প্রয়োজন হলো যাওয়া যাবে।

এই তিনটি মসজিদ ছাড়া যদি অন্য কোন মসজিদে সওয়াবের উদ্দেশ্যে গমন করা নাজায়েয হয় তাহলে দুনিয়ার আর কোন জায়গায়ই আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও সওয়াবের আশায় যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। হযরত শেখ আবদুল হক দেহলভী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই হাদীস থেকে শিক্ষ গ্রহণ করে বলেছেন, এই তিন মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদ, মাযার, অলী-আওলিয়াদের ইবাদতের জায়গায় সওয়াব হাসিলের নিয়াতে গমন করা জায়েয নেই।

٦٤٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ - متفق عليه

৬৪২। হযরত আবূ হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার ঘর আমার মিম্বরের মধ্যখানে আছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান। আর আমার মিম্বর হচ্ছে আমার হাওজে কাওসারের উপর (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর হুজুরের মসজিদেরই পূর্ব পাশে অবস্থিত। নিজ ঘরেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাহিত হয়েছেন। এই জায়গার মর্যাদা বুঝাবার জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। আমর ঘর আর মসজিদের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে ইবাদত করলে সে ভাগ্যবান হবে। এর বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাগানে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার মিম্বারের কাছে ইবাদতে মশগুল থাকবে সে কিয়ামতের দিন হাওজে কাওসারের পানি পানে পরিতৃপ্ত হবে। আর কারো কারো মতে এই জায়গাটা বাস্তবিকই জান্নাতের টুকরা।

٦٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

৬৪৩। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেম, প্রতি শনিবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ

করে 'মসজিদে কোবায়' গমন করতেন। আর ওখানে দুই রাকয়াত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'কোবা' একটি জায়গার নাম। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মক্কা হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় যাবার পথে কিছু দিন এই কোবায় অবস্থান করেন এবং এখানে এই মসজিদটি তৈরি করেন। হজ্জে গমনকারী হাজীরা মদীনায় যাবার পথে এখানে অবতরণ করেন এবং দুই রাকায়াত নামায পড়েন। বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে কোবায় দুই রাকআত নামায একটি ওমরার সমান।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামিতভাবে প্রতি শনিবার এই মসজিদে একবার আসতেন ও দুই রাকায়াত নামায পড়তেন।

٦٤٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَي اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا - رواه مسلم

৬৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর বাজার হলো সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর ঘর। তাই মসজিদ আল্লাহর কাছে প্রিয়। আর বাজার হলো জগতের নিকৃষ্ট জায়গা। কারণ দুনিয়ার সকল খারাপ কাজ হয় এখানে। বাস্তব জীবনে বাজারের নোংড়া পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সকলের জানা। তাই আল্লাহর কাছে বাজার ঘৃণ্য।

কিন্তু দুনিয়াতে এর চেয়েও তো খারাপ জায়গা বিদ্যমান। যেমন শরাবখানা, বেশ্যালয় ইত্যাদি। জবাবে বুজুর্গগণ বলেন, বাজার স্থাপন জায়েয। বাজারে লোকজনকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কারবার করতে আসতে হয়। কাজেই জায়েয স্থাপনাসমূহের মধ্যে বাজার সবচেয়ে খারাপ। আর বেশ্যালয় ও শরাবখানা অবৈধ ও নাজায়েয স্থাপনা। এগুলোকে ঘৃণ্য ও খারাপ বলার তো আর কোন প্রয়োজন নেই। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণ্য।

٦٤٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - متفق عليه

৬৪৫। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ বানাবার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বান্দাদের ইবাদত-বন্দেগীর সুবিধা-সুযোগের জন্য, নিরংকুশভাবে আল্লাহকে রাজী খুশী করতে ও পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। কোন নামধাম, যশ, প্রতিপত্তি এর উদ্দেশ্য হবে না। তাহলেই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর বানিয়ে রাখবেন। আর তা না হলে ফল হবে পুরো উল্টো।

٦٤٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ - متفق عليه .

৬৪৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেক বারে যাতয়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক কি সন্ধ্যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤٧ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ . متفق عليه .

৬৪৭। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযে সবচেয়ে বেশী সওয়াব পাবে ওই ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশী দূরে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তার সওয়াবও ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে একা একা নামায পড়ে ঘুমিয়ে থাকে (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ

اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ رواه مسلم ·

৬৪৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালী হলো। এতে বনু সালামা গোত্র মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইলো। এ খবর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলো। তিনি বনু সালামাকে বললেন, খবর পেলাম, তোমরা নাকি জায়গা পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসার ইচ্ছা পোষণ করছো? জবাবে তারা বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বনু সালামা! তোমাদের জায়গায়ই তোমরা অবস্থান করো। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বনু সালামা নামক একটি গোত্র মসজিদে নববী হতে বেশ দূরে বসবাস করতো। বেশ দূর থেকে এসে মসজিদে নববীতে তাদের নামায পড়তে হতো। এক সময় মসজিদের নিকটবর্তী কিছু জায়গা খালি হলে তারা এখানে খালি জায়গায় আসার ইচ্ছা করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর শুনে তাদেরকে ডেকে বললেন, সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভের দিক দিয়ে তোমাদের ওই অবস্থানের জায়গাই তো ভালো। মসজিদ থেকে যতো দূরে থাকবে, মসজিদে নামায পড়তে আসার জন্য তোমাদেরকে দূর থেকে হেঁটে আসতে হবে। নামাযের জন্য যত কদম উঠাবে তোমাদের আমলনামায় তত সওয়াব লেখা হবে। তাই তোমাদের ওই জায়গায় থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গল।

٦٤٩ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَّشَابٌّ نَّشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ – متفق عليه

৬৪৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ

তা'আলা ওই দিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো আশ্রয় থাকবে না ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) ওই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে থাকে। (৪) ওই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। যদি এরা একত্র হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়। (৫) ওই ব্যক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। (৬) ওই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয় সুন্দরী যুবতী কুকাজ করার জন্য আহবান জানায়। এর জবাবে সে বলে দেয়, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এই সাত সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। যারা নিজেদের নেক আমলের দ্বারা কিয়ামতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় পাবেন। আল্লাহ তাদেরকে তার রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন। পরকালের কঠোরতা হতে তাদেরকে রক্ষা করবেন। অনেকে বলেন, আল্লাহর ছায়া অর্থ আরশের ছায়া। কিয়ামতের দিন সকল মানুষ যখন পেরেশান থাকবে, এই সাত ধরনের মানুষ তখন আল্লাহর আরশের ছায়ায় সৌভাগ্যের ছায়ায় থাকবেন।

٦٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَفِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَّذٰلِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاةٍ مَّا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَزَادَ فِىْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ - متفق عليه .

৬৫০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল বলেছেন ঃ ঘরে অথবা (ব্যস্ততার কারণে) কারো বাজারে নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ

বেশী। কারণ হলো কোন ব্যক্তি ভালো করে (সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে) উযু করে নিঃস্বার্থভাবে নামায আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে, তার প্রতি কদমের বদলা একটি সওয়াবে তার মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি গুনাহ কমে যায়। এভাবে মসজিদে পৌছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। নামায পড়া শেষ করে যখন সে মুসাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ অনবরত এই দোয়া করতে থাকে ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ করো"। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ তার নামাযের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে। আর এক বর্ণনার শব্দ হলো, 'যখন কেউ মসজিদে গেলো আর নামযের জন্য ওখানে অবরুদ্ধ রইলো, তাহলে যেন নামাযেই রইলো। আর ফেরেশতাদের দোয়ার শব্দাবলী আরো বেশী ঃ "হে আল্লাহ! এই বান্দাহকে ক্ষমা করে দাও। তার তাওবা কবূল করো"। এইভাবে চলত থাকতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেয় বা তার উজু ছুটে না যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٥١ - وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - رواه مسلم ·

৬৫১। হযরত আবু উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেনো এই দোয়া পড়ে ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তোমার রহামাতের দরজাগুলো খুলে দাও'। যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ফজল বা অনুগ্রহ কামনা করি" (মুসলিম)।

٦٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ - متفق عليه ·

৬৫২। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকায়াত নামায পড়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের দলীল। তিনি বলেন, মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাআতে নামায পড়া ওয়াজিব। কারণ এই হাদীসে

দুই রাকায়াত নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব এই নামাযকে মুস্তাহাব বলে। তারা বলেন, এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয়।

٦٥٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ الاَّ نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَاذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ - متفق عليه .

৬৫৩। হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হতে দিনের সকালের দিক ছাড়া আগমন করতেন না, আর আগমন করেই তিনি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। দুই রাকা'আত নামায পড়তেন, তারপর ওখানে বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসতেন দিনের প্রথমভাগে। যাদের মদীনায় রেখে গেছেন, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত খোঁজ-খবর নেবার জন্য যেন যথেষ্ট সময় হাতে থাকে যারা এতদিন তাঁকে ছেড়ে ছিলেন তাদেরকে সঙ্গ ও সান্নিধ্য দেবার জন্য। আগে নিজের বাড়ী যেতেন না, বরং মসজিদে অর্থাৎ তাঁর নবুয়াতের অফিসে বসতেন। নামায পড়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য শুকরানা নামায পড়তেন। তারপর বাড়ী যেতেন। এই নামায মোস্তাহাব।

٦٥٤ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَانَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا - رواه مسلم .

৬৫৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খোঁজে, সে যেন তার জবাবে বলে, 'আল্লাহ করুন তোমার হারানো জিনিস তুমি না পাও। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রকাশ্য দিক থেকে তো বুঝা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে এসব সময়ে হুঁশিয়ার করার জন্য এভাবে কথা বলা হয়। এটা বদদোয় নয়। আর কারো হারানো জিনিস না পাওয়াও কারো কামনা হতে পারে না। কোন জিনিস হারিয়ে যাবার মতো অমনোযোগী কাজ যেন না করে। এজন্য কেউ রাগ করে একথা বলতে পারে। ভবিষ্যতে যেন এধরনের কাজ আর না হয়।

٦٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ - متفق عليه .

৬৫৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের ধারেকাছে না আসে। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্গন্ধ যেমন মানুষের কাছে খারাপ লাগে তেমনি ফেরেশতাদের কাছেও খারাপ লাগে। কাজেই কোন প্রকার দুর্গন্ধ নিয়েই মসজিদে আসা উচিৎ নয়। হুজুর এখানে রসুন ও পেঁয়াজের গন্ধের কথা প্রতিকী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আসলে মুখের গন্ধ (মিসওয়াক না করা), গায়ের গন্ধ (গোসল না করা), তামাকের গন্ধ, ঘামের গন্ধসহ কোন দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া উচিৎ নয়।

٦٥٦ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - متفق عليه .

৬৫৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। (যদি কেউ ফেলে) তার ক্ষতিপূরণ হলো ওই থুথু মাটিতে পুতে ফেলা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদার স্থান। পবিত্র জায়গা। মসজিদের ইজ্জত রক্ষা করা সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানের কর্তব্য। মসজিদকে সুন্দর ও পবিত্র রাখতে হবে। তাই থুথুসহ কোন অপবিত্র জিনিস মসজিদে ফেলা গুনাহর কাজ। যদি ঘটনাক্রমে হয়ে যায় সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তৎকালে মসজিদ কাঁচা ছিল। মাটির মেঝে ছিল বলেই থুথু মাটিতে পুতে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

٦٥٧ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنَتُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ - رواه مسلم

৬৫৭। হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের ভালো মন্দ সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হয়। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম—রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিসকে ফেলে দেয়া। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মসজিদে ফেলা (মুসলিম)।

٦٥٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِى اللّٰهَ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِه فَاِنَّ عَنْ يَّمِيْنِه مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِه اَوْ تَحْتَ قَدَمِه فَيَدْفِنُهَا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ سَعِيْدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى - متفق عليه .

৬৫৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। সে তার ডান দিকেও (থুথু) ফেলবে না, কারণ সেদিকে ফেরেশতা আছে। (নিবারণ করতে না পারলে) সে যেন থুথু ফেলে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের নীচে, তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় আছে ঃ তার বাম পায়ের নীচে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদে নববীর মেঝে তখন ছিল কাঁচা। ভিটিতে ছিল কংকর বিছানো। এতে থুথু ইত্যাদি পুঁতে ফেলা ছিল সহজ। পাকা মসজিদে অথবা জায়-নামায বিছানো মসজিদে খুব প্রয়োজন হলে নিজ কাপড়ে ফেলে, মলে দিতে পারে।

٦٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . متفق عليه

৬৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন ঃ আমার অভিশাপ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আগের দিনের অনেক নবীর উম্মতগণ তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে অর্থাৎ মসজিদে পরিণত করেছে। বিশেষ করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা একাজ

করেছে। এর থেকে শিরকের কাজ আবার ছড়িয়ে পড়েছে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতিকে অভিসম্পাত করে তাঁর উম্মাতকে হুঁশিয়ার করেছেন। তারা যেন ভক্তির আতিশয্যে কবরকে সিজদার জায়গা না বানায়। আজ-কালকার মাযার পূজারীদের এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

٦٦٠ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ - رواه مسلم .

৬৬০। হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও বুজুর্গ লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার দুইটি দিক আছে। এক, কবরবাসীদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সিজদা করা। এই কাজ শিরকে জলি অর্থাৎ স্পষ্ট শিরক। দুই, সিজদা আল্লাহর উদ্দেশেই করা হয়, কিন্তু সাথে সাথে এই বিশ্বাস করা যে, ইবাদতে কবরবাসীদের প্রতি খেয়াল করা আল্লাহর অধিক সন্তুষ্টি লাভের কারণ। তাহলে এটা শিরকে খফি অর্থাৎ পরোক্ষ শিরক। এর থেকে ধীরে ধীরে শিরকে জলী বা মূর্তিপূজার দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ আমাদের এ দেশে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে মুসলিম মিল্লাতকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর থেকে সাবধান থাকতে হবে। তোমাদের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কবরের দিকে দৌড়াবে না। কবরবাসীর কাছে নিজের কোন প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রার্থনা করবে না। চাইবে আল্লাহর কাছে। কবরবাসী তো নিজের জন্যই কিছু করতে পারছে না। সে নিজেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

٦٦١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا - متفق عليه

৬৬১। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না (বুখারী ও মসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "ঘরকে কবরে পরিণত করবে না" অর্থাৎ যেভাবে কবরস্থানে নামায পড়া জায়েয নয় সেভাবে তোমাদের ঘরে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে একেও

কবরস্থানে পরিণত করো না। বরং কখনো কখনো ঘরেও ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, ইত্যাদি নামায পড়বে। আল্লাহর যিকির করবে। তাই আলেমগণ ফরয নামায ছাড়া ঘরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٦٦٢ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ - رواه الترمذى .

৬৬২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানেই 'কেবলা' (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের সম্পর্ক মদীনার সাথে। অর্থাৎ মদীনাবাসীদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে এতে। মদীনা হতে মক্কা প্রায় তিন শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আজকাল রাস্তাঘাট কিছু কিছু সোজা করে ফেলার কারণে দূরত্ব আরো কিছু কম হতে পারে। তাই মদীনাবাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিকে। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে। মদীনাসহ মক্কার উত্তর দিকে যত দেশ আছে সকলকেই দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায পড়তে হবে। কারণ তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে। দিক ঠিক থাকলেই চলবে। এভাবে আবার যারা মক্কার দক্ষিণ দিকে তাদের কেবলা উত্তর দিকে। যারা মক্কার পশ্চিম দিকে তাদেরকে নামায পড়তে হবে পূর্ব দিকে ফিরে। কারণ তাদের কেবলা বা খানায়ে কাবা পূর্বদিকে। আমরা যারা মক্কার পূর্ব দিকে আমাদের নামায পড়তে হবে পশ্চিম দিকে ফিরে।

٦٦٣ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِيْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ اِلاَّ طِيْبًا - رواه النسائى

৬৬৩। হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তাঁর হাতে বাইআত হলাম। তাঁর সাথে নামায পড়লাম। এরপর আমরা

তাঁর কাছে আরয করলাম, আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা আছে। এটাকে আমরা এখন কি করবো? আমরা তাঁর নিকট তাঁর উযুর করা কিছু পানি তাবারুক হিসাবে চাইলাম। তিনি পানি আনালেন, উযু করলেন, কুলি করলেন এবং তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওনা হয়ে যাও। তোমরা যখন তোমাদের এলাকায় পৌছবে, তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। গির্জার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দেবে। তারপর একে মসজিদ বানিয়ে নিবে। আমরা আরয করলাম, আমাদের এলাকা অনেক দূরে। ভীষণ খরা। পানি তো শুকিয়ে যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরও পানি মিশিয়ে এই পানি বাড়িয়ে নেবে। এই পানি তার পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি করা ছাড়া কমাবে না (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ "বিয়াতুন" শব্দের অর্থ গির্জা। খৃষ্টানদের ইবাদতের ঘর। যে প্রতিনিধি দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, তারা ছিল খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারা হুজুরের হাতে বাইআত করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা তাদের গির্জা এখন কি করবে, হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁর উযুর পানি এতে ছিটিয়ে দিয়ে একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করতে বলে দিলেন।

কোন জাতির সম্মানিত ও ইবাদতের স্থান ভাঙ্গা ও অপমানিত করা ইসলামে নিষেধ। হুজুরও তাই একে কোন নষ্ট বা অপমান না করে মসজিদ বানিয়ে নিয়ে এতে নামায আদায় করতে বলে দিলেন। অথচ খৃষ্টান ও হিন্দুজাতিসহ সকল অমুসলিম জাতি মুসলমানদের মসজিদকে অপমানিত করেছে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের সাত শত বছরের বাবরী মসজিদ এখন রাম মন্দিরে পরিণত। খৃষ্টানরা দ্বিগ্বিজয়ে বের হয়ে মুসলমানদের অনেক মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত করেছে।

٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ - رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجة .

৬৬৪। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে জানা গেলো মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা প্রয়োজন। মসজিদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা শুধু দীনী পরিবেশ ও জাতীয় জাগরণই সৃষ্টি হবে না, বরং এর দ্বারা মহল্লার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকতও বর্ষিত হয়। তবে লক্ষ্য

রাখতে হবে মসজিদ বানিয়ে শুধু ঈমানের আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করলেই চলবে না, মসজিদকে যত্ন করতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সুগন্ধি ছড়াতে হবে।

٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى - رواه ابو داؤد .

৬৬৫। **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মসজিদ বানিয়ে তা চাকচিক্যময় করে রাখার হুকুম দেয়া হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ইবাদতখানাকে (স্বর্ণ-রূপা দিয়ে) চাকচিক্যময় করে রাখতো তোমরাও একইভাবে তোমাদের মসজিদকে শ্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য করে রাখবে (আবু দাউদ)।**

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে লোকজনের ঘরবাড়ী ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। মসজিদও ছিল সাদাসিধে। পরবর্তী কালে ঘরবাড়ী চাকচিক্য ও জমকালো হবার কারণে মসজিদকে ঘরবাড়ী হতে অপেক্ষাকৃত হীন না রাখার পক্ষে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। তবে এতে ইবাদতগাহের গাম্ভীর্য বজায় রাখা আবশ্যক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাদামাটা রাখাই ভালো।

٦٦٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ - رواه ابو داؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة .

৬৬৬। **হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।**

ব্যাখ্যা ঃ শেষ জমানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা দেখানোর জন্য, নাম-কাম জাহির করার জন্য অনেক কাজ করবে। তার মধ্যে বড় বড় ও কারুকার্য খচিত মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করবে। এ নিয়ে গর্ব জাহির করবে। মসজিদ নির্মাণের খালেস নিয়ত থাকবে না। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদ তৈরীর ভালো উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে শুধু অহংকার ও নাম। এসবও কেয়ামতের আলামত বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন।

٦٦٧ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِىْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا رواه الترمذى وابو داؤد

৬৬৭। হযরত আনাস (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মাতের সওয়াবগুলো পেশ করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও পেশ করা হয় যা একজন মানুষ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। ঠিক একইভাবে আমার সামনে পেশ করা হয় আমার উম্মতের গুনাহসমূহ। তখন আমি কারো কুরআনের একটি সূরা বা একটি আয়াত যা তাকে দেয়া হয়েছে (তারপর ভুলে গেছে, মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া) এর চেয়ে আর কোন বড় গুনাহ আমি দেখি নাই (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াত মুখস্ত করতে পারাটা আল্লাহর দান। তাঁর বড় নেয়ামত ও রহমত। তাই মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া দুর্ভাগ্যের কারণ। এ ভুলে যাওয়া কুরআনের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটা হওয়া গর্হিত কাজ।

٦٦٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه الترمذى وابو داؤد ورواه ابن ماجة عن سهل بن سعد وانس .

৬৬৮। হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিনের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সা'দ ও আনাস হতে)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুরআনের ওই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"তাদের নূর তাদের ডানে ও সামনে দৌড়াতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের এই নূর পূর্ণ করো" (সূরা তাহরীম ঃ ৮)।

٦٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى .

৬৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাউকে তোমরা যখন দেখবে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করে তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে সে ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, এর হেফাযত করে, সব সময় এর পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করে মেরামত করে, মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করে, মসজিদের ইমাম-মুআযযিনের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে, বুঝতে হবে এই ব্যক্তি ঈমানদার। তার ব্যাপারে একজন ভালো ঈমানদার লোক হিসাবে সাক্ষ্য দিবে।

٦٧٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لَنَا فِى الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اُخْتُصِىَ اِنَّ خِصَاءَ اُمَّتِى الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى السِّيَاحَةِ فَقَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِى الْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ - رواه فى شرح السنة .

৬৭০। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সেই লোক আমাদের মধ্যে নেই (অর্থাৎ আমার সুন্নাত তরীকায় নেই) যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়। বরং আমার উম্মাতের খাসি হওয়া হলো রোযা রাখা। হযরত ওসমান (রা) আরয করলেন, তাহলে আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে

বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া। তারপর ওসমান (রা) বললেন, তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করার অনুমতি দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা (শারহে সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত 'ওসমান ইবনে মাজউন' (রা) যার ডাকনাম ছিল আবু সায়েব, উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্রমিকতায় চৌদ্দ নম্বরের মুসলমান ছিলেন তিনি। মুশরিকদের উৎপীড়নে ছেলে সায়েবসহ হাবশা হিজরত করেছিলেন। ওখান থেকে ফিরে এসে মদীনায়ও হিজরত করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরী সনে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাশের উপর চুমু খেয়েছিলেন।

তার ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন হতে বিরত থাকার। শয়তানী কাজে লিপ্ত না হওয়ার। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এত কিছু হবার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনটারই অনুমতি দেননি। বরং বলে দিলেন, রোযা রাখো। দীনের জিহাদে অংশ গ্রহণ করো। মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করো। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

٦٧١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَا "وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ" . رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ مُرْسَلًا وَلِلتِّرْمِذِىِّ نَحْوُهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَّزَادَ فِيْهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِىْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَّمَاتَ بِخَيْرٍ وَّكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً

فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام وَلَفْظُ هٰذَا الْحَدِيْث كَمَا فِى الْمَصَابِيْحِ لَمْ اَجِدْهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلاَّ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ ٠

৬৭১। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার 'রবকে' অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালাউল আলা' তথা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি ব্যাপারে ঝগড়া করছে? আমি বললাম, তা তো আপনিই ভালো জানেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। হাতের শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। আমি তখন আসমানসমূহ ও জমিনে-যা কিছু আছে সবকিছুই জানতে পারলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "এভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখালাম আকাশমণ্ডলী ও যমিনের রাজ্যসমূহ যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তভুক্ত হয়" (দারেমী এই হাদীসকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন; তিরমিযীও তাই)।

তিরমিযীতে এই হাদীসটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ, ইবনে আব্বাস ও মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে। আর এতে আরো আছে ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অর্থাৎ হুজুরকে আসমান ও জমিনের জ্ঞান দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন), হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন 'মালাউল আলা' কি বিষয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হাঁ! জানি, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। আর এই কাফ্ফারাত হলো, নামাযের পর মসজিদে আর এক নামায়ের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা বা যিকির-আযকার করার জন্য বসে থাকা। জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া। কঠিন সময়ে (যেমন অসুস্থ বা শীতের মৌসুমে) উজুর স্থানে ভালো করে পানি পৌছানো। যারা এভাবে উল্লেখিত আমলগুলো করলো কল্যাণের উপর বেঁচে থাকবে, কল্যাণের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তার গুনাহ-খাতা হতে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে যেমন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! নামায পড়া শেষ করার পর এই দোয়াটি পড়ে নিবে ঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে 'নেক কাজ' করার, 'বদ কাজ' ছাড়ার, গরীব-মিসকীনদের বন্ধুত্বের আবেদন করছি। যখন তুমি বান্দাদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে দেবে তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার কাছে উঠিয়ে নেবে"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, 'দারাজাত' হলো সালামের প্রসার করা, গরীবকে খাবার দেয়া, রাতে মানুষ যখন ঘুমে থাকে নামায পড়া।

মিশকাতের সংকলক বলেন, যে হাদীস আবদুর রাহমার হতে মাসাবিহতে বর্ণিত হয়েছে তা আমি শরহে সুন্নাহ ছাড়া আর কোন কিতাবে দেখিনি।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হুজুরকে 'মালাউল আলা' ফেরেশ্তাদের কথা কাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করার অর্থ হলো তারা আমার বান্দার কোন আমলের ফজিলত ও মর্যাদা কি এ সম্পর্কে তর্ক করছে। অথবা তারা কে কার আগে আমার বান্দাদের মর্যাদাপূর্ণ নেক আমল গ্রহণের খবর নিয়ে আসার জন্য পরস্পর ঝগড়া করছে।

٦٧٢ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ - رواه ابو داؤد .

৬৭২। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তি যারা সকলেই আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, যে সওয়াব বা যে গনীমতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে তার সাথে। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার যে দায়িত্ব তা বলে দেয়া হয়েছে। তার জন্য দীন-দুনিয়ায় কি কি পুরস্কার রয়েছে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে দায়িত্ব আল্লাহর তা তো স্পষ্ট। সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলে তাদের সকলকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখা এবং ঘরের কল্যাণ ও শান্তির দায়িত্ব আল্লাহর। এ সালাম দানের বদৌলতে ঘরের পরিবেশ সুন্দর হয়।

٦٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ - رواه احمد وابو داؤد

৬৭৩। হযরত আবু উমামা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে উজু করে ফরয নামায পড়ার জন্য বের হয়েছে তার সওয়াব একজন ইহরাম বাঁধা হাজীর সওয়াবের সমান। আর যে ব্যক্তি যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে আর এই নামায ব্যতীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সওয়াব পাবে একজন উমরাকারীর সওয়াবের সমান। এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মাঝখানে কোন বেহুদা কথা বলেনি তা 'ইল্লিয়্যীনে' লেখা হয়ে থাকে (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ "যোহার নামায" সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত যে সকল নফল নামায পড়া হয় তাকে যোহার নামায বলা হয়। ওমরাহ হলো হজ্জের মতো অনুষ্ঠান। এতে তাওয়াফ ও সায়ী করতে হয়, আরাফা মিনায় যেতে হয় না। বছরের যে কোনো সময় ওমরা করা যায়। মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ যে স্থানে থাকে তাকে ইল্লিয়্যীন বলে।

٦٧٤ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - رواه الترمذى .

৬৭৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, এর ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ মসজিদসমূহ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো এর ফল খাওয়া কি? হুজুর বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এই বাক্য বলা (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে। কারণ, মসজিদে ইবাদত করলে ও নামায পড়লে জান্নাতের বাগান লাভ করা যায়। হাদীসে 'রাত্‌য়ুন' শব্দ

ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, বাগানে গিয়ে ভালো করে ফলফলারী ও তৃপ্তিদায়ক জিনিস খাওয়া ও লেকের পাড়ে ভ্রমণ করা। যেমন লোকজন বাগানে গিয়ে করে থাকে।

এই হাদীসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে জান্নাতের সাথে তুলনা করেছেন। আর মসজিদে গিয়ে উল্লেখিত তাসবিহ পড়াকে 'ফলফলারী' ও তৃপ্তিদায়ক খাবার বলেছেন। তাই মসজিদে এই তাসবিহসহ আল্লাহ পাকের নামে বিভিন্ন তাসবিহ পড়া উচিৎ।

٦٧٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ - رواه ابو داؤد ٠

৬৭৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়াত করে আসবে সে সে কাজেরই অংশ পাবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিতেও নিয়াতের উপর আমলের ফল পাওয়া নির্ভর করার প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে তাই সে পাবে। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে যায় তবে সওয়াব পাবে, এমনকি যাবার পথের প্রতি কদমের সওয়াবও পাবে। আর যদি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে যায় তাহলে তার পরিণতিও তাকে পেতে হবে।

٦٧٦ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ - رواه الترمذى واحمد وابن ماجة وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا اِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ بَدَلَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَّفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى ٠

৬৭৬। হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার দাদী হযরত ফাতেমাতুল কুবরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতেমাতুল কুবরা

(রা) বলেছেন, (আমার পিতা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদে প্রবেশ করতেন, মুহাম্মাদের (অর্থাৎ নিজের উপর) সালাম ও দুরূদ পাঠ করতেন। বলতেন, 'হে পরওয়ারদিগার, আমার গুনাহসমূহ মাফ করো। তোমার রহমতের দুয়ার আমার জন্য খুলে দাও।' তিনি যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমার জন্য দয়ার দুয়ার খুলে দাও (তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ)।

কিন্তু আহমাদ ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতিমাতুল কুবরা (রা) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ও এইভাবে মসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদের উপর দুরূদের পরিবর্তে বলতেন ঃ আল্লাহর নামে এবং শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রাসূলের উপর।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। কোননা নাতনী ফাতেমা তার দাদী ফাতেমা (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন তাঁর জীবনের যা আগের পরের সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবার ঘোষণা দেবার পরও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিজের গুনাহ মাফ চাইতেন।

٦٧٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَّتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ - رواه ابو داؤد والترمذى .

৬৭৭। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমআর দিন জুমআর নামাযের পূর্বে গোল হয়ে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ কবিতা আবৃত্তি অর্থ বাজে কবিতা, অর্থহীন রঙ্গরসের কবিতা, মিথ্যাচার ও অশ্লীল কবিতা। এসব মসজিদে কেনো বাইরে আবৃত্তি করাও নিষেধ। মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। ইবাদতের জায়গা। এইসব পবিত্র স্থানে বাজে কাজের আড্ডাবাজি নিষেধ।

এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে বেচা-কেনা করাও নিষেধ। মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে হুজুর নিষেধ করেছেন। গোল হয়ে এভাবে বসলে

মসজিদে ইবাদতের জন্য আসার উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, জুমআর দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলন। জুমআর নামাযে আসার পর নামাযীরা আত্মসমর্পণের মতো কাতারবন্দী হয়ে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে বসে যাওয়াই তাকওয়ার দাবি। তাই জুমআর নামায শেষ হবার আগে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে হুজুর নিষেধ করেছেন। এটা অবহেলা ও অমনোযোগিতার পূর্ব লক্ষণ।

٦٧٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَّبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَّنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ - رواه الترمذى والدارمى .

৬৭৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাউকে মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তোমার এই ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না করুন। এভাবে কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা তোমাকে ফেরত না দিন (তিরমিযী, দারেমী)।

٦٧٩ - وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ - رواه ابو داؤد فِىْ سُنَنِه وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَكِيْمٍ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرٍ .

৬৭৯। হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা পাঠ ও হদ্দ-এর শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ তার সুনানে, সাহবে জামেউল উসূল তার কিতাবে হাকিম থেকে, আর মাসাবহিতে হযরত জাবের হতে বর্ণিত)।

٦٨٠ - وَعَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلاَ

يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا – رواه ابو داؤد ۔

৬৮০। তাবিয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কোররা (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি গাছ অর্থাৎ পিয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। যে তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেছেন, যদি তোমাদের একান্তই খেতে হয় তবে তা যেন পাকিয়ে দুর্গন্ধ দূর করে খায়।

ব্যাখ্যা ঃ কাঁচা পেয়াজ ও রসুন খাওয়া মাকরূহ। মুখ থেকে গন্ধ আসে। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। মুখে গন্ধ না হবার জন্য রান্না করে খেতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

٦٨١ – وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ – رواه ابو داؤد والترمذى والدارمى ۔

৬৮১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও হাম্মামখানা ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গাই মসজিদ। কাজেই সব জায়গায়ই নামায পড়া যায় (তিরমিযী ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো, পাকপবিত্র সব জায়গায়ই নামায পড়া জায়েয। আর এ অর্থে আল্লাহর দুনিয়ার সব জায়গাই মসজিদ। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থান ও গোসলখানা নাপাক না হলেও তথায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٦٨٢ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّىَ فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِى الْحَمَّامِ وَفِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ – رواه الترمذى وابن ماجة ۔

৬৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (১) আবর্জনা ফেলার জায়গায়। (২) জানোয়ার জবেহ করার জায়গায়

(কসাইখানায়) (৩) কবরস্থানে। (৪) রাস্তার মাঝখানে। (৫) গোসলখানায়। (৬) উট বাঁধার জায়গায় এবং (৭) খানায়ে কাবার ছাদে (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে কবরস্তানে নামায পড়তে। তবে এই নিষেধ 'তানজিহ'। কবরস্থানকে সামনে রেখে নামায পড়া সকলের মতেই মাকরূহ তাহরীম।

আবর্জনা ফেলার ও পশু জবেহ করার স্থানে নামায পড়া নিষেধ। কারণ এখানে সব সময় অপবিত্র জিনিস পড়ে থাকে। বড় দুর্গন্ধ হয়। লোক চলাচল ও যানবাহনের যাতায়াতে ব্যাঘাত ও দুর্ঘটনার কারণ ঘটতে পারে বলে রাস্তার মাঝখানে নামায পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

গোসলখানায় নামায পড়া নিষেধ এইজন্য যে, তা উলঙ্গ ও ন্যাংটা হবার জায়গা। ওখানে শয়তানের বাসা।

খানায়ে কাবা আল্লাহর ঘর। এই ঘরের উপরে নামায পড়া বেআদবী। এই সাতটি জায়গায় নামায পড়া কারো মতে মাকরূহ, কেউ বলেন হারাম।

٧٨٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ - رواه الترمذى

৬৮৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পারো, উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ উট ছাগল অপেক্ষা বিপজ্জনক পশু। উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে গেলে ভয় আছে। আশংকা আছে ছুটে এসে কোন ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু ছাগল-ভেড়া দ্বারা এই আশংকা নেই। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٦٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى

৬৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই সকল স্ত্রী লোকদের প্রতি যারা (ঘন ঘন) কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ওই সব লোকদেরও অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা তাতে বাতি জ্বালায় (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মহিলাদের কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করা, কবরের উপর মসজিদ বানানো ও কবরে বাত্তি জ্বালানো স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হলো সরাসরি কবরস্থানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ বানানো। আর দ্বিতীয় অর্থ সম্মান ও মর্যাদা এবং তাজীম-তাকরীমের নিয়াতে কবরকে সিজদা করা। উভয়টাই নিষেধ।

ইসলামের প্রথম দিকে দীনকে শিরকমুক্ত করার স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য কবর যিয়ারতও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু কিছু আলেম এই অনুমতির মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ই শামিল আছে বলেন। তাই আগে নারীদের কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। আর হুকুম হবার পর তাদের জন্যও জায়েয। আবার কোন কোন আলেম বলেন, কবর যিয়ারতের অনুমতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু পুরুষদের দিয়েছেন, নারীদের জন্য নয়। কারণ হিসাবে তারা বলেন, মহিলারা দুর্বল প্রকৃতির ও দুর্বল মনের মানুষ। কবরের পাশে গেলে মায়া-মমতা ও ডরে-ভয়ে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না, একেবারেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই তাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। এই হাদীস তাদের পক্ষে দলীল। তাই ঘরে বসেই তাদের মুর্দার জন্য দোয়া করা উচিৎ। জমহুর ওলামার মতে নারী-পুরুষ সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারত করতে পারবে। তবে ভক্তির আতিশয্যে কেউ যেন সাজদা করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কবরে বাতি জ্বালানো, মাযারে আলোকসজ্জা করা নাজায়েয। একে তো এটা একটা বেহুদা খরচ। এতে মুর্দারের কোন উপকার হয় না। দ্বিতীয়তঃ কবরে বা মাযারে এভাবে বাতি জ্বালালে মানুষ ভক্তির আতিশয্যে কবর বা মাযারে সিজদা করতে শুরু করবে। করছেও তা। তাই নিষেধ।

٦٨٥ - وَعَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ اِنَّ حِبْراً مِّنَ الْيَهُوْدِ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اَسْكُتُ حَتّٰى يَجِئَ جِبْرِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَاَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْاَلُ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللّٰهِ دُنُوّاً مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا - رواه ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمر

৬৮৫। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুত্তর রইলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ জিবরীল আমীন না আসবেন তুমি খামুশ থাকো। সে খামুশ থাকলো। এর মধ্যে জিবরীল (আ) আসলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে ওই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। হযরত জিবরীল উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানে না। আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করবো। এরপর হযরত জিবরীল বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর এতো নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন আর যাইনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে জিবরীল? তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা বাকী ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার, আর সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ (ইবনে হিব্বান)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিল একটি। আর তা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান কোনটি। কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর আসলো দুইটি। একটি, উৎকৃষ্ট স্থান আর একটি নিকৃষ্ট স্থান। একসাথেই জানিয়ে দেয়া হলো রহমানের স্থান কোনটি আর শয়তানের স্থান কোনটি?। একটা নিয়মও এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন প্রশ্ন জানা না থাকলে তার জবাবের জন্য তাড়াহুড়া না করে ভাল করে জেনে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٦٨٦ - وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِیْ هٰذَا لَمْ يَاْتِ اِلاَّ لِخَيْرٍ يَّتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ -رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان ·

৬৮৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে আমার এই মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে এলেম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে হলো ওই ব্যক্তির মতো যে অন্যের জিনিসকে হিংসার চোখে দেখে (কিন্তু ভোগ করতে পারে না) (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে আমার এই মসজিদে আসে"। আমার মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নববী। যে মসজিদে নামায পড়লে 'মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব মসজিদ হতে প্রতি রাকায়াতে পঞ্চাশ হাজার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই মসজিদ মর্যাদা, ফযিলত ও বরকতের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে শুধু নামাযই নয়, তিলাওয়াত, ইতেকাফ, এলেম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া সবই অনেক বেশী সওয়াব এনে দেয়। নেক নিয়্যতে নেক কাজে আসলেই এই সওয়াব। আর তা না হলে তার দৃষ্টান্ত এমন লোকের যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু অন্যের কাছে কিছু দেখলেই তার দুঃখ হয়, হিংসা লাগে। আখিরাতের আদালাতেও যখন এই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির খোশহাল দেখবে বুঝবে এতো সৌভাগ্য তার ওই মসজিদের কারণেই হয়েছে।

٦٨٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

৬৮৭। হযরত হাসান বসরী (র) হতে এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই এমন এক কাল আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তাআলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই (বায়হাকীর শোয়াবুল ঈমান)।

٦٨٨ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالاَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رواه البخارى

৬৮৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে শুয়ে আছি, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি জেগে উঠে দেখি তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। তিনি আমাকে বললেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার

লোক? তারা বললো, আমরা তায়েফের লোক। হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে তোমরা উচ্চস্বরে কথা বলছো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ সব মসজিদেই উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ। কারণ এটা বেআদবী। তা জ্ঞানচর্চার কথা হলেও। আর এটা মসজিদে নববীতে আরো বড় বেআদবী। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শায়িত।

٦٨٩ - وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَنٰى عُمَرُ رَحْبَةً فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمّٰى الْبُطَيْحَاءُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّلْغَطَ اَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا اَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهٗ فَلْيَخْرُجْ اِلٰى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ - رواه فى الموطأ ·

৬৮৯। হযরত ইমাম মালেক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীর পাশে একটি বড় চত্বর বানিয়েছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল 'বুতাইহা'। তিনি লোকদেরকে বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উঁচু কণ্ঠে কথা বলতে চায় সে যেন সেই চত্বরে চলে যায় (মুওয়াত্তা)।

٦٩٠ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِىَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهٗ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِىْ رَبَّهٗ وَاِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا - رواه البخارى

৬৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে থুথু পতিত দেখলেন। এতে তিনি ভীষণ রাগ করলেন। তাঁর চেহারায় এ রাগ প্রকাশ পেলো। তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তার 'রবের' সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। আর তখন তার 'রব' থাকেন তার ও কেবলার মাঝে। অতএব কেউ যেন তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন, এতে থুথু ফেললেন, তারপর চাদরের একাংশকে অপরাংশ দ্বারা মলে দিলেন এবং বললেন ঃ সে যেনো এভাবে থুথু নিঃশেষ করে দেয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ "তার 'রব' থাকেন তার ও কেবলার মাঝে"-এর অর্থ হলো-যখন কোন মানুষ নামায পড়ার জন্য দাঁড়ায় তখন কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর প্রতি ধ্যান নিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করে। অতএব তার 'রব' তার ও কেবলার মাঝখানে থাকেন। এইজন্যই কেবলার দিকে থুথু ফেলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একান্তই যদি থুথু নিবারণ করা না যায় তাহলে হয় বাম পায়ের নিচে ফেলে মলে দেবে অথবা চাদরের এক কোণে ফেলে থুথু অপর কোণ দিয়ে তা মলে নেবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর দিয়ে যেভাবে দেখিয়েছেন।

٦٩١ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ وَّهُوَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لاَ يُصَلِّيْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ يُّصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكَ قَدْ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - رواه ابو داؤد

৬৯১। হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন বলেন, এক লোক কিছু লোকের ইমামতি করছিলো। সে কেবলার দিকে থুথু ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন। তার নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকগুলোকে বললেন, এই ব্যক্তি যেনো আর তোমাদের নামায না পড়ায়। পরে এই লোক তাদের নামায পড়াতে চাইলে লোকেরা তাকে নামায পড়াতে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ তাকে জানিয়ে দিলো। সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ (ঘটনা ঠিক)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথাও বলেছেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ (আবু দাউদ)।

٦٩٢ - وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اُحْتُبِسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى كِدْنَا نَتَرَا يَا عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ

سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلٰى مَصَافِكُمْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنِّيْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَّا حَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ اِنِّيْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّاْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِيْ فَنَعَسْتُ فِيْ صَلاَتِيْ حَتّٰى اسْتَثْقَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لاَ اَدْرِيْ قَالَهَا ثَلاَثًا فَرَاَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلّٰى بِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِى الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيْمَ قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلاَمِ وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِيْ اِلٰى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا ۰ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَاَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ۰

৬৯২। হযরত মোয়াজ ইবনে জাবল (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিত্য দিনের অভ্যাসের বিপরীত) ফজরের নামাযে আসতে এতটা দেরী করলেন যে, সূর্য প্রায় উঠে উঠে। এর মধ্যে তাড়াহুড়া করে তিনি আসলেন। সাথে সাথে নামাযের ইকামত দেয়া হল। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত করে নামায পড়ালেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি উচ্চ কণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নামাযের কাতারে যে যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, শুনো! আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে যে কারণ আমার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হলো, আমি রাতে ঘুম থেকে উঠলাম। উযু করলাম। পরে আমার পক্ষে যা সম্ভব হলো নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্দ্রা ধরলো। ঘুমে অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার 'রব' তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে উপস্থিত। তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় আছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার 'রব' আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, 'মালাউল আলা' অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাবে বললাম, আমি তো কিছু জানি না হে আমার 'রব'! এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর দেখি, তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে তাঁর কুদরতের হাত রেখে দিয়েছেন। এতে আমি আমার সিনায় তাঁর আঙ্গুলের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম। আমার নিকট তখন সব জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়লো। আমি সকল ব্যাপার বুঝে গেলাম। তারপর তিনি আবার আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে পরওয়ারদিগার। এখন বলো দেখি 'মালাউল আলা' কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি বললাম, গুনাহ মিটেয়ে দেবার ব্যাপারসমূহ নিয়ে। আল্লাহ তাআলা বললেন, সেসব জিনিস কি? আমি আরয করলাম, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, নামাযের পরে দোয়া ইত্যাদির জন্য মসজিদে বসা এবং শীতের বা অন্য কারণে ওজু করা কষ্টকর হলেও তা উপেক্ষা করে উযু করা। আবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন, আর কি ব্যাপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম, দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, গরীব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, ভদ্রভাবে কথা বলা, রাতে মানুষ যখন ঘুমায় সে সময় উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া। তারপর আবার আল্লাহ পাক বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তোমার যা চাওয়ার তা নিবেদন করো। তাই আমি দোয়া করলাম ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার, মিসকীনের বন্ধুত্ব, তোমার ক্ষমা ও রহমত চাই। আর যখন তুমি কোন জাতির মধ্যে গোমরাহী ছড়াতে চাও, তার আগে আমাকে গোমরাহী ছাড়া উঠিয়ে নিও। আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা আর ওই ব্যক্তির ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর আমি এমন আমলকে ভালোবাসতে চাই যে আমল আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করবে"। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই স্বপ্ন ষোলআনা সত্য। তাই তোমরা একথা স্মরণ রাখবে, আর লোকদেরকে শিখাবে (আহমাদ, তিরমিযী)। আর তিরমিযী বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধরনের একটি হাদীস এ সংকলনের ৬৭১-এ উক্ত হয়েছে। সেখানে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে এখানে দেয়া হলো না।

٦٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ - رواه ابو داؤد .

৬৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাবার সময় বলতেন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অফুরন্ত ক্ষমতার বিতাড়িত শয়তান হতে"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ এই দোয়া পড়লে শয়তান বলে, আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

٦٩٤ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُّعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - رواه مالك مرسلا

৬৯৪। তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ভূত বানিও না যা লোকেরা পূজা করবে। আল্লাহ্র কঠিন রোষানলে পতিত হবে ওই জাতি যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (ইমাম মালিক মুরসাল হিসাবে)।

ব্যাখ্যা ঃ "কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে" অর্থ হলো মসজিদে যেভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর জন্য যায়, কবরস্থানেও সেভাবে কবরবাসীর অর্চনার জন্য যায়। মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষের দূরভিসন্ধির কারণে আজকাল পীর-বুযুর্গদের কবরে মানব পূজা শুরু হয়েছে।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ মসজিদের এক পাশে বাইরেই ছিল। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে তা ওয়াল দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ঘিরে দেয়া হয়। এখন তা মসজিদে নববীর মাঝেই আছে। কিন্তু কোন লোক আবেগে আপ্লুত হয়ে সেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না।

٦٩٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ فِي حِيطَانٍ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ

৬৯৫। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হিতানে' নামায পড়তে ভালবাসতেন। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'হিতান' অর্থ বাগান (আহমাদ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেছেন, আমরা এই হাদীসটি হাসান ইবনে আবু জাফর ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে অবগত নই। আর হাসানকে ইয়াহইয়া ইবনে সাদ প্রমুখ জয়ীফ বলেছেন।

٦٩٦ - وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৬৯৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি তার ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তার এই নামায এক নামাযের সমান। আর যদি সে মহল্লার পাঞ্জেগানা মসজিদে নামায পড়ে তাহলে তার এই নামায পঁচিশ নামাযের সমান। আর সে যদি জুমআর মসজিদে (জামে মসজিদে) নামায পড়ে তাহলে তার নামায পাঁচ শত নামাযের সমান। সে যদি মসজিদে আকসা অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসে নামায পড়ে, তার এই নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর যদি আমার মসজিদে নামায পড়ে তার এই নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর সে যদি মসজিদে হারামে নামায পড়ে তবে তার নামায এক লাখ নামাযের সমান (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

٦٩٧ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ - متفق عليه .

৬৯৭। হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, 'মসজিদুল হারাম'। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মসজিদুল আকসা'। আমি বললাম, এই উভয় মসজিদ তৈরীর মধ্যে সময়ের পার্থক্য কতো? তিনি বললেন, চল্লিশ বছরের পার্থক্য। তারপর দুনিয়ার সব জায়গাই তোমার জন্য মসজিদ, নামাযের সময় যেখানেই হবে নামায পড়ে নেবে।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার মধ্যে প্রথম নির্মাণে চল্লিশ বছরের পার্থক্য ছিল। পুনঃনির্মাণে উভয় মসজিদের পার্থক্য হবে এক হাজার বছরের।

٨- بَابُ السِّتْرِ
(সতর)

সতর অর্থ ঢাকা, আবৃত করা। মানুষের শরীরের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান ঢেকে রাখা ফরয। নামাযে পুরুষের কমসে কম নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর মহিলাদের পায়ের পাতা, হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ছাড়া গোটা দেহ ঢাকা ফরজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٦٩٨ - عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّشْتَمِلاً بِهٖ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ - متفق عليه .

৬৯৮। হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নামায পড়ছিলেন। তিনি এ কাপড়টি নিজের শরীরে

এভাবে জড়িয়ে নিলেন যে, কাপড়ের দুই দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর ছিল (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "ইশতেমাল" হলো কাপড়ের ডান দিক যা ডান কাঁধের উপর আছে, তা বাম হাতের বগলের নিচ দিয়ে বের করে এনে আবার ডান হাতের নিচ দিয়ে বাম হাতের উপর ফেলে দেয়া। পরে কাপড়ের ডান ও বাম দিককে একত্রে মিলিয়ে সিনার উপর গিরা লাগানো। তবে কাপড় লম্বা হলে গিরা লাগাবার প্রয়োজন হয় না। শুধু কাপড় ছোট হলে খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে গিরা দিতে হয়। এক কাপড়ে নামায পড়তে হলে এই নিয়মে পড়তে হয়। তখনকার দিনে আরবদের অনেকেই ভিতরে লুঙ্গি বা পায়জামা না পরে এক কাপড়ে থাকতো।

হাদীসে কাপড়ের এই ব্যবহার বিধিকে বুঝাবার জন্য 'মুশতামাল' 'মুতাওয়াশশাহ' 'মুখালিফ বাইনা তারাফাইহে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সবগুলোরই অর্থ এক।

٦٩٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ - متفق عليه

৬৯৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের কাপড়ের কোন অংশ কাঁধের উপর না থাকলে তোমাদের কেউ যেন এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "ইশ্‌তেমাল" পরা অবস্থায় তো নামায পড়ার অনুমতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। কারণ কাপড়ের কিছু অংশ কাঁধের উপর আছে। আর কাঁধের উপর কাপড় থাকলে তা খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাঁধের উপর কাপড় না থাকলে তা খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই অবস্থায় এক কাপড়ে নামায পড়তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٧٠٠ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - رواه البخاري ·

৭০০। এই হাদীসটিও হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়বে সে যেন কাপড়ের দুই কোণা কাঁধের উপর দিয়ে বিপরীত দিক হতে টেনে এনে জড়িয়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

٧٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلَى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هٰذِهٖ اِلَى اَبِيْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِيْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِيْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِيْ اٰنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا وَاَنَا فِي الصَّلاَةِ فَاَخَافُ اَنْ يَّفْتِنَنِيْ .

৭০১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর পরে নামায পড়লেন। চাদরটির এক কোণে অন্য রঙের বুটির মতো কিছু কাজ করা ছিলো। নামাযে এই কারুকার্যের দিকে তিনি একবার তাকালেন। নামায শেষ করার পর তিনি বললেন, আমার এই চাদরটি (এর দানকারী) আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও। তাকে এটি ফেরত দিয়ে আমার জন্য তার 'আম্বেজানিয়াটি' নিয়ে আসো। কারণ এই চাদরটি আমাকে আমার নামাযে মনোযোগী হতে বিরত রেখেছে (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, আমি নামাযে চাদরের কারুকার্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম, তাই আমার ভয় হচ্ছে এই চাদর নামাযে আমার নিবিষ্টতা বিনষ্ট করতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ 'খামিসাহ' এক রকম কালো রঙের পশমের তৈরী চাদর। এর কোণায় কাজ করা নক্সা ছিলো। আবু জাহম নামে একজন সাহাবী হুজুরকে তোহফা হিসাবে দান করেছিলেন। এই 'খামিসাহ' নামক চাদর গায়ে তিনি নামায পড়ছিলেন। নামাযে চাদরের নক্সার প্রতি হুজুরের দৃষ্টি গিয়েছে। যাতে খুজু-খুশুর ব্যাঘাত ঘটেছে। তাই তিনি নামাযশেষে এই চাদর আবু জাহমকে ফেরৎ দিয়ে 'আম্বেজানীয়া' নামক আর এক রকমের সাদাসিধে চাদর নিয়ে আসতে বলেন। 'আম্বেজান' একটি শহরের নাম। ওই শহরে এই চাদর তৈরী হতো বলে একে আম্বেজানীয়া বলা হতো।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, নামাযে এমন চাকচিক্যময় কাপড়-চোপড় পরা উচিৎ নয় যা মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। সে দিকে বারবার নজর পড়ে। নামাযে খুজু খুশু নষ্ট হয়।

٧٠٢ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهٗ لاَ يَزَالُ تَصَاوِيْرُهٗ تَعْرِضُ لِيْ فِيْ صَلاَتِيْ - رواه البخاري .

৭০২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-র একটি পর্দার কাপড় ছিলো। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার এই পর্দাখানি আমাদের (এখান থেকে) সরিয়ে ফেলো। কারণ এর ছবিগুলো সব সময় নামাযে আমার চোখে পড়তে থাকে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই পর্দাটি হযরত বিবি আয়েশা (রা) ঘরের একপাশে ওয়ালে লাগিয়ে রেখেছিলেন বলে মনে হয়। এতে কোন কিছুর ছবি বা নক্সা ছিলো। নামাযে হুজুরের দৃষ্টিতে পড়তো। তাই তিনি পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে হযরত আয়েশাকে বলেছেন। তখনো আয়েশা (রা) এটা ঠিক নয় বলে জানতেন না। হুজুরের বলার সাথে সাথে তা সরিয়ে ফেলেন।

٧٠٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ - متفق عليه .

৭০৩। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমের একটি 'কাবা' হাদীয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি কাবাটিকে অত্যন্ত অপছন্দনীয়ভাবে শরীর থেকে খুলে ফেললেন এরপর তিনি বললেন, এই 'কাবা' মুত্তাকিদের পরা ঠিক নয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রেশমের 'কাবাটি' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দূমার বাদশাহ আকির অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ ইস্কান্দরিয়া তোহফা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। পুরুষদের জন্য তখনো রেশমের কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হয়নি। তাই তিনি প্রথমে 'কাবাটি' পরিধান করেছিলেন। কিন্তু পরে নামায পড়ার পর তিনি অনুভব করলেন রেশমের কাপড়ে মনে একটা অংহকার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তা খুলে ফেললেন। পরে অবশ্য এই কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হলে সকলে তা পরা ত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٧٠٤ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّىْ فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ . رواه ابو داؤد وروى النسائى نحوه .

৭০৪। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। আমি কি (লুঙ্গী পায়জামা ছাড়া) এক কাপড়ে নামায পড়ে নিতে পারি? হুজুর (সা) প্রতিউত্তরে বললেন, হাঁ, পড়ে নিতে পারো। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও (গলার নীচে কাপড়ের দুই দিক) আটকিয়ে নিও (আবু দাউদ; এই হাদীসটি ঠিক এভাবে নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ শিকারী ব্যক্তিকে শিকারের পেছনে সময় সময় দৌড়াতে হয়। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে হয়। তাই তারা খুব কম কাপড় পরিধান করে হালকা থাকে। যাতে চলাচলে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। তারা বেশীর ভাগ সময় এক কাপড়ে চলে। এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে কিনা তাই এ প্রশ্ন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে। কিন্তু গলার নিচে কাপড় বেঁধে রাখবে। বাঁধার জন্য কোন কিছু না পেলে অন্তত কাটা দিয়ে হলেও আটকিয়ে রাখবে। যাতে কাপড় ফাঁক হয়ে সতর খুলে না যায়।

٧٠٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّصَلِّىْ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّاْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّاَ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُّسْبِلٍ اِزَارَهُ - رواه ابو داؤد

৭০৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুঙ্গী (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও উযু করে আসো। লোকটি গিয়ে উযু করে আসলো। এ সময় এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই লোকটিকে কেন উযু করতে বললেন (অথচ তার উযু ছিল)? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার লুঙ্গী (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ছিলো। আর যে ব্যক্তি লুঙ্গী ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ পায়ের গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত পায়জামা, লুঙ্গী বা জামা ঝুলে থাকাকে মুসবেলে ইযার বলে। এটা 'অহংকার' অহমিকার প্রতীক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে অহমিকা প্রদর্শন করে পোশাক পরতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সকলের মতে তা মাকরূহ তাহরীমী। এই অবস্থায় লোকটি নামায পড়েছে। উযুর

দ্বারা লোকটির বাহ্যিক শুদ্ধির আদেশ দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তর শুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। লোকটি যেন বুঝতে পারে কাজটি খারাপ, উযু এই গর্হিত কাজের কাফফারা।

٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ الاَّ بِخِمَارٍ - رواه ابو داؤد والترمذى

৭০৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওড়না' ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের নামায কবূল হয় না (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাপ্তবয়স্কা অর্থাৎ বালেগা মহিলা বুঝাতে এই হাদীসে 'হায়েযা' ব্যবহার করা হয়েছে। যারা বালেগ হয় তাদেরই হায়েয হয়। এই হাদীস থেকে বুঝা গেল মেয়েদের মাথা ও মাথার চুল সতরের মধ্যে গণ্য। তাই এগুলো ঢেকে রাখা ফরয। কোন মহিলা খোলা মাথায় চুল দেখিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। ওড়না মাথায় দিয়ে মাথা ও চুল ঢেকে নামায পড়তে হবে।

٧٠٧ - وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُصَلِّى الْمَرْاَةُ فِىْ دِرْعٍ وَّخِمَارٍ لَّيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ قَالَ كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُّغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَّقَفُوْهُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ

৭০৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাদের কাছে যদি লুঙ্গি পায়জামার কোন কাপড় ভিতরে পড়ার জন্য না থাকে, শুধু জামা ও ওড়না পরে তারা নামায পড়তে পারে কিনা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, নামায হয়ে যাবে। তবে জামা এতোটা লম্বা হতে হবে যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায় (আবু দাউদ। ইমাম আবু দাউদ বলেন, একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উম্মে সালামা (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নয়)।

٧٠٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ - رواه ابو داؤد والترمذى

৭০৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়বার সময় 'সদল' করতে ও কারো মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নামায পড়ার সময় দুইটি কাজ করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একটি 'সদল' করতে আরেকটি চেহারা ঢাকতে। 'সদল' হলো মাথা ও কাঁধের উপর চাদর জাতীয় কাপড় বাঁধন ছাড়া নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। দু'টি কাজই মাকরূহ।

٧٠٩ – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ – رواه ابو داؤد ·

৭০৯। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুতা-মোজাসহ নামায পড়ে ইয়াহুদীদের বিপরীত কাজ করবে। কারণ জুতা-মোজা পরে তারা নামায পড়ে না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল, মোবাহ বিষয়েও ইয়াহুদী-খৃস্টান জাতির অনুকরণ করা যাবে না। জুতা-মোজা পাক থাকলে তা পায়ে রেখে নামায পড়া যায়।

٧١٠ – وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا – رواه ابو داؤد والدارمى ·

৭১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি পা থেকে জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। তা দেখে লোকেরাও নিজেদের জুতা খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন, তোমরা কেন নিজেদের পায়ের জুতা খুলে ফেললে? তারা জবাব দিলেন, আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখে

দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হযরত জিবরীল এসে আমাকে খবর দিলেন, আমার জুতায় নাপাক আছে। তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতায় নাপাক আছে কি না তা দেখে নেয়। সে যেন তা মুছে ফেলে। এরপর জুতা সহকারেই নামায পড়ে (আবু দাউদ, দারেমী)।

٧١١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِ غَيْرِهِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَكُوْنَ عَلٰى يَسَارِهِ اَحَدٌ وَّلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا - رواه ابو داؤد وروى ابن ماجة معناه .

৭১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে সে যেন তার জুতা তার ডান পাশেও না রাখে, বাম দিকেও না রাখে। কারণ এদিক অন্য কারো ডান দিক হবে। তবে যদি বাম দিকে কেউ না থাকে তাহলে ওদিকে রেখে দিবে। তাহলে সে যেন জুতা তার দুই পায়ের মধ্যে (সামান্য সামনে) রেখে নেয়। আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো এসেছে ঃ (যদি জুতা পাক-পবিত্র হয় তা না খুলে) পায়ে রেখেই নামায পড়বে (আবু দাউদ ; ইবনে মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ জুতা রাখার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে এভাবে দুই পায়ের মাঝ বরাবর একটু সামনের দিকে এগিয়ে রাখাই ভালো। আর জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া আমাদের দেশে সম্ভব নয়। পানি কাদার দেশে জুতায় ময়লা অপবিত্র জিনিস থাকেই। আরব শুকনা দেশ, বালু কংকর ছাড়া কিছু নেই। কাজেই পাপোষে মুছে মসজিদে জুতা পায়ে চলে গেলে কোন ময়লা বা অপবিত্র কিছু থাকে না। আমাদের দেশে মসজিদে জুতা রাখার জন্য সামনে লম্বা বাক্সের ব্যবস্থা আছে। তাই এখন আর সমস্যা নেই। সামনেই জুতা রাখা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٧١٢ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ عَلٰى حَصِيْرٍ يَّسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّتَوَشِّحًا بِهِ - رواه مسلم .

৭১২। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি একটি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন, তার উপরই সিজদা দিচ্ছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি আরো দেখলাম তিনি এক কাপড়ে বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর পেঁচিয়ে নামায পড়ছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে নামাযের সিজদা ও জমীনের মধ্যে কোন কিছু বিছানো থাকলে এবং তা পাক-পবিত্র হলে এতে নামায পড়া জায়েয। তা বিছানা, চাটাই বা মাদুর যাই হোক। শীআদের মত সিজদার স্থানে এক টুকরা মাটি রাখার প্রয়োজন নাই।

٧١٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ حَافِيًا وَّ مُنْتَعِلاً - رواه ابو داؤد .

৭১৩। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

٧١٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلّٰى بِنَا جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهٗ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهٗ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ تُصَلِّىْ فِىْ اِزَارٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ اَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهٗ ثَوْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رواه البخارى .

৭১৪। তাবেয়ী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তিনি তা গিরা লাগিয়ে পেছনে ঘাড়ের উপর বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তার অন্যান্য কাপড় খুঁটির উপর রাখা ছিলো। একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এক লুঙ্গিতেই নামায পড়লেন (অথচ আপনার আরো কাপড় ছিলো)? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মতো আহাম্মককে দেখাবার জন্য আমি এ কাজ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে আমাদের কারই বা দু'টি কাপড় ছিলো (বুখারী)?

ব্যাখ্যা ঃ এক কাপড়ে নামায পড়া যায়, যদিও লুঙ্গি বা পাজামা ও জামা পরে নামায পড়া উত্তম। এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। কিয়ামত সংঘটিত হবার

আগ পর্যন্ত মানুষের কত রকম অবস্থা হবে। তাই ন্যূনপক্ষে কতটুকু পোশাক পরে নামায পড়া যায় তার সীমাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে বলে দিতে ছাড়েননি। নামাযে দাঁড়ানো হলো আল্লাহ্‌র দরবারে দরবারে দাঁড়ানো। এর চেয়ে মর্যাদার স্থান ও সময় আর কিছু নেই। কাজেই একজন মুমিন তার সামর্থ্য অনুসারে উত্তম পোশাকে আল্লাহ্‌র দারবারে দণ্ডায়মান হওয়া উত্তম। তবে খেয়াল রাখবে কোন কিছুতেই যেন মনে অহংকার ও গর্বের উদ্ভব না ঘটে। হযরত জাবিরও এক কাপড়ে নামায পড়ে কমপক্ষে কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়া যায় তা দেখিয়েছেন।

৭১৫ - وَعَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلاَةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اِذَا كَانَ فِى الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَاَمَّا اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَالصَّلاَةُ فِى الثَّوْبَيْنِ اَزْكٰى - رواه احمد ‏.

৭১৫। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা এভাবে। এক কাপড়েই নামায পড়েছি। তাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি। এই কথার উপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যখন আমাদের কাপড়ের অভাব ছিলো তখন এক কাপড়ে নামায পড়া হতো। আল্লাহ তাআলা এখন আমাদেরকে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন। তাই এখন দুই কাপড়েই নামায পড়া উত্তম (আহমাদ)।

৯ - بَابُ السُّتْرَةِ

৯-নামাযে সুতরা

সুতরা অর্থ হলো 'আড়াল', যা দিয়ে আড়াল করা হয়। তা এমন একটি বস্তু যা নামাযীর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যাতে তার নামাযরত অবস্থায় প্রয়োজনে তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যেতে পারে। যেমন লাঠি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি। সুতরা সাধারণত কোন খোলা জায়গায় নামায পড়লেই লাগাতে হয়। তাতে নামাযীর নামাযের জায়গা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করে। সুতরার জন্য কিছু না পাওয়া গেলে সামনে দিয়ে একটি রেখা টেনে দিলেও চলে বা নিজের জুতা জোড়া সামনে রাখলেও হয়। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার টুপি খুলে তা সুতরা হিসাবে ব্যবহার করেন। নামায জামায়াতে পড়লে ইমামের সামনে সুতরা দিলেই চলবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুতরার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল।

٧١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا - رواه البخارى .

৭১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঈদগাহে চলে যেতেন। যাবার সময় তাঁর আগে আগে একটি বর্শা নিয়ে যাওয়া হতো। এই বর্শা ঈদগাহে হুজুরের সামনে গেড়ে রাখা হতো। এই বর্শা সামনে রেখে তিনি নামায পড়তেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন দিকে চলতেন, তার সাথে খাদেম থাকতো। সে বর্শা হাতে করে আগে আগে থাকতো। ঈদগাহ যেহেতু ময়দান। এতে কোন প্রাচীর থাকতো না। খোলা জায়গা। তাই ওই বর্শা তিনি যে জায়গায় নামায পড়াতে দাঁড়াতেন তার সামনে গেড়ে নিতেন।

সুতরার সামনে দিয়ে যাবার হুকুম

٧١٧ - وَعَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْاَبْطَحِ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَرَاَيْتُ بِلَالًا اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَاَيْتُ بِلَالًا اَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلّٰى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ - متفق عليه .

৭১৭। হযরত আবু জুহাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কার 'আবতা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি চামড়ার লাল তাঁবুতে দেখতে পেলাম। বেলালকে দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর পানি হাতে তুলে নিতে। আর (অন্যান্য) লোকদেরকে দেখলাম উযুর অবশিষ্ট পানি নিবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। যারা তাঁর ব্যবহারের

উদ্বৃত্ত উযুর পানি আনতে পেরেছে তাই বরকতের জন্য সারা শরীরে ও মুখমণ্ডলে মাখতে লাগলো। আর যারা উযুর পানি আনতে পারলো না তারা সঙ্গী সাথীদের (যারা পানি পেয়েছে) হাতের ভিজা স্পর্শ করেছে। এরপর আমি বেলালকে দেখলাম, হাতে একটি বর্শা নিলো ও তা মাটিতে পুঁতে দিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। কাপড়ের কিনারা শামলিয়ে লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন। সেই বর্শাটি তাঁর সামনে। এসময় মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে দেখলাম বর্শার বাইরে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মিনা যাবার পথে মক্কার কাছেই 'আবতাহ' অবস্থিত। 'আবতাহ' একটা নালার নাম। এই নালাকে 'বুতহা ও মুহাসসাব'ও বলা হয়। হাদীসে 'হুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো 'দুই কাপড়' অর্থাৎ লুঙ্গী ও চাদর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 'হুল্লাহটি' পরেছিলেন তা ছিলো লাল জোড়া।

আরোহণের জানোয়ার ও হাওদার পেছনের লাঠিকে সুতরা হিসাবে ব্যবহার

٧١٨ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِىُّ قُلْتُ اَفَرَاَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَاْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّىْ اِلٰى اٰخِرَتِهِ ٠

৭১৮। হযরত নাফে (তাবেয়ী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোলা জায়গায় নামায পড়লে) নিজের উটকে সামনে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, নাফে বলেন, আমি ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, উট মাঠে চরতে গেলে হুজুর তখন কি করতেন? উত্তরে ইবনে ওমর বলেন, তখন তিনি উটের 'হাওদা' নিতেন এবং হাওদার পেছনের ডাণ্ডাকে সামনে রেখে নামায পড়তেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বাইরে সফরে গেলে বর্শা না থাকা অবস্থায় 'সুতরা' হিসাবে উটকে ব্যবহার করতেন। আর উটও না থাকলে উটের হাওদার লম্বা ডাণ্ডাকে 'সুতরা' বানাতেন।

٧١٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ - رواه مسلم ٠

৭১৯। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায পড়ার সময় হাওদার পেছনের দিকের ডাণ্ডাটির মতো কোন কিছু সুতরা বানিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নামায পড়বে। এরপর তার সামনে দিয়ে কে আসলো আর গেলো তার কোন পরওয়া করবে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম হলো নামায পড়ার সময় সুতরার মতো কোন জিনিস সামনে দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে আর কোন অসুবিধা নেই। নামাযের খুশু খুযু ভাংবে না। অন্যের ক্ষতিও হবে না।

٧٢٠ - وَعَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً ‧ متفق عليه ‧

৭২০। হযরত আবু জুহাইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী এতে কি গুনাহ হয়, যদি জানতো তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু নাদর বলেন, উর্দ্ধতন রাবী চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার মনে নাই (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইমাম তাহাবী মুশকিলুল আসার গ্রন্থে বলেছেন, হুজুরের কথার অর্থ এখানে চল্লিশ বছরই হবে। কারণ হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত করাতে যে কতো গুনাহ, তা জানতো তাহলে সে নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা এক শত বছর পর্যন্ত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করতো। 'নামায' অর্থই মানুষের তখন আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনে লিপ্ত থাকা। এ সময় তার সামনে দিয়ে হেঁটে তার ধ্যান নষ্ট করা গুনাহ।

নামাযের সামনে না যাবার জন্য সুতরা একটা নির্দেশ

٧٢١ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ

فَلْيَدْفَعْهُ فَانْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَانَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ ‏.

৭২১। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কিছুর আড়াল নিয়ে নামায পড়া শুরু করে, আর কেউ আড়ালের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে চাইলে তাকে বাধা দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তাকে 'কতল' করবে। কারণ চলাচলকারী (মানুষের আকৃতিতে) শয়তান। এই বর্ণনাটি বুখারীর। মুসলিমেও এই মর্মে বর্ণনা আছে।

ব্যাখ্যা ঃ 'কতল' করা অর্থ এখানে প্রকৃতপক্ষে মেরে ফেলা নয়। যেহেতু নামাযের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি খুবই খারাপ ও গুনাহ, তাই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে প্রবল বাধা দিয়ে এই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে গুনাহ করা হতে রক্ষা করতে হবে।

সুতরা নামাযের হিফাযত করে

٧٢٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِىْ ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ ‏. رواه مسلم

৭২২। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারী, গাধা ও কুকুর নামায (সামনে দিয়ে অতিক্রম করে) নষ্ট করে। আর এর থেকে রক্ষা করে হাওদার (পেছনে দণ্ডায়মান) ডাণ্ডার ন্যায় কিছু বস্তু (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরামসহ জমহুর ওলামার মত হলো, নামাযীর সামনে দিয়ে নারী হোক, গাধা হোক কি কুকুর হোক, যাতায়াত করলে নামায নষ্ট হবে না। নামায আদায় হয়ে যাবে। এই হাদীসসহ এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসের মূল লক্ষ্য হল, নামাযীর সামনে 'সুতরা' দাঁড় করানোর গুরুত্ব ও তাকীদ দেয়া। যে কোন কিছুই নামাযীর সামনে খুব কাছে দিয়ে গেলে নামাযীর মনোযোগ ভঙ্গ হয়।

এখানে নারীর কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা মনোহারিণী। তাদের দেখলে মনোযোগ ভঙ্গ হতে পারে। গাধা ও কুকুরের সাথে শয়তান থাকে। তারা নামায নষ্ট করে। এইজন্য এগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা গেলে নামায বাতিল হয় না।

٧٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ - متفق عليه

৭২৩। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম লাশের আড়াআড়িভাবে থাকার মতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল। আর আয়েশা (রা) তাঁর সামনে ঘুমে অচেতন। এরপরও তিনি নামায পড়তে থাকেন। তাই বুঝা যায় স্ত্রীলোক নামাযীর সামনে থাকলে বা সামনে দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না।

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা ইত্যাদি গেলে নামায নষ্ট হয় না।

٧٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًا اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ - متفق عليه

৭২৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি মার্দি গাধার উপর আরোহণ করে আসলাম। তখন আমি বালেগ হবার কাছাকাছি। এ সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অন্যান্য লোকজনসহ কোন দেয়ালের আড়াল ছাড়া নামায পড়ছিলেন। আমি (নামাযের) কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। এরপর গাধাটাকে চরাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এই কাজে কেউই কোন আপত্তি জানালো না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা জাতীয় বা অন্য কোন প্রাণী পার হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয় না। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও তখন নাবালেগ থাকার কারণে তার নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াকেও কেউ মনে কিছু করেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লাঠিকে সুতরা হিসাবে রাখার অবস্থান

٧٢٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ شَيْئًا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَاِنْ

لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ - رواه ابو داؤد وابن ماجة

৭২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে যেনো তার সামনে কিছু গেড়ে দেয়। কিছু যদি না পায় তাহলে তার লাঠিটা যেনো দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে, তাহলে যেন সামনে একটা রেখা টেনে দেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এসব ক্ষেত্রে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও কাজ করে। তার কোন ক্ষতি করবে না অর্থ নামাযে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা ভঙ্গ হবে না। সুতরা বা কোন রেখা টেনে নিয়ে হুজুরের নির্দেশের কারণে নামাযীর মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব সৃষ্টি হয়। তাই নামাযে মন জমে যায়। কি গেলো না গেলো তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হয় না।

সুতরা নিকটে দাঁড় করাবে

٧٢٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ - رواه ابو داؤد .

৭২৬। হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সুতরা দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে সে যেনো সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহলে শয়তান তার নামায নষ্ট করতে পারবে না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'সুতরার কাছাকাছি' অর্থ সুতরার এতো কাছাকাছি দাঁড়াবে যাতে সুতরা আর তার মধ্যে সিজদা দেবার মতো জায়গা থাকে। আবার কেউ এর মধ্য দিয়ে যেতেও সুযোগ না পায়। তাহলে শয়তান 'নামায নষ্ট হয়ে গেছে' এমন সন্দেহ মনে সৃষ্টি করতে পারবে না।

সুতরা নাক বরাবর সোজা দাঁড় না করানো

٧٢٧ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلٰى عُوْدٍ وَّلاَ عَمُوْدٍ وَّلاَ شَجَرَةٍ اِلاَّ جَعَلَهُ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا - رواه ابو داؤد

৭২৭। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোন কাঠ, স্তম্ভ অথবা কোন গাছকে (সোজাসুজি) সামনে রেখে নামায পড়তে দেখিনি। যখনই দেখেছি তিনি এগুলোকে নিজের ডান ভ্রু অথবা বাম ভ্রুর সোজাসুজি রেখেছেন। নাক বরাবর সোজা রাখেননি (আবু দাউদ)।

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা ও কুকুর গেলে নামায বাতিল হয় না

٧٢٨ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ بَادِيَةٍ لَّنَا وَمَعَهُ عَبَّاس فَصَلّٰى فِيْ صَحْرَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَّنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالٰى بِذٰلِكَ - رواه ابو داؤد والنسائى نحوه

৭২৮। হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আমার পিতা হযরত আব্বাস (রা)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ময়দানে নামায পড়লেন, সামনে কোন আড়াল ছিলো না। সে সময় আমাদের একটা গাধী ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলাধূলা করছিলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে কোন দৃষ্টিই দিলেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, গাধা, কুকুর ইত্যাদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না।

٧٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَّادْرَؤُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - رواه ابو داؤد.

৭২৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না। এরপরও নামাযের সম্মুখ দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দিবে। নিশ্চয়ই তা শয়তান (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের সম্মুখ দিয়ে কিছু গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত বেআদবী ও শয়তানী কাজ। একে বাধা দিতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ - متفق عليه

৭৩০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম। আর আমার দুইপা থাকতো তাঁর কেবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা দিতেন আমাকে টোকা দিতেন। আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আমার দুইপা লম্বা করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে আলো থাকতো না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত বা নামাযের সামনে তাদের অবস্থান এবং তাদেরকে স্পর্শ করায় নামায নষ্ট হয় না।

নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া বড় গুনাহ

٧٣١ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِيْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَاَنْ يُقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِيْ خَطَا - رواه ابن ماجة

৭৩১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত কত বড় গুনাহ তা যদি তোমাদের কেউ জানতো, তাহলে সে (নামাযীর সামনে দিয়ে) যাতায়াতের চেয়ে এক শত বছর পর্যন্ত (এক জায়গায়) দাঁড়িয়ে থাকাকে বেশী উত্তম মনে করতো (ইবনে মাজাহ)।

٧٣٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ الْاَحْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَهْوَنَ عَلَيْهِ - رواه مالك

৭৩২। তাবেয়ী হযরত কাব ইবনে আহ্বার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো তার এই অপরাধের শাস্তি কি, তাহলে

সে নিজের জন্য ভূগর্ভে ধ্বসে যাওয়াকে নামাযীর সামনে দিয়ে যাবার চেয়ে অতি উত্তম মনে করতো। অন্য এক বর্ণনায় 'উত্তম'-এর স্থানে 'বেশী সহজ' শব্দ এসেছে (মালিক)।

٧٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِيُّ وَالْمَجُوْسِيُّ وَالْمَرْاَةُ وَتُجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ - رواه ابو داؤد

৭৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আড়াল ছাড়া (সুতরা) নামায পড়ে, আর তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মাজূসী ও স্ত্রীলোক অতিক্রম করে। তাতে তার নামায ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি একটি কংকর নিক্ষেপের পরিমাণ দূর দিয়ে যায় তাহলে কোন দোষ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব ও নামাযে কিয়াম তিন হাত দূর ধরেছেন। যা দেড় সফ সমান। উর্ধ্বে দুই সফ সমান হবে। অর্থাৎ মিনায় পাথর মারার যে দূরত্ব তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। হিসাব করলে তাই হয়।

١٠ - بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

১০-নামাযের নিয়ম-কানূন

প্রথম পরিচ্ছেদ

٧٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا

قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَءْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا - متفق عليه .

৭৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "ওয়া আলাইকাস সালাম। যাও, আবার নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। সে আবার গেলো ও নামায পড়লো। আবার এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, "ওয়া আলাইকাস সালাম। আবার যাও, পুনরায় নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালোভাবে উযু করবে। এরপর কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর রুকূ করবে। রুকূতে প্রশান্তির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে তুমি তোমার সব নামায আদায় করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই হাদীসকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, রুকূ ও সিজদায় কাওমা অর্থাৎ রুকূ ও সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝে বসে কিছুক্ষণ স্থির থাকা ফরয। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহম্মাদ বলেন, প্রথম দুই জায়গায় ওয়াজিব। দ্বিতীয় দুই স্থানে সুন্নাত। তারপর বলেন, "তোমার নামায হয়নি" অর্থ তোমার নামায পরিপূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় সিজদার পর দাঁড়ানোর আগে কিছু সময় বসাকে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী এই বসাটাকেও সুন্নাত বলেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সুন্নাত বলেন না।

٧٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيْمِ - رواه مسلم

৭৩৫। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ও কিরাআত 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা নামায শুরু করতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন মাথা খুব উপরেও করতেন না, আবার বেশী নীচুও করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে একদম সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আবার সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দুই রাকায়াতের পরই বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন। শয়তানের মতো কুকুর বসা বসতে নিষেধ করতেন। সিজদায় পশুর মত মাটিতে দুই হাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন না। মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়ে শব্দ করে আলহামদু লিল্লাহ হতে কিরায়াত শুরু করতেন। আর প্রথম ও শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্য বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন। আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এটাই হযরত ইমাম আবু হানিফার মত।

'শয়তান বসা' বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন কুকুরের মতো নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বসে দুই পাশে দুই পা লাগিয়ে সামনের দুই পা খাড়া করে বসা।

٧٣٦ - وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَّلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ - رواه البخارى

৭৩৬। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আপনাদের চেয়ে বেশী মনে রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। রুকূ করার সময় পিঠ নুইয়ে রেখে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। আর মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এতে প্রতিটা গ্রন্থি স্ব স্ব স্থানে চলে যেতো। তারপর তিনি সিজদা করতেন। এ সময় হাত দু'টি মাটির সাথে বিছিয়েও রাখতেন না, আবার পাঁজরের সাথেও মিশাতেন না। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলামুখী করে বসতেন। এরপর দুই রাকায়াতের পরে যখন বসতেন বাম পায়ের উপরে বসতেন ডান পা খাড়া রাখতেন। সর্বশেষ রাকয়াতে বাম পা বাড়িয়ে দিয়ে আর অপর পা খাড়া করে রেখে নিতম্বের উপর (ভর করে) বসতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আযম আবু হানিফা ও মালেক (র) কান পর্যন্ত হাত উঠাবার পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ অন্য এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান পর্যন্ত হাত উঠবারও উল্লেখ আছে। এই দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হাতের কব্জি কাঁধ পর্যন্ত ও আঙ্গুল কান পর্যন্ত উঠালে দুই হাদীসের উপর আমল করা হয়ে যায়।

٧٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ - متفق عليه .

৭৩৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আবার রুকূতে যাবার তাকবীরে ও রুকূ হতে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হামদু' বলেও দুই হাত একইভাবে উঠাতেন। কিন্তু সিজদায় যাবার সময় এরূপ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে দেখা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠাতেন প্রথম একবার। আবার রুকূতে যাবার সময় ও রুকূ হতে উঠার পরও আরো দুইবার 'রাফে ইয়াদাইন' অর্থাৎ দুই হাত উঠাতেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অন্য আর এক হাদীস অনুযায়ী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠাতেন। আর কোন সময় হাত উঠাবার পক্ষে নয়।

٧٣٨ - وَعَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه البخارى .

৭৩৮। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নামায পড়া শুরু করতে তাকবীর তাহরীমা বলতেন এবং দুই হাত উপরে উঠাতেন। এরপর রুকূতে যাবার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। রুকূ হতে উঠার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। এরপর দুই রাকায়াত পড়ে দাঁড়াবার সময়ও দুই হাত উপরে উঠাতেন। ইবনে ওমর এসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বলে জানিয়েছেন (বুখারী)।

٧٣٩ - وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ - متفق عليه

৭৩৯। হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান পর্যন্ত উপরে উঠাতেন। আর রুকূ হতে মাথা উঠাবার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেও এরূপ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ তাকবীর তাহরীমার সময় দুই হাত উপরে উঠাবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সময় তাকবীর দিতে হবে কিনা এই নিয়েও মতভেদ। এসকল হাদীস থেকে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হতে উঠে হাত উপরে তুলে তাকবীর দেয়া প্রামাণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের এই মত। আহলে হাদীসগণও এই হাদীসের উপর আমল করেন।

ইমাম আবু হানিফাসহ হানাফী ওলামা এসব হাদীসের মধ্যে মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, হতে পারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'রাফে ইয়াদাইন' করেছেন আবার কখনো করেননি। অথবা তিনি প্রথম প্রথম করেছেন পরে তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় হাত উঠানো রহিত হয়ে গেছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে অনেক 'হাদীস' ও 'আছার' উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে আছে, তিনি তার সাথী-সঙ্গীদেরকে রাসূলের নামায পড়ে দেখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাকবীর তাহরীমা ছাড়া আর কোন জায়গায় হাত উঠাননি। এছাড়াও ইমাম দারু কুতনী ও ইবনে আদী অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমরের সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা কেউই তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না। ইমাম তাহাবী বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর ও আলী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠিয়েছেন।

'হেদায়ার' শরাহ 'নেহায়ায়' আছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন, আমরাও উঠিয়েছি। পরে তিনি হাত উঠাননি, আমরাও হাত উঠাইনি।

বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে রুকূতে যেতে ও উঠতে হাত উঠাতে দেখে বললেন, এরূপ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম এরূপ করেছেন। কিন্তু পরে তা আর করেননি। পরে 'হাত উঠানো' রহিত হয়ে গেছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর মত হলো, এসব ব্যাপারে কোন পক্ষেরই বাড়াবাড়ি না করা উচিৎ। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কখনো 'হাত উঠিয়েছেন' কখনো উঠাননি। পরবর্তী কালের লোকদের কেউ হাত উঠিয়েছেন, কেউ উঠাননি। প্রত্যেক পক্ষের লোকদের কাছেই দলীল আছে।

٧٤٠ - وَعَنْهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا - رواه البخارى

৭৪০। হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় রাকায়াতে সিজদা হতে উঠিয়ে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ বেজোড় রাকায়াতের সিজদা হতে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার আগে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ বসাকে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' বা আরামের জন্য বসা বলা হয়। এই বসা প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতে। ইমাম শাফেয়ী এই বসাকে সুন্নাত বলেন। আহলে হাদীসগণও তা অনুসরণ করেন। আবু হানিফার মতে এই বসা সুন্নাত নয়।

আর ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো, হযরত আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি নকল করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে পায়ের উপর না বসেই সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত ইবনে আবু শাইবা (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি পায়ের উপর না বসেই (প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের সিজদা হতে) সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি হযরত ওমর, আলী, জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারেও বলেছেন যে, তাঁরাও সিজদা হতে সরাসরি উঠে দাঁড়াতেন, বসতেন না। হযরত নোমান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে বলছেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি অনেক সাহাবাকে দেখেছি, তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না।

যাহোক এ বিষয়ে অনেক হাদীস ও আছার নকল করা হয়েছে। আর এর বিপরীত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্যতিক্রম। মহানবী (সা) হয়ত বৃদ্ধ অথবা দুর্বল হয়ে যাবার কারণে মাঝে মাঝে জলসায়ে ইসতেরাহাত করেছেন।

٧٤١ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ - رواه مسلم

৭৪১। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামায শুরু করার সময় দুই হাত উঠিয়ে তাকবীর বললেন। এরপর হাত কাপড়ের ভিতরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকূতে যাবার সময় দুই হাত বের করে উপরের দিকে উঠালেন ও 'তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন। রুকূ হতে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে আবার দুই হাত উপরে উঠালেন। তারপর দুই হাতের মাঝে মাথা রেখে সিজদা করলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে তাকবীর তাহরীমা বেঁধে হাত কাপড়ের ভেতরে নিয়ে যেতেন। এটা সম্ভবত শীতের সময় শীতের ঠাণ্ডার জন্য। আর আগ থেকেই যদি হাত কাপড়ের ভেতরে থাকে তাহলে হাত বের করে তাকবীর তাহরীমা বলতে হবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বুকে হাত বাঁধা উত্তম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নাভীর নিচে হাত বাঁধা উত্তম। আর ইমাম মালিক বলেছেন, হাত কোথাও না বেঁধে নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে শেষ সীমায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ভালো। অর্থাৎ সকলের কথাই হাদীস ভিত্তিক। অতএব যে ব্যক্তি যে সুন্নাত অবলম্বন করবে তার কোনটাতেই কোন আপত্তি নেই।

٧٤٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ - رواه البخارى

৭৪২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষদেরকে হুকুম দেয়া হতো নামাযী যেন নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দরবারে কিভাবে দাঁড়াতে হবে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র এই দরবার হলো নামাযে দাঁড়ানো। এই দরবারের আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে মাথা নত করে দাঁড়ানো।

٧٤٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ - متفق عليه .

৭৪৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলতেন। আবার রুকূতে যাবার সময় তাকবীর বলতেন। রুকূ হতে তাঁর পিঠ উঠাবার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রব্বানা লাকাল হামদ বলতেন। তারপর সিজদায় যাবার সময় আবার তাকবীর বলতেন। সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, আবার সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাযে তিনি এরূপ করতেন। যখন দুই রাকায়াত পড়ার পর বসা হতে উঠতেন তাকবীর বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো যে, নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কোন্ জায়গায় তাকবীর দিয়েছেন। তাকবীর তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম তাকবীর দেয়া ফরয। আর বাকী সব তাকবীরই সুন্নাত। এই হাদীসে কোথাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠাতেন তা বলা হয়নি।

٧٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ - رواه مسلم .

৭৪৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম নামায হলো দীর্ঘ কুনুত (দাঁড়ানো) সম্বলিত নামায (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'কুনুত দীর্ঘ করা'-র অর্থ হলো দাঁড়ানো, বশ্যতা, বিনয়, নামায, দোয়া ও চুপ করা। আলেমদের মতে এখানে এর অর্থ হলো 'দাঁড়ানো'। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় সূরা পড়া খুবই উত্তম।

এখন প্রশ্ন উঠে, নামাযের মধ্যে কোন অংশ বেশী ভালো। দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ কিরাআত অথবা সিজদা। কেউ সিজদাকে উত্তম বলেন। কেউ বলেন দাঁড়ানোকে। এই হাদীস তাদের দলীল। কিন্তু অন্য আর এক হাদীসে নামাযের সিজদাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কেউ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, দিনে সিজদা উত্তম, আর রাতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٧٤٥ - عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يُصَبِّيْ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ اِلَى الْاَرْضِ سَاجِداً فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعٍ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْاَرْضَ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ

عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يَعْنِيْ السَّبَّابَةَ ۔ وَفِيْ اُخْرٰى لَهُ وَاِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ وَّاحِدَةٍ ۔

৭৪৫। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। তারা বললেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালে দুই হাত উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর উপরে তুলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন। এরপর 'কিরায়াত' পড়তেন। তারপর তাকবীর বলে দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর করতেন। এরপর রুকূ করতেন। দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা নিচের দিকেও ঝুকাতেন না, আবার উপরের দিকেও উঠাতেন না। এরপর (রুকূ থেকে) মাথা উঠিয়ে বলতেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তারপর সোজা হয়ে হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা কাঁধ বরাবর করতেন এবং বলতেন, 'আল্লাহু আকবার'। এরপর সিজদা করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকতেন। সিজদার মধ্যে দুই হাতকে বাহু থেকে আলাদা করে রাখতেন। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। এরপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর প্রতিটা হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে এসে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন। অতঃপর সিজদা হতে উঠতে উঠতে "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এ অবস্থায় তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর সমস্ত হাড় নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর তিনি দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকাআতও এভাবে পড়তেন। দুই রাকাআত পড়ে দাঁড়াবার পর তাকবীর বলতেন ও কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতেন, যেভাবে প্রথম নামায শুরু করার সময় করতেন। এরপর তার বাকী নামায এইভাবে তিনি পড়তেন। শেষ রাকায়াতের শেষ সিজদার পর, যার পরে সালাম ফিরানো হয়, নিজের বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং এর উপর বসতেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। তারা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন (আবু দাউদ ও দারেমী)। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এই বর্ণনাটিকে এই অর্থে নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে আছেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু আকড়ে মজবুত করে ধরলেন। এসময় তাঁর দুই হাত ধনুকের মতো করে দুই পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। আবু হুমাইদ (রা) আরো বলেন, এরপর তিনি সিজদা করলেন। নাক ও কপাল মাটির সাথে ঠেকালেন। দুই হাতকে পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। দুই হাত কাঁধ সমান জমিনে রাখলেন। দুই উরুকে রাখলেন পেট থেকে আলাদা করে। এইভাবে তিনি সিজদা করলেন। তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসলেন। ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন। শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাকায়াতের পর বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন। ডান পা রাখতেন খাড়া করে। তিনি চতুর্থ রাকায়াতে বাম নিতম্বকে জমিনে ঠেকাতেন আর পা দু'টিকে একদিক দিয়ে বের করে দিতেন (ডান দিকে)।

ব্যাখ্যা ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি", কথাটি নিরহংকার কথা। গর্ব করার জন্য আবু হুমাইদ একথা বলেননি। বরং হুজুরের নামাযের নিয়ম জানানোর নিয়াত ছিলো তাঁর। এটা জায়েয।

"শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন" অর্থ 'লা ইলাহা' বলবার সময় আঙ্গুল উঠিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন, আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় তা নিচে নামিয়ে নিলেন। এটা মোস্তাহাব। "উভয় পা ডানদিকে বের করে দিলেন" অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসার এটাও হুজুরের একটা নিয়ম ছিলো। হাদীসে হুজুরের শেষ বৈঠকে বসার তিনটি নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে। (১) বাম পায়ের উপরে বসে ডান পা খাড়া রাখা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পুরুষের জন্য এটাই উত্তম। (২) বাম পা পাশের দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখা। শাফেয়ী মাযহাব এটাকেই ভালো মনে করেন। (৩) উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। হানাফী মাযহাবে মেয়েদের জন্য এভাবে বসাই বেশী উত্তম।

٧٤٦ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى اِبْهَامَيْهِ

أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ اِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

৭৪৬। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবার সময় দেখেছেন। তিনি তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উপরে উঠালেন। দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টি কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বললেন (আবু দাউদ; আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে বৃদ্ধাঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন)।

٧٤٧ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِه - رواه الترمذى وابن ماجة .

৭৪৭। হযরত কাবীসা ইবন হুল্‌ব হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি (দাড়াঁনো অবস্থায়) বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

٧٤٨ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعِدْ صَلاَتَكَ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أُصَلِّيْ قَالَ اِذَا تَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ فَاِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوْعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ اِلٰى مَفَاصِلِهَا فَاِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلسُّجُوْدِ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ . هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَي الصَّلاَةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِه ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ وَاِلاَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ .

৭৪৮। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে এসে নামায পড়লেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নামায পড়বো তা আমাকে শিখিয়ে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেবলামুখী হয়ে প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে। এর সাথে আর যা পারো (কুরআন থেকে) পড়ে নেবে। তারপর রুকূ করবে। (রুকূতে) তোমার দুই হাতের তালু তোমার দুই হাঁটুর উপর রাখবে। রুকূতে প্রশান্তিতে থাকবে এবং পিঠ সটান রাখবে। রুকূ হতে উঠে পিঠ সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াবে যাতে হাড়গুলো নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর সিজদা করবে। সিজদায় প্রশান্তির সাথে থাকবে। (হাদীসের মূল পাঠ মাসাবিহ থেকে গৃহীত। এই হাদীসটি আবু দাউদ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, নাাসঈও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা করলে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে উযু করবে। এরপর কালেমা শাহাদাত পড়বে। একামাত বলবে (নামায শুরু করবে)। তোমার কুরআন জানা থাকলে তা পড়বে, অন্যথায় আল্লাহর 'হামদ', তাকবীর, তাহলীল করবে। তারপর রুকূ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের সব বর্ণনাই আগের হাদীসগুলোতে এসেছে। তবে একটি কথা এখানে বেশী বলা হয়েছে। তাহলো যদি কেউ কুরআন পড়তে না পারে আল্লাহর হামদ সানা সিফাত পড়বে। তবুও নামায ছাড়তে পারবে না।

٧٤٩ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجٌ - رواه الترمذى .

৭৪৯। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নফল নামায দুই রাকায়াত দুই রাকায়াত। প্রত্যেক দুই রাকায়াতেই 'তাশাহহুদ' ভয়ভীতি ও বিনয় দীনাহীনতার ভাব আছে। তারপর তুমি তোমার দুই হাত উঠাবে। হযরত ফজল বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার দুই হাত তোমার রবের নিকট দোয়ার জন্য উঠাতে হাতের বুকের দিককে তোমার মুখের দিকে ফিরাবে। আর বারবার করবে, হে আল্লাহ, অর্থাৎ দোয়া বারবার করবে। আর যে এভাবে করবে না তার নামায এরূপ এরূপ। আর এক বর্ণনায় আছে, তার নামায অসম্পূর্ণ (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তিনটি জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। প্রথম হলো নফল নামায দুই দুই রাকাআত। দিনে হোক আর রাতে হোক। ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসের উপর আমল করেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, দিন হোক আর রাত সব সময়ই নফল নামায চার রাকায়াত করে পড়াই উত্তম। ইমাম আবু হানিফা তার কথার সমর্থনে দলীল হিসাবে বলেন, এই কথা সহীহ্ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর চার রাকায়াত এবং যোহরের নামাযের আগে চার রাকাআত পড়ার প্রমাণ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٧٥٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ صَلَّى لَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري .

৭৫০। হযরত সাঈদ ইবনে হারিস ইবনে মুআল্লা বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাতে সিজদায় যেতে ও দুই রাকায়াতের পর মাথা উঠাবার সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে নামায এভাবে পড়তে দেখেছি (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস সম্ভবত বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হলো, নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে বলতে হয়। এখানে শুধু এই তিন জায়গায় তাকবীরের উল্লেখ।

٧٥١ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري .

৭৫১। হযরত ইকরিমা তাবেয়ী (র) বলেন, আমি মক্কায় এক শায়খের পেছনে (আবু হুরাইরা) নামায পড়েছি। তিনি নামাযে মোট বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বললাম, (মনে হচ্ছে) এ লোকটি নির্বোধ। একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে কাঁদাক, এটা তো হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতপক্ষে নামাযে তাকবীর তাহরীমাসহ বাইশ বারই হয়। ওই সময় মারওয়ান ও বনূ উমাইয়্যা আওয়াজের সাথে তাকবীর তাহরীমা বলা ছেড়ে দিয়েছিলো আর ইকরিমাও এর আগে উচ্চস্বরে তাকবীর শুনেননি । তাই হযরত আবু হুরাইরার উচ্চস্বরের তাকবীর তার কাছে বিস্ময় বোধ হয়েছে। আর তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে এ মন্তব্য করে বসেন।

٧٥٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلاً قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ - رواه مالك .

৭৫২। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (র) হতে মুরসাল হিসাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রুকূ সিজদায় মাথা ঝুঁকাতে ও উঠাতে তাকবীর বলতেন। আর তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সব সময় এভাবে নামায পড়েছেন (মালিক)।

٧٥٣ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرِ الاِفْتِتَاحِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى .

৭৫৩। হযরত আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াবো? এরপর তিনি নামায পড়ালেন। অথচ প্রথম তাকবীরে একবার হাত উঠানো ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাননি (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি এই অর্থে সহীহ নয়)।

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ে ৭৪০ নং হাদীসে মোটামোটি আলোচনা হয়েছে।

٧٥٤ - وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ - رواه ابن ماجة ٠

৭৫৪। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন। হাত উপরে উঠিয়ে তিনি বলতেন, আল্লাহু আকবার (ইবনে মাজাহ)।

٧٥٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَفِىْ مُؤَخَّرِ الصُّفُوْفِ رَجُلٌ فَاَسَاءَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنُ اَلاَ تَتَّقِى اللّٰهَ اَلاَ تَرٰى كَيْفَ تُصَلِّىْ اِنَّكُمْ تَرَوْنَ اَنَّهُ يَخْفٰى عَلَىَّ شَىْءٌ مِمَّا تَصْنَعُوْنَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرٰى مِنْ خَلْفِىْ كَمَا اَرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ - رواه احمد ٠

৭৫৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যোহরের নামায পড়ালেন। এক ব্যক্তি পেছনের সর্বশেষ পেছনের সারিতে ছিলো। নামায খারাপভাবে পড়ছিল। সে নামাযের সালাম ফিরাবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন ও বললেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করছো না? তুমি কি জানো না তুমি কিভাবে নামায পড়ছো? তোমরা মনে করো, তোমরা যা করো তা আমি দেখি না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি দেখি আমার পেছনের দিক, যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিক (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ "নিশ্চয় আমি দেখি আমার পেছনের দিক যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিক। এ কথার অর্থ কিন্তু হুজুরের গায়েব জানা নয়, বরং এটা হুজুরের 'মোজেযা'। আল্লাহ ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

١١ - بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

১১-তাকবীর তাহ্‌রীমার পর যা পড়তে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٧٥٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً فَقُلْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - متفق عليه ·

৭৫৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহ্‌রীমার পর কিরাআত শুরু করার আগে কিছু সময় চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোন! আপনি তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময় চুপ থাকেন তাতে কি বলেন? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বলি, "হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দাও, যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো গুনাহ হতে, যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহকে ধুয়ে ফেলো" (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পরে ও কিরাআত শুরু করার আগে যে দোয়াটি পড়তেন তা এখানে এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। গুনাহ মাফ করিয়ে নেবার জন্য এটি অতি সুন্দর ও মোক্ষম দোয়া। দোয়ায় সর্বশেষ বাক্যটি হলো, হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল। অর্থাৎ যেভাবে সম্ভব আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

٧٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ ـ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ـ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ ـ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ ـ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُهُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ـ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَا مَنْجَاءَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَاءَ اِلاَّ اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ ـ

৭৫৭। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালে, আর এক বর্ণনায় আছে, নামায শুরু করার সময়, সর্বপ্রথম তাকবীর তাহরীমা বলতেন। তারপর তিনি এই দোয়া পড়তেন ঃ "ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্বা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু, ওয়া

বিজালিকা উমেরতু, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনৃতা। আনৃতা রব্বি, ওয়া আনা আবদুকা। জলামতু নাফসি ওয়াতারাফতু বিজাম্বি, ফাগফিরলী জুনুবী জামিআ। ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা ইয়াহ্দী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। ওয়াল খাইরু কুল্লাহু ফি ইয়াদাইকা। ওয়াশ্-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবারাকতা ওয়াতআলাইতা। আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা"। অর্থ "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমার রব। আমি তোমার গোলাম। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষামা করো। তুমি ছাড়া নিশ্চয় আর কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি দূরে রাখো আমার নিকট হতে মন্দ কাজ। তুমি ছাড়া মন্দ কাজ থেকে আর কেউ দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার আদেশ পালনে হাযির। সকল কল্যাণই তোমার হাতে। কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি আরোপিত হয় না। আমি তোমার মদদেই টিকে আছি। তোমার দিকেই ফিরে আছি। তুমি কল্যাণের আধার। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকেই আমি ফিরছি"।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু। খাশীয়া লাকা সাময়ী ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্খী ওয়া আজমী ওয়া আসাবী"। অর্থ, "হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ করলাম। তোমাকেই বিশ্বাস করলাম। তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলাম। তোমার ভয়ে ভীত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা"।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ মিলয়াস-সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া মিলয়া মা শে'তা মিন শাইয়্যিন বা'দু"। অর্থ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান ও যমীন ও এতদুভয়ের ভিতর যা কিছু আছে, সবই তোমার প্রশংসা করছে। এরপরে যা তুমি সৃষ্টি করবে তারাও তোমারই প্রশংসা করবে"।

এরপর তিনি সিজদায় গিয়ে পড়তেন, "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া

সাওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু। তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেকীন"। অর্থ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি। তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মুখ তার জন্য সিজদা করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আকার-আকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ খুবই বরকতপূর্ণ উত্তম সৃষ্টিকারী"।

এরপর সর্বশেষ দোয়া যা 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর ও সালাম ফিরাবার আগে পড়া হয় তাহলো, "আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখেরু। লা ইলাহা ইল্লা আনতা"। অর্থ, "হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও যা আমি করেছি। আমার ওইসব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও যা আমিপূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। আমার ওইসব বাড়াবাড়িও মাফ করে দাও যা আমি আমলে ও সম্পদ খরচে করেছি। আর আমার ওইসব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি তোমার বান্দাদের যাকে চাও মান-সম্মানে এগিয়ে নাও। আর যাকে চাও পিছে হটিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই" (মুসলিম)।

ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় প্রথম দোয়ায় 'ফি ইয়াদাইকা'-এর পরে আছে, "ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। ওয়াল মাহদিউ মান হাদাইতা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। লা মানজা মিনকা ওয়ালা মালজা ইল্লা ইলাইকা তাবারকতা"। অর্থ, "মন্দ তোমার জন্য নয়। সে-ই পথ পেয়েছে যাকে তুমি পথ দেখিয়েছো। আমি তোমার সাহায্যে টিকে আছি। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার পাকড়াও হতে বাঁচার কোন জায়গা নেই। তুমি ছাড়া আশ্রয়েরও কোন স্থল নেই। তুমি বরকতময়"।

ব্যাখ্যা : "মন্দ তোমার জন্য নয়, অর্থাৎ খারাপ ও ভালোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হলেও আল্লাহ তাআলা মানুষের অকল্যাণ চান না। তিনি সব সময় তাঁর বান্দার কল্যাণ চান। কিন্তু বান্দা আল্লাহ তাআলার বারবারের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ এবং ভালো-মন্দের পরিণতি বলে দেবার পরও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে তার ফল তাকে ভোগতেই হবে।

৭৫৮ – وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ ٠ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ

بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ٠ رواه مسلم ٠

৭৫৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক (তাড়াহুড়া করে) এসে নামাযের কাতারে শামিল হয়ে গেলো। তার শ্বাস উঠানামা করছিল। সে বললো, "আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহে"। অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, এমন প্রশংসা যা অনেক বেশী পাক-পবিত্র ও বরকতময়"। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? সকলে চুপ হয়ে বসে আছে। তিনি আবার বললেন, তোমাদের কে একথাগুলো বলেছে? এবারও কেউ কোন জবাব দিলো না। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছে? যে ব্যক্তি একথাগুলো বলেছে সে আপত্তিকর কিছু বলেনি। এক ব্যক্তি আরজ করলো, আমি যখন এসেছি, আমার শ্বাস উঠানামা করছিলো। আমিই একথাগুলো বলেছি। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম বারোজন ফেরেশতা কার আগে কে আল্লাহ্‌র কাছে এই কথাগুলো নিয়ে যাবে এই তাড়াহুড়া করছে (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৭৫৯ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ" ٠ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ٠

৭৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার (তাকবীর তাহরীমার) পর এ দোয়া পড়তেন, "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা যাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। (হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তোমার পূত পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরো বলছি, তুমি খুবই বরকতপূর্ণ। তোমার শান অনেক উর্ধ্বে। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই) (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। আর ইবনে মাজাহও এই হাদীসটি আবু সাঈদ (রা)

হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি আমি হারেসা ছাড়া অন্য কারো সূত্রে শুনিনি। তার স্মরণশক্তি সমালোচিত।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তাইয়্যেবী শাফেয়ী (র) এই হাদীসকে 'হাসান মশহুর বলেছেন। হযরত ওমর (রা) এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাছাড়া এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের মজবুতীর ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

٧٦٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ صَلاَةً قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَذَكَرَ فِىْ اٰخِرِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ عُمَرُ نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ .

৭৬০। হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি তাকবীর তাহরীমার পর বললেন ঃ "আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়াল সোবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসিলা, তিনবার বললেন, তারপর বলেছেন, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানি রাজীমে মিন নাফখিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া হামযিহি। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। কিন্তু তিনি ওয়ালহামদু লিল্লাহে কাসিরা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি শেষদিকে শুধু মিনাশ্ শাইতানির রাজিম বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা) বলেছেন, নাফখ অর্থ অহমিকা, নাফস অর্থ গান, আর হাময় অর্থ পাগলামী।

٧٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَصَدَّقَهُ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ - رواه ابو داؤد وروى الترمذى وابن ماجة والدارمى نحوه .

৭৬১। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুইটি নীরবতার স্থান স্মরণ রেখেছেন। একটি

নীরবতা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর, আর একটি নীরবতা হলো, "গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন" পড়ার পর। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-ও তার বক্তব্য সমর্থন করেন (আবু দাউদ; তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমীও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাকবীর তাহরীমার পর চুপ থাকতেন 'ছানা' অর্থাৎ সোবহানাকা পড়ার জন্য। এতে সকলে একমত। আর দ্বিতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করার পর মোক্তদীরাও যেনো সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতেন। এটা ইমাম শাফেঈর মত। কিন্তু দ্বিতীয় বারের চুপ থাকার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা বলেন, মোক্তাদীদের 'আমীন' বলার জন্য।

٧٦٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ هٰكَذَا فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِىُّ فِىْ اِفْرَادِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ .

৭৬২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার পরে উঠে সাথে সাথে সূরা ফাতিহা দ্বারা কিরাআত শুরু করে দিতেন এবং চুপ করে থাকতেন না (মুসলিম)। এই হাদীসটিকে ইমাম হুমাইদী তার কিতাব 'আফরাদে' উল্লেখ করেছেন। জামেউল উসূলের সংকলকও এই হাদীসকে মুসলিম হতে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতের পর ও তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে 'আলহামদু' পড়া শুরু করতেন যার আগে আর কোন দোয়া-কালাম পড়তেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٧٦٣ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّءَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّءَ الْاَخْلاَقِ لاَ يَقِىْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ - رواه النسائى .

৭৬৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায শুরু করতেন। তারপর পড়তেন, "ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্য়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিজালিকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলেমীন। আল্লাহুম্মাহ্দিনী লিআহ্সানিল আমালি ও আহাসানিল আখলাকে লা ইয়াহ্দী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়া কিনী সাইয়্যেয়াল আমালে ওয়া সাইয়্যেয়াল আখলাকে লা ইয়াকী সাইয়্যেয়াহা ইল্লা আনতা"। অর্থাৎ-আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচালিত করো উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে। তুমি ছাড়া উত্তম পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারবে না। আমাকে খারাপ কাজ ও বদ চরিত্র হতে রক্ষা করো। তুমি ছাড়া এর খারাবি থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না" (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : "আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান" এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কিরাম বলেন, এই বাক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মাতের তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান। গোটা উম্মাতের প্রথম মুসলমান নবী ছাড়া আর কে হতে পারে। "আমাকে এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে" বলে আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে।

٧٦٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعًا قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلَ حَدِيْثِ جَابِرٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَاُ - رواه النسائى .

৭৬৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবেন মাসলামা (রা) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তে দাঁড়ালে বলতেন, "আল্লাহু আকবার, ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন"। অর্থাৎ-"আল্লাহ বড় মহামহিম। আমি সেই সত্তার দিকেই আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"। ইমাম নাসায়ী বলেন, অবশিষ্ট হাদীস তিনি (উপরে উল্লেখিত) জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরিবর্তে বলেছেন, "আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত"। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ওয়া বিহামাদিকা"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র। সব প্রশংসা তোমার জন্য। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআত পড়া শুরু করতেন (নাসায়ী)।

١٢ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ

১২-নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা

কেরায়াত অর্থ পাঠ করা। তিলওয়াত করা। শরীয়াতে এর অর্থ হলো বিশেষ নিয়মে ও ধরনে নামাযের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা। কুরআনে বলা হয়েছে, "ফাক্‌রাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন" (কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমর জন্য সহজ হয় ততটুকু তুমি (নামাযে) পড়ো)। সর্বসম্মতভাবে নামাযে এই কেরায়াত পড়া ফরয।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা

٧٦٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ لِّمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا .

৭৬৫। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায পূর্ণ হলো না (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনার শব্দগুলো হলো, "ওই ব্যক্তির নামায হবে না, যে নামাযে সূরা ফাতিহা আর এর সাথে কুরআন থেকে কিছু অংশ পড়ে না"।

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ মুসলিমের শেষ বর্ণনার মর্ম হলো, নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে কুরআন থেকে আরো কিছু আয়াত পড়তে হবে।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতামত

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। নামাযে কেউ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ এই

মত পোষণ করেন। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা (র) বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। এই হাদীসের উত্তরে তিনি বলেন, এখানে 'হবে না' অর্থ পরিপূর্ণ না হওয়া, মোটেই 'না হওয়া' নয়। তিনি দলিল হিসাবে কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন ঃ "কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়ে নাও"। এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে বিশেষ করে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়, ফরয হলো কুরআনের যে কোন সূরা হতে কিছু আয়াত পড়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বেদুঈনকে নামায শিখাতে গিয়ে বলেছেন, "কুআন থেকে যা কিছু পারো পড়ো"।

٧٦٦ -وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَّمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ - رواه مسلم ·

৭৬৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু এতে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়লো না তাতে তার নামায "অসম্পূর্ণ" রয়ে গেল। এই কথা তিনি তিনবার বললেন। একথা শুনে কেউ আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়বো তখনো কি তা পড়বো? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ তখনো তা পড়বে নিজের মনে মনে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ বলেছেন, আমি 'নামায'

অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি, (এভাবে যে, হামদ ও ছানা আমার জন্য আর দোয়া বান্দাহ্‌র জন্য)। আর বান্দাহ্‌ যা চায় তা তাকে দেয়া হয়। বান্দাহ্‌ বলে, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ্‌ আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দাহ্‌ বলে, আল্লাহ্‌ বড় মেহেরবান ও পরম দয়ালু, আল্লাহ্‌ তখন বলেন, আমার বান্দাহ্‌ আমার গুণগান করলো। বান্দাহ্‌ যখন বলে, আল্লাহ্‌ কিয়ামাতের দিনের হাকীম, তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দাহ্‌ আমায় সম্মান প্রদর্শন করলো। বান্দাহ্‌ যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার!) আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ্‌ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার (ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য আর দোয়া করা বান্দাহ্‌র জন্য)। আর আমার বান্দাহ্‌ যা চাবে তা সে পাবে। বান্দাহ্‌ যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার)! তুমি আমাদেরকে সোজা পথে চালাও। ওই সব লোকদের পথে যার উপর তোমার ফজল ও করম আছে। ওই সব পথে নয় যে পথে তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। আর পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দাহ্‌ যা চাবে, সে তা পাবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি"-এর অর্থ হলো, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। "আলহামদু লিল্লাহ হতে মালিকী ইয়াওমিদ্দীন" পর্যন্ত এই তিন আয়াত আল্লাহ তাআলার হামদ ছানা সম্পর্কিত। আর মাঝখানের আয়াতটি "ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন" আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যুক্ত। এভাবে যে; "ইয়্যাকা না'বুদু'র মধ্যে আছে আল্লাহ্‌র ইবাদত যা তাঁর জন্য। আর "ইয়্যাকা নাসতাইন"-এ আছে বান্দার তরফ থেকে প্রয়োজন পূরণের আবেদন। এর পরের তিন আয়াত অর্থাৎ ইহদিনাস সিরাতাল থেকে ওয়ালাদদোয়াল্লীন" পর্যন্ত এই তিন আয়াত শুধু বান্দার দোয়ার সাথে সম্পর্কিত।

٧٦٧ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - رواه مسلم

৭৬৭। হযরত আনাস (রা) হাতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) নামায আলহামদু লিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এই সাহাবাগণ সূরা ফাতিহা আওয়াজ করে পড়েছেন বলেই তিনি শুনেছেন। বিসমিল্লাহকে আওয়াজ করে পড়তে শুনেননি। এই হাদীস অনুসারেই ইমাম আবু হানিফা (র) বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়ার পক্ষে এবং তিনি মনে করেন, সূরা নামলে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ ছাড়া আর কোন বিসমিল্লাহ

কুরআনের অংশ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী বিসমিল্লাহকে কুরআনের অংশ মনে করেন।

٧٦٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَانَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ۰ مُتَّفَق عَلَيْه وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَانَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَّحْوَهُ وَفِىْ اُخْرٰى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَانَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ۰

৭৬৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তোমরাও 'আমীন' বলবে। কারণ যে ব্যক্তির 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)। আর এক বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন ইমাম বলে, 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন", তখন তোমরা আমীন বলবে। কারণ যার 'আমীন' শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যায় তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ শব্দগুলো বুখারী শরীফের। মুসলিম শরীফের হাদীসের শব্দগুলোও এর মতোই। আর বুখারীর অন্য একটি বর্ণনার শব্দ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন পাঠকারী অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কেউ 'আমীন' বলবে, তোমরাও সাথে সাথে আমীন বলবে। কারণ সে সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। আর যে ব্যক্তির 'আমীন' শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যাবে তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

মোক্তাদীর নামায পড়ার পদ্ধতি

٧٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ

فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ قَالَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا .

৭৬৯। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জামায়াতে নামায পড়বে, তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করবে। এরপর তোমাদের কেউ তোমাদের ইমাম হবে। ইমাম তাকবীর তাহরীমা আল্লাহু আকবার বললে, তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম,"গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন" বললে, তোমরা আমীন বলবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। ইমাম রুকুতে যাবার সময় আল্লাহু আকবার বলবে ও রুকূতে যাবে। তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকূ করবে। তোমাদের আগে রুকূ হতে মাথা উঠাবে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটা ওটার পরিবর্তে (অর্থাৎ তোমরা পরে রুকূতে গেলে, আর পরে মাথা উঠালে ও ইমাম আগে রুকুতে গেলে আর আগে মাথা উঠালে, উভয়ের সময় এক সমান হয়ে গেলো)। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ, আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনেন (মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামের কেরায়াত পড়ার সময় তোমরা খামুশ থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেন, ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে মুক্তাদী 'রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। অপরদিকে অন্য এক হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী বলেন, মুক্তাদী দু'টিই অর্থাৎ সামিআল্লা ও রব্বানা লাকাল হামদ বলবেন। অবশ্য একা একা নামায পড়লে সকল ইমামই বলেন, তাঁকে দুইটাই পড়তে হবে।

٧٧٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ - متفق عليه .

৭৭০। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং আরও দুইটি সূরা পড়তেন। পরের দুই রাকায়তে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। আর কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। তিনি প্রথম রাকায়াতকে দ্বিতীয় রাকায়াত অপেক্ষা লম্বা করে পড়তেন। এইভাবে তিনি আসরের নামাযও পড়তেন। এইভাবে তিনি ফজরের নামাযও পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যুহরের নামাযে কিরাআত তো মনে মনে বা চুপে চুপে পড়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো যুহরের নামাযেও কেরাআত শব্দ করে পড়তেন। কারণ লোকেরা যেনো বুঝতে পারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিহার পর এর সাথে আরো কোন সূরা বা আয়াত পড়েন।

প্রথম রাকাআতে একটু লম্বা কেরাআত পড়তে হয়, এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে। ইমাম মালিক, শাফেই ও ইমাম আহমাদ এই মত পোষণ করেন। সকল নামাযেই তারা এমন করার পক্ষে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ শুধু ফজরের নামাযে প্রথম রাকাআত বড় করার পক্ষে মত দেন। কারণ ও সময়টা হলো ঘুম ও আরামের সময়। যারা দেরীতে আসবে তারা যেন প্রথম রাকাআত পেয়ে যায়।

٧٧١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آلَمِ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৭১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কত সময় দাঁড়াতেন তা আমরা আন্দাজ করতাম। আমরা আন্দাজ করলাম যে, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা আলিফ লাম মীম তানযিলুস সিজদা পড়তে যতো সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়াতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক রাকাআতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পড়ার সময় ও শেষ রাকায়াতে এর অর্ধেক সময় দাঁড়াতেন বলে অনুমান করেছিলাম। আসরের নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে, যুহরের নামাযের শেষ দুই

রাকাআতের অর্ধেক সময় এবং আসরের নামাযের শেষ দুই রাকাআতে যোহরের শেষ দুই রাকাআতের অর্ধেক সময় বলে আন্দাজ করেছিলাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযের শেষ দুই রাকাআতে সাধারণভাবে সূরা ফাতিহাই পড়তেন। এটাই হলো সুন্নাত। তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা পড়তে যে দোষ নাই তা বুঝাবার জন্য ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়তেন।

٧٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِي الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ ۔ رواه مسلم ۔

৭৭২। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে 'সূরা ওয়াল্লাইলি ইজা ইয়াগ্‌শা' এবং অপর বর্ণনামতে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা পড়তেন। আসরের নামাযও একইভাবে পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামাযে এর চেয়ে লম্বা সূরা পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূরাগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে পড়েছেন। কিন্তু কোন রাকায়াতে পড়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে একথা বুঝা গেছে যে, পূর্ণ এক সূরা এক রাকাআতে পড়েছেন। এক রাকাআতে এক সূরা পড়াই উত্তম, অংশবিশেষ পড়ার চেয়ে।

٧٧٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ - متفق عليه ۔

৭৭৩। হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়েম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তূর' পড়তে শুনেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

٧٧٤ - وَعَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۔ متفق عليه

৭৭৪। হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালাত পড়তে শুনেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ নামাযে বিশেষ সূরা পড়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। প্রমাণ আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক

নামাযে এক এক সময়ে এক এক সূরা পড়েছেন। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাযে যে সূরা প্রায় সময়ই পড়তেন সে নামাযে ওই সূরা পড়াই উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুক্তাদীদের অবস্থা ব্যবস্থা বুঝেই নামায পড়তেন। কখনো বেশ লম্বা সূরা পড়েছেন, আবার কখনো ছোট সূরা। তবে হযরত ওমর (রা) ফজর ও যুহরে 'তেওয়ালে মুফাসসাল' (বড় সূরা), আসর ও ইশায় 'আওসাতে মুফাসসাল' (মধ্যম সূরা) এবং মাগরিবের নামাযে 'কেসারে মুফাসসাল' (ছোট সূরা) পড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হুজুরের আমল অনুযায়ী নিশ্চয় হযরত ওমর এই কাজ করেছেন।

সূরা 'হুজুরাত থেকে বুরুজ' পর্যন্ত সূরাগুলো তেওয়ালে মোফাসসাল 'বুরুজ হতে লাম ইয়াকুন' পর্যন্ত আওসাতে মোফাসসাল এবং 'লাম ইয়াকুন হতে নাস' পর্যন্ত কেসারে মোফাসসাল।

٧٧٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ اَنَافَقْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاُخْبِرَنَّهُ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ‐ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৭৫। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন, তারপর নিজ মহল্লায় যেতেন ও মহল্লাবাসীর ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইশার নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন। তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক লোক সালাম ফিরিয়ে নামায

থেকে পৃথক হয়ে গেলো। একা একা নামায পড়ে এখান থেকে চলে গেলো। তার এ অবস্থা দেখে লোকজন বিস্মিত হয়ে বললো, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেলো? জবাবে সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি কখনো মুনাফিক হয়নি। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবো। এ বিষয়টা সম্পর্কে তাঁকে জানাবো। তারপর সে ব্যক্তি হুজুরের কাছে এলো। বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পানি সেচকারী (শ্রমিক), সারাদিন সেচের কাজ করি। মুআয আপনার সাথে ইশার নামায পড়ে নিজের গোত্রের ইমামতি করতে এসে সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি ইশার নামাযে সূরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দোহাহা', সূরা ওয়াদ-দোহা, ওয়াল-লাইলি ইজা ইয়াগশা, সূরা সাব্বেহিসমা রব্বিকাল আলা পড়বে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই ব্যক্তি নামাযের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়নি। সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে নামাযে সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা, সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে অধৈর্য হয়ে উঠে। বাধ্য হয়ে নামায ছেড়ে দিয়ে একা একা নামায আদায় করে নেয়। আর নামায ছোট করে পড়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলে দেন। এক নামায দুইবার পড়া যায় কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী ফরয নামায আদায়কারীদের ইমামতি নফল নামায আদায়কারী করতে পারেন বলে অভিমত দেন। কেননা মুআয ইবনে জাবাল হুজুরের সাথে জামায়াতে ফরয আদায় করে এসে এখানে গোত্রের ইশার নামাযে ইমামতি করেছেন। তার এই নামায ছিলো নফল। গোত্রের নামায ছিলো ফরয।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয নামায আদায়কারীর ইক্তেদা করা জায়েয নয়। হযরত মুআয ইবনে জাবাল হুজুরের পেছনে যে নামায পড়েছেন তা তিনি নফলের নিয়াতে পড়েছেন। তিনি জানতেন তাকে আবার গোত্রের নামায পড়াতে হবে। আর নিয়াত অনুযায়ী সব কাজের ফল হয়। কাজেই তিনি গোত্রের সাথে যে নামায পড়েছেন তা ছিলো তার ফরয নামায, নফল নয়। কাজেই এটা জায়েয।

٧٧٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ - متفق عليه

৭৭৬। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা ওয়াত্তিন ওয়াযযাইতুন পড়তে শুনেছি। আর তাঁর চেয়ে মধুর স্বর আমি আর কারো শুনিনি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল। জাহেরী ও বাতেনী উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ্ তাঁকে শুধু মানুষ নয় রিসালাতের সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনীন দাওয়াত নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেছেন। তাঁর দাওয়াতে প্রচারিত দীন দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।

কাজেই তাঁর অবয়ব সৌন্দর্যের সাথে তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে মধুর কণ্ঠস্বর আর কার হবে। তাই হুজুরের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে রাবীর এই সাক্ষ্য একটি সত্য কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

٧٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا - رواه مسلم

৭৭৭। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মজীদ' ও এরূপ সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। অন্যান্য নামায ফজরের চেয়ে কম দীর্ঘ হতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিলো তেমনি ফজরের নামাযের সময়টাও কলকণ্ঠবিহীন একটা নীরব নিরিবিলি সময়। মনের সব কয়টি দুয়ার খুলে দিয়ে এসময় তিলাওয়াতে বড় নিবিষ্ট হওয়া যায়। আর এ সময় রাতের শেষের ও দিনের প্রথম প্রহরের ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময়। বান্দাদের অবস্থার সাক্ষী তারা আল্লাহ্‌র কাছে দেবেন। সম্ভবত তাই হুজুর এই নামাযের কেরাআত দীর্ঘ করতেন। দোয়া কবুলের সময় এটা। অন্যান্য নামায তিনি ফজরের নামাযের মতো লম্বা করতেন না।

٧٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ - رواه مسلم .

৭৭৮। হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযে 'ওয়াল লাইলে ইজা আসআসা' সূরা পড়তে শুনেছেন (মুসলিম)।

٧٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى

وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ・

رواه مسلم ・

৭৭৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আমাদের ফজরের নামায পড়িয়েছেন। তিনি সূরা মোমেন পড়া শুরু করলেন। তিনি যখন মূসা ও হারূন অথবা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা পর্যন্ত এসে পৌছলেন তার কাশি এসে গেলে (সূরা শেষ না করেই) তিনি রুকূতে চলে গেলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাশির কারণে নামাযে ফজরে দীর্ঘ তিলাওয়াত শেষ করতে পারেননি। সূরায় হযরত মূসা ও হারূন অথবা হযরত ঈসার কথা আসলে এসব মর্যাদাবান নবীদের উল্লেখে তাঁর মন আবেগাপ্লুত হয়ে উঠে। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এই কারণেই তাঁর কাশি এসে গেলো। কান্না আর কাশির কারণে তিনি তিলাওয়াত ক্ষান্ত করে রুকূতে চলে গেলেন।

٧٨٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالٓمٓ تَنْزِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ - متفق عليه ・

৭৮০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকায়াতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও দ্বিতীয় রাকাআতে 'হাল আতা আলাল ইনসানি'(অর্থাৎ সূরা দাহর) পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের উপর আমল করে শাফেয়ী ইমামগণ জুমআর দিন ফজরের নামাযে এই সূরাগুলোই পড়তেন। সব সময় নয়। কোন নির্দিষ্ট নামাযে কোন নির্দিষ্ট সূরাকে নির্দিষ্ট করা অর্থ হলো অন্য কোন সূরা না পড়া। এটা করলে অন্য সূরার গুরুত্ব কমে যায়। অথচ কুরআনের সব সূরাই গুরুত্বপূর্ণ। হুজুর কখনো কখনো পড়তেন। তাহলে উম্মতও কখনো পড়বেন। এটা উত্তম।

٧٨١ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَاَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم

৭৮১। হযরত ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় গেলেন। এসময় হযরত আবু হুরাইরা জুমুআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি নামাযে 'সূরা জুমুআ' প্রথম রাকয়াতে ও সূরা 'ইজা জায়াকাল মুনাফিকূন' দ্বিতীয় রাকাআতে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই দুইটি সূরা পড়তে শুনেছি (মুসলিম)।

٧٨٢ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِى الصَّلَاتَيْنِ - رواه مسلم .

৭৮২। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে ও জুমুআর নামাযে সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' পড়তেন। আর ঈদ ও জুমুআ এক দিনে হলে, এই দু'টি সূরা তিনি দুই নামাযেই পড়তেন (মুসলিম)।

٧٨٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم .

৭৮৩। হযরত উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে কি পাঠ করতেন? রাবী বলেন, তিনি উভয় ঈদের নামাযেই 'সূরা কাফ ওয়াল কুরআনিল মজিদ' ও 'ইকতারাবাতিস সাআহ' পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওমর (রা) হুজুর করীমের খুবই নিকটের সাহাবী ছিলেন। হুজুরের নামাযসহ সকল আমল সম্পর্কেই তিনি হযরত ওয়াকেদ লাইসী হতে বেশী অবগত। এখানে হযরত ওমর (রা) হযরত ওয়াকেদকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হলো লোকদের সামনে হুজুরের এই আমল প্রমাণ করা।

٧٨٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رواه مسلم .

৭৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকায়াত নামাযে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন ও সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়েছেন (মুসলিম)।

٧٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِيْ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - رواه مسلم .

৭৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাআত নামাযে যথাক্রমে সূরা বাকারার এই আয়াত 'কূলু আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনজিলা ইলাইনা' এবং সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত 'কূল ইয়া আহলাল কিতাবে তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে জানা গেল যে, নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়াও জায়েয।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ .

৭৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহর সাথে নামায শুরু করতেন (ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়)।

ব্যাখ্যা ঃ বিসমিল্লাহ দিয়ে নামায শুরু করার অর্থ হলো তিনি নামাযের প্রথমে তাকবীর তাহরীমার পর চুপে চুপে বিসমিল্লাহ পড়তেন। তারপর আওয়াজ করে আলহামদু লিল্লাহ পড়তেন।

٧٨٧ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ - رواه التِّرمذي وابو داؤد والدارمي وابن ماجة .

৭৮৭। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি নামাযে 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' পড়ার পর সশব্দে 'আমীন' বলেছেন (আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ সশব্দে 'আমীন' বলার দু'টো অর্থ হতে পারে। হয় তিনি উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন অথবা এর অর্থ হতে পারে আমীন শব্দের 'আলীফ'কে মাদের সাথে টেনে পড়েছেন।

আমীন বলার বিষয়েও ইমামগণ মতভেদ করেছেন। 'আমীন' পড়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, একা হোক বা ইমামের সাথে হোক। দ্বিমত হলো উচ্চস্বরে বলতে হবে না মনে মনে বলতে হবে। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী 'আমীন' উচ্চস্বরে বলেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন, সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারেই আমীন বলেছেন। আলকামা ইবনে ওয়াইলের হাদীস তার প্রমাণ। তাতে আছে যে, ওয়াইল (রা) হুজুরকে নামায পড়তে ও চুপে চুপে আমীন বলতে দেখেছেন। হযরত ইবনে মাসউদও আমীন চুপে চুপে বলতেন।

٧٨٨ - وَعَنْ اَبِىْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْاَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِاَىِّ شَىْءٍ يَّخْتِمُ قَالَ بِاٰمِيْنَ - رواه ابو داؤد .

৭৮৮। হযরত আবু যুহায়র নুমাইরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট এলাম যিনি (নামাযের মধ্যে) আল্লাহ্‌র কাছে আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি তার জন্য জান্নাত ঠিক করে নিলো, যদি সে এতে মোহর লাগায়। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি দিয়ে মোহর লাগাবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমীন' দিয়ে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ "জান্নাত ঠিক করে নিলো" মর্ম হলো এই ব্যক্তি তার দোয়ার শেষে যদি 'আমীন' বলে তা খতম করে নিতো তাহলে সে মাগফিরাত ও জান্নাত পাবার হকদার হয়ে গেলো। তার দোয়া কাকুতি মিনতি আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়ে গেলো।

খতমের দুই অর্থ। মোহর (সীল) লাগানো। অথবা খতম (শেষ) করা। এর মর্ম হলো, 'আমীন' হলো আল্লাহ তাআলার মোহর। এর দ্বারা বালা-মসিবত, বিপদ-আপদ খতম হয়। যেমন মোহর দ্বারা চিঠিপত্র ও দলিলপত্র নিরাপদ হয়ে যায়, নির্ভরযোগ্য হয়। হুজুরের একথা বলার অর্থ হবে, যে ব্যক্তি তার প্রভুর কাছে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করবে, এরপর আমীন বলবে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নেবেন। এই দোয়া হবে পরিপূর্ণ দোয়া।

٧٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ - رواه النسائى .

৭৮৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আরাফ দুই ভাগ করে মাগরিবের নামাযের দুই রাকায়াতে পড়লেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ মাগরিবের নামায হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেসারে মোফাসসালের সূরাগুলো দিয়েই সাধারণত পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি জায়েয প্রমাণ করার জন্য মোফাসসালের সূরা অর্থাৎ বড় সূরা দিয়েও মাগরিবের নামায পড়তেন।

٧٩٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِيْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ - رواه احمد وابو داؤد والنسائى .

৭৯০। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে হুজুর করীমের উটের নাকশী ধরে ধরে সামনের দিকে চলতাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে পড়ার মত দুইটি উত্তম সূরা শিক্ষা দেবো? তারপর তিনি আমাকে সূরা 'কুল আউজু বিরব্বিল ফালাক' ও সূরা 'কুল আউজু বিরব্বিন্নাস শিখালেন। কিন্তু এতে আমি খুব খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। পরে তিনি ফজরের নামাযের জন্য উট হতে নামলেন। এই দুইটি সূরা দিয়েই আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি দেখলে হে ওকবা (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্র হতে বাচাঁর জন্য আল্লাহ্‌র হিফাজতে যাবার জন্য এই দুইটি সূরা খুবই উত্তম সূরা।

ওকবাকে এই দুইটি সূরা শিখাবার পর ওকবা এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেননি বলে হুজুর এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ফজরের নামাযের দুই রাকাআতে এই দুইটি সূরা পড়লেন। এতে আসলে দুইটি জিনিস প্রমাণিত হলো। একটি এই দুইটি সূরার গুরুত্ব। আরো একটি ফজরের নামাযের মতো নামাযেও সময় সময় ছোট সূরা পড়া যায়।

٧٩١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَاۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

৭৯১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন রাতে মাগরিবের নামাযে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন' ও 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন (এই হাদীসটি শরহে সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি ইবনে ওমর হতে নকল করেছেন। কিন্তু এতে 'লাইলাতুল জুমআ'- জুমআর রাত উল্লেখ নেই)।

٧٩٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اُحْصِىْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ .

৭৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুণে শেষ করতে পারবো না যে, আমি কতোবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযের পর ও ফজরের নামাযের আগের প্রথম দুই (রাকাত) সুন্নাতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুর' ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনেছি (তিরমিযী)। এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় "মাগরিবের পর" শব্দ নেই।

٧٩٣ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلاَنٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ

خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ اِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ‏.

৭৯৩। তাবেয়ী হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমি অমুক লোক ছাড়া আর কোন লোকের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সামা স্যপূর্ণ নামায পড়িনি। হযরত সুলাইমান বলেন, আমিও ওই লোকের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দুই রাকাআত অনেক লম্বা করে পড়তেন। আর শেষ দুই রাকাআতকে ছোট করে পড়তেন। আসরের নামায ছোট করতেন। মাগরিবের নামাযে কেসারে মোফাসসাল সূরা পড়তেন। ইশার নামাযে আওসাতে মোফাসসাল পড়তেন। আর ফজরের নামাযে তেওয়ালে মোফাসসাল সূরা পড়তেন (নাসাঈ। ইবনে মাজাহও এই বর্ণনাটি নকল করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা আসরের নামায ছোট করতেন পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ অমুক লোকটি কে? এসম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী কারামুল্লাহু ওয়াজহু। কেউ বলেন, মারওয়ানের নিযুক্ত মদীনার গভর্নর।

٧٩٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ قَالَ وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِىْ يُنَازِعُنِى الْقُرْاٰنُ فَلَا تَقْرَءُوْا بِشَىْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ‏.

৭৯৪। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুরের পেছনে ফজরের নামাযে ছিলাম। তিনি যখন কেরাআত পড়া শুরু করলেন, তখন তাঁর কেরাআত পড়া কষ্টকর ঠেকলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, তোমরা মনে হয় ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ো। আমরা আরজ করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেরাআত পড়ি। তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া আর

কিছু পড়বে না। কারণ যে ব্যক্তি এই সূরা পড়বে না তার নামায হবে না (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এই অর্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি হলো কুরআন আমার সাথে এভাবে টানাটানি করছে কেন? আমি যখন সশব্দে কেরাআত পড়ি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে সর্ব অবস্থায়ই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইমামের পেছনেও। শাফেয়ী মাযহাবের মত এটাই। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোন অবস্থাতেই ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, "যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও চুপ করে থাকবে" (৭ ঃ ২০৪)।

তাই সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীসগুলো প্রথম সময়ের হাদীস। হযরত ইমাম মালিকের মতে জেহরী নামায অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। আর সের্‌রী নামাযে অর্থাৎ যুহর ও আসরের নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এই মতকেই ভালো মনে করেছেন, যদিও তিনি হানাফী মাযহাবই অনুসরণ করেছেন।

٧٩٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِىَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ .

৭৯৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহরী নামায অর্থাৎ শব্দ করে কেরায়াত পড়া নামায শেষ করে নামাযীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কেরাআত পড়েছো? এক ব্যক্তি বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (আমি পড়েছি)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই তো, আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, কি হলো, আমি কিরাআত পড়তে আটকিয়ে যাচ্ছি কেন? হযরত আবু হুরাইরা বলেন, হুজুরের একথা শুনার পড় লোকেরা হুজুরের পেছনে জেহরী নামাযে কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে (মালিক, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, জেহরী নামাযে ইমামের পেছনে সাহাবাগণ কোন কিরাআত পড়েননি, সূরা ফাতিহাও নয়। আর অন্য কোন সূরাও নয়। এই হাদীস থেকে হানাফী মাযহাবের কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া জায়েয নয়। এই হাদীসটি আগে কিরায়াত পড়া হাদীসগুলোর জন্য 'নাসেখ'। হযরত আবু হুরাইরা (রা) পরে ঈমান এনেছেন। তাই তার বর্ণিত হাদীসটিও ওইসব হাদীসের পরে হবে। আর এটা স্পষ্ট যে, পরের হুকুম আগের হুকুমের জন্য নাসেখ।

٧٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ بِالْقُرْاٰنِ - رواه احمد .

৭৯৬। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস আল-বায়াদী (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, নামাযী নামাযরত অবস্থায় তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে আলাপ করে। তাই তার উচিৎ সে কি আলাপ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ বাক্যটি "অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে"-এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি নামাযে হোক কি নামাযের বাইরে হোক কুরআন পড়লে অন্য কোন নামাযীর বা অন্য কোন কারীর আওয়াজ যেন তাকে ব্যাহত না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٧٩٧ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَاَنْصِتُوْا - رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجة .

৭৯৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম এইজন্য নিয়োগ করা হয় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে। তাই ইমাম আল্লাহু আকবার বললে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম যখন কেরায়াত পড়বে, তোমরা তখন খামুশ থাকবে (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নাই। এই অভিমত পোষণ করেন ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা। এই দুইটি হাদীস তার দলীল।

আর একটি হাদীসেও আছে, 'ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত'। অতএব ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নয়।

কুরআন না জানা ব্যক্তি কি পড়বে

٧٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِئُنِىْ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَاذَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلاَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ -رواه ابو داؤد وانتهت رواة النسائى عند قوله الا بالله .

৭৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কুরআনের কোন অংশ শিখে নিতে সক্ষম নই। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই (দোয়া) পড়ে নিবে ঃ "আল্লাহ পাক ও পবিত্র। সব প্রশংসা তাঁর। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ অতি বড় ও মহান। গুনাহ হতে বেঁচে থাকার শক্তি ও ইবাদত করার তাওফিক আল্লাহ্রই কাছে"। ওই ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসব তো আল্লাহ্র জন্য। আমার জন্য কি? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য পড়বে ঃ "হে আল্লাহ! আমার উপর রহম করো। আমাকে নিরাপদে রাখো। আমাকে হিদায়াত দান করো। আমাকে রিজিক দাও"। তারপর লোকটি নিজের দুই হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলো আবার বন্ধ করলো যেন সে পেয়েছে বলে বুঝালো। এটা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি তার দুই হাত কল্যাণ দিয়ে ভরে নিল (আবু দাউদ। কিন্তু নাসাঈর রাবীগণ এই বর্ণনা শেষ করেছেন "ইল্লা বিল্লাহ" পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বাক্যগুলোর মর্ম হলো প্রশ্নকারী কিরাআতের পরিবর্তে অন্য কিছু পড়ার কথা জানতে চাইলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দিলো, তখন সে তার দুই হাত দিয়ে ইশারা করলো ও হাত বন্ধ করলো। এর দ্বারা সে বুঝাতে চাইলো, সে যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে।

এ ঘটনাটি ইসলামের প্রথম যুগের কথা। অথবা সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পরই নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। কুরআন শিখার তার তখন সময় ছিলো না।

٧٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى - رواه احمد وابو داؤد

৭৯৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা" পড়তেন, বলতেন, 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' (আমি আমার উচ্চ মর্যদাবান রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র যখন যে হুকুম আসতো সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আমল করতে শুরু করতেন। অনুসারীদেরকেও তা মেনে চলার জন্য বলতেন। হাদীসে উল্লেখিত সূরার প্রথমেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার নির্দেশ রয়েছে। তাই তিনি নামাযেও উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে বলতেন, "আমি আমার মর্যাদাবান রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"। হুজুরের সাহাবীগণও নামাযেই সাথে সাথে এই প্রশংসা বাক্য বলতেন। আমাদেরও অনুরূপ বলা কর্তব্য।

٨٠٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ۔ وَمَنْ قَرَاَ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى ۔ وَمَنْ قَرَاَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ - رواه ابو داؤد والترمذى الى قوله وانا على ذلك من الشاهدين

৮০০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি সূরা তীন পড়তে পড়তে "আলাইসাল্লাহু বিআহ্‌কামিল হাকিমীন" (আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় হাকিম নন?) পর্যন্ত পৌছবে, সে যেনো বলে, "বালা, ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ-শাহিদীন" (হাঁ, আমি একথার সাক্ষ্যদানকারীদের একজন)। আর যে ব্যক্তি সূরা "কিয়ামাহ" পড়তে "আলাইসা যালিকা বিকাদিরীন আলা আন ইউহ্‌ইয়াল মাওতা" (ওই আল্লাহর কি এই শক্তি নেই যে, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন), তখন সে যেনো বলে, "বালা" (হাঁ, তিনি তা করতে সমর্থ)। আর যে

ব্যক্তি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' পড়তে পড়তে "ফাবিআয়্যি হাদীসিন বা'দাহু ইউ'মিনূন" (এরপর এরা কোন কথার উপর ঈমান আনবে?") এ পর্যন্ত পৌঁছে সে যেনো বলে, "আমান্না বিল্লাহ" আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি) (আবু দাউদ, তিরমিযী এই হাদীসটিকে "শাহিদীন" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এই আয়াতগুলোসহ এই ধরনের অন্যান্য আয়াতের জবাবগুলোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। উক্তরূপ আয়াত নামাযের বাইরে পড়া হলে সকল ইমামের মতে তার জবাব দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এই আয়াতগুলো নামাযে পড়া হোক কি নামাযের বাইরে এর জবাব দিতে হবে।

হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, নামাযের বাইরে আর নফল নামাযে শব্দ করে পড়লে তো জবাব দিতে হবে। ফরয নামাযে পড়লে জবাব দিতে হবে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা বলেন, নামাযের বাইরে পড়লে জবাব দিতে হবে। নামাযের ভেতরে জবাব দেয়া জায়েয নয়, তা যে নামাযই হোক। একথা যেন কেউ মনে না করে যে, এই উত্তরগুলোও কুরআনের ভাষা।

আল্লামা তোরপশ্তি বলেন, এই হাদীসের প্রকাশ্য দিক থেকে তো বুঝা যায়, জবাবগুলো তো নামাযের মধ্যেই দেবার হুকুম হয়েছে। তাই নামাযেই জবাব দিতে হবে। কিন্তু এর জবাবে তিনি বলেন, হতে পারে নফল নামাযের জন্য এ হুকুম, ফরয নামাযে নয়। রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি এরূপ করতেন। হুযুরের এই আমল জেহরী ফরয নামাযে করেছেন বলে কোন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়নি।

٨٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَرَاَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا فَسَكَتُوْا فَقَالَ لَقَدْ قَرَاْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوْا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِّنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلٰى قَوْلِهٖ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ قَالُوْا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ - رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب

৮০১। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিছু সাহাবীদের কাছে এলেন। তাদেরকে তিনি সূরা আর-রহমান শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। সাহাবীগণ চুপ হয়ে শুনলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সূরাটি আমি 'লাইলাতুল জিন্নে' (জিনের সাথে দেখার রাতে) জিনদের পড়ে শুনিয়েছি। জিনেরা তোমাদের চেয়ে এর উত্তর ভালো দিয়েছে। আমি যখনই "তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে" পর্যন্ত পৌঁছেছি, তখনই উত্তরে তারা

বলে উঠেছে, "হে আমাদের রব! আমরা তোমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করি না। তোমারই সব প্রশংসা" (তিরমিযী, তিনি বলেছেন এই হাদীসটি গরীব)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٠٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ اِنَّ رَجُلاً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ فِى الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَسِيَ اَمْ قَرَاَ ذٰلِكَ عَمْدًا - رواه ابو داؤد

৮০২। তাবেয়ী হযরত মুআজ ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা বংশের এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযের দুই রাকায়াতেই সূরা 'ইযা যুলযিলাত' পড়তে শুনেছেন। আমি বলতে পারি না, হুজুর ভুলে গিয়েছিলেন না ইচ্ছা করেই পড়েছিলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ একই নামাযের দুই রাকায়াতে একই সূরা পাঠ করা জায়েয। এই জায়েয হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ আমল দিয়ে প্রমাণ করার জন্য হয়তো এইভাবে পড়েছেন। পৃথক পৃথক রাকাআতে পৃথক সূরা পড়াই প্রকৃতপক্ষে সুন্নাত।

٨٠٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ اِنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَاَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا - رواه مالك

৮০৩। হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা) ফজরের নামায পড়লেন। উভয় রাকাতেই তিনি সূরা বাকারা পড়লেন (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ উভয় রাকাআতে সূরা বাকারা পড়লেন অর্থ হলো, এক রাকায়াতে সূরা বাকারার একাংশ পড়ছেন। আর অন্য রাকায়াতে সূরা বাকারার অন্য জায়গা হতে কিছু অংশ পড়েছেন। যেহেতু সূরা বাকারা দীর্ঘ সূরা, কাজেই বিভিন্ন অংশ ভিন্ন রাকায়াতে পড়া জায়েয।

٨٠٤ - وَعَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا فِى الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا - رواه مالك

৮০৪। হযরত ফারাফেসা ইবনে ওমাইর হানাফী তাবেয়ী (র) বলেন, আমি সূরা ইউসুফ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি। কেননা তিনি এই সূরাটিকে বিশেষ করে ফজরের নামাযে প্রায়ই পড়তেন (মালিক)।

٨٠٥ - وَعَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيْئَةً قِيْلَ لَهُ اِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ اَجَلْ - رواه مالك

৮০৫। হযরত আমের ইবনে রাবিআ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি এর দুই রাকাআতেই সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্জকে থেমে থেমে পড়েছেন। কেউ হযরত আমেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, হযরত ওমর (রা) ফজরের ওয়াক্ত শুরু হবার সাথে সাথেই কি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন? উত্তরে আমের বলেন, হাঁ (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম সময়ে ফজরের নামায পড়া সকলের নিকটই জায়েয। তাই এই হাদীস জায়েয প্রমাণের জন্য দলীল, উত্তম প্রমাণের জন্য নয়। কারণ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ওমর (রা) সব সময় ফজরের নামায প্রথম সময় পড়েছেন।

٨٠٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَّلاَ كَبِيْرَةٌ اِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ - رواه مالك

৮০৬। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোফাসসাল সূরার (হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) ছোট-বড় সকল সূরা দিয়েই ফরয নামাযের ইমামতি করতে শুনেছি।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েয বুঝাবার জন্য মোফাসসাল সূরার সব কয়টি সূরা দিয়েই বিভিন্ন সময়ে নামায পড়াতেন। যাতে লোকেরা বুঝে যে, নামাযে সকল সূরাই পড়া যায়।

٨٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ - رواه النسائى مرسلا

৮০৭। তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা 'হা-মিম আদ-দোখান' পড়লেন (নাসায়ী)। হযরত ইমাম নাসায়ী এই হাদীসটিকে মুরসাল হাদীস হিসাবে নকল করেছেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা হলেন একজন তাবেয়ী।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের বর্ণনায় দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের প্রথম দুই রাকায়াতেই 'হা-মিম আদ-দোখান' গোটা সূরাটি পড়েছেন। দ্বিতীয়, দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে ওই সূরার কিছু অংশ ও দ্বিতীয় রাকাআতে কিছু অংশ পড়েছেন।

١٣ - بَابُ الرُّكُوْعِ

১৩-রুকূ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রুকূ-সিজদা ঠিকভাবে করতে হবে

٨٠٨ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ - متفق عليه

৮০৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রুকূ ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহুর কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন দিক হতেও দেখি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "রুকূ ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করো"-এর অর্থ হলো, রুকূ এবং সিজদা নিয়মানুযায়ী থেমে থেমে খুবই প্রশান্তির সাথে আদায় করা। খুব ঘন ঘন রুকূ-সিজদা না করা। তাতে না রুকূ আদায় হয় না সিজদা।

"আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখি" মর্ম হলো, আমি যেভাবে আমার চোখের সামনে তোমাদেরকে দেখতে পাই, আল্লাহুর কুদরতে 'মোজেযা' হিসাবে আমি তেমনি তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখতে পাই। তোমাদের নড়াচড়া, রুকূ-সিজদা কেমনভাবে করছো আমি দেখি।

٨٠٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ - متفق عليه .

৮০৯। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকূ, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যে বসা, রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ কিয়াম ও কুউদের সময় ছাড়া প্রায় সমান সমান ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কোন অংশে কত সময় থেমেছেন তার বর্ণনা আছে। চারটি রুকন অর্থাৎ রুকূ, কাওমা, সিজদা ও জলসা নামাযের এই আমলগুলো প্রায় সমান সমান সময় ব্যবধানে হতো। অবশ্য 'কিয়াম' ও কুউদ এই দুইটি কাজে যথাক্রমে কেরায়াত ও আত্তাহিয়্যাতু পড়া হতো। তাই এই দুইটিতে অন্যান্য আরকানের তুলনায় সময় দীর্ঘ হতো।

٨١٠ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى تَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى تَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ - رواه مسلم

৮১০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, সোজা হয়ে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা মনে করতাম নিশ্চয় তিনি (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সিজদা করতেন ও দুই সিজদার মধ্যে এত লম্বা সময় বসে থাকতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি (নিশ্চয় দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায ছাড়া অন্য সব নামাযেই সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। আর এইজন্যই নামাযের এসব অংশে বেশ সময় যেত। সম্ভবত কোন কোন সময় তিনি ফরয নামাযেও এত সময় নিতেন।

٨١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ "سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ" يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ - متفق عليه .

৮১১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের উপর আমল করে নিজের রুকূ ও সিজদায় এই দোয়া বেশী বেশী পড়তেন ঃ "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলি" (হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তুমি আমাদের রব। আমি তোমার গুণগান করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও)।

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম হলো, যেহেতু কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু" (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো ও তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করো), তাই এই হুকুম পালনের জন্য রুকূ ও সিজদায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরওয়ারদিগারের তাসবিহ ও তা'রিফ করতেন। কারণ আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারে রুকূ ও সিজদার চেয়ে বড় আর কোন ইবাদত নেই।

٨١٢ - وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ - رواه مسلم -

৮১২। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদায় বলতেন, "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালায়িকাতে ওয়াররুহু" (ফেরেশতা ও রুহ জিবরীলের রব অত্যন্ত পবিত্র, খুবই পবিত্র) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রুকূ-সিজদায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এই দোয়া পড়তেন, সব সময় নয়।

রুকূ সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ

٨١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم

৮১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকূ- সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূতে তোমাদের 'রবের' মহিমা বর্ণনা করো। আর সিজদায় অতি মনোযোগের সাথে দোয়া করবে। আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রুকূ-সিজদায় কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। কেউ বলেন, সিজদায় কুরআন পড়া 'মকরূহ তানজিহ', আর কেউ বলেন 'মকরূহ তাহরিমী'।

এটাই অধিকাংশের মত। রুকূতে সোবহানা রব্বিআল আজীম ও সিজদায় সোবহানা রব্বিআল আলা পড়া সবচেয়ে ভালো।

٨١٤ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه .

৮১৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে, তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ" বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তার আগের সব সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় ফেরেশতাগণও সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময় 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলে থাকেন।

٨١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ رواه مسلم .

৮১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ হতে তাঁর পিঠ সোজা করে উঠে বলতেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ মিলউস সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরদে ওয়া মিলউ মা শে'তা মিন শাইয়িন বা'দু" (আল্লাহ শুনেন যে তার প্রশংসা করে। হে আমার রব! আকাশ ও পৃথিবীপূর্ণ তোমার প্রশংসা, এরপর তুমি যা সৃষ্টি করতে চাও তাও পরিপূর্ণ) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহর পরে ফরয নামাযে শুধু রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আর এর সাথে দীর্ঘ করে দোয়াগুলো নফল নামাযে পড়া হয়।

٨١٦ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ملأ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ

الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" - رواه مسلم

৮১৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতে ওয়া মিলআল আরদে ওয়া মিলআ মা শে'তা মিন শাইয়িন বা'দু আহলাস সানায়ে ওয়াল মাজদে আহক্কু মা কালাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আতাইতা। ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল যাদ্দু ("হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই সব প্রশংসা। আকাশ পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ, এরপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার মালিক! মানুষ তোমার প্রশংসায় যা বলে তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিতেও কেউ সমর্থ নয়। কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারবে না) (মুসলিম)।

٨١٧ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ". فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا قَالَ اَنَا قَالَ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ - رواه البخاري

৮১৭। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকূ হতে মাথা তুলে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন (যে ব্যক্তি আল্লাহর হামদ ও সানা করলো আল্লাহ তা শুনলেন), তখন এক ব্যক্তি বললো, 'রব্বানা লাকাল হামাদু হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফিহ' (হে আল্লাহ! তোমার জন্য প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, যে প্রশংসা শিরক ও রিয়া হতে পবিত্র ও মোবারক)। নামাযশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এখন এই বাক্যগুলো কে পড়লো? সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন হুজুর বললেন, আমি ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখেছি এই কলেমার সওয়াব কার আগে কে লিখবে এই নিয়ে তাড়াহুড়া করছেন (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাদীলে আরকান

٨١٨ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُجْزِىْ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

৮১৮। হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে তাকে তার নামাযের সওয়াব দেয়া হয় না (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মানুযায়ী হযরত ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমাদ, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ 'তাদীলে আরাকান' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে রুকূ সিজদাসহ এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় ধীরস্থিরভাবে যাওয়াকে ফরয বলেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ তাদীলে আরকান ওয়াজিব বলেন। অন্তত এক তাসবিহ পরিমাণ সময়ের কম হলে তাদীলে আরকান বলা চলে না। আর এক তাসবীহ হলো একবার আল্লাহু আকবার বলা।

٨١٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ" قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ · رواه ابو داؤد وابن ماجة والدارمى

৮১৯। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আযীম' 'তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো') এই আয়াত নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই আয়াতটিকে তোমরা তোমাদের রুকূতে পড়ো। এইভাবে যখন 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' ('তোমার উচ্চ মর্যাদাশীল রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো) আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সিজদার তাসবিহতে পরিণত করো (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এই দুইটি দোয়া। এর একটি 'সোবহানা রব্বিআল আজীম।' এই তাসবীহটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে পড়তে বলেছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো 'সোবহানা রব্বিআল আলা', এইটি সিজদায় পড়তে বলেছেন।

٨٢٠ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لاَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

৮২০। হযরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রুকূ করবে সে যেন রুকূতে তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আযীম' পড়ে। তাহলে তার রুকূ পূর্ণ হবে। আর এটা হলো সর্বনিম্ন সংখ্যক। এভাবে যখন সিজদা করবে, সিজদায়ও যেন তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আলা' পড়ে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণ হবে। আর তিনবার হলো কমপক্ষে পড়া (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ রুকূ-সিজদায় তিনবার বা এর বেশী তাসবিহ বলা উত্তম। কিন্তু তাসবিহ একবার বললেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। পাঁচবার, দশবার, এমনকি কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু জামায়াতে নামায পড়ার সময় মোক্তাদীদের প্রতি, সময়ের প্রতি, এমনকি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যতবার পড়া সঠিক বিবেচনা করবে ততবার পড়বে।

٨٢١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ وَسَاَلَ وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّرمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ الْاَعْلٰى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৮২১। হযরত হোযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আযীম' ও সিজদায় তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল আলা' পড়তেন। আর যখনই তিনি কেরায়াতের সময় রহমাতের আয়াতে পৌঁছতেন, ওখানে থেমে যেতেন, রহমত তলবের দোয়া পড়তেন। আবার যখন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, সেখানে থেমে গিয়ে আযাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, নাসায়ী)। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে সোবহানা রব্বিআল আলা পর্যন্ত নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ হানাফী ও মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এই হাদীসের মর্মকে নফল নামাযের মধ্যে ব্যবহার করতে বলেছেন। কারণ তাদের মতে ফরয নামাযে কিরাআতের মধ্যে থেমে থেমে কোন দোয়া পড়া জায়েয নয়। তবে নফল নামাযে পড়লে তা জায়েয হবে, নামায বাতিল হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٢٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ "سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ" - رواه النسائى .

৮২২। হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। তিনি রুকূতে গিয়ে সূরা বাকারা পড়তে যতো সময় লাগে ততো সময় রুকূতে থাকলেন। রুকূতে বলতে থাকলেন, "সোবহানা জিল জাবারুতে ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল আজমাতে" (ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব, মহত্ব ও বিরাটত্বের মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুরের এসব আমল ফরয নামাযে নয়, বরং নফল ও তাহাজ্জুদের নামাযে অথবা সালাতুল কুসুফ অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সময়ের নামাযে পড়তেন।

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ

فَحَزَرْنَا رُكُوْعَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَّسُجُوْدَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ - رواه ابو داؤد والنسائى

৮২৩। হযরত ইবনে জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এই যুবক অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া আর কারো পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো নামায পড়িনি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস বলেছেন, আমরা তার রুকূর সময় অনুমান করেছি দশ তসবিহ্‌র পরিমাণ এবং সিজদার সময়ও অনুমান করেছি দশ তসবিহ্ পরিমাণ (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো সময় রুকূ ও সিজদায় কাটাতেন ততক্ষণে আমরা দশবার পর্যন্ত তাসবিহ পড়ে ফেলতে পারতাম। তাতে আমরা অনুমান করতাম হুজুরও দশবার করে তাসবিহ পড়তেন রুকূ ও সিজদায়। আর ঠিক তেমনি পরিমাণ সময় রুকূ সিজদায় কাটাতেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র), পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ।

٨٢٤ - وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ اِنَّ حُذَيْفَةَ رَاٰى رَجُلاً لاَّ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِىْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ رواه البخارى

৮২৪। হযরত শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোযাইফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকূ সিজদা পূর্ণ করছে না। সে নামায শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়োনি। শাকীক বলেন, আমার মনে হয় হযরত হোযাইফা একথাও বলেছেন, যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ফিতরতের উপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে (বুখারী)।

٨٢٥ - وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا - رواه احمد

৮২৫। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চুরি হিসাবে সবচেয়ে বড় চোর হলো ওই ব্যক্তি যে নামাযে (আরকানের) চুরি করলো। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামাযের চুরি কিভাবে হয়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাযের চুরি হলো রুকূ-সিজদা পূর্ণ না করা (আহমাদ)।

٨٢٦ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِيْ وَالسَّارِقِ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ وَاَسْوَءُ السَّرِقَةِ الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهٖ قَالُوْا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا - رواه مالك واحمد وروى الدارمى نحوه .

৮২৬। হযরত নোমান ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নটি এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের আয়াত নাযিল হবার আগের। সাহাবাগণ আরয করলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই ভালো জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, গুনাহ কবিরা, এর সাজাও আছে। আর নিকৃষ্টতম চুরি হলো যা মানুষ তার নামাযে করে থাকে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষ তার নামাযে কিভাবে চুরি করে থাকে? হুজুর বললেন, মানুষ রুকূ সিজদা পূর্ণভাবে আদায় না করে (এই চুরি করে থাকে) (মালিক, আহ্‌মদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা এ প্রশ্ন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, তারা কি পরিমাণ অপরাধী ও গুনাহগার। এ প্রশ্ন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম অবস্থায় করেছিলেন। তখনো সাহাবাগণ অপরাধের ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন না। হুদূদের আয়াত নাযিল হবার পর সকলে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হয়ে গেছেন।

এ হাদীস থেকে নামায ধীরেসুস্থে ও রুকূ সিজদা পূর্ণভাবে করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নইলে তা একটা অপরাধে পরিণত হবে।

١٤ - بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِه

১৪-সিজদা ও তার মর্যাদা

٨٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ - متفق عليه

৮২৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে শরীরের সাতটি হাড় যথা কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগের সাহায্যে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাপড়, দাড়ি ও চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সিজদার সময় শরীরের কোন্ কোন্ অংগ মাটির সাথে লাগাতে হবে সে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের সাথে সিজদার সময় শরীরের সাতটি অঙ্গ লাগাবার জন্য তাঁকে হুকুম করা হয়েছে বলেছেন। কপাল, দুই হাতের পাঞ্জা, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগ। অধিকাংশ ইমাম বলেন, কপাল ও নাক সিজদার সময় জমিনে লাগাতে হবে। এটা ফরয। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মাটির সাথে শুধু কপাল, রাখলেও নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।

٨٢٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ - متفق عليه .

৮২৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিজদা ঠিকমতো করবে। তোমাদের কেউ যেন সিজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে আরবী শব্দ 'এতেদাল' ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আস্তে ধীরে প্রশান্তির সাথে নামাযের রোকনগুলো পালন করা। সিজদার সময় যেন পুরুষরা তাদের হাত জমিনে বিছিয়ে না রাখে। এভাবে বিছিয়ে রাখলে নামায মাকরূহ হবে।

٨٢٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ - رواه مسلم .

৮২৯। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিজদা করার সময় তোমরা দুই হাতের তালু জমিনে রাখবে। উভয় হাতের কনুই উপরে উঁচিয়ে রাখবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সিজদার সময় হাত রাখার নিয়ম হলো দুই হাতের পাঞ্জা (তালু) কান পরিমাণ নিয়ে জমিনে রাখবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে পরস্পর মিলে থাকবে। হাত খোলা থাকবে। কাপড়-চোপড়ের মাঝে হাত লুকিয়ে রাখবে না।

হাতের কনুই জমিনে পড়ে থাকবে না। আবার পাঁজরের সাথেও লাগা থাকবে না। পাঁজর থেকে সরে জমিন থেকে উপরে থাকবে। তবে এই নিয়ম পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। বরং তারা হাত জমিনে ফেলে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে রাখবে।

٨٣٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بَهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هٰذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاؤُدَ كَمَا صَرَّحَ فِىْ السُّنَّةِ بِاِسْنَادِهِ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৩০। উম্মুল মোমেনীন হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় নিজের দুই হাত জমিন ও পেট হতে পৃথক করে রাখতেন, এমনকি যদি একটি ছাগলের বাচ্চা তাঁর হাতের নিচ দিয়ে চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো। এগুলো হলো আবু দাউদে মূলপাঠ, যেমন ইমাম বাগাবী শরহে সুন্নায় সনদসহ ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাইমুনা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন ছাগলের বাচ্চা তাঁর দুই হাতের মাঝ দিয়ে (পেট ও হাতের ভিতর দিয়ে) চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো।

٨٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبِطَيْهِ - متفق عليه

৮৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা দিতেন, তার হাত দু'টোকে এমন প্রশস্ত রাখতেন যে, তার বগলের নিচের শুভ্রতাও দেখা যেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

٨٣٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ" ‧ رواه مسلم ‧

৮৩২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে বলতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী জাম্বি কুল্লাহু দেক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু' ("হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল ছোট-বড়, আগে-পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও") (মুসলিম)।

٨٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - رواه مسلم

৮৩৩। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমার হাত হুজুরের পায়ের উপর গিয়ে পড়লো। আমি দেখলাম, তিনি মসজিদে নামাযরত। তাঁর পা দু'টি খাড়া হয়ে আছে। তিনি বলছেন, ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেমুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা, ওয়া আউজু বিকা মিনকা লা উহসী ছানায়ান আলাইকা, আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা" (অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তোমার অসন্তোষ ও গজব থেকে পানাহ চাই। তোমারি ক্ষমার দ্বারা তোমার আযাব হতে মুক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার রহমতের উছিলায় আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো" (মুসলিম)।

٨٣٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ - رواه مسلم

৮৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দারা তাদের রবের বেশী নিকটে যায় সিজদারত অবস্থায়। তাই তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ সব সময়েই তাঁর বান্দার নিকটে থাকেন। তিনি বলেন, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "আমি গর্দানের শাহ্রগ হতেও বান্দার নিকটে"। এখানে এই নিকটের অর্থ বান্দার সব খোঁজ খবরই আমার জানা। আর এই হাদীসে যে নিকটের কথা বলা হয়েছে তাহলো আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নিকট যা পেতে চায় তা চাওয়ার ও পাবার সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মোক্ষম সময় আল্লাহর দরবারে সিজদারত অবস্থায়। তাই এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৮৩৫ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَتٰى اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ - رواه مسلم .

৮৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানরা যখন সিজদার আয়াত পড়ে ও সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে, হায় আমার কপাল মন্দ। আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়েই সিজদায় লুটে পড়লো। ফলে সে জান্নাত পাবে। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করলাম। আমার জন্য তাই জাহান্নাম (মুসলিম)।

৮৩৬ - وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْءِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رواه مسلم

৮৩৬। হযরত রবিয়া ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম। উজুর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন মিসওয়াক জায়নামায ইত্যাদি এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য যা কিছু চাও) চেয়ে

নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমার তো শুধু জান্নাতে আপনার সাহচর্য লাভই একামাত্র কাম্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (যে মর্যাদায় তুমি পৌঁছতে চাও এটা তো বড় কথা) এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র আবেদন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এই মর্যাদা লাভের জন্য) আমাকে সাহায্য করো।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো মর্যাদাবান বুজুর্গ লোকের খিদমত করাও জায়েয। সওয়াবের কাজ।-আর জান্নাত পাবার জন্য বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বেশী বেশী সিজদা তথা নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় খাদেম রবিয়াকে বলেছেন, এই জায়গায় পৌঁছতে হলে ও তোমাকে আমার বন্ধুত্ব নিতে হলে আমাকে একাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আর সে সাহায্য হলো বেশী করে নামায পড়া।

٨٣٧ - وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَّحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَا قَالَ لِىْ ثَوْبَانُ - رواه مسلم ٠

৮৩৭। হযরত মা'দান ইবনে ত্বলহা তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস হযরত সাওবান (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধ্যান দিন যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি খামুশ রইলেন। তৃতীয়বার তাকে আবার একই প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজেও এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করতে থাকবে। কেননা আল্লাহ্কে তুমি যতো বেশী সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। তোমার অতটা গুনাহ এদিয়ে কমাতে থাকবেন। হযরত মা'দান বলেন, এরপর হযরত আবু দারদার সাথে দেখা করে তাকেও আমি একই প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে সাওবান (রা) যা বলেছিলেন তাই বললেন (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٨٣٨ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى

৮৩৮। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার সময় মাটিতে তাঁর হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে ও সিজদা হতে উঠতে হাঁটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারেই মত প্রকাশ করেছেন। সিজদায় যাবার সময় প্রথম মাটিতে হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাত। এভাবে উঠার সময় প্রথম দুই হাত উঠাবে পরে দুই হাঁটু।

আলেমগণ সিজদার অঙ্গসমূহ জমীনে রাখার ও উঠানোর ব্যাপারে একটা নীতিমালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাহলো সিজদার অঙ্গসমূহ জমিনে রাখার সময় নিকটের হিসাবে রাখতে হবে। অর্থাৎ যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে, সে অঙ্গ আগে মাটিতে রাখবে। ঠিক একইভাবে উঠবার সময় এর বিপরীত যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে-তা সবচেয়ে পরে উঠাবে। তাহলে দৃশ্যটা হবে এমন যে ব্যক্তি সিজদায় যাবে তার পা তো মাটিতেই আছে এরপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাঁটু পড়বে মাটিতে। তারপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাত। তারপর নাক, তারপর কপাল। কেউ কেউ নাক ও কপালকে একই অঙ্গ হিসাবে একত্রে মাটিতে রাখার কথা বলেছেন। আবার ঠিক উঠার সময় নীতিমালা অনুযায়ী মাটি হতে সবচেয়ে দূরের সিজদার অঙ্গ কপাল, তারপর নাক তারপর হাত ও তারপর হাঁটু উঠাবে।

٨٣٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . رواه اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ قَالَ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَقِيْلَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ .

৮৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সিজদা করার সময় যেন উটের বসার মতো না বসে, বরং দুই হাত যেন হাঁটুর আগে মাটিতে রাখে (আবু

দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)। আবু সুলায়মান খাত্তাবী বলেন, এই হাদীসের চেয়ে ওয়ায়েলের আগের হাদীসটি বেশী সহীহ। কেউ কেউ বলেন, এই হাদীসটি মানসুখ বা রহিত।

٨٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ" - رواه ابو داؤد والترمذى ·

৮৪০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলতন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনী, ওয়া আফেনী ওয়ারযুকনী" (অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো। আমাকে রহম করো, হিদায়াত করো, আমাকে হেফাজাত করো। আমাকে রিজিক দান করো") (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

٨٤١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "رَبِّ اغْفِرْلِيْ" - رواه النسائى والدارمى ·

৮৪১। হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন, "রব্বিগফিরলী" (অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও") (নাসাঈ, দারেমী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِيْ الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ - رواه ابو داؤد والنسائى والدارمى ·

৮৪২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর মতো যমিনে হাত বিছিয়ে দিতে ও উটের মতো মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। একটি হলো কাকের মতো ঠোকর দিয়ে দানা উঠাবার মতো

তাড়াতাড়ি নামাযে সিজদা দিতে। দ্বিতীয়টি হলো হিংস্র জন্তু, কুকুর চিতা ইত্যাদির মতো পা বিছিয়ে দিয়ে সিজদায় বসতে। তৃতীয় উট যেরূপ নিজের থাকার জন্য একটি স্থান ঠিক করে নেয়, সে জায়গায় অন্য কোন উট বসতে পারে না, ঠিক এভাবে কোন মুসল্লী যেনো মসজিদে তার জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করে না রাখে। কারণ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। মসজিদের সকল স্থান সকলের জন্য উন্মুক্ত, যে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। নিজের জন্য কোন আসন ঠিক করে রাখার অর্থ হলো অন্যকে এখানে বসতে না দেয়া।

٨٤٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِيْ لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - رواه الترمذى ـ

৮৪৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আলী! আমি আমার জন্য যা ভালোবাসি তোমার জন্যও তা ভালোবাসি এবং আমার জন্য যা অপসন্দ করি তোমার জন্যও তা অপসন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে (কুকুরের মতো) হাত খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসো না (তিরমিযী)।

٨٤٤ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَّ يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا - رواه احمد ـ

৮৪৪। হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বান্দার নামাযের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না যে বান্দাহ নামাযের রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযে রুকূ ও সিজদায় পিঠ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নিতম্ব হতে মাথা পর্যন্ত একটা সরল রেখার মতো দেখায়।

٨٤٥ - وَعَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ وَّضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِيْ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ - رواه مالك

৮৪৫। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি নামাযের সিজদায় নিজের কপাল জমিনে রাখে সে যেনো তার

হাত দু'টিকেও জমিনে ওখানে রাখে যেখানে কপাল রাখে। তারপর যখন সিজদা হতে উঠবে তখন নিজের হাত দু'টিও উঠায়। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সিজদা করে ঠিক সেইভাবে দুই হাতও সিজদা করে (মালিক)।

١٥ - بَابُ التَّشَهُّدِ

১৫-তাশাহ্হুদ

তাশাহ্হুদ অর্থ সাক্ষী দেয়া। হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়া। শরীয়াতে কলেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ নামাযের উভয় বৈঠকে যে আত্তাহিয়্যাতু পড়া হয় তাকে তাশাহ্হুদ বলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٨٤٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَّخَمْسِيْنَ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا . رواه مسلم .

৮৪৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসলে তাঁর বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন। এসময় তিনি তিপ্পান্নের মতো করার জন্য আঙ্গুল বন্ধ করে রাখতেন, তর্জনী দিয়ে (শাহাদাত) ইশারা করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামাযের মধ্যে বসতেন দুই হাত দুই রানের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধার নিকট যে আঙ্গুল রয়েছে (তর্জনী) তা উঠাতেন। তা দিয়ে দোয়া করতেন। আর তাঁর বাম হাত রানের উপর বিছানো থাকতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসসহ আরো কিছু হাদীস হতে বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আশহাদু অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি পর্যন্ত পৌছলে শাহাদত অঙ্গুলি উঠিয়ে আল্লাহ এক এই সাক্ষ্যের প্রতি ইশারা করতেন। "ইল্লাল্লাহু"-তে পৌছে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন। এই আঙ্গুল

উঠাবার সময় হাতের অন্যান্য আঙ্গুলকে কিভাবে রাখতেন তা বুঝাবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব দেশের নিয়মানুযায়ী গণনা করার কখনো শাহাদত আঙ্গুলকে খাড়া করে রেখে সব অঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন। অর্থাৎ আশহাদু আল্লা ইলাহা বলার সময় আঙ্গুল উঠাতেন এবং ইল্লাল্লাহু বলা শুরু করার সাথে সাথে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন।

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ - رواه مسلم

৮৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসলে নিজের ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন। শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। বাম হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু জড়িয়ে ধরতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ে উপরে একবার বলা হয়েছে যে, ইমাম আজম আবু হানিফারও এই মত। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে, হাতের মুঠি ও নিকটবর্তী আঙ্গুলকে বন্ধ করে নিবে। বৃদ্ধা আঙ্গুলির মাথা মধ্যমা আঙ্গলের মাথার উপর রেখে বৃত্ত বানিয়ে নিয়ে শাহাদত আঙ্গুল উচাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসার সময়েই এইভাবে বৃত্ত বানিয়ে নেবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফ বলেন, যখন শাহাদত আঙ্গুল উঠাবে তখন বৃত্ত বানিয়ে নেবে।

٨٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ

عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ" ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْهُ – متفق عليه ·

৮৪৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম তখন এই দোয়া পড়তাম, "আসসালামু আলাল্লাহি কাবলা ইবাদিহি, আসসালামু আলা জিবরীলা, আসসালামু আলা মিকাইলা, আসসালামু আলা ফুলানিন" অর্থাৎ "আল্লাহ্র উপর সালাম তাঁর বান্দাহ্দের উপর পাঠাবার আগে, জিবরীলের উপর। সালাম, মিকাইলের উপর সালাম। সালাম অমুকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহ্র উপর সালাম" বলো না। কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমাদের কেউ নামাযে বসে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন" অর্থাৎ "সব সম্মান, ইবাদত, উপসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও সালাম। আল্লাহ্র সব নেক বান্দাদের উপর সালাম।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি এই কথাগুলো বললে এর বরকত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক নেক বান্দার কাছে পৌঁছবে। এরপর হুজুর বললেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর আল্লাহ্র বান্দার কাছে যে দোয়া ভালো লাগে সেই দোয়া পড়ে আল্লাহ্র মহান দরবারে আকুতি মিনতি জানাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র উপর সালাম দিয়ে আবার তা নিষেধ করে দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেন, আল্লাহ তো নিজেই সালাম। অর্থাৎ আল্লাহ্র যাত সিফাত সকল আপদ-বিপদ ক্ষয়-ক্ষতি হতে মুক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সব জাহেরী বাতেনী আপদ-বালা থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেহেতু তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন তাঁর জন্য সালামতির দোয়া নিষ্প্রয়োজন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গমনের পর আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা 'আত্তাহিয়্যাতুর' এই কলেমাগুলো পড়েন। হুজুর

বলেন, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যেবাতু" অর্থাৎ সকল প্রশংসা, শরীর ও সম্পদের ইবাদাত সবই আল্লাহ্‌র জন্য। বারেগাহে এলাহী হতে প্রতি উত্তরে বলা হলো, "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিউ ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু" অর্থাৎ "হে নবী তোমার উপর সালাম, আল্লাহর বরকত ও রহমত বর্ষিত হোক"।

আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন" "আমাদের উপরও সালাম, আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপরও সালাম।

তখন হযরত জিবরীল আমীন বললেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।

৮৪৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ "اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ . رَوَاهُ مُسْلِم وَلَمْ اَجِدْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ اَلِفٍ وَّلَامٍ وَّلٰكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ .

৮৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আত্তাহিয়্যাতু শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কালামে পাকের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, "আত্তাহিয়্যাতুল মোবারাকাতু ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহ" (মুসলিম)। মিশকাত সংকলক বলেন, সালামুন আলাইকা ও সালামুন আলাইনা আলিফ, লাম ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও এদের সংকলন হুমাইদীর কিতাবে কোথাও নেই। কিন্তু জামেউল উসূল প্রণেতা তিরমিযী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আত্তাহিয়্যাতুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আযম আবু হানিফা উপরে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীস

গ্রহণ করেছেন। মূল অর্থ একই। সম্ভবত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক সময় এক একভাবে শব্দের কিছু পার্থক্যে তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই এ দুইয়ের যে কোন একটি পড়লে চলবে। তবে মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটিকেই বেশী সহীহ মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٨٥٠ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَمَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَاَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا - رواه ابو داؤد والدارمى ٠

৮৫০। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (তাশাহ্হুদের বৈঠক সম্পর্কে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নব্বইয়ের বন্ধনের ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃদ্ধার দ্বারা) একটি বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদত আঙ্গুল উঠালেন। এসময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহ্হুদ পড়তে পড়তে ইশারা করার জন্য শাহাদত আঙ্গুল নাড়ছেন (আবু দাউদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে একটি নতুন জিনিস পাওয়া গেলো। আর তাহলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় তা নাড়াচাড়া করতেন। ইমাম মালিকও এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, আঙ্গুল নাড়াচাড়া ঠিক নয়। কারণ পরের হাদীসেই লা ইউহাররিকুহু বলে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٨٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَزَادَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ اِشَارَتَهُ ٠

৮৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসা অবস্থায় "কলেমায়ে

শাহাদাত" দোয়া পড়তেন, নিজের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাড়া করতেন না (আবু দাউদ, নাসাঈ)। আবু দাউদ এই শব্দগুলোও নকল করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করতো না।

ব্যাখ্যা ঃ আবু দাউদের বর্ণনার শেষ শব্দগুলোর মর্ম হলো, হুজুর শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবার সময় তার দৃষ্টি আঙ্গুলের দিকেই নিবদ্ধ রাখতেন, অন্য কোন দিকে নয়। আঙ্গুল উচিয়ে তাওহীদের প্রতিই মন নিবিষ্ট রাখতেন।

٨٥٢ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِاِصْبَعَيْهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِّدْ اَحِّدْ . رواه الترمذى والنسائى والبيهقى فى الدعوات الكبير .

৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নামাযে তাশাহহুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো (তিরমিযী, নাসাই, বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) নামাযে বসা অবস্থায় কলেমায়ে শাহাদত পড়ার সময় দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করছিলেন আল্লাহর একত্বের প্রতি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দুই আঙ্গুল উঠাতে নিষেধ করে দিলেন। বলে দিলেন, নিয়মানুসারে শুধু ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে।

٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ

৮৫৩। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক যেন নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে না বসে (আহমাদ, আবু দাউদ)। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ নামাযে উঠার সময় কোন ব্যক্তি যেন তার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে না উঠে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশের মর্ম হলো, যখন কেউ নামাযে বসবে অথবা বসা হতে দাঁড়াতে শুরু করলে সে যেন হাতের উপর ভর করে না উঠে। দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো সিজদা ইত্যাদি দিয়ে উঠার সময়ও যেন হাতের সাহায্য না নেয়া

হয়। অর্থাৎ হাত মাটিতে ঠেস না দিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে উঠেছেন বলে একটি হাদীসে আছে হিসাবে ইমাম শাফেয়ী এভাবেই উঠতেন। হানাফীগণ বলেন, ওটা ছিলো হুজুরের বৃদ্ধকালে অসুস্থ অবস্থায়।

٨٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ - رواه الترمذي وابو داؤد والنسائى ٠

৮৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকায়াতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন, মনে হতো তিনি যেন কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম হলো তিনি বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ছাড়া আর কোন দোয়া পড়তেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٥٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ "بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ" - رواه النسائى ٠

৮৫৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে তিনি আমাদেরকে তাশাহ্হুদও শিখাতেন। তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আসআলুল্লাহাল জান্নাতা ওয়া আউজু বিল্লাহে মিনান্নারে (নাসাঈ)।

শাহাদাত আঙ্গুল শয়তানের জন্য পীড়াদায়ক

٨٥٦ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَاَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِىَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ

رواه احمد ·

৮৫৬। তাবেয়ী হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) যখন নামাযে বসতেন, নিজের দুই হাত নিজের দুই রানের উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে (আল্লাহ্র একত্বের প্রতি) ইশারা করতেন এবং তার চোখের দৃষ্টি থাকতো আঙ্গুলের প্রতি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই শাহাদত আঙ্গুল শয়তানের কাছে লোহার চেয়ে বেশী শক্ত। অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে তৌহিদের ইশারা করা শয়তানের উপর নেজা নিক্ষেপ করার চেয়েও কঠিন (আহ্মাদ)।

٨٥٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ - رواه ابو داؤد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ·

৮৫৭। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নামাযে তাশাহ্হুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٦ - بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِهَا

১৬-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ ও তার মর্যাদা

কুরআন পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ·

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন। অতএব হে মুমীনগণ! তোমরাও তার প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করো" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬)।

রাসূলের নাম যতবার শুনবে ততবার তাঁর নামে দুরূদ পড়বে। দুরূদের অপরিসীম ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে।

৮৫৮ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنَّ مُسْلِمًا لَّمْ يَذْكُرْ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ .

৮৫৮। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা)-র সাথে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি? উত্তরে আমি বললাম, হাঁ, আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমরা 'সালাম' কিভাবে পাঠ করবো তা আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি 'সালাত' কিভাবে পাঠ করবো? হুজুর বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করোছো ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। তুমি বড় প্রশংসিত ও সম্মানিত" (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় 'আলা ইবরাহীম' শব্দ দুইবার উল্লেখিত হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরামের মূল প্রশ্ন ছিলো, তারা তো আত্তাহিয়্যাতুর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম দেবার পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। কিন্তু তারা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত অর্থাৎ দুরূদ কিভাবে পাঠ করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযে তাশাহ্হুদের পর যে দুরূদ শরীফ তা পাঠ করে শিখিয়ে দিলেন কিভাবে দুরূদ পড়তে হয়।

٨٥٩ – وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" – متفق عليه ·

৮৫৯। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা ----- শেষ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দুরূদ শরীফের শব্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকম তালীম দিয়েছেন।

٨٦٠ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا – رواه مسلم ·

৮৬০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٨٦١ – عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَّحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَّرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ – رواه النسائى ·

৮৬১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি

গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে (নাসাঈ)।

٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً - رواه الترمذى

৮৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যারা আমার প্রতি বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পড়বে তারাই কিয়ামতের দিন আমার বেশী নিকটে হবে (তিরমিযী)।

٨٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىَ السَّلاَمَ - رواه النسائى والدارمى

৮৬৩। হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌঁছান (নাসায়ী ও দারেমী)।

٨٦٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ - رواه ابو داؤد والبيهقى فى الدعوات الكبير

৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার রূহ ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি (আবু দাউদ, বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)।

ব্যাখ্যা ঃ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বারযাখে জীবিত আছেন। যখন কেউ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহর কুদরতে তাঁর রূহ তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। তিনি জীবিত হন এবং সালাম ও দরূদের জবাব দেন।

٨٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَّلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ - رواه النسائى

৮৬৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না, আমার কবরকেও উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আমার প্রতি তোমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ নিশ্চয়ই আমার কাছে পৌঁছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো (নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা : "তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না" এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের মতো মনে করো না। লাশ কবরে পড়ে থাকে। তোমরাও তোমাদের ঘরে লাশের মতো পড়ে থাকবে। কোন ইবাদত-বন্দেগী করবে না। আমার উপর দুরূদ পড়বে না। তাহলেই তোমাদের ঘর কবরের মতো হয়ে যাবে। বরং মসজিদের মতো ঘরেও ইবাদত করো, দোয়া-দুরূদ পড়ো। আমার উপর সালাম পাঠাও।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, ঘরে লাশ দাফন করবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজ হুজরায় দাফন করার ব্যাপারটা তাঁর সাথেই নির্দিষ্ট।

এই হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য, "আমার কবরকে উৎসবের স্থলে পরিণত করো না," অর্থ ঈদগাহের মতো উৎসবের স্থানে পরিণত না করা। ওখানে একত্র হয়ে হাসিখুশী আনন্দ মেলায় পরিণত করো না। যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীদের কবরস্থানে করেছিলো। বেদায়াতী কিছু লোক মর্যাদাবান লোকদের কবরকে এইরূপ 'ওরশ' করে আনন্দ মেলা বানিয়ে রেখেছে। এরূপ ঠিক নয়।

٨٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ - رواه الترمذى

৮৬৬। এই হাদীসটিও হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক ওই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে না। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার কাছে রমযান মাস আসে আবার তার গুনাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ মা-বাপ অথবা দুইজনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছায় না।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার লোককে অভিশাপ দিয়েছেন। এক, যাদের সামনে হুজুরের নামের উল্লেখ হবে অথচ তারা তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করে না। এরা হতভাগ্য ও লাঞ্ছিত হবে।

দুই, যারা রমযান মাসের মতো মর্যাদাবান মাস পেয়েও ইবাদত-বন্দেগী করে গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না। তারাও লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষ।

আর তৃতীয় হলো যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছে অথচ তাদের খেদমত করে তাদের মন জয় করতে পারেনি, বাপ-মায়ের দোয়া নিতে পারেনি। তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। তারাও হতভাগ্য, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। সুযোগ পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাই তাদের লাঞ্ছনার কারণ।

٨٦٧ - وَعَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لاَّ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَّلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه النسائى والدارمى

৮৬৭। হযরত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁর চেহারায় বড় হাসি-খুশী ভাব। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার রব বলেছেন, আপনি কি একথায় সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবো। আর আপনার উম্মাতের কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠালে আমি তার উপর দশবার সালাম পাঠাবো (নাসাঈ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের বড় কল্যাণকামী ছিলেন। তাদের যে কোন খোশখবরে তাঁর খুশীর অবধি থাকতো না। এখানেও জিবরীলের মাধ্যমে উম্মতের একবারের দুরূদ শরীফ পাঠ ও একবারের সালাম প্রেরণের বিনিময়ে উম্মাতগণ দশ গুণ বেশী দান আল্লাহ্র তরফ থেকে পাবে শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্ল হয়ে সাহাবাদেরকে এই খবর জানিয়ে দিলেন।

٨٦٨ - وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰوتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ

فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمُّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ - رواه الترمذى

৮৬৮। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার উপর অনেক বেশী দুরূদ পাঠ করি। আপনি আমাকে বলে দিন আমি (দোয়ার জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় আপনার উপর দুরূদ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট করবো? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরজ করলাম, যদি এক-চতুর্থাংশ করি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি আরো বেশী করো তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি আরজ করলাম, যদি অর্ধেক সময় নির্ধারণ করি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যতটুকু সময় চায় করো। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তাহলে তোমার জন্যই তা ভালো। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তোমার জন্যই মঙ্গল। আমি আবার আরজ করলাম, তাহলে (আমি আমার দোয়ার) সবটা সময়ই আপনার উপর দুরূদ পড়ার কাজে নির্দিষ্ট করে দেবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমার দ্বীন-দুনিয়ার মকসুদ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, দুরূদ শরীফ কতো বরকতপূর্ণ ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি আবেগ নিয়ে মহব্বতের সাথে জীবনের একটি জরুরী জিনিস মনে করে সব সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার এই জীবনও ওই জীবন দুইটাই সহজ হয়ে যাবে। তার সব আশা পূরণ হবে।

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) বলেন, আমার ওস্তাদ শেখ আবদুল ওহাব (র) আমাকে মদীনার জিয়ারতে পাঠাবার সময় উপদেশ দিলেন, ফরয ইবাদাত আদায়ের পর দুরূদ শরীফ বেশী বেশী পাঠ করবে। ফরযের পর আর কোন ইবাদত দুরূদ পাঠের সমান নয়। আমি আরয করলাম, এজন্য কোন সংখ্যা ঠিক করে দিন। তিনি বলেন, সংখ্যা ঠিক করে দেবার প্রয়োজন নেই। দুরূদ পাঠে মশগুল হয়ে থাকবে।

٨٦٩ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِد اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ

بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ اُخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ اُدْعُ تُجَبْ - رواه الترمذى وروى ابو داؤد والنسائى نحوه

৮৬৯। হযরত ফাদালা ইবনে ওবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তখন একজন লোক এলেন। তিনি নামায পড়লেন এবং এই দোয়া পড়লেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো ও আমার উপর রহম করো"। একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামায আদায়কারী! তুমি তো দোয়ার নিয়ম ভঙ্গ করে বড্ড তাড়াহুড়া করলে। তারপর তিনি বললেন, তুমি নামায শেষ করে দোয়ার জন্য বসবে। আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করবে। আমার উপর দুরূদ পড়ো। তারপর তুমি যা চাও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো। হযরত ফাদালা (রা) বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এলো, নামায পড়লো। সে নামাযশেষে আল্লাহর প্রশংসা করলো। হুজুর করীমের উপর দুরূদ পাঠ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামাযী! আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করো। দোয়া কবূল করা হবে (তিরমিযী; আবু দাউদ ও নাসাঈও এরূপই বর্ণনা করেছেন)।

٨٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ . رواه الترمذى

৮৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ছিলেন হযরত আবু বকর ওমর (রা)। নামাযশেষে আমি যখন বসলাম আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করলাম। তারপর আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাও, তোমাকে দেয়া হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে (তিরমিযী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٧١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" - رواه ابو داؤد

৮৭১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সওয়াব লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, আহলে বায়তের উপরও যেন দুরূদ পাঠ করে। বলে, "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদীনিন্নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে, ওয়া আযওয়াজিহি, ওয়া উম্মাহাতিল মোমেনীনা, ওয়া যুররিয়্যাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করো। যেভাবে তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছো ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর" (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতগুলো নামে মহব্বতের সাথে ডাকা হয় তার একটি 'নাবিউল উম্মি'। বিশেষ নাম। আগের সকল আসমানী কিতাবে এই নাম উল্লেখ আছে।

'উম্মি' শব্দের অর্থ হলো যিনি না লেখা জানেন, আর না লেখা জিনিস পড়তে পারেন। আর না কোন প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ও পড়েছেন। 'উম্মি' শব্দটি 'উম্মুন' হতে নির্গত। এর থেকে মনে হয় যিনি মার পেট থেকে জন্ম নেয়া বাচ্চার মতো। যাকে না কেউ লেখার তালীম দিয়েছে না পড়ার।

তিনি যেহেতু গোটা বিশ্বের সর্বকালীন সর্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁকে কারো দ্বারস্থ করেননি। তিনি স্বনির্ভরতা ও পূর্ণতা তাঁকে দান করেছেন। এই অর্থে তিনি 'উম্মি'।

আবার কেউ কেউ বলেন, 'উম্মি' মূলত 'উম্মুল কোরা' অর্থাৎ মক্কার প্রতি নির্দেশ করেছে, যা গোটা বিশ্বের মূল বা আসল।

٨٧٢ - وَعَنْ عَلِىٍّ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ

اَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ۔

৮৭২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রকৃত কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হবার পর আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি (তিরমিযী)। হাদীসটি ইমাম আহমাদ হযরত হোসাইন ইবনে আলী হতে নকল করেছেন আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٨٧٣ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

৮৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর দুরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয় (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পড়লে সরাসরি আমি শুনি। আর যারা দূরে বহু দূরে থাকে, ওখানে দুরূদ পাঠ করে, তা ভ্রমণকারী ফেরেশতাগণ আমার কাছে পৌছে দেন।

٨٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً - رواه احمد

৮৭৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর সত্তরবার দুরূদ পাঠ করবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্য দিক থেকে বুঝা যাচ্ছে একবার দুরূদ পড়ার এই সওয়াব জুমাবারের দিনের সাথে সম্পর্কিত। কারণ একথা প্রমাণিত যে, জুমাবারের নেক আমলের সওয়াব সত্তর গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়।

٨٧٥ - وَعَنْ رُوَيْفِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِيْ - رواه احمد

৮৭৫। হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়বে এবং বলবে, "আল্লাহুম্মা আনজিলহু মাকআদাল মোকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতে"! ("হে আল্লাহ তাঁকে তুমি কিয়ামতের দিন তোমার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিও"), আমার সুপারিশ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে (আহমাদ)।

٨٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلاً فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ اَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ اَلاَ اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. رواه احمد

৮৭৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি আল্লাহ্র দরবারে সিজদারত হলেন। সিজদা এতো দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ না করুন, তাঁকে তো আবার আল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত করেন নি? আবদুর রহমান বলেন, তাই আমি তাঁর কাছে এলাম, পরখ করে দেখার জন্য। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? আমি তাঁকে আমার আশংকার কথা বললাম। আবদুর রহমান বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বললেন ঃ জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিবো না যা আল্লাহ তাআলা আপনার ব্যাপারে বলেন? যে ব্যক্তি আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবো। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি নাযিল করবো।

٨٧٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ - رواه الترمذى

৮৭৭। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দোয়া আসমান ও জমীনের মধ্যে লটকিয়ে থাকে। এর থেকে কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবীর উপর দুরূদ না পাঠাও।

١٧ - بَابُ الدُّعَاءِ فِى التَّشَهُّدِ

১৭-তাশাহ্হুদের মধ্যে দোয়া

٨٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ - متفق عليه .

৮৭৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাবার আগে) দোয়া করতেন। বলতেন। "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আযাবিল কাবরে, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জালি। ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল মাছামে ওয়া মিনাল মাগরামে"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি গুনাহ ও দেনার বোঝা হতে।" এক ব্যক্তি বললো, হুজুর। আপনি দেনার বোঝা হতে বড় বেশী পানাহ চেয়ে থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেউ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন ঃ (১) আযাবে কবর (২) ফেতনায়ে মাসীহিদ দাজ্জাল (৩) ফেতনায়ে জেন্দেগী (৪) ফেতনায় মওত (৫) গুনাহ ও (৬) ঋণ। এই ছয়টি জিনিস ভয়ংকর ধ্বংসকর দীন-দুনিয়ার ক্ষতির বড় কারণ। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ 'ফিতনা' হলো মসিহুদ দাজ্জালের ফিতনা। দাজ্জালের ফিতনা অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

٨٧٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - رواه مسلم

৮৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযের শেষে শেষ তাশাহহুদ পড়ে অবসর হয়ে যেনো আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পানাহ চায়। (১) জাহান্নামের আযাব। (২) কবরের আযাব। (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা। (৪) মসিহুদ দাজ্জালের অনিষ্ট (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের সারমর্ম হলো তাশাহহুদ পড়ে শেষ করে সালাম ফিরাবার পর এই দোয়া পড়া দরকার ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরে, ওয়া ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত ওয়া শাররিল মাসিহিদ দাজ্জাল।"

٨٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ" - رواه مسلم

৮৮০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবি জাহান্নাম, ওয়া আউজু বিকা মিন আজাবিল কাবরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মসিহিদ দাজ্জাল ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল

মাহইয়া ওয়াল মামাত।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি হতে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে (মুসলিম)।

٨٨١ - وَعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ قُلْ "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ " -متفق عليه

৮৮১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া বলে দিন যা আমি নামাযে (তাশাহহুদের পর) পড়বো। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই দোয়া পড়বে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা। ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি। ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ থেকে মাফ করে দাও। আমার উপর রহম করো। তুমিই ক্ষমাকারী ও রহমতকারী" (বুখারী ও মুসলিম)।

٨٨٢ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ يَّسَارِهٖ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهٖ - رواه مسلم

৮৮২। হযরত আমের ইবনে সা'দ তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে এভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি (মুসলিম)।

٨٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ - رواه البخارى

৮৮৩। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে আমাদের দিক মুখ ফিরিয়ে বসতেন (বুখারী)।

٨٨٤ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ - رواه مسلم

৮৮৪। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে ডান দিক মুখ ফিরিয়ে বসতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায আদায়ের পর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন না। কখনো কখনো ডান দিকে, আবার কখনো বাম দিকে মোড় দিয়ে বসতেন, আবার কোন কোন সময় মোক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন।

ইমাম আযম আবু হানিফার মতে যে সকল ফরয নামাযে সুন্নাত নাই সেসব নামাযে হুজুর এরূপ করতেন। ফরযের পর সুন্নাত থাকলে সুন্নাতের জন্য দাঁড়ালে আগের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়।

٨٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرٰى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ - متفق عليه

৮৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজেদের নামাযের কোন অংশ নির্দিষ্ট না করে এই কথা ভেবে যে, শুধু ডান দিকে ঘুরে বসাই তার জন্য অনির্দিষ্ট। আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেকবার বাম দিকেও ঘুরে বসতে দেখেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার পর কোন সময় ডান দিক থেকে ফিরে বাম দিকে বসতেন। আবার কোন সময় তিনি সালাম ফিরাবার পর দোয়া করতেন এবং তার হুজরা শরীফের দিকে চলে যেতেন। আর হুজরা ছিলো তাঁর বাম দিকে। আবার কোন সময় এরও উল্টা করতেন। "কেউ যেন শয়তানের জন্য নামাযের কোন অংশ নির্ধারণ না করে" কথাটির অর্থ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক দিয়ে ফিরতেন। আবার বাম দিক দিয়েও ফিরতেন। তবে ডান দিক দিয়ে

ফিরানই উত্তম। কিন্তু এটাকে যেনো অবশ্যম্ভাবী করে নেয়া না হয় যে, এর বিপরীত করা যাবে না। এভাবে মনে করা যেন শয়তানের অনুসরণ করা। এইজন্য ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম দিকেও ফিরতেন।

٨٨٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَّكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - رواه مسلم

৮৮৬। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় তাঁর ডানপাশে থাকতে পসন্দ করতাম। তিনি যেন সালাম ফিরাবার পর সর্বপ্রথম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বারাআ (রা) বলেন, একদিন আমি শুনলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রব্বি কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু আও তাজমাউ ইবাদাকা"। অর্থাৎ "হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে বাঁচাও। যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশরের ময়দানে উঠাবে অথবা একত্র করবে" (মুসলিম)।

٨٨٧ - وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيْ بَابِ الضِّحْكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

৮৮৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মহিলারা জামায়াতে নামায আদায় করলে সালাম ফিরাবার সাথে সাথে উঠে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নামাযে শরীক হতেন, যতটুকু সময় আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মঞ্জুর করতেন বসে থাকতেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাঁড়াতেন সব পুরুষগণও দাঁড়িয়ে চলে যেতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মেয়েরা হুজুরের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন। সালাম ফিরাবার সাথে সাথে তারা উঠে নিজ নিজ বাড়ী

চলে যেতেন। যতক্ষণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর মুসাল্লায় বসে থাকতেন পুরুষরা তাঁর সাথে বসে থাকতেন। হুজুর বসা থেকে উঠে যাবার পর তারাও উঠতেন ও নিজ নিজ বাড়ী চলে যেতেন। অর্থাৎ মহিলাদেরকে আগে মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৮৮৮ – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ " رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مُعَاذٌ وَاَنَا اُحِبُّكَ .

৮৮৮। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মোআয! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও সবিনয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পড়তে ভুল করো না ঃ "রব্বি আইন্নি আলা যিকরিকা ও শুকরিকা ওয়া হোসনে ইবাদাতিকা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উত্তমরূপে ইবাদাত করতে সাহায্য করো" (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)। কিন্তু আবু দাউদ, "কালা মুআজুন ওয়া আনা ওহেব্বুকা" বাক্য বর্ণনা করেননি।

৮৮৯ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَّسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِىُّ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .

৮৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার সময় "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, এমনকি

তাঁর চেহারার ডান পাশের উজ্জ্বলতা নজরে পড়তো। আবার তিনি বাম দিকেও আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি বলে মুখ ফিরাতেন, এমনকি তাঁর চেহারার বাম পাশের উজ্জ্বলতা দৃষ্টিতে পড়তো (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)। ইমাম তিরমিযী তাঁর বর্ণনায়, "এমন কি তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা দেখা যেতো" এই বাক্য নকল করেননি। ইবনে মাজাহ এ হাদীস আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٨٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ اِلٰى حُجْرَتِهِ -رواه فى شرح السنة

৮৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের পর অধিকাংশ সময় তাঁর বাম দিকে নিজের হুজরার দিকে মোড় ঘুরতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মূল কথা হলো, হুজুর করীমের হুজরা শরীফের দরযা ছিলো মসজিদের বামে মেহরাবের দিকে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করার পর অধিকাংশ সময় বাম দিকে ফিরতেন ও নিজের হুজরায় চলে যেতেন।

٨٩١ - وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ ·

رواه ابو داؤد وقال عطاء الخراسانى لم يدرك المغيرة ·

৮৯১। হযরত আতা খুরাসানী (র) হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুগীরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যে জায়গায় ফরয নামায পড়েছে সে জায়গায় যেন অন্য নামায না পড়ে, যে পর্যন্ত না স্থান পরিবর্তন করে (আবু দাউদ)। কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, হযরত মুগীরার সাথে আতার সাক্ষাত হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য কোন নামাযই যেন ফরয নামাযের মতো গুরুত্ব না পায় সেজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। তিনি নিজেও ফরয নামায পড়া শেষ করেই একদিকে একটু সরে যেতেন। তেমন কোন অসুবিধা না থাকলে এভাবে একটু সরে অন্যান্য নামায পড়া ইমাম-মুক্তাদি সকলের জন্য মোস্তাহাব।

٨٩٢ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ اَنْ يَنْصَرِفُوْا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ · رواه ابو داؤد ·

৮৯২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতি তাদের উদ্দীপনা যোগাতেন। আর নামায শেষে হুজুরের বাইরে গমনের আগে তাদেরকে বের হতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নামায শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ হতে তাড়াতাড়ি বের না হয়ে ওখানে বসে কিছু দোয়া-কালাম পড়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেছেন। তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্যে হুজুর কোন কথাও বলতে পারেন। এইজন্যও তাড়াতাড়ি বের হতে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٩٣ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ صَلٰوتِه "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّلِسَانًا صَادِقًا وَّاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

رواه النسائي وروى احمد نحوه

৮৯৩। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযে এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাস সাবাতা ফিল আমরে ওয়াল আযিমাতা আলার রুশদে, ওয়া আস্আলুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা, ওয়া আসআলুকা কালবান সালীমান ওয়া লিসানান সাদেকান ওয়া আসআলুকা মিন খায়রি মা তালামু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা তালামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তালামু"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। তোমার নেয়ামাতের শোকর ও তোমার ইবাদাত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্যও আমি তোমার কাছে দোয়া করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্যও আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি যা ভালো বলে জানো। আমি তোমার কাছে ওই সব হতে পানাহ চাই যা তুমি আমার জন্য মন্দ বলে জানো। সর্বশেষ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার সে সকল অপরাধের জন্য যা তুমি জানো" (নাসাঈ, আহমাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এসব দোয়া প্রকৃতপক্ষে উম্মাতের শিক্ষার জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন। তারা যেনো সব সময় এসব দোয়া বিপদে আপদে সমস্যা-সংকুলে পড়ে আল্লাহর সাহায্য চায়।

٨٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ صَلٰوتِهٖ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه النسائي

৮৯৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর বলতেন, "আহসানুল কালামে কালামুল্লাহ ওয়া আহসানুল হাদীয়ে হাদীয়ু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। "আল্লাহর 'কালামই' সর্বোত্তম কালাম। আর রাসূলুল্লাহর হিদায়াতই সর্বোত্তম হিদায়াত" (নাসাঈ)।

٨٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا - رواه الترمذى

৮৯৫। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ভিতর এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে। এরপর ডান দিকে একটু মোড় দিতেন (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের অর্থ হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার সময় কেবলামুখি থেকেই সালাম ফিরাবার কালেমা 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলতেন। এরপর ডান দিকে সামান্য একটু চেহারা ফিরাতেন। দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ফিরিয়ে সালামের বাক্যগুলো বলতেন না অর্থাৎ একবারই সালাম ফিরাতেন।

এই হাদীস অনুসারেই হযরত ইমাম মালিক নামাযে সামনের দিক মুখ রেখে সালাম ফিরাবার পক্ষে মত দিয়েছেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) সকলেই নামাযে দুই দিকে দুই সালামের পক্ষে। কারণ দুইবার দুই দিকে সালাম ফিরাবার অনেক হাদীস রয়েছে। এই হাদীস সম্পর্কে এই তিন ইমামের ব্যাখ্যা হলো; এক সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বলতেন। আর দ্বিতীয় সালাম বলতেন নিম্নস্বরে। তাই হযরত আয়েশা (রা) উচ্চস্বরে সালামটি গণ্য করে এক সালামের উল্লেখ করেছেন।

٨٩٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ - رواه ابو داؤد

৮৯৬। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের উত্তর দিতে, একে অন্যকে ভালোবাসতে ও পরস্পর সালাম বিনিময় করতে হুকুম দিয়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের সালামের জবাব হলো, তিনি সালাম ফিরাবার সময় তার সাথে সাথে মনে মনে সালামের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা। পরস্পর সালাম বিনিময়ের অর্থ হলো, সালাম ফিরাবার সময় ইমাম মুক্তাদীকে সালাম দিচ্ছে আর মুক্তাদিগণ ইমাম সালাম দিচ্ছে এই নিয়াত করা। আর এইভাবে আমল করলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

١٨-بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

১৮-নামাযের পর জিকির-আজকার

এ অধ্যায়ে নামাযের পর যেসব দোয়া ও ওজিফা পড়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত ও বর্ণনা করা হয়েছে। জিকির-আজকার বলতে সাধারণত এসব দোয়া ও ওজিফাকে বুঝায়।

ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায থাকলে মধ্যবর্তী সময়ে বেশী দেরী করা ঠিক নয়। তাই ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে ছোট ছোট তাসবিহ ও দোয়া-জিকির করা যায়। আর ফরযের পর সুন্নাত না থাকলে দীর্ঘ দোয়া ও জিকির করা যেতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযশেষে আল্লাহু আকবার বলা

٨٩٧-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৯৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযশেষে 'আল্লাহু আকবার' বলার ব্যাপারে হাদীসের ব্যাখ্যাদাতাদের বিভিন্ন কথা আছে। কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহু আকবার' বলার অর্থ হলো 'জিকির'। বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর পাকের সময়ে ফরয নামায শেষ করে লোকজন সশব্দে জিকির করতেন। এরপর হযরত

ইবনে আব্বাস আরো বলেন, নামায শেষ হয়েছে, আমরা এই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি থেকেই বুঝতাম। ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনা নকল করার পর ইমাম বুখারী আবার ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনাটিকে নকল করেছেন, যা এখানে উল্লেখ হয়েছে। তাই তাকবীর অর্থ হলো 'জিকির'।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হুজুর (স) উম্মতকে শিখাবার জন্য শব্দ করে তাকবীর বলেছেন। নতুবা অস্পষ্ট জিকির করতেই হুজুর (স) বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা, এমন সত্তাকে ডাকছো না যিনি বধির ও অনুপস্থিত। তিনি তোমাদের খুবই নিকটে"।

কেউ কেউ বলেন, এই জিকির হলো নামাযের পরের 'তাসবিহ'। মূলত নামায শেষ হবার সংকেতই ছিলো উচ্চস্বরে সালাম ফিরানো। ইবনে আব্বাস (রা) বোধ হয় সে সময় ছোট ছিলেন। সব সময় নামাযে আসতেন না অথবা নামাযে পেছনের সারিতে থাকতেন। তিনি সালামের শব্দ শুনতে পেতেন না। তাই তিনি বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার' শব্দ থেকে বুঝতেন যে, নামায শেষ হয়েছে।

٨٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৯৮। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পর শুধু এই দোয়া শেষ করার পরিমাণ সময় বসে থাকতেন, "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম" ("হে আল্লাহ! তুমিই নিরাপত্তার আঁধার। তোমার পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা। তুমি বরকতময় হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত") (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায আছে, সেসব ফরযের পর তিনি এই দোয়া পড়ার পরিমাণ সময় বসতেন। আর যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায নাই সেসব নামাযের পর তিনি পর্যাপ্ত সময় বসতেন। উল্লেখিত দোয়ার সাথে আরো কিছু শব্দও পড়া যেতে পারে। শব্দগুলো সুন্দরও বটে। কিন্তু এসব শব্দ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শব্দগুলো হলো, "ওয়া ইলাইকা ইয়ারজেউস সালাম, ফাহাইয়্যেনা রব্বানা বিস-সালাম। ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা-দারাস সালাম"।

٨٩٩- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৯৯। হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তারপর এই দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম। ওয়া মিনকাস সালাম। তাবারাকতা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকরাম" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হতে সালাম ফিরাবার পর তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়তেন। এরপর উল্লেখিত দোয়া পড়তেন।

٩٠٠- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -متفق عليه

৯০০। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে এই দোয়া পড়তেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা। ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা। ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু ("আল্লাহ! ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সব প্রশংসাও তাঁর জন্য। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান করো, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না। আর যাকে তুমি দান করা বন্ধ করো, তাকে কেউ দিতে পারে না। সম্পদশালীর সম্পদ, তাকে তোমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না") (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত এই দোয়াসহ অন্যান্য সব দোয়া ও জিকির হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে পড়তেন। আলেমগণ লিখেন, নবী করিম (স) কখনো কখনো নামাযের সালাম ফিরিয়ে কোন কিছু না পড়েই উঠে চলে যেতেন। আবার কোন সময় এসব দোয়া পড়তেন।

যেহেতু হাদীসে নামাযের সময় পড়ার বিভিন্ন দোয়া প্রমাণিত, তাই কোন কোন আলেম এভাবে দোয়াগুলো পড়ার ক্রম বিন্যাস করেছেন। প্রথমতঃ আসতাগফিরুল্লাহ পড়বে। এরপর পড়বে, 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম শেষ পর্যন্ত। এরপর পড়বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু... শেষ পর্যন্ত। এছাড়াও আরো অনেক দোয়া রাসূল (স) পড়তেন।

'নামাযের পরে' বলে ফরয নামায শেষ হবার সাথে সাথেই পড়তে হবে এমন অর্থ করা ঠিক নয়। সুন্নাত বা নফল নামাযের পরও যদি এসব দোয়া পড়া হয় বা হলেও তা 'নামাযের পরেই' পড়া হলো বলে গণ্য হবে।

٩٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْاَعْلٰى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের সালাম ফিরাবার পর উচ্চস্বরে বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। লাহুন নে'মাতু, ওয়ালাহুল ফাদলু, ওয়ালাহুস সানাউল হোসনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসিনা লাহুদ্দীন। ওয়ালাও কারিহাল কাফেরুন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মাতের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এই দোয়াগুলো উচ্চস্বরে পড়তেন বলে বিজ্ঞ আলেমগণ বলে থাকেন। এসব দোয়া আমাদের মতো সাধারণ লোকদের জন্য মনে মনে বা অনুচ্চ শব্দে পড়াই উত্তম বলে ইমাম নববী (র) মত প্রকাশ করেছেন। তবে কাউকে কোন দোয়া শিখানো উদ্দেশ্য হলে তা ভিন্ন কথা।

নামাযের পর যেসব জিনিস হতে নাজাত চাওয়া উচিৎ

٩٠٢- وَعَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯০২। হযরত সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদেরকে দোয়ার এসব শব্দগুচ্ছ শিক্ষা দিতেন ও বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এই শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল জুবনে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়া আউজু বিকা মিন আরজালিল উমুরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল কাবরি" (হে আল্লাহ! আমি ভিরুতা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। কৃপণতা হতে তোমার কাছে পানাহ

চাই। নিকৃষ্টতম বয়স হতে তোমার কাছে নাজাত চাই। দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'জুবন' শব্দ দ্বারা কাপুরুষতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে যেনো দুর্বলতা বা কাপুরুষতা প্রকাশ না পায়। কৃপণতা বলতে ধন-সম্পদ খরচ না করা, জ্ঞান দান না করা, কারো শুভ কামনা না করা ইত্যাদি ভালো কাজ না করাকে বুঝানো হয়েছে। 'আরজালিল উমুর' বা 'নিকৃষ্টতম জীবন' বলতে বুঝানো হয়েছে জীবনের এমন এক স্তরে পৌঁছা, যখন বুদ্ধি-জ্ঞান আর কাজ করে না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ক্ষমতা হ্রাস পায়। চলৎশক্তি রহিত হয়ে অক্ষম হয়ে যায়। ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে না, দুনিয়ায় কোন কাজের আর যোগ্য থাকে না। এমন জীবন থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া দরকার। এমন অসহায় জীবন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

٩٠٣ - وعن ابي هريرة قال ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وليس قول ابي صالح الى اخره الا عند مسلم وفي البخاري تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا بدل ثلاثا وثلاثين .

৯০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজের হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধন-সম্পদশালী লোকজন মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি বললেন, এটা কিভাবে? তারা আরয করলেন, তারা

আমাদের মতই নামায পড়ে, রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান-সদকা করে। আমরা তা করতে পারি না। তারা গোলাম আযাদ করে, আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে এবং তোমাদের পাশ্চাৎবর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে, কেউ তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হতে পারবে না, তারা ছাড়া যারা তোমাদের অনুরূপ আমল করবে। গরীব লোকরা আরয করলেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর 'সোবহানাল্লাহ', আল্লাহু আকবার' আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশবার করে পড়বে।

রাবী আবু সালেহ বলেন, পরে সেই গরীব মুহাজিরগণ হুজুরের খিদমতে ফিরে এসে আরয করলেন, আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলের কথা শুনে তারাও অনুরূপ আমল করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। আবু সালেহর কথা শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশ বারের জায়গায় প্রত্যেক নামাযের পর দশবার করে 'সোবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' পড়ার কথা উল্লেখ আছে।

٩٠٤- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْفَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯০৪। হযরত কাআব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়ার মতো কিছু কলেমা আছে যেগুলো পাঠকারী বা আমলকারী নিরাশ হয় না। সেই কলেমাগুলো হলো ঃ সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, 'আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশবার ও 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশবার করে পড়া (মুসলিম)।

٩٠٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ تِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِأَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯০৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার; আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার পড়বে, যার মোট সংখ্যা হবে নিরানব্বই বার, এক শত করার জন্য একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর" পড়বে, তাহলে তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদি তা সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় অসংখ্যও হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন বর্ণনায় "ওয়ালাহুল হামদু"-এর পর "ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিতু" এবং কোন কোন বর্ণনায় "বিইয়াদিহিল খাইরু" শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত তাসবিহসমূহ নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সংখ্যায় পড়তেন। তাই এই হাদীসে উল্লেখিত তাসবিহর কলেমাগুলো যে কোন সংখ্যায় পড়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া কবুলের সময়

٩٠٦ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوٰتِ الْمَكْتُوْبَاتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

৯০৬। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া (আল্লাহর কাছে) বেশী গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন, মধ্য রাতের শেষাংশের (দোয়া) এবং ফরয নামাযের পরের (দোয়া) (তিরমিযী)।

প্রত্যেক নামাযের পরে মুয়াব্বিজাত পড়ার হুকুম

٩٠٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوٰتِ الْكَبِيْرِ .

৯০৭। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস ও কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক পড়ার হুকুম দিয়েছেন" (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

٩٠٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ

قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَلاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯০৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের চারজন বংশধরকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যারা আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, চারজনকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় (আবু দাউদ)।

٩٠٩ -وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

৯০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়লো, অতঃপর বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করলো, তারপর দুই রাকআত নামায পড়লো, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার সমতুল্য সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন, পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার সওয়াব (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো মসজিদে দুই রাকআত ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর যে ব্যক্তি ওই মুসাল্লাতে বসে বসে আল্লাহ্র ধ্যান করবে, এরপর সূর্য উঠার পর দুই রাকয়াত নফল নামায পড়বে সে পূর্ণ 'হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার' সওয়াব পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি জিকির অবস্থায় তাওয়াফ করার জন্য অথবা জ্ঞানের সন্ধানে অথবা মসজিদেই ওয়াজের মজলিসে যাওয়ার জন্য মুসাল্লা হতে উঠে অথবা কোন ব্যক্তি ওখান থেকে উঠে বাড়ীতে চলে আসে, কিন্তু আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকে তাহলে সেও এই সওয়াব পাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই নামাযের মধ্যে বিরতি দেয়া উচিৎ

٩١٠-وَعَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اِمَامٌ لَنَا يُكْنٰى اَبَا رِمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْمَانِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى رَاَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اِلٰى رِمْثَةَ يَعْنِى نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَاِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلٰوتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯১০। হযরত আযরাক ইবনে ক'য়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্যদের ইমাম, যার ডাকনাম ছিলো আবু রেমসা (রা), আমাদের নামায পড়ালেন। নামাযের পর তিনি বললেন, আমি এই নামায অথবা এই নামাযের অনুরূপ নামায হুজুর (স)-এর সাথে পড়েছি। হযরত আবু রেমসা বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) প্রথম সারিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানদিকে দাঁড়ান। এক ব্যক্তি পেছন থেকে এসে নামাযে প্রথম তাকবীরে শরীক হলো। হুজুর (স) নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, এমনকি আমরা তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি ঘুরে বসলেন যেভাবে রেমসা ঘুরে বসেছেন। যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরে শরীক ছিলো, সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলো। হযরত ওমর তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার দুই কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন, বসে যাও। কারণ আহলে কিতাবরা এইজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা দুই নামাযের মধ্যে কোন বিরতি দিতো না। হযরত ওমরের এই কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সত্য পথে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন (আবু দাঊদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আবু রিমসা (রা) 'এই নামায' বলে জুহর অথবা আসরের নামায বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি পেছন থেকে প্রথম তাকবীরে এসে শরীক হয়েছে, যে পুরা নামায পেয়েছে। সে বাকী নামায পড়ার জন্য উঠে দাড়ায়নি, বরং সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল।

দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ হলো এক নিয়াতে নামায শেষ করার পর আবার নতুন করে নামাযের নিয়াত করার মধ্যে কিছু সময় বিরতি হয়। জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে, আগে বেড়ে অথবা পিছে হটেও এই বিরতির কথা আবু হোরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

নামাযের পরের তাসবিহ

৯১১- وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ أُمِرْنَا اَنْ نُسَبِّحَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ فَأُتِىَ رَجُلٌ فِى الْمَنَامِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقِيْلَ لَهُ اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُسَبِّحُوْا فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْاَنْصَارِىُّ فِى مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْعَلُوْا رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ.

৯১১। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে, আমরা যেনো প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়ি। একজন আনসারী এক ফেরেশতাকে স্বপ্নে দেখেছেন। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে এতো এতো বার তাসবিহ পড়ার হুকুম দিয়েছেন? আনসারী ঘুমের মধ্যে বললো, হাঁ। ফেরেশতা বললেন, এই তিনটি কলেমাকে পঁচিশবার করে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবে। আর এর সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিও। ভোরে ওই আনসারী হুজুরের খিদমাতে হাজির হয়ে তার স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই করো (আহমদ, নাসাই, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, 'এভাবে আমল করবে' অর্থ তোমাদেরকে যেভাবে তাসবিহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে ওইভাবে পড়বে। আর

যেভাবে ফেরেশতা স্বপ্নে বলেছেন সেভাবেও পড়তে পারো। স্বপ্নের বিবরণ হুজুর (স) অনুমোদন করেছেন। কারণ স্বপ্ন কোনো দলীল নয়।

আয়াতুল কুর্সির মর্যাদা

٩١٢-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَعْوَادِ هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَاءَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَاَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ اٰمَنَهُ اللّٰهُ عَلٰى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَاَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ - رواه البيهقى فى شعب الْاِيْمَانِ وَقَالَ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

৯১২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঠের এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুর্সি পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শুইতে যাবার সময় আয়াতুল কুর্সি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঘর, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর এবং তার চারিপাশের ঘর-বাড়ীর নিরাপত্তা বিধান করবেন। এই হাদীসটি বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান কিতাবে নকল করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা ঃ 'মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না' অর্থ হলো বান্দাহ ও জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই একটি অন্তরায়। একদিকে জীবন, আর একদিকে জান্নাত। যখন এই অন্তরায় মৃত্যু উঠে যাবে অর্থাৎ বান্দাহর মৃত্যু ঘটবে তখনই সে জান্নাতে চলে যাবে।

٩١٣-وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ غَنَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِىْ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّاٰتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ اِلاَّ الشِّرْكَ وَكَانَ مِنْ اَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً اِلاَّ رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُوْلُ اَفْضَلَ مِمَّا قَالَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوٰى

التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ اَبِي ذَرٍّ اِلَى قَوْلِهِ الاَّ الشِّرْكُ وَلَمْ يَذْكُرْصَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৯১৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর জায়গা হতে উঠার ও পা মুড়িয়ে বসার আগে এই দোয়া পড়ে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু বিয়াদিহিল খায়রু, ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লী শাইয়ীন কাদির" তাহলে প্রতিবারের বদলায় তার জন্য দশ নেকী লিখা হবে। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর এই দোয়া তাকে খারাপ কাজ ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখার কারণ হবে। শিরক ছাড়া কোন গুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমলের দিক দিয়ে এই ব্যক্তি হবে অন্য মানুষের চেয়ে উত্তম, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়েও উত্তম আমল করবে (আহমাদ)। এই বর্ণনাটি ইমাম তিরমিজীও আবু যার (রা)-র সূত্রে ইল্লাশ শিরকা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় 'সালাতুল মাগরীব' ও 'বিয়াদিহীল খাইর' শব্দ বর্ণিত হয়নি। তিনি বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٩١٤-وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيْرَةٍ وَاَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَاَيْنَا بَعْثًا اَسْرَعَ رَجْعَةً وَلاَ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى قَوْمٍ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً وَاَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمًا شَهِدُوْا صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاُوْلٰئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاَفْضَلُ غَنِيْمَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ اَبِيْ حُمَيْدٍ الرَّاوِي هُوَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ.

৯১৪। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী নাজদে পাঠালেন। তারা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর গণিমাতের মাল নিয়ে মদীনায় ফেরত এলেন। আমাদের মধ্যে এক লোক যে ওই বাহিনীর সাথে যায়নি, সে বললো, আমরা এই বাহিনীর মতো এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন বাহিনীকে এতো গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের খবর দেবো না যারা গনিমাতের মাল ও দ্রুত ফিরে আসার ব্যাপারে এদের চেয়েও উত্তম? তারা

হলো, যারা ফজরের নামাযে হাজির হয়েছে, এরপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র জিকির করেছে। এরাই হলো সেই লোক যারা দ্রুত ফিরে আসা ও গনিমাতের মাল আনার লোকদের চেয়েও বেশী অগ্রসর (তিরমিযী)। তিরমিযী বলেন, হাদিসটি গরীব। আর এর একজন বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ হাদীস শাস্ত্রে যয়ীফ।

١٩-بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلٰوةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ

১৯-নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয নয় ও যেসব কাজ জায়েয।

٩١٥- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ مَارَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَابَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاكَهَرَنِيْ وَلَا ضَرَبَنِيْ وَلَا شَتَمَنِيْ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ أَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ هٰكَذَا وَجَدْتُ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصَحَّحَ فِيْ جَامِعِ الْأُصُوْلِ بِلَفْظَةِ كَذَا فَوْقَ لٰكِنِّيْ.

৯১৫। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। নামাযীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁছি দিলো। আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বললাম। ফলে লোকেরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। আমি বললাম, তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছো? লোকেরা আমাকে থামানোর জন্য তাদের নিজ নিজ রানের উপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। আমি যখন

দেখলাম তারা আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) নামায শেষ করলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো উত্তম শিক্ষক আমি তাঁর আগেও দেখিনি, তাঁর পরেও দেখিনি। তিনি আমাকে না শাসালেন, না মারলেন, না বকলেন। তিনি শুধু বললেন, এই নামাযে মানবীয় কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হলো 'তাসবিহ', 'তাকবীর' ও কুরআন পড়ার সমষ্টি। অথবা হুজুর (স) অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কেবল জাহিলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ আমাকে ইসলামের নেয়ামাত গ্রহণ করার মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের মধ্যে বহু লোক গণকের কাছে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের কাছে যাবে না। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের অনেক লোক শুভাশুভ লক্ষণ মানে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন একটা জিনিস যা তারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেখা টেনে (ভবিষ্যদ্বাণী করে)। হুজুর (স) বললেন, নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন। অতএব কারো রেখা টানা এই নবীর রোখা টানার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে ঠিক আছে (মুসলিম)।

মিশকাত সংকলক বলেছেন, তিনি হাদীসের শব্দ "ওয়ালাকিন্নী সাকাতুত"-কে সহিহ মুসলিম ও কিতাবে হুমাইদীতে এভাবে দেখেছেন। তবে সাহেবে জামেউল উসূল শব্দ লাকিন্নী-এর উপর কাযা শব্দ লিখে এর বিশুদ্ধতার দিকে ইশারা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ নামাযে হাঁচি দেওয়াতে হযরত মুআবিয়া (রা) উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেছিলেন। নামাযে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুআবিয়া নওমুসলিম ছিলেন, মাসআলা জানতেন না।

٩١٦-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَے النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা নাজ্জাশী বাদশাহর কাছ থেকে ফিরে আসার পর হুজুরকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না।

আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে নামাযে সালাম করতাম, আপনি সালামের জবাব দিতেন। হুজুর (স) বললেন, নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত 'নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে' একথা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, নামাযে কুরআন তিলাওয়াত, অন্যান্য তাসবিহাত, দোয়া মুনাজাত পড়াই গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ। এই অবস্থায় অন্য কোন লোকের সাথে সালাম-কালাম করার সুযোগ নেই। তাই বুঝা গেলো নামাযরত অবস্থায় কাউকে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া নিষিদ্ধ। এর দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৯১৭- وَعَنْ مُعَيْقِيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১৭। হযরত মুআইকিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে নামাযে সিজদার জায়গার মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি মাটি সমান করার প্রয়োজন হয় তবে মাত্র একবার তা করবে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সিজদা করতে অসুবিধা হলে সিজদা করার জন্য শুধু একবার মাটি ঠিক করে নিতে অথবা কংকর সরিয়ে নিতে পারবে।

৯১৮- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমর বা কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কোমরে বা কাঁধে হাত রাখাকে সামাজিকভাবেও খারাপ চোখে দেখা হয়ে থাকে। এভাবে দাঁড়ানো দুনিয়াতেও হতভাগ্য লোকদের অভ্যাস। আর পরকালে জাহান্নামবাসীদের হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় পরিশ্রান্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকার কথা অন্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এক বর্ণনায় আছে, যে সময় শয়তান মারদুদকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় ও তাকে অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয় সে সময়ও সে এভাবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই হুজুর (স) এভাবে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

৯১৯- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَئَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ

فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এটা ছিনিয়ে নেয়া। শয়তান বান্দার নামায থেকে ছোঁ মেরে নেয় (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযে এদিক ওদিক তাকানো তো নামাযের প্রতি মনোযোগ ও মনোনিবেশ না থাকার লক্ষণ। শয়তান নামাযীর মনকে অন্যদিকে ছিনিয়ে নেয়। এতে নামাযের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকানো অর্থ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখা। যদি ঘাড় ঘুরাতে গিয়ে সিনাও ঘুরিয়ে দেখে এবং মুখ কেবলার দিক হতে ফিরে যায় তাহলে তো তার নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে।

٩٢٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯২০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা যেনো নামাযে দোয়া করার সময় দৃষ্টিকে আসমানের দিকে না উঠায়। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়া হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযে দোয়া করার সময় আসমানের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ আসমানের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলে বুঝা যায় আল্লাহ আসমানেই এক জায়গায় নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। অথচ তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

নামায ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দোয়ার সময় আসমানের দিকে তাকানোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তখনো আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ। কেউ বলেন জায়েয, তবে না উঠানো ভালো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে তাকাতেন। যখন "অল্লাযীনাহুম ফী সালাতিহিম খাশিউন" আয়াত নাজিল হলো তখন থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দোয়া করতে থাকেন।

٩٢١- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِه فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২১। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনকে নামায পড়াতে দেখেছি। তাঁর নাতনি উমামা বিনতে আবুল আস তখন তাঁর কাঁধে ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূতে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তাকে আবার কাঁধে বসিয়ে নিতেন (বুখারী- মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আবুল আস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা, হুজুরের কন্যা হযরত যায়নাবের স্বামী। তাদের কন্যা সন্তানের নাম ছিলো উমামা। উমামাকে কাঁধে উঠানো-নামানো হুজুরের আমলে কাসির ছিলো না। উমামা ছিলেন হুজুরের বড় আদরের নাতনী। হুজুর নামায পড়তে শুরু করলে ছোট্ট উমামা হুজুরের কাঁধে চড়ে বসতো। হুজুর রুকূ-সিজদা হতে উঠার সময় তিনি নেমে যেতেন। যেনো পড়ে না যায় এইজন্য হুজুর হাতে একটু ধরে রাখতেন। এটা হুজুরের স্নেহপ্রবণ মনের পরিচয়।

٩٢٢-وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَا فَاِنَّمَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নামাযে তোমাদের কারো হাঁচি আসলে যথাশক্তি তা রুখে রাখবে। কারণ (হাঁচি দেবার সময়) শয়তান (মুখে) ঢুকে যায় (মুসলিম)। বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে একটি বর্ণনা আছে, তোমাদের কারো নামাযে 'হাঁচি' আসলে যথাসম্ভব তা রুখে রাখবে এবং 'হা' শব্দ করবে না (যা হাঁছির সময় মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে)। কারণ এটা শয়তানের কাজ। আর শয়তান হাঁচি দেখে হাসে।

ব্যাখ্যা ঃ হাঁচি প্রকৃতপক্ষে অলসতা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটিকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। হাঁচি দেবার সময় হা করে মুখ খুললে শয়তান মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে। অর্থাৎ নামাযীকে নামায থেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে ইবাদতে অবসাদ সৃষ্টি হয়। এটিই শয়তানের লক্ষ্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসম্ভব নামাযে হাঁচি আসলে তা বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করতে বলেছেন।

٩٢٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاَتِىْ فَاَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ

فَاَخَذْتُ فَارَدْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ عَلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গত রাতে জিনদের একটি 'দেও' আমার কাছে ছুটে এসেছে, আমার নামাযে ত্রুটি ঘটাবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর আমাকে বিজয়ী করেছেন। আমি তাকে ধরে ফেলেছি। আমি চাইলাম মসজিদে নববীর কোন একটি খাম্বার সাথে একে বেঁধে ফেলতে, যেনো তোমরা সকলে একে দেখতে পাও। এ সময় আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের এই দোয়াটি আমার মনে পড়লো, "রব্বি হাবলী মুলকান লা ইয়াম্বাগী লিআহাদীম মিন বা'দী" (হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাদশাহী দান করো, যা আমার পর আর কারো পক্ষে সমীচীন হবে না)। তারপর আমি একে লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিয়েছি (বুখারী- মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে সমস্ত জিনকে দীপমালায় বন্দী করে রেখেছিলেন। এখান থেকে একটি শয়তান জিন ছুটে এসে হুজুরের নামাযে বিচ্যুতি সৃষ্টি করতে চাইলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে ধরে ফেললেন। তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ হুজুরকে রক্ষা করেছেন। হুজুর এই শয়তান জিনটাকে মসজিদে নববীর খাম্বার সাথে বেঁধে লোকদেরকে দেখাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ) জিনকে বন্দী করার কাজটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। হযরত সুলায়মানের এই দোয়ার কথা মনে পড়াতে হুজুর এই শয়তান জিনটিকে তাঁর সম্মানার্থে আর বাঁধলেন না। শয়তানটাকে লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিলেন।

٩٢٤- وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ اَبِىْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّابَهُ شَيْئٌ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৪। হযরত সাহল ইবনে আবু সা'আদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নামাযে কোন শব্দ কানে আসে সে যেনো 'সুবহানাল্লাহ' পড়ে নেয়। আর 'তালি' দেয়া মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এক বর্ণনায় আছে, হুজুর (স) বলেছেন, 'তাসবিহ হলো পুরুষদের জন্য, আর তালি বাজানো হলো নারীদের জন্য (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কেউ ঘরে একাকী নামায পড়লে আর এই ঘরে আর কেউ না থাকলে এই সময় যদি বাইরে থেকে কেউ এসে দরজায় করাঘাত করে বা অন্য কোনভাবে শব্দ করে তাহলে নামাযী 'সুবহানাল্লাহ' শব্দ করে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। আর নামাযী নারী হলে মুখে কোন আওয়াজ দিবে না, বরং হাত দিয়ে 'তালি' বাজিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। ঘরে আর কেউ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٩٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ نَاْتِىَ اَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ اَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ اَلاَّ تَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ وَقَالَ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذَالِكَ شَاْنَكَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ .

৯২৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবশা যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম। হুজুর (স)-ও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন হাবশা হতে ফিরে (মদীনায়) আসি তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর যে হুকুম চান জারী করেন। আল্লাহ এখন নামাযে কথাবার্তা না বলার হুকুম জারী করেছেন। এরপর হুজুর (স) তাদের সালামের জবাব দেন এবং বলেন, নামায শুধু কুরআন পড়া ও আল্লাহর জিকির করার জন্য। অতএব তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এই অবস্থায়ই থাকবে (আবু দাউদ)।

٩٢٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ نَحْوَهُ وَعِوَضَ بِلاَلٍ صُهَيْبٌ.

৯২৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকলে কেউ তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর কিভাবে দিতেন। হযরত বেলাল উত্তরে বললেন,

তিনি হাত দিয়ে (সালামের জবাবে) ইশারা করতেন (তিরমিযী)। নাসাঈর বর্ণনাও অনুরূপ। তবে তাতে ইবনে ওমরের স্থলে সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ হয়েছে।

৯২৭-وَعَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ اَبْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

৯২৭। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে আমার হাঁচি আসলো। আমি কলেমায়ে হামদ অর্থাৎ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহে মুবারাকান আলাইহি কামা ইয়ুহেব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা" পড়লাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে বললেন, নামাযের মধ্যে কথা বললো কে? কেউ কোন কথা বললো না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কোন কথা বললো না। তৃতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবার রিফাআ (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি। নবী (স) বললেন, ওই জাতে পাকের শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! ত্রিশের অধিক ফেরেশতা এই কলেমায়ে হামদগুলো কার আগে কে নিয়ে যাবে এ নিয়ে তাড়াহুড়া করছে (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে মালিক বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো নামাযে হাঁচি দিলে আলহামদু বলা জায়েয। তবে মনে মনে বলাই উত্তম অথবা চুপ থাকতে হবে।

হাই তোলা হলো শয়তানের প্রভাব

৯২৮- وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّثَاءُبُ فِى الصَّلٰوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَةَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ .

৯২৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসা হলো শয়তানের কাজ। অতএব নামাযে তোমাদের কারো হাই আসলে তা যথাশক্তি রুখে রাখার চেষ্টা করবে (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযীর আর এক বর্ণনা ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসলে নিজের হাত মুখের উপর রাখবে।

ব্যাখ্যা ঃ আগেও একবার বলা হয়েছে যে, 'হাই' আসে শয়তানের প্রভাবে। 'হাই' ইবাদাত-বন্দেগীতে অবহেলা-অলসতা, বিস্বাদ ও ঘুম আমদানী করে। আর এতে শয়তান বড্ড খুশী হয়। এইজন্য হাইকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নামাযে হাই থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

٩٢٩- وَعَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاِنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ .

৯২৯। হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ওজু করবে ভালোভাবে ওজু করবে। তারপর নামাযের নিয়াত করে মসজিদে যাবে। তখন এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মটকাবে না। কারণ সে নামাযে আছে (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ একজন নামাযী ওজু করার পর থেকেই যেনো নামাযের কাজে রত হয়ে গেলো। কাজেই ওজু করার পর নামাযের দিকে মনোযোগী হয়ে একজন বিনীত মানুষের মতো আদবের সাথে মসজিদের দিকে যাবে।

নামাযে এদিক ওদিক তাকালে সওয়াব হ্রাস পায়

٩٣٠- وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ .

৯৩০। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দাহ নামাযে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক তাকায়। সে এদিক-সেদিক তাকালে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)।

নামাযে সিজদার জায়গার তাকানো

٩٣١- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِ الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ الْجَزَرِيُّ .

৯৩১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) আমাকে বললেন, হে আনাস! নামাযে তুমি তোমার দৃষ্টি ওখানে রাখবে যেখানে তুমি সিজদা করবে। এই হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী 'সুনানে কাবীরে হযরত আনাস (রা) হতে হাসান (র)-র সূত্রে নকল করেছেন, যাকে জাযারী হাদীসে মারফু বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, নামাযে দৃষ্টি রাখতে হবে সিজদার জায়গায়। ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসের উপর আমল করেন। আল্লামা তীবী বলেন, নামাযে কিয়াম অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকূতে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে, সিজদার মধ্যে নাকের দিকে, আর বসা অবস্থায় হাঁটুর দিকে দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবেরও এই মত। শুধু তারা একটু বাড়িয়ে বলেন যে, সালাম ফিরাবার সময় দৃষ্টি রাখবে কাঁধের দিকে। কোন কোন আলেম বলেন, হারাম শরীফে নামায পড়ার সময় নজর রাখবে খানায়ে কাবার দিকে।

٩٣٢-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৯৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আমার বেটা! নামাযে এদিক ওদিক দেখা হতে বেঁচে থাকবে। কারণ নামাযে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক ওদিক তাকানো ধ্বংস হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি দেখা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে নফল নামাযে দেখতে পারো, কিন্তু ফরয নামাযে কখনো নয় (তিরমিযী)।

٩٣٣-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَلْحَظُ فِي الصَّلٰوةِ يَمِيْنَاهُ شِمَالاً وَيَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

৯৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের মধ্যে বাঁকা চোখে ডান দিকে বাম দিকে দেখতেন, কিন্তু পেছনের দিকে কখনো ঘাড় ফিরাতেন না (তিরমিযী ও নাসাঈ)।

٩٣٤- وَعَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاءُبُ فِي الصَّلٰوةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৯৩৪। হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে ও তার দাদা হতে, যিনি এই হাদীসটিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়েছেন, নকল করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের মধ্যে হাঁচি আসা, ঘুম আসা, হাই আসা, মাসিক হওয়া, বমী হওয়া, নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে না। পরের তিনটি জিনিসে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

٩٣٥- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِيْ يَبْكِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرُّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الْاُوْلٰى وَاَبُوْ دَاوُدَ الثَّانِيَةَ .

৯৩৫। হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর নিজের পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি সে সময় নামায পড়ছিলেন। তাঁর ভিতর থেকে ডেগের পানির জোশের মতো শব্দ বের হয়ে আসছিলো। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখছি। সে সময় তাঁর সিনা হতে চাক্কার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো নামাযে কাঁদলে নামায ভঙ্গ হয় না। 'হিদায়া' নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থে আছে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযে বেশীও কাঁদে ও জাহান্নামের বা আযাবের কথা মনে করে প্রভাবিত হয়ে আহ্ উহ্ শব্দ করে তাহলে তার নামায় বাতিল হবে না। তবে কেউ যদি শারীরিক কোন অসুখ-বিসুখ বা ব্যাথায় আহ্ উহ্ করে সশব্দে কেঁদে উঠে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

٩٣٦- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَمْسَحُ الْحَصَا فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِى وَابْنُ مَاجَةَ .

৯৩৬। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে সে যেনো হাত দিয়ে কংকর না সরায়। কেননা রহমত তার সামনে থাকে (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ 'রহমত তার সামনে থাকে' অর্থ হলো একজন নামাযী যখন দুনিয়া বিমুখ হয়ে নিজের পরওয়ারদিগারের প্রতি একমুখী হয়ে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার সামনে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তাই পবিত্র রহমত বর্ষণের সময় কংকর বা এই ধরনের কোন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা নামাযীর শোভা পায় না। এতে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবার আশংকা থাকে।

সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ফুঁ না দেয়া

٩٣٧- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَاَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا لَنَا يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

৯৩৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'আফলাহ' নামক গোলামকে দেখলেন যে, সে যখন সিজদায় যায় (তখন সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য) ফুঁ দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আফলাহ! নিজের মুখে মাটি লাগতে দাও (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো ফুঁ দিয়ে সিজদার জায়গা পরিষ্কার না করাই উত্তম। মুখে মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ালে অসহায় বিনয় ভাব প্রকাশ পায়, এতে আল্লাহ বান্দাহর উপর খুশী হন। সওয়াব বেশী হয় এতে।

٩٣٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِخْتِصَارُ فِي الصَّلٰوةِ رَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

৯৩৮। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযে কোমরে হাত রেখে (দাঁড়ানো) জাহান্নামীদের বিশ্রাম নেবার ধরন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই অধ্যায়ের ৯১৮ নং হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাশরের ময়দানে জাহান্নামীরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু আরামের জন্য তারা এভাবে থাকবে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

٩٣٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ .

৯৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত অবস্থায়ও দুই 'কালোকে' অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুকে মেরে ফেলবে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ অর্থের দিক দিয়ে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে মালেক (র) বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিচ্ছু সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক বা দুই আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে। এর চেয়ে বেশী আঘাত করাতে নামাযে 'আমলে কাসীর' হয়ে যাবে। এতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

আবার কেউ বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিচ্ছু মারার জন্য এক কদম কি দুই কদম চলতে পারবে। এর বেশী অগ্রসর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা 'আমলে কাসীর' গণ্য হবে।

মূল কথা হলো বিষধর সাপ-বিচ্ছু নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক কদম বা দুই কদম অথবা এক আঘাত বা দুই আঘাতে একে মেরে ফেলতে পারলে ভালো কথা। এর দ্বারা তার নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু এতে না পারলে আরো বেশী এগিয়ে বা আরো বেশী আঘাত দিয়ে হলেও সাপ বা বিচ্ছু মেরে ফেলতে হবে, যদিও এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

٩٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৯৪০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়ার সময় দরজা বন্ধ থাকতো। আমি ঘরে আসলে দরজা খোলতে বলতাম। তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার মুসাল্লায় চলে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, দরজা ছিলো কেবলার দিকে (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ দরজা কিবলার দিকে থাকার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন। তাঁর চেহারা মুবারক সামনের দিকেই থাকতো। কেবলা রুখের পরিবর্তন হতো না। পেছন পায়ে আবার নামাযের মুসাল্লায় চলে আসতেন।

নামাযরত অবস্থায় উজু ছুটে গেলে

٩٤١-وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ .

৯৪১। হযরত তালক বিন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো যখন বিনা শব্দে বাতাস বের হয় সে যেনো ফিরে গিয়ে ওজু করে আসে ও নামায আবার পড়ে নেয়। (আবু দাউদ)। এই বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিযীও কিছু কমবেশী সহকারে নকল করেছেন।

٩٤٢- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

৯৪২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নামাযে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যেনো তার নাক চেপে ধরে নামায ছেড়ে চলে আসে (আবু দাউদ)।

٩٤٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِى اٰخِرِ صَلَاتِه قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلٰوتُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوْا فِى اِسْنَادِه .

৯৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি শেষ বৈঠকের শেষের দিকে সালাম ফিরাবার পূর্বে উজু ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে (তিরমিযী)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি যয়ীফ, যার সনদে দুর্বলতা আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٩٤٤-عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَاَوْمَاَ اِلَيْهِمْ اَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً .

৯৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। তাকবীর বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে ফিরে (সাহাবাদেরকে) ইশারা করে বললেন, তোমরা যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি গোসল করলেন। এরপর ফিরে আসলেন। তখন তার চুল থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অপবিত্র ছিলাম। গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম (আহমাদ)।

٩٤٥- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ .

৯৪৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুষ্টি কংকর হাতে নিতাম আমার হাতের তালুতে ঠাণ্ডা করার জন্য। প্রখর গরম থেকে বাঁচার জন্য এই কংকরগুলোকে সিজদার জায়গায় রাখতাম (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

٩٤٦-وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلاَثًا بَسَطَ يَدَهُ كَاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَرَاَيْنَاكَ بَسَطْتَّ يَدَكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِى وَجْهِىْ فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَاْخِرْ ثُمَّ اَرَدْتُّ اَنْ اٰخُذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪৬। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে নামাযে "আউজু বিল্লাহে মিনকা" পড়তে শুনলাম। এরপর তিনি তিনবার বললেন, "আমি তোমার উপর অভিসম্পাত করছি, আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত দ্বারা"। এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কোন জিনিস ধরছেন। নামায শেষ হবার পর আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ আমরা আপনাকে নামাযে এমন কথা বলতে শুনলাম যা এর আগে আর কখনো বলতে শুনিনি। আর আজ আমরা আপনাকে হাত বাড়াতেও দেখেছি। উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলিস আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য আগুনের কুণ্ডলী হাতে করে এসেছিলো। তখন আমি তিনবার বলেছিলাম, আউজু বিল্লাহে মিনকা (আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার শত্রুতা হতে আশ্রয় চাই)। এরপর আমি বলেছি, আমি তোমার উপর আল্লাহ্‌র লানত বর্ষণ করছি, আল্লাহর পরিপূর্ণ লানত। এতে সে হটে যায়নি। তারপর আমি আমার হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের দোয়া না থাকতো তাহলে সে মসজিদের খাম্বায় সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকতো। আর মদীনায় শিশুরা একে নিয়ে খেলতো (মুসলিম)।

٩٤٧- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمَ

عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَمًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اِذَا سُلِّمَ عَلٰى اَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلاَ يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِه رَوَاهُ مَالِكٌ.

৯৪৭। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক লোকের কাছে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে সালাম দিলেন। সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সালামের জবাব দিলো শব্দ করে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাউকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলে তার জবাব শব্দ করে নয়, বরং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করবে (মালিক)

٢٠- بَابُ السَّهْوِ

২০-সাহু সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٩٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৪৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে তার কাছে শয়তান এসে অবস্থান করে। সে তাকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়, এতে সে মনে রাখতে পারে না কতো রাকায়াত নামায সে পড়েছে। তাই তোমাদের কেউ এই অবস্থায় পড়লে সে যেনো (শেষ বৈঠকে) বসে দু'টি সিজদা করে (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে অবস্থায় সিজদার কথা বলা হয়েছে তা 'সাহু' বা ভুলের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের সাথে। সাহু হলো নামাযের নির্দিষ্ট কোন আমল ভুলে যাওয়া। সন্দেহ সংশয় হলো এটা করেছি কি করিনি বা দুই রাকায়াত পড়া হলো না তিন রাকায়াত পড়া হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ হতো না। সন্দেহে পতিত করে শয়তান। শয়তান হুজুরের কাছে আসতেই পারতো না। কাজেই তাঁর সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে নামাযে ডুবে যাবার কারণে কখনো হুজুরের ভুল হতো। তিনি সিজদায় সাহু করতেন। তবে ভুল ও সন্দেহ-সংশয় উভয় অবস্থায়ই সিজদায় সাহু করাই শরীয়তের হুকুম।

٩٤٩-وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّے ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰے مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلَّے خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلَّے اِتْمَامًا لاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلاً وَفِىْ رِوَايَتِه شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ .

৯৪৯। হযরত আতা বিন ইয়াসার (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, তার মনে থাকে না যে, তিন রাকায়াত পড়েছে অথবা চার রাকায়াত, তাহলে তার উচিৎ সন্দেহ দূর করা। যে সংখ্যার উপর তার আস্থা হয় তার উপর ভিত্তি করবে। তারপর নামাযের সালাম ফিরাবার আগে দুটো সিজদা করে নেবে। যদি সে পাঁচ রাকায়াত নামায পড়ে থাকে তাহলে এই পাঁচ রাকায়াত ঐ দুই সাজদার দ্বারা এই নামাযকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাকাআতে) পরিণত করবে। যদি সে পুরো চার রাকায়াতই পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের লাঞ্ছনার কারণ হবে (মুসলিম)। ইমাম মালিক এই বর্ণনাটিকে আতা হতে মুরসালরূপে নকল করেছেন। ইমাম মালিকের আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে যে, নামাযী এই দুই সিজদার দ্বারা পাঁচ রাকাআতকে জোড় সংখ্যক বানাবে।

٩٥٠-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّے الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِى وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকায়াত পড়ে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সাহাবারা আরয করলেন, আপনি

নামায পাঁচ রাকাআত পড়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পর দুই সিজদা করে নিলেন। আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিও একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমন ভুল হয়। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ হলে সে যেনো চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায পুরো করে নেয়। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টো সিজদা করে নেবে (বুখারী-মুসলিম)।

٩٥١-وَعَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلاَتَى الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْهُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَاتَّكَاَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَے الْيُسْرٰى وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ الْقَوْمِ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْاَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَاَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِى اُخْرٰى لَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

৯৫১। হযরত ইবনে সীরীন (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের দুই নামাযের (যোহর অথবা আসরের) কোন এক নামায আমাদেরকে পড়ালেন, যার নাম আবু হোরাইরা

আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে দুই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে আড়াআড়িভাবে রাখা একটি কাঠের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো তিনি খুব রাগতঃ অবস্থায় আছেন। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। বাম কপালে বাম হাতের পিঠ রাখলেন। তাড়াতাড়ি চলে যাবার লোকেরা মসজিদের দরজার দিকে বের হচ্ছিলো। তারা বলতে লাগলে, নামায তো কম হয়ে গেছে। যারা তখনো মসজিদে ছিলো, তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরও ছিলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ হুজুরের সাথে কথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যার হাত ছিলো লম্বা। আর এইজন্য তাকে যুলইয়াদাইন অর্থাৎ হাতওয়ালা বলা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন অথবা নামাযই কম করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিও নাই, নামাযও কম করা হয়নি। তারপর তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরাও কি তাই বলছো যা যুলইয়াদাইন বলছে? সাহাবারা আরজ করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একথা ঠিক। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে যে দুই রাকায়াত নামায ছুটে গিয়েছিলো তা পড়ে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে তাকবীর বললেন। অভ্যাস অনুযায়ী সিজদা যতটুকু লম্বা করতেন তার চেয়েও বেশী লম্বা করলেন। তারপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। মানুষেরা ইবনে সিরীকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, এরপর আবার হুজুর সালাম ফিরিয়ে থাকবেন। তিনি বললেন, আমি ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তারপর হুজুর সালাম ফিরিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, মূল পাঠ বুখারীর)।

বুখারী-মুসলীমের আর এক বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-ইয়াদাইনের জবাবে অর্থাৎ না ভুলেছি আর না নামায কম করা হয়েছে, এর জায়গায় বলেছেন, "যা তোমরা বলছো তার কোনটাই না। তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে"।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হলো যখন নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয ছিলো তখনকার। তখন কথা ও কাজকে আমলে কাসীর বলে ধরা হতো না। এটা ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থা। পরে এসব কাজকে আমলে কাসীর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এসব কাজে নামায ফাসেদ হয়ে যায় বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভুল ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক।

٩٥٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ

الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দুই রাকায়াত পড়ে (প্রথম বৈঠকে বসা ছাড়া তৃতীয় রাকায়াতের জন্য) দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যারাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি নামায যখন শেষ করলেন প্রায় এবং লোকেরা সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় আছেন, তিনি বসা অবস্থায় তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরাবার আগে দুইটি সিজদা করিলেন, তারপর সালাম ফিরালেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, 'সিজদায় সাহু' সালাম ফিরাবার আগেই করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পরই 'সিজদায় সাহু' করেছেন। তাছাড়াও হযরত ওমর (রা)-ও সালাম ফিরাবার পরই সিজদায় সাহু করতেন। তাই হযরত ওমরের আমল দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের হুকুম মানসূখ বা রহিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٩٥٣- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৯৫৩। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়ালেন। নামাযের মধ্যে তাঁর ভুল হয়ে গেলো। তাই তিনি দু'টি সিজদা দিলেন। এরপর তিনি আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন (ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, 'সিজদা সাহু' সালাম ফিরাবার পর দুই সিজদা দিতে হয়। এ ব্যাপারে সামনে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হবে।

٩٥٤- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ

اسْتَوٰى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

৯৫৪। হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম দুই রাকাআত নামায পড়ার পর (প্রথম বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাকাআতের জন্য) উঠে গেলে যদি সোজা দাঁড়িয়ে যাবার আগে মনে হয় তাহলে সে বসে যাবে। আর যদি সোজা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে বসবে না (এবং শেষ বৈঠকে) দুইটি সাহু সিজদা করবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٩٥٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِى ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِى يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৫৫। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। তিনি তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালেন ও ঘরে চলে গেলেন। খেরবাক নামক এক লম্বা হাতওয়ালা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হে আল্লাহর রাসূল বলে নিবেদন করে ঘটনা তাঁকে জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগতভাবে নিজ চাদর টানতে টানতে লোকদের কাছে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) আর এক রাকাআত নামায পড়লেন তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিজের হুজরায় চলে গেলেন। খবর শুনে আবার মসজিদে ফিরে এলেন। লোকদের সাথে কথাবার্তা বললেন। কেবলা রোখ থাকলো না। বেশ পথ হেঁটে গেছেন ও আবার ফিরে আসলেন। এরপরও তিনি নতুন করে নামায না পড়ে, না পড়া এই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। এটা ভুল হলেও এতগুলো কাজ করার পর নামায ফাসেদ হয়ে যায়। হানাফী মত এটাই। তবে প্রথম প্রথম হুজুর এরূপ করেছেন, পরে আর করেননি।

নামাযে প্রথম প্রথম কথাবার্তা বলতেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে এই হাদীসের হুকুমও রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে।

٩٥٦- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৯৫৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নামায পড়তে যে ব্যক্তির কম-বেশী পড়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় এসে যায়, সে যেনো আরো পড়ে নেয়, যেনো বেশী পড়ার সন্দেহ হয় (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সন্দেহ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে যদি, কতো রাকায়াত পড়েছে নির্দ্ধারণ করতে না পারে। যেমন চার রাকাআতওয়ালা নামাযে ঠিক করতে পারছে না তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত। সে ক্ষেত্রে তিন রাকআত অর্থাৎ কমটা হিসাব করে আর এক রাকাআত পড়ে নেবে। তাহলে এখন কম হয়েছে এ সন্দেহের জায়গায় বেশী পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

٢١- بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

২১-তিলাওয়াতের সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٩٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজমে সিজদা করেছেন। তার সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানুষ সিজদা করেছে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজমের ৬২ নং আয়াতে অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো" পৌঁছলে তিনি এই হুকুমের আনুগত্য করে সিজদা করেছেন। তাঁর সাথে সাথে সকল মুসলমান সিজদা করেছেন। মুশরিকরা এই আয়াতে তাদের মূর্তি মানাত ও উজ্জার নাম শুনে সিজদা করেছে।

٩٥٨–وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৫৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছি।

٩٥٩– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫৯। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আর আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদায় গেলে আমরাও তাঁর সাথে সাথে সিজদা করতাম। এ সময় এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল মাটিতে রেখে সিজদা দেবার জায়গা পেতো না (বুখারী-মুসলিম)।

٩٦٠– وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৬০। হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি। তিনি এতে সিজদা করেননি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর তরফ থেকে বলা হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করা বাধ্যতামূলক নয় তা জানানোর জন্য সূরা নাজমের তিলাওয়াতের সময় সিজদা করেননি। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই সূরায় কোন সিজদার আয়াত নেই। তাই তিনি সিজদা করেননি।

ইমাম আবু হানীফার তরফ থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হতে পারে এই সময় হুজুরের উজু ছিলো না অথবা এ সময় নিষিদ্ধ সময় ছিলো অথবা সিজদায়ে তেলাওয়াত ফরয নয় তা বুঝাবার জন্য সিজদা করেননি অথবা একথাও বলা যায় যে, সিজদায় তিলাওয়াত তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়, পরেও আদায় করা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো পরে সিজদা করেছেন। তাই কারো এই সিদ্ধান্ত দেয়া উচিৎ নয় যে, সূরা নাজমের তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয়।

কারণ আগের হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে আরো অনেকে সূরা নাজমের সিজদার আয়াতে সিজদা করেছেন।

٩٦١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجْدَةُ صٓ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَأَسْجُدُ فِي صٓ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى أَتٰى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯৬১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'সাদ'-এর সিজদা বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করবো কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস তখন এই ২৪ নং আয়াত পড়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকদের মধ্যে গণ্য যাদের প্রতি আগের নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ ছিলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ওলামায়ে কিরাম বলেন, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করা ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনুকরণ ও তাঁর তাওবা গ্রহণের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

হযরত মুজাহিদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাসের কথার মর্ম হলো, যখন মহানবী (স)-কে তাদের পায়রবী করতে হয়েছে তখন তোমাদের তো পায়রবী করতেই হবে। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) যখন সিজদা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দাউদকে অনুসরণ করেছেন। তখন আমাদের তো সিজদা করাই উচিৎ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٩٦٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

৯৬২। হযরত আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআন পাকের পনরটি সিজদা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি সিজদা 'আওলে মুফাসসাল সূরায় এবং দুই সিজদা সূরা হজ্জে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই পনরটি সিজদা হলো (১) আ'রাফের শেষের দিকের একটি আয়াত, (২) সূরা রা'দের দ্বিতীয় রুকুর ১টি আয়াত, (৩) সূরা নাহলের পাঁচ রুকুর শেষ আয়াত, (৪) সূরা বনি ইসরাঈলের বার রুকুর একটি আয়াত, (৫) সূরা মারিয়ামের চার রুকুর একটি আয়াত, (৬) সূরা হজ্জের দ্বিতীয় রুকুর একটি আয়াত, (৭) সূরা হজ্জের শেষ রুকুর ১টি আয়াত, (৮) সূরা ফোরকানের পাঁচ রুকুর একটি আয়াত, (৯) সূরা নামল, (১০) সূরায়ে তানজিল, (১১) সূরা সাদ, (১২) সূরা হা মিম আস- সাজদা, (১৩) সূরা নাজম, (১৪) সূরা ইনশাক্কাত ও (১৫) সূরা ইকরা।

দুই সিজদার কারণে সূরা হজ্জের মর্যাদা

٩٦٣- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَفِي الْمَصَابِيْحِ فَلاَ يَقْرَأْهَا كَمَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ .

৯৬৩। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হজ্জে কি দু'টি সিজদা থাকার কারণে এর এতো মর্যাদা? হুজুর উত্তরে বললেন, হাঁ। যে ব্যক্তি এ দু'টি সিজদা করবে না সে যেন এই দুইটি আয়াত তিলাওয়াত না করে (আবু দাউদ, তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়। আর মাসাবিহতে শারহে সুন্নাহর মতো "সে দু'টো সিজদার আয়াত যেনো না পড়ে"-এর স্থলে "তাহলে সে যেনো এই সূরাকে না পড়ে" এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুরের জবাবের অর্থ হলো যে ব্যক্তি সূরা হজ্জের সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করবে না সে যেনো এই দুইটি আয়াতই না পড়ে। সিজদা দেয়া ওয়াজিব। কাজেই তেলাওয়াত করে সিজদা না দিলে ওয়াজিব তরক হবে। ওয়াজিব তরক হলে গুনাহ হবে।

٩٦٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَاَوْا اَنَّهُ قَرَاَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

৯৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের নামাযে সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন। তারপর রুকু করলেন। লোকেরা মনে করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা সূরা পড়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ রুকুর আগেই সিজদা করার কারণে সাহাবারা বুঝেছেন হুজুর তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। আর "আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা পড়েছেন বলে মনে করেছেন। নামায জেহরী নামায ছিলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসব নামাযেও দু' একটি আয়াত শব্দ করে পড়ে ফেলতেন। তাতেই তারা এই সূরা পড়েছেন বলে বুঝেছেন।

٩٦٥- وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاَ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

৯৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছতেন তাকবীর বলে সিজদা দিতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে এখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সিজদার আয়াত যিনি পড়বেন আর যারা তা শুনবেন সকলের জন্যই সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

٩٦٦- وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْاَرْضِ حَتّٰى اَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

৯৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সিজদার আয়াত পড়লেন। তাই সকল সাহাবায়ে কিরাম (উপস্থিত) হুজুরের সাথে সাথে সিজদা করলেন। সিজদাকারীদের কেউ কেউ তো সাওয়ারীর উপর ছিলেন, আর কেউ মাটিতে ছিলেন। আরোহীরা তাদের হাতের উপরই সিজদা করলেন (আবু দাউদ)।

٩٦٧-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

৯৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর মুফাসসাল সূরার কোন সূরায় সিজদা করেননি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনার অর্থ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেওয়ালে মোফাসসাল সূরায় সিজদার আয়াতে মক্কায় থাকতে সিজদা করতেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর এসব সূরার সিজদার আয়াতে সিজদা করেননি।

এই হাদীস ও এর আগের আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের সাথে বিরোধ হয়। এতে হযরত আবু হুরাইরা বলেছেন, "ইজাস সামাউন শাককাত", "ইকরা' বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাকা"-সিজদা করেছেন। এই দুই হাদীসের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরার হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কারণ আবু হুরাইরা ৭ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় এসে মুসলমান হয়েছেন। কাজেই তিনি মদীনায় সিজদা করেছেন সম্পর্কিত বর্ণনাই ঠিক হবার সম্ভাবনা বেশী।

٩٦٨- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৯৬৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পড়তেন ঃ "সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি।" অর্থাৎ "আমার চেহারা ওই জাতে পাককে সিজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন। নিজের শক্তি ও কুদরতে তাতে কান ও চোখ দিয়েছেন" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

ব্যাখ্যা ঃ রাতের শর্তটা ঘটনাক্রমের ব্যাপার। আসলে এই দোয়া রাত-দিন সব সময়ই পড়ার মতো। হযরত আয়েশা (রা) হয়তো দোয়াটি হুজুরকে পড়তে শুনেছেন রাতের বেলায়। তাই তিনি রাতের উল্লেখ করেছেন।

٩٦٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَاَنِّيْ اُصَلِّيْ خَلْفَ شَجَرَةٍ

فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِي فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقَبَّلْهَا كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৯৬৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আমি আমার নিজকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি গাছের নিচে নামায পড়ছি। আমি যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত করলাম তখন এই গাছটিও আমার সাথে সাজদায়ে তিলাওয়াত করলো। আমি শুনলাম গাছটি এই দোয়া পড়ছে ঃ "আল্লাহুম্মাক্তুবলি বিহা ইনদাকা আজরান ওয়াদা'আন্নি বিহা বেজরান। ওয়াজআলহা লি ইন্দাকা জুখ্‌রান ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নি কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদা"। "হে আল্লাহ! এই সিজদার জন্য তোমার কাছে আমার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করো। এর দ্বারা আমার গুনাহ মাফ করে দাও। এই সিজদাকে আমার জন্য পুঁজি বানিয়ে তোমার কাছে জমা রাখো। আর আমার তরফ থেকে এই সিজদাকে এমনভাবে কবুল করো যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছো।" হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এই দোয়া পড়ার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। সিজদা দিলেন। আমি তাকে ঐ বাক্যগুলো বলতে শুনেছি এবং যা ওই লোকটি গাছটি বলেছে বলে বর্ণনা করেছেন (তিরমিযী)। ইবনে মাজাও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার বর্ণনায় "ওয়া তাকাব্বালহা কামা তাকাব্বালতা মিন আবদিকা দাউদ" উল্লেখ হয়নি। আর তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ .

৯৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সূরা আন-নাজম' তিলাওয়াত করলেন এবং এতে সিজদা করলেন। তাঁর কাছে যেসব লোক ছিলেন তারাও সিজদা করলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের এক বৃদ্ধ কংকর অথবা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিজের কপালের সাথে লাগালো এবং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এই ঘটনার পর দেখেছি ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কুফরী অবস্থায় মারা গেছে (বুখারী-মুসলিম)। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সেই বৃদ্ধটি ছিলো উমাইয়া বিন খালাফ।

ব্যাখ্যা ঃ এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের আগের। এই ব্যক্তিটি ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্রে শরীক ছিলো। সে ছিল কুরাইশদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্দার, বিশেষ অহংকারী। হুজুরের এই সিজদার সময় উপস্থিত কাফেররাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। উমাইয়াকেও কপালে মাটি মুষ্টিতে হয়েছে কিন্তু অহংকার করে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।

٩٧١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صٓ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

৯৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সূরায়ে 'ছাদ'-এর এই সাজদা দোয়া কবুলের জন্য করেছেন। আর আমরা তার তাওবা কবুলের শুকরিয়া হিসাবে সিজদা করছি (নাসাঈ)।

٢٢- بَابُ اَوْقَاتِ النَّهْىِ

২২-নামায নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٩٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَحَرَّى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَبْرُزَ فَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلاَ تَحَيَّنُوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৭২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যেন সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাবার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে। একটি বর্ণনার ভাষা হলো, তিনি বলেছেন, "যখন সূর্য কেউ গোলক উদিত হয় নামায ছেড়ে দেবে, যে পর্যন্ত সূর্য বেশ স্পষ্ট হয়ে না উঠবে। ঠিক এভাবে আবার যখন সূর্য গোলক ডুবে যাবে তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, যে পর্যন্ত সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে না যায়। আর সূর্য উঠার ও অস্ত যাবার সময় নামাযের নিয়ত করবে না। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় (বুখারী, মুসলিম)।

٩٧٣- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰنَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৭৩। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময় রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়তে ও মুর্দা দাফন করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। প্রথম হলো সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত তা উপরে উঠে না আসে। দ্বিতীয় হলো দুপুরে একবারে বরাবর হবার সময়, যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়ে। আর তৃতীয় হলো সূর্য ডুবে যাবার সময় যে পর্যন্ত না তা ডুবে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মুর্দা দাফন করা অর্থ নামাযে জানাযা না পড়া। নামায পড়া হয়ে গেলে এ সময় মুর্দা দাফন করা যায়।

٩٧٤- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৭৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠে উপরে চলে না আসা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। আর আসরের নামাযের পর সূর্য না ডুবা পর্যন্ত কোন নামায নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এসব সময় নামায পড়া হারাম নয়, মাকরূহ।

٩٧٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَيْئُ فَصَلِّ فَاِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَاْسَهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَاْسِهِ مِنْ اَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ اِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৭৫। হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলে আমিও মদীনায় চলে এলাম। তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আমি বললাম, আমাকে নামাযের সময় সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ফজরের নামায পড়ো। এরপর নামায হতে বিরত থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উঠে উপরে না আসে। কারণ সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে। আর এই সময় কাফেররা (সূর্য পূজারীরা) একে সিজদা করে। তারপর নফল নামায পড়বে। কারণ এই সময়ের নামাযে ফেরেশতারা হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে বান্দার

নামাযের সাক্ষ্য দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া নেযার উপর উঠে না আসে ও জমিনের উপর না পড়ে (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়), এ সময়ও নামায হতে বিরত থাকবে। কারণ এ সময় জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর ছায়া যখন সামান্য ঢলে যাবে তখন আবার নামায পড়বে। এটা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও হাজিরা দেবার সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের নামায না পড়বে। তারপর আবার নামায হতে বিরত থাকবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়। এ সময় সূর্য পূজারী কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে। হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উজু সম্পর্কেও কিছু বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উজুর পানি নিবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নেবে, তার চেহারার, মুখের ও নাকের ছিদ্রের গুনাহ ঝরে যায়। সে যখন তার চেহারাকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ধোয় তখন তার চেহারার গুনাহ তার দাড়ির পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর সে যখন তার দুইটি হাত কনুই পর্যন্ত ধোয় তখন দুই হাতের গুনাহ তার আঙ্গুলের মাথা বেয়ে পানির ফোটার সাথে পড়ে যায়। তারপর সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার গুনাহ চুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর যখন সে তার দুই পা গোছাদ্বয়সহ ধৌ করে তখন তার দুই পায়ের গুনাহ তার আঙ্গুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। তারপর সে উজু শেষ করে যখন দাঁড়ায় ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করে, আল্লাহর জন্য নিজের মনকে নিবেদিত করে, তাহলে নামাযের পর সে এমন পাক-পবিত্র হয়ে ফিরে আসে যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (মুসলিম)।

যে তিন সময় নামায পড়া মাকরূহ

٩٧٦-وَعَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَزْهَرِ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوْا اقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ وَاَنَّهُ اَتَانِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৭৬। হযরত কুরাইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আজহার রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম তাকে হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন। তারা তাকে বলে দিলেন, হযরত আয়েশাকে তাদের সালাম পৌছিয়ে আসরের নামাযের পর দুই রাকায়াত নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশার নিকট হাজির হলাম। ওই তিনজন যে পয়গাম নিয়ে আমাকে পাঠালেন আমি সে পয়গাম তার কাছে পৌছালাম। হযরত আয়েশা বললেন, হযরত উম্মে সালমার নিকট যাও, তাকে জিজ্ঞেস করো। এই জবাব শুনে আমি ওই তিন সাহাবার নিকট ফিরে আসলাম। তারা আবার আমাকে উম্মে সালমার নিকট পাঠালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বললেন. আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। তারপর আমি দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাকায়াত নামায পড়ছেন। তিনি এই দুই রাকাআত নামায পড়ে ঘরের ভিতরে এলেন, আমি খাদেমকে হুজুরের খেদমতে পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি হুজুরকে গিয়ে বলবে, উম্মে সালামা বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শুনেছি যে, আপনি এই দুই রাকাআত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। আর আজ আপনাকে সেই দুই রাকাআত নামায পড়তে দেখা গেছে। এর কারণ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আসরের পরে দুই রাকায়াত নামায পড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছো। আবদুল কায়েস গোত্রের কতক (লোক ইসলামী শিক্ষা ও দীনের হুকুম আহকাম জানার জন্য) আমার কাছে এসেছিলো। (তাদের দীনের ব্যাপারে আহকাম বলতে বলতে) ব্যস্ত থাকায় আমি জুহরের পরের যে দুই রাকাআত নামায ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই দুই রাকায়াত নামায এখন আসরের পরে পড়লাম (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দীনের প্রচার প্রসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কাজ নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশী উত্তম।

٩٧٧- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّى لَمْ

اكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ وَقَالَ اسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ نَحْوَهُ .

৯৭৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের নামাযের পর দুই রাকাআত নামায পড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সকালের নামায দুই রাকায়াত, দুই রাকাআত? সে ব্যক্তি আরয করলো, ফজরের ফরয নামাযের আগের দুই রাকাআত নামায আমি পড়িনি। সেই নামাযই এখন পড়েছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন (আবু দাউদ)। ইমাম তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বর্ণনার সনদ মুত্তাসিল নয়। কারণ কায়েস বিন আমর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়। অছাড়াও শরহে সুন্নাহ ও মাসবীহর কোন কোন সংস্করণে কায়েস ইবনে ফাহদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٧٨- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

৯৭৮। হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেন, হে আবদে মানাফের সন্তানেরা! কাউকে এই ঘরের (খানায়ে কাবার) তাওয়াফ করতে এবং রাত দিনের যে সময় ইচ্ছা এতে নামায পড়তে বাধা দিও না তাকে নামায পড়তে দাও (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

٩٧٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ .

৯৭৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়বে। অবশ্য জুমাবার ব্যতীত (শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা জুমআর দিনও ঠিক দুপুরে নামায পড়া ঠিক মনে করেন না। কারণ নিষিদ্ধতাজ্ঞাপিত হাদীস এই হাদীস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। এই হাদীসটি দুর্বল। তাছাড়া যেসব ব্যাপারে হারাম ও মুবাহ উভয়ের সমর্থনে দলীল আছে, সেসব ক্ষেত্রে হারামের দলীলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

٩٨٠- وَعَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَقَالَ اَبُوْ الْخَلِيْلِ لَمْ يَلْقَ اَبَا قَتَادَةَ .

৯৮০। হযরত আবুল খলীল (র) হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন, যে পর্যন্ত না সূর্য ঢলে যায়, কিন্তু জুমআর দিন ব্যতীত। তিনি আরো বলেন, জুমআর দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুরে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এই বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ নকল করেছেন এবং বলেছেন, আবু কাতাদা (র)-র সাথে আবুল খলীলের সাক্ষাত হয়নি (তাই এই হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٩٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَاتِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ .

৯৮১। হযরত আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন সূর্য উঠে তখন এর সাথে শয়তানের শিং থাকে। তারপর সূর্য উপরে উঠে গেলে শয়তানের শিং তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন দুপুর হয়, শয়তান সূর্যের কাছে আসে। আবার সূর্য ঢলে গেলে শয়তান এর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য ডুবার সময় শয়তান তার কাছে আসে। সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেলে শয়তান তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। এসব সময় হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (মালিক, আহমদ, নাসাঈ)।

৯৮২- وعن ابي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص صلاة العصر فقال ان هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم رواه مسلم.

৯৮২। হযরত আবু বাসরা গেফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের নামায পড়ালেন। তারপর বললেন, এই নামায তোমাদের আগের লোকদের উপরও অবশ্য পালনীয় ছিলো, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি এই নামাযের হেফাজত করবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। তিনি একথাও বলেছেন, আসরের নামাযের পর আর কোন নামায নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত শাহেদ উদিত না হবে। আর শাহেদ হলো সেতারা (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'তারা নষ্ট করে দিয়েছে' অর্থ হলো এর উপর একাধারে আমল করেনি। এর হক আদায় করেনি। 'এই নামাযের হেফাজত' অর্থ হলো সব সময় এই নামায পড়বে ও এর হক আদায় করবে। দ্বিগুণ সওয়াব হবার অর্থ হলোঃ এক গুণ নামায পড়ার জন্য আর দ্বিতীয়টা হলো হেফাজত করার জন্য। সেতারাকে শাহেদ বলা হয়েছে। কারণ এই তারাটি রাতে উদিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই তারাটি ডুবে না যায়, অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

৯৮৩- وعن معاوية قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر رواه البخاري.

৯৮৩। হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা তো একটি নামায পড়ছো। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমরা তাঁকে এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তো আসরের পরে এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আসরের পর দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। কিন্তু এই হাদীসে হযরত মুআবিয়া (রা) তা বলছেন না। এই দুই হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্য দূরীকরণার্থে, হযরত মুআবিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে ঃ এই দুই রাকাআত নামায তিনি বাইরে লোকদের সামনে পড়েননি। ঘরে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ যেনো এই ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ না করে। এই দুই রাকাআত নামায শুধু হুজুরের জন্য খাস।

٩٨٤- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلٰى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ مَنْ عَرَفَنِىْ فَقَدْ عَرَفَنِىْ وَمَنْ لَّمْ يَعْرِفْنِىْ فَاَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اِلَّا بِمَكَّةَ اِلَّا بِمَكَّةَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَزِيْنٌ.

৯৮৪। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি কাবা ঘরের দরজার উপর উঠে বলেছেন, যিনি আমাকে চিনেন তিনি তো চিনেনই। আর যারা আমাকে চিনেন না তারা জেনে রাখুক, আমি হচ্ছি 'জুনদুব'। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই, কিন্তু মক্কায়, কিন্তু মক্কায়, কিন্তু মক্কায় (আহমাদ, রাযীন)।

٢٣- بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

২৩-জামায়াত ও তার ফজিলাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

٩٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একা একা নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়লে সাতাইশ গুণ সওয়াব বেশী হয় (বুখারী, মুসলিম)।

জামায়াত ত্যাগের শাস্তি

٩٨٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ

نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَیُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَیُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَیَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰی رِجَالٍ وَفِیْ رِوَایَةٍ لَا یَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَیْهِمْ بُیُوْتَهُمْ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَوْ یَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ یَجِدُ عَرْقًا سَمِیْنًا اَوْ مِرْمَاتَیْنِ حَسَنَتَیْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهٗ

৯৮৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ওই পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ। আমি ইচ্ছা করেছি কোন (খাদেমকে) লাকড়ী সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবো। লাকড়ী সংগ্রহ হয়ে গেলে আমি এশার নামাযের আযান দিতে নির্দেশ দেবো। আযান হয়ে যাবার পর নামায পড়াবার জন্য কাউকে আদেশ করবো। এরপর আমি ওই সব লোকের খোঁজে বের হবো (যারা কোন কারণ ছাড়া জামায়াতে নামায পড়ার জন্য আসেনি)। অপর বর্ণনায় আছে ঃ হুযুর (স) বলেছেন, আমি ওই সব লোকের কাছে যাবো যারা নামাযে হাজির হয় না এবং আমি তাদেরসহ তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেবো। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ! যারা নামাযের জামায়াতে শরীক হয় না তাদের কেউ যদি জানে যে, মসজিদে গেলে হাড় অথবা গোশত ও চর্বির দু'টি উত্তম খুর পাওয়া যাবে, তাহলে সে এশার নামাযে হাজির হয়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম)।

অন্ধের জন্যও জামায়াতে নামায পড়ার তাকীদ

৯৮৭- وَعَنْهُ قَالَ اَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمٰی فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَیْسَ لِیْ قَائِدٌ یَقُوْدُنِیْ اِلَی الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یُرَخِّصَ لَهٗ فَیُصَلِّیْ فِیْ بَیْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهٗ فَلَمَّا وَلّٰی دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক অন্ধ লোক এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট এমন রাহবার নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। তিনি হুযুরের কাছে আরজ করলেন তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দান করতে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে ফিরে যেতেই হুযুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হাঁ। হুযূর বললেন, তোমার মসজিদে আসা জরুরী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইতবান ইবনে মালিককে অন্ধত্বের কারণে মসজিদে নামাযের জামায়াতে না এসে ঘরে একা একা নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীসেও তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে একই কারণে প্রথমত অনুমতি দিয়ে তা আবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই তিনি অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেহেতু হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম মহাসম্মানিত মুহাজির সাহাবী ছিলেন, তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আযানের শব্দ শুনলে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করাই তাঁর কাম্য। তাই ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে অনুমতি প্রত্যাহার করেছেন।

৯৮৮- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৮। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ঝঞ্ঝাপূর্ণ শীতের রাতে নামাযের আযান দিলেন। আযানশেষে তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা নিজ নিজ বাহনে নামায পড়ো। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা-বৃষ্টি মুখর রাতে মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিতেন যে আযানের পর যেনো বলে দেয়, সাবধান! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ো (বুখারী, মুসলিম)।

৯৮৯- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَاْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো রাতের খাবার সামনে এসে গেলে, আর সে সময় নামাযের তাকবীর বলা হলে, তখন খাবার খেয়ে নেবে। খাবার খেতে তাড়াহুড়া করবে না, এবং ধীরে সুস্থে খাবার খাবে। হযরত ইবনে ওমরের

সামনে খাবার এলে এবং নামায শুরু হলে তিনি খাবার খেয়ে শেষ করার আগে নামাযের জন্য যেতেন না, এমনকি তিনি ইমামের কিরাআত শুনতে পেলেও (বুখারী, মুসলিম)।

٩٩٠- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৯০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ খাবার সামনে এলে (নামায পড়লে) নামায পরিপূর্ণ হয় না। এবং ওই সময়েও নামায পরিপূর্ণ হয়না যখন দুই নিকৃষ্ট জিনিস (পায়খানা-পেশাব) চেপে রাখা হয় (মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ খাবার-দাবার সামনে আসলে অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে, নামায পড়া উচিৎ নয়। ওসব কাজ থেকে অবসর হয়ে নামায পড়তে হবে।

٩٩١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৯১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের ইকামত দেয়া হলে তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না (মুসলিম)।

٩٩٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৯২। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাবার অনুমতি চায় তাহলে সে যেন তাকে বাধা না দেয় (বুখারী, মুসলিম)।

٩٩٣- وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন নারী মসজিদে গেলে সে যেনো সুগন্ধি না লাগায় (মুসলিম)।

٩٩٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব মহিলা সুগন্ধি মাখে তারা যেনো এশার নামাযে আমাদের সাথে শরীক না হয় (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলাদের ঘরেই নামায পড়া উত্তম

٩٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ .

৯৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিও না। (তবে নামায পড়ার জন্য) তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম (আবু দাউদ)।

٩٩٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِيْ مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ بَيْتِهَا . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ .

৯৯৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের তাদের ঘরের মধ্যে নামায পড়া তাদের বাইরের ঘরে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার কোন কোঠায় তাদের নামায পড়া তাদের ঘরে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম (আবু দাউদ)।

٩٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ حِبِّيْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৯৯৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাহবুব আবুল কাসেম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ ঐ মহিলার নামায কবুল হবে না, যে মসজিদে সুগন্ধি লাগিয়ে যায়, যে পর্যন্ত তা ভালো করে ধৌত করে না নেয়, যেমন তার নাপাকী হতে পাক হবার জন্য গোসল করা হয় (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ)।

৯৯৮-وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَاِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِىَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِى زَانِيَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَلِاَبِىْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىِّ نَحْوَهُ.

৯৯৮। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি চোখই যেনাকার। আর যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের মজলিসে যায় সে এমন এমন অর্থাৎ যেনাকারী (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

৯৯৯-وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اَشَاهِدٌ فُلاَنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اَشَاهِدٌ فُلاَنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

৯৯৯। হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি হাজির আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি আবার বললেন, অমুক ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, সব নামাযের মধ্যে এই দুইটি নামায (ফজর ও এশা) মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। তোমরা যদি জানতে এই দুইটি নামাযের মধ্যে কতো সওয়াব, তাহলে তোমরা হাঁটুর উপর ভর করে হলেও নামাযে আসতে।

নামাযের প্রথম সারি ফেরেশতাদের সারির মতো (মর্যাদাপূর্ণ)। তোমরা যদি প্রথম সারির মর্যাদা জানতে তাহলে এতে শামিল হবার জন্য তাড়াতাড়ি পৌছার চেষ্টা করতে। আর একা একা নামায পড়ার চেয়ে অন্য একজন লোকের সাথে মিলে নামায পড়ার অনেক সওয়াব। আর দুইজনের সাথে মিলে নামায পড়লে একজনের সাথে নামায পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। আর যতো বেশী মানুষের সাথে মিশে নামায পড়া হয়, তা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

١٠٠٠-وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ الاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَانَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

১০০০। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন লোক বসবাস করবে, সেখানে জামায়াতে নামায পড়া না হলে তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হবে। অতএব তোমরা জামায়াতকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ দলবদ্ধভাবে থাকলে মানুষ কামিয়াব হয়। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য তাকিদ করেছে। জামায়াতে নামায পড়াটা দলবদ্ধতা ও ঐক্যের প্রতীক। তাই জামায়াতে নামায পড়ার প্রতি এতো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

١٠٠١-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ .

১০০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনলো এবং আযানের পরে নামাযের জামায়াতে হাজির হতে তার কোন ওজর নাই। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ওজর কি? হুজুর বললেন, ভয় বা রোগ। জামায়াত ছাড়া তার নামায কবুল হবে না (আবু দাউদ, দারু কুতনী)।

١٠٠٢-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

১০০২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তখন তোমাদের কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন হলে আগে পায়খানায় যাবে (তিরমিযী, মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

١٠٠٣-وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ .

১০০৩। হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি জিনিস আছে যা করা কারো জন্য হালাল নয়। এক, কোন ব্যক্তি যদি কোন জামায়াতের ইমাম হয়, দোয়ায় জামায়াতকে শরীক না করে শুধু নিজের জন্য দোয়া করা অনুচিৎ। যদি সে তা করে তাহলে সে জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। দুই, কেউ যেনো কারো ভেতর বাড়িতে অনুমতি লাভ করা ছাড়া দৃষ্টি না দেয়। যদি কেউ এমন করে তাহলে সে ব্যক্তি ওই ঘরওলাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তিন, কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন থাকলে সে তা থেকে হালকা না হয়ে নামায পড়বে না (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

١٠٠٤-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُؤَخِّرُوا الصَّلاَةَ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

১০০৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহার বা অন্য কোন কারণে নামাযে বিলম্ব করবে না (শারহে সুন্নাহ)।

١٠٠٥-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ

الاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَمَيْشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهَا يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের দেখেছি জামায়াতে নামায পড়া থেকে শুধু মুনাফিকরাই বিরত থাকতো, যাদের মুনাফেকী জ্ঞাত ও প্রকাশ্য ছিলো অথবা রুগ্ন ব্যক্তি। তবে যে রুগ্ন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির উপর ভর করে চলতে পারতো সেও জামায়াতে আসতো। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিখানো হিদায়াতের এসব পথের মধ্যে যে মসজিদ নামাযে আযান দেয়া হয় তাতে জামায়াতের নামাযও একটি হিদায়াত। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সাথে পূর্ণ মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, তার উচিৎ পাঁচ বেলা নামায সঠিক সময়ে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া যেখানে নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানুল হুদা' (হিদায়াতের পথ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জামায়াতের সাথে এই পাঁচ বেলা নামায পড়াও এই 'সুনানুল হুদার' মধ্যে গণ্য। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায পড়ো, যেভাবে এই পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলো (মুনাফিক) তাদের ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। তোমাদের যারা ভালো করে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর এসব মসজিদের কোন মসজিদে নামায পড়তে

যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী দেবেন, তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। আমি দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিকরা ছাড়া অন্য কেউ নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এমনকি অসুস্থ লোককেও দুইজনের কাঁধে হাত দিয়ে এনে নামাযের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'সুনানুল হুদা' অর্থ হিদায়াতের পথ। সুনানুল হুদা ওই সব পথকে বলা হয় যে পথের উপর আমল করলে হিদায়াত পাওয়া যায়, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কাজ দুই প্রকার। এক প্রকার কাজ হলো তাঁর ইবাদাত। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ হলো তাঁর আদাত অর্থাৎ অভ্যেস সুলভ। যে কাজগুলো তিনি ইবাদাত হিসাবে করতেন একেই 'সুনানুল হুদা' বলা হয়। আর তাঁর আদত বা অভ্যেস হিসাবে করা কাজগুলোকে সুনানুল জাওয়ায়েদ বলা হয়। এই হাদীসে 'সুনানুল হুদা' বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদাতের পদ্ধতিকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর এই 'সুনানুল হুদাকে' অনুসরণ করে চলতেই হবে। সুনানুল জাওয়ায়েদ বা আদাতের ব্যাপারে কথা হলো তিনি একাজগুলো করতেন নিত্য দিনের কাজ হিসাবে সব সময়। এই আদাত দেশ, আবহাওয়া, পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। 'আদাতের' উপর হুবহু আমল করার উপর জোর দেয়া হয়নি, দেয়া যায়ও না।

١٠٠٦-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لاَ مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ اَقَمْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِىْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১০০৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি ঘরে নারী ও শিশুরা না থাকতো তাহলে আমি এশার নামাযের জামায়াত কায়েম করতাম এবং আমার যুবকদেরকে (জামায়াত ত্যাগকারী) লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতাম (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে নিসন্দেহে জামায়াতে নামাযের কত বড় গুরুত্ব তা বুঝা যায়। নারী ও শিশুরা নির্দোষ। এই নির্দোষ ব্যক্তিরা যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করে জামায়াতে শরীক না হওয়া লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতেন। তাই কোন শরয়ী ওজর ছাড়া জামায়াতে নামায না পড়া খুবই গর্হিত কাজ।

আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের না হওয়া

١٠٠٧-وَعَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلاَ يَخْرُجْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّىْ رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১০০৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন মসজিদে থাকবে আর এ সময় আযান দিলে তোমরা নামায না পড়ে মসজিদ ত্যাগ করবে না (আহমাদ)।

١٠٠٨- وَعَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا اُذِّنَ فِيْهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৮। হযরত আবু শা'ছা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযান হয়ে যাবার পর মসজিদ থেকে চলে গেলে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (স)-এর নাফরমানী করলো।

١٠٠٩-وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَّهُوَ لاَ يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১০০৯। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে বেরিয়ে গেলে ও আবার ফেরত আসার ইচ্ছা না থাকলে সে ব্যক্তি মুনাফেক (ইবনে মাজাহ)।

আযানের জবাব না দিলে নামায পূর্ণ হয় না

١٠١٠-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىُّ .

১০১০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনলো অথচ এর জবাব

দিলো না তাহলে তার নামায হলো না। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা (দারু কুতনী)।

অন্ধের জন্যও জামায়াত ত্যাগ করা ঠিক নয়

١٠١١-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ انَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ وَاَنَا ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَهَلْ تَجِدُ لِيْ رُخْصَةً فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَيَّ هَلاً وَلَمْ يُرَخِّصْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

১০১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মদীনায় অনিষ্টকারী অনেক জানোয়ার ও হিংস্র জন্তু আছে। আর আমি একজন জন্মান্ধ মানুষ। এ অবস্থায় আপনি কি আমাকে জামায়াতে যাওয়া হতে অব্যাহতি দিতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি "হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ" আওয়াজ শুনতে পাও? তিনি বললেন, হাঁ শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে জামায়াতে আসতে হবে। তাকে তিনি জামায়াত ত্যাগের অনুমতি দিলেন না।

١٠١٢-وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُوالدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ وَاللهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا الاَّ اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০১২। হযরত উম্মে দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) আমার কাছে রাগান্বিত অবস্থায় এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস তোমাকে এত রাগান্বিত করলো? জবাবে আবু দারদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এত দিন একত্রে জামায়াতে নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মাতের কাজ বলে জানতাম (বুখারী)।

ফজরের জামায়াত গোটা রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম

١٠١٣-وَعَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ انَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ اَبِيْ حَثْمَةَ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَاَنَّ عُمَرَ غَدَا الِى

السُّوْقِ وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوْقِ فَمَرَّ عَلَى الشُّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ اَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ اِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّيْ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَاَنْ اَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ جَمَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً- رَوَاهُ مَالِكٌ .

১০১৩। হযরত আবু বকর ইবনে সোলায়মান ইবনে আবু হাছমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ফজরের নামাযে (আমার পিতা) সোলায়মানকে উপস্থিত পাননি। সকালে হযরত ওমর বাজারে গেলেন। সোলায়মানের বাড়ীটি ছিলো মসজিদ ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি সুলায়মানের মা শাফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আজ সুলায়মানকে ফজরের জামায়াতে দেখলাম না! সুলায়মানের মা বললেন, আজ গোটা রাতই সুলায়মান নামাযে কাটিয়েছে। তাই ঘুম তাকে পরাভূত করেছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, গোটা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে আমার ফজরের নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া আমার নিকট বেশী উত্তম বলে আমি মনে করি (মালেক)।

١٠١٤-وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১০১৪। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ও এর বেশী হলে নামাযের জামায়াত হতে পারে (ইবনে মাজাহ)।

١٠١٥-وَعَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِذَا اسْتَاْذَنَكُمْ فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ اَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ وَفِيْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৫। হযরত বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা মসজিদে যাবার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে, তোমরা মসজিদে যাওয়া হতে বিরত রেখে তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করো না। হযরত বেলাল (র) বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তাদের নিষেধ করবো। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বিলালকে বললেন, আমি বলছি, "আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন", আর তুমি বলছো, তুমি অবশ্যই তাদের নিষেধ করবে। আর এক বর্ণনায় আছে, হযরত সালেম (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগাল করলেন। আমি কখনো তার মুখে এরূপ গালাগালি শুনিনি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে বলছি, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তুমি বলছো, তুমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করবো (মুসলিম)।

١٠١٦-وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ اَهْلَهُ اَنْ يَاْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَانَّا نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১০১৬। হযরত মুজাহিদ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেনো তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে। (একথা শুনে) হযরত আবদুল্লাহর এক ছেলে (বেলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্যি তাদেরে নিষেধ করবো। (এ সময়) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছো একথা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মৃত্যু পর্যন্ত আর তার সাথে কথা বলেননি (আহমাদ)।

٢٤-بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

২৪-নামাযের কাতার সোজা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠١٧-عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৭। হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকে তীর সোজা করার ন্যায় আমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করতেন। এমনকি আমরা তাঁর থেকে (কাতার সোজা করার গুরুত্ব) উপলব্ধি করতে পেরেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে বের হয়ে) এসে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তাকবীর তাহরীমা বাঁধতে যাবেন ঠিক এ সময় এক বেদুইনের বুক নামাযের কাতার হতে একটু বেরিয়ে আছে তিনি দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাদের কাতার সোজা করো। নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবে 'তীর' সোজা করা ছিলো একটি বিখ্যাত কাজ। আর তীর ছিলো আরবজাতির বীরত্বের প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতার যেভাবে সোজা রাখতেন তা এই তীরের চেয়েও বেশী সোজা হতো। তাই নামাযের কাতারের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইমাম সাহেব নামাযের জন্য দাঁড়িয়েই কাতার সোজা হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করবেন। কাতার সোজা করার জন্য হুজুরের হাদীসটি উদ্ধৃত করবেন।

١٠١٨-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ اَتِمُّوا الصُّفُوْفَ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ .

১০১৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের ইকামত দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন এবং বললেন, নিজ নিজ কাতার সোজা করো এবং পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পেছনের দিক হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই (বুখারী)। বুখারী ও মুসলিমের মিলিত বর্ণনা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের কাতারগুলোকে পূর্ণ করো। আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।

ব্যাখ্যা ঃ "আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই" একথার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ কাশফের দ্বারা সব দেখতে পেতেন। এর অর্থ গায়েব জানা নয়।

١٠١٩-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ .

১০১৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতার সোজা করে নাও। কারণ নামাযের কাতার সোজা করা নামায কায়েম করার নামান্তর (বুখারী, মুসলিম)।

কাতার সোজা না থাকলে মন ঠিক থাকে না

١٠٢٠-وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اخْتِلاَفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২০। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগে পিছে হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের হৃদয়ে বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। তারপর ওইসব লোক যারা তাদের কাছাকাছি (মানের), তারপর ওইসব লোক যারা তাদের কাছাকাছি হবে। হযরত আবু মাসউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, আজ-কাল তোমাদের মধ্যে বড় মতভেদ (মুসলিম)।

মসজিদে হৈ চৈ না করা

١٠٢١-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা (নামাযে) আমার কাছ দিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের কাছাকাছি মানের লোক। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আর তোমরা (মসিজেদ) বাজারের মতো হৈ-হল্লা করবে না (মুসলিম)।

١٠٢٢-وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ أَصْحَابِهٖ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا وَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে প্রথম কাতারে এগিয়ে আসতে গড়িমসি লক্ষ্য করে তাদের বললেন, সামনে এগিয়ে আসো। আমার অনুসরণ করো। তাহলে যারা তোমাদের পেছনে আছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, একদল লোক সব সময়ই প্রথম সারিতে দাঁড়াতে দেরী করতে থাকে। শেষে আল্লাহ তাআলাও তাদের পেছনে ফেলে রাখবেন (মুসলিম)।

١٠٢٣-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰنَا حَلَقًا فَقَالَ مَا لِىْ أَرَاكُمْ عِزِيْنَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلٰى وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৩। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এসে আমাদেরকে গোলাকার হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বসা দেখে বললেন, কি কারণে তোমারাদেরকে ভাগ ভাগ হয়ে বসে থাকতে দেখছি। তারপর আর একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মধ্যে আসলেন

এবং বললেন, তোমরা কেনো এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও না যেভাবে ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা প্রথমে সামনের সারি পুরা করে এবং সারিতে মিলেমিশে দাঁড়ায় (মুসলিম)।

নারী-পুরুষের উত্তম কাতার

١٠٢٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের কাতার। আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম হলো পেছনের কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো প্রথম কাতার (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٢٥-عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০২৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযে) তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে) বাঁধবে। নিজেদের ঘাড় সোজা রাখবে। শপথ ওই জাতে পাকের যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি শয়তানকে বকরীর বাচ্চার মতো তোমাদের (নামাযের) কাতারের ফাঁকে ঢুকতে দেখি (আবু দাউদ)।

١٠٢٦-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০২৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আগে প্রথম কাতার পুরা করো, এরপর পরবর্তী কাতার পুরা করবে। কোন কাতার অপূর্ণ থাকলে সেটা হবে একেবারে শেষের কাতার (আবু দাউদ)।

প্রথম কাতারের ফযীলত

١٠٢٧-وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ الْعَبْدُ بِهَا صَفًّا رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

১০২৭। হযরত বারায়া ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যেসব লোক প্রথম কাতারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে তাদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত পাঠাতে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলার নিকট তার কদমের চেয়ে উত্তম কোন কদম নেই যে ব্যক্তি হেঁটে কাতারের খালি জায়গা পুরা করে।

١٠٢٨-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০২৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের সারির ডান দিকের লোকদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ষাতে থাকেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের কাতারে ইমাম থেকে দূরে হলেও ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম বাম দিকে ইমামের কাছে দাঁড়ানোর চেয়ে। তবে বাম দিকের সারিতে কোন জায়গা খালি থাকলে দুই দিক বরাবর করার জন্য তখন বাম দিকে দাঁড়ানোই উত্তম।

١٠٢٩-وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০২৯। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম) মুখে অথবা হাতে ইশারা করে কাতারগুলোকে সোজা করার জন্য বলতেন। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর তাহরীমা বলতেন (আবু দাউদ)।

١٠٣٠- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنْ يَّمِيْنِه اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَعَنْ يَّسَارِه اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০৩০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামায শুরু করার আগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর ডান দিকে ফিরে বলতেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো'। আরপর তাঁর বাম দিকে ফিরেও বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো (আবু দাউদ)।

١٠٣١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০৩১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুগুলো নমনীয় রাখে, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযে কাঁধ নমনীয় রাখার ব্যাখ্যা ওলামায়ে কিরাম তিন রকম করেছেন। প্রথম হলো কোন ব্যক্তি যদি নামাযের কাতারে বরাবর হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে কেউ যদি তাকে সোজা করতে চায় সে যেনো সোজা হয়ে যায়। সোজা না হবার জন্য যেনো জেদ না ধরে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, কোন কাতারে জায়গা খালি আছে। কেউ যদি এই খালি জায়গায় দাঁড়াতে চায় তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়, বরং দাঁড়াতে সুযোগ দেবে। কাঁধকে নরম রাখার তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, নামাযে খুজু খুশু ও প্রশান্তির জন্য এটা একটা প্রতিকী শব্দ। যে ব্যক্তিই উত্তম নামাযী সে দিল জমিয়ে একাগ্র চিত্তে এক ধ্যানে এক মনে নামায আদায় করে। এটাই কাঁধ নরম রাখা, কোন অহমিকা না থাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِىْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

১০৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তোমরা নামাযে

সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আমার জীবন যার হাতে নিহিত তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে সামনে দিয়ে যেরূপ দেখতে পাই পেছনের দিকেও সেরূপ দেখতে পাই (আবু দাউদ)।

প্রথম সারির মর্যাদা বেশী

১০৩৩-وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الثَّانِيْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِيْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوْا فِيْ اَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ يَعْنِيْ اَوْلاَدَ الضَّاْنِ الصِّغَارِ -رَوَاهُ اَحْمَدُ.

১০৩৩। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামাযে প্রথম সাড়িতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর রহমত পাঠান। একথা শুনে সাহাবাগণ নিবেদন করলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপরঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামাযের প্রথম সারির উপর রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর দ্বিতীয় সারির উপর। তিনি উত্তরে বললেন, দ্বিতীয় সারির উপরও। এরপর রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতারগুলোকে সোজা রাখো, কাঁধকে বরাবর করো, ভাইদের হাতের সাথে নরম থাকবে। কাতারের মধ্যে খালী জায়গা ছাড়বে না। তাহলে শয়তান তোমাদের মধ্যে ছাগলের কালো বাচ্চার মতো ঢুকে পড়বে (আহমাদ)।

১০৩৪-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللّٰهُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১০৩৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযের কাতার সোজা রাখবে। কাঁধকে বরাবর করবে। কাতারের খালি জায়গা পুরা করে নিবে। নিজেদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে। কাতারের মাঝে শয়তান দাঁড়াবার কোন খালি জায়গা ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ্ তাআলা (তাঁর রহমতের সাথে) তাকে মিলিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভাঙ্গবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার রহমত হতে কেটে দেন (আবু দাউদ। নাসাঈ এই হাদীসকে, 'মান ওয়াসালা সাফফান' হতে শেষ পর্যন্ত নকল করেছেন)।

নামাযে ইমাম দাঁড়াবে মাঝ বরাবর

١٠٣٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّطُوْاالْاِمَامَ وَسَدُّوْا الْخَلَلَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১০৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামকে মাঝখানে রাখো, সারির মধ্যে খালি জায়গা বন্ধ করে দিও (আবু দাউদ)।

١٠٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

১০৩৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু লোক সব সময়ই নামাযে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকে, এমন কি আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দোজখের দিকে পিছিয়ে দেন (আবু দাউদ)।

١٠٣٧-وَعَنْ وَابِصَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০৩৭। হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে আবার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবত আগের কাতারে খালি জায়গা ছিলো। এরপরও সে ব্যক্তি পেছনের কাতারে একা দাঁড়িয়েছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) মুস্তাহাব হিসাবে আবার নামায পড়তে হুকুম দিয়েছেন। ইমাম আহমাদের মত হলো একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে সেই নামায হবে না। ইমাম বুখারী ও শাফেয়ী (রহ) বলেন, নামায হবে, তবে নামায মকরূহ হবে।

٢٥ - بَابُ الْمَوْقِفِ

২৫ - ইমাম ও মোক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٣٨-عن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَ لَنِىْ كَذٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৩৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা (রা)-র ঘরে রাতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে তাঁর হাত দিয়ে আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন (বুখারী-মুসলিম)।

তিনজনের জামায়াত

١٠٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّىْ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَ اَرَانِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُبْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَّسَارِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَ فَعْنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৩৯। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াবার জন্য দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন। (পেছন দিয়ে টেনে এনেই) আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে

দিলেন। এরপর জাব্বার ইবনে দাখ্‌র এলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র বাম পাশে দাড়িয়ে গেলেন। (এরপর) তিনি আমাদের দুই জনের হাত একত্র করে ধরলেন। আমাদেরকে (নিজ নিজ জায়গা হতে) সরিয়ে এনে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন (মুসলীম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিস ও আগের হাদিস থেকে বুঝা গেলো মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। এর বেশী হলে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

নারী পুরুষের নামায

١٠٤٠-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতিম আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে নামায পড়ছিলাম। আর উম্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মে সুলাইম ছিলেন হযরত আনাসের মা। আর ইয়াতিম ছিলো তাঁর ভাই। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো ইমামের পেছনে নারী পুরুষ মুক্তাদী হিসাবে থাকলে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে পুরুষগণ। আর পেছনের কাতারে দাঁড়াবে মহিলাগণ।

١٠٤١-وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْخَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪১। হযরত আনাস রাঃ হতেই বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে, তার মা ও খালা সহ নামায পড়লেন। তিনি বলেন আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। আর মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে (মুসলীম)।

١٠٤٢-وعن أَبِىْ بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ-رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

১০৪২। হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ কাছে এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে ছিলেন। রুকু ছুটে যাবার আশংকায় কাতারে পৌছার আগেই তিনি তাকবীর তাহরীমা দিয়ে রুকুতে চলে গেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে কাতারে এসে শামীল হলেন।

রাসূলুল্লাহ্র কাছে এই ঘটনা উল্লেখ হলে তিনি বললেন, 'এতায়াত ও নেক কাজের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের লোভ লালসা আরো বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ করবেনা (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র ইবাদাত ইতায়াতের তথা নেক কাজের আগ্রহকে এখানে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জামায়াতে নামায ধরার জন্য এত হুড়াতাড়া করতে নিষেধ করেছেন। ধীর স্থির ভাবে হেঁটে চলে যেখানে ইমামকে পাওয়া যায় সেখানেই ইমামের পেছনে নামাযের ইকতেদা করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٤٣- عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً اَنْ يَّتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

১০৪৩। হযরত সামুরাহ ইবনে 'জুনদুব' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আমাদের তিন ব্যক্তি নামায পড়বে তখন আমাদের একজন (উত্তম ব্যক্তি) সামনে চলে যাবে অর্থাৎ ইমামতি করবে (তিরমিজী)।

١٠٤٤-وعن عَمَّارٍ اَنَّهُ اَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلٰى دُكَّانٍ يُصَلِّى وَالنَّاسُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى اَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِه قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِىْ مَقَامٍ اَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ اَوْنَحْوَ ذٰلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِذٰلِكَ تَبِعْتُكَ حِيْنَ اَخَذْتَ عَلٰى يَدِىَّ-رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

১০৪৪। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (একদিন) মাদায়েনে (নামাযে) মানুষের ইমামতি করছিলেন। নামায পড়ার জন্য তিনি একটি চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ ছিলেন তার নীচে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে হযরত হোজাইফা কাতার থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে গেলেন এবং আম্মারের হাত ধরলেন। আম্মার তাঁকে অনুসরণ করলেন। হযরত হোজাইফা তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন। আম্মারের নামায শেষ হবার পর হযরত হুজাইফা তাঁকে বললেন। আপনি কি শুনেননি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি

জামায়াতে নামাযের ইমাম হলে তার দাঁড়াবার জায়গা যেনো মুক্তাদীদের দাঁড়াবার জায়গা হতে উঁচু না হয়। অথবা এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। হযরত আম্মার জবাব দিলেন; এই জন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম একা কোন উঁচু স্থানে আর মুক্তাদীরা নীচে থাকলে নামায মকরূহ হবে। এই কারণেই হযরত হুযাইফা হযরত আম্মারকে হাতে ধরে নীচে নামিয়ে এনেছেন। কারণ ইমাম উপরে ও মুক্তাদীরা নীচে ছিলো।

١٠٤٥ – وعن سَهْلِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ سُئِلَ مِنْ اَىِّ شَئٍ نِ الْمِنْبَرُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلٰى فُلاَنَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ عَلَے الْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ -هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَحْوَهُ وَقَالَ فِى اٰخِرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَے النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْابِى وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَوتِىْ .

১০৪৫। হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর কিসের তৈরী ছিলো? তিনি বললেন জঙ্গলের ঝাউ কাঠের তৈরী ছিলো। এটাকে অমুক রমণীর আযাদ করা গোলাম অমুকে রাসূলুল্লাহ্র জন্য তৈরী করেছিলেন। এটা তৈরী হয়ে গেলে, মসজিদে রাখা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দাঁড়ালেন। কেবলামুখী হয়ে নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা বাঁধলেন। সকলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ মেম্বরের উপর থেকেই কারায়াত পড়লেন। রুকু করলেন। অন্যান্য লোকও তাঁর পেছনে রুকু করলেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। এরপরে মেম্বর থেকে পা নামিয়ে জমিনে সিজদা করলেন। এরপর আবার তিনি মিম্বরে উঠলেন। কারাত পড়লেন। রুকু করলেন রুকু হতে মাথা উঠালেন তারপর পেছনে সরে আসলেন ও জমিনে সিজদা করলেন (এই ভাষা বুখারীর। আবার বুখারী মুসলীমের মিলিত বর্ণনাও এরূপই। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাদীসের শেষে একথাও বলেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হতে অবসর

হলেন, তখন বললেন, "আমি এই জন্য এই কাজ করেছি, তোমরা যেনো আমার অনুসরণ করো। আমার নামাযের অবস্থা, এর হুকুম আহকাম জানতে পারো)।

ব্যাখ্যা ঃ মদিনা হতে দুই ক্রোশ দূরে একটি জঙ্গল ছিলো। ওখানে ছিলো অনেক গাছ গাছড়া। এখানেই অনেক 'ঝাউ গাছ'ও ছিলো। এই ঝাউ গাছের কাঠ দিয়েই রাসূলুল্লাহ্র জন্য মিম্বর বানানো হয়েছিলো।

١٠٤٦- وعن عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّےاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَاْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

১০৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হুজরা খানায় নামায পড়লেন। আর লোকেরা হুজরার বাইর থেকে তাঁর সাথে নামাযের ইকতেদা করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিসের সম্পর্ক রামাদান মাসের সাথে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসে মসজিদের এক অংশে ইতেকাফের জন্য হুজরা বানিয়ে নিতেন। এই হুজরা থেকেই কিছুদিন তারাবিহর নামায পড়েছেন। এই সময় সাহাবায়ে কিরাম হুজরার বাইর থেকেই রাসূলুল্লাহর সাথে তারাবিহর নামায পড়তেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٤٧- عن اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَلاَ اُحَدِّ ثُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّے بِهِمْ فَذَ كَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ اُمَّتِىْ -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ -

১০৪৭। হযরত আবু মালেক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো? (তাহলে) শুনো! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নামাযের জন্য দাঁড় করিয়ে (প্রথমতঃ) পুরুষদের কাতার ঠিক করতেন। এরপর তাদের পেছনে ছেলেদের কাতার দাঁড় করাতেন। তারপর তাদেরে নামায পড়িয়েছেন। হযরত আবু মালেক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন। রাসূলুল্লাহ্ পরে বললেন, এভাবে নামায পড়তে হবে। আবদুল আ'লা যিনি আবু মালেক হতে নকল করেছেন, বলেন, আমার ধারণা, আবু মালিক 'আমার উম্মাতের' একথাটিও বলেছেন (আবু দাউদ)।

١٠٤٨-وعن قَيْسِ بِنْ عُبَادٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى جَبْذَةً فَنَحَّانِى وَقَامَ مَقَامِى فَوَاللهِ مَاعَقَلْتُ صَلاَتِى فَلَمَّا انْصَرَفَ اِذَا هُوَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَافَتى لاَ يَسُوءُكَ اللهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا اَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ اَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ وَاللهِ مَاعَلَيْهِمْ اٰسٰى وَلٰكِنْ اٰسٰى عَلٰى مَنْ اَضَلُّوا قُلْتُ يَااَبَا يَعْقُوبَ مَاتَعْنِى بِاَهْلِ الْعَقْدِ قَالَ الْاُمَرَاءُ -رَوَاهُ النَّسَائِىْ .

১০৪৮। হযরত কয়েস ইবনে ওবাদ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাকে পেছন থেকে টেনে একদিকে নিয়ে নিজে আমার জায়গায় দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌র কসম! এই রাগে নামাযে আমার হুঁশ ছিলোনা। নামায শেষ করার পর আমি তাকালাম। দেখলাম তিনি হযরত উবাই ইবনে কায়াব। আমাকে রাগত দেখে তিনি বললেন, হে যুবক! (আমার কাজটির জন্য) আল্লাহ্ তোমাকে যেনো কষ্ট না দেয়! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র অসিয়ত ছিলো, আমি যেনো তাঁর কাছে দাঁড়াই। তারপর কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার এই কথা বললেন, রাব্বে কা'বার শপথ! ধ্বংস হয়ে গেছে আহলুল আক্‌দ। আরো বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের উপর অর্থাৎ জনগণের ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা নেই। চিন্তা তো হলো ওদের জন্য যাদেরে নেতারা পথভ্রষ্ট করছে। কয়েস ইবনে ওবাদ বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কায়াবকে বললাম। হে আবু ইয়াকুব! 'আহলুল আকদ' বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'উমারা' অর্থাৎ নেতা ও শাসকবর্গ (নাসাই)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلاَمِ অর্থাৎ "তোমাদের বালেগ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। এটাকেই রাসূলুল্লাহ্‌র অসিয়ত হিসাবে-উবাই ইবনে কায়াব বুঝায়েছেন। এবং এই বাণী অনুযায়ী ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবার জন্য ছেলেটিকে সরিয়ে নিজে প্রথম কাতারে ইমামের কাছে দাঁড়িয়েছেন। আর ছেলেটি প্রথম কাতারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলো। এটা বুঝতে পেরেই উবাই ইবনে কায়াব তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

بَابُ الْإِمَامَةِ

ইমামের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٤٩- عن اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِىْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِىْ السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَاَيُؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ وَلَاَيُؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ اَهْلِهٖ.

১০৪৯। হযরত আবু মাসউদ রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির ইমামতী ওই ব্যক্তি করবেন, যিনি আল্লাহ্র কিতাব সবচেয়ে ভালো পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মধ্যে যদি সকলেই ভালো কারী হন তাহলে ইমামতী করবেন এই ব্যক্তি যিনি সুন্নাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকেফহাল। যদি সুন্নাত সম্পর্কেও সকলে এক সমানই জ্ঞানী হন তাহলে যে মদিনায় সকলের আগে হিযরাত করে এসেছেন। হিযরাতের ব্যাপারেও যদি সকলে এক সমান হন। তাহলে ইমামাত করবেন যিনি বয়সে সকলের বড়ো। আর কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবেনা। কেউ কারো বাড়ী গিয়ে তার আসন ছাড়া যেনো বিনা অনুমতিতে বাড়ী ওয়ালার আসনে না বসে (মুসলীম)।

١٠٥٠-وعن اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَأُهُمْ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন তিনজন হবে; নামায পড়ার জন্য একজনকে ইমাম বানাবে। ইমামতীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য যে কুরআন সবচেয়ে ভালো পড়ে ন (মুসলীম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٥١-عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ -

১০৫১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম তাঁরই আযান দেয়া উচিত। আর তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল কারী তাকেই তোমাদের ইমামতী করা উচিত (আবু দাউদ)

١٠٥٢-وعن ابِىْ عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِىْ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث يَأْتِيْنَا اِلٰى مُصَلاَّ نَا يَتَحَدَّ ثْ فَحَضَرَ الصَّلاَةُ يَوْمًا قَالَ اَبُوْ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّه قَالَ لَنَا قَدَّ مُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّى بِكُمْ وَسَاُحَدِّ ثُكُمْ لِمَ لاَاُصَلِّىْ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ زَارَقَوْمًا فَلاَ يُؤُمَّهُمْ وَلِيَوءُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ -رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَا وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ اِلاَّ اَنَّهُ اقْتَصَرَعَلٰى لَفْظِ النَّبِّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১০৫২। হযরত আবু আতিয়্যাতুল ওকাইলী (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরাস (সাহাবী) আমাদের মসজিদে আসতেন। আমাদেরকে হাদিস আলোচনা করে শুনাতেন। একদিন তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে আছেন নামাযের সময় হয়ে গেলো। আবু আতিয়্যাহ্ বলেন, আমরা হযরত মালেকের কাছে আবেদন করলাম সামনে বেড়ে আমাদের নামাযের ইমামতী করার জন্য। হযরত মালেক বললেন, তোমরা তোমাদের কাউকে আগে বাড়িয়ে দাও। সে-ই তোমাদের নামায পড়াবে। আর আমি কেনো নামায পড়াবোনা। কারণ তোমাদেরকে বলছি। আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সে যেনো তাদের ইমামতী না করে। বরং তাদের মাঝে কেউ ইমামতী করবে (আবু দাউদ, তিরমিজী। নাসাইও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্র শব্দগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মালেক (রা) একজন মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাহাবী। এরপরও তিনি তখনকার লোকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও নামাযের ইমামতী করতে সামনে বাড়েননি। কারণ এসব অবস্থায় স্থানীয় লোকদেরকে ইমামতি করার হক বেশী। রাসূলুল্লাহ্র হাদিসের উপর তিনি আমল করেছেন।

অন্ধের ইমামতী জায়েয

١٠٥٣-وَعَن اَنَسٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُومٍ يُؤُمُّ النَّاسُ وَهُوَا اَعْمٰى -رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ -

১০৫৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাক্তুমকে নামায পড়াবার জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। অথচ তিনি ছিলেন জন্মান্ধ (আবু দাউদ)।

অপছন্দনীয় ইমামের নামায কবুল হয়না

١٠٥٤-وعن ابى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَتُجَاوِزُصَلاَتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১০৫৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তির নামায কান হতে উপরের দিকে উঠেনা (অর্থাৎ কবুল হয়না)। প্রথম হলো কোন মালিকের কাছ থেকে ভেগে যাওয়া গোলাম যতক্ষণ তার মালিকের কাছে ফিরে না আসবে। দ্বিতীয় ওই নারী, যে তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাটালো। তৃতীয় হলো ওই ইমাম যাকে তার জাতি পছন্দ করেনা (তিরমিজী। তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি গরীব)।

ব্যাখ্যাঃ নামাযের ইমামতী এবং জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও ইমামাতের মধ্যে গন্য।

তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না

١٠٥٥- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَتُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَرتِيْهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ

১০৫৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না। ওই ব্যক্তি যে কোন জাতির ইমাম অথচ সেই জাতি তার উপর সন্তুষ্ট নয়। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে নামাযে পরে আসে। পরে আসা অর্থ হলো নামাযের মোস্তহাব সময় চলে যাবার পরে আসে। তৃতীয় ওই ব্যক্তি যে আযাদ ব্যক্তিকে গোলাম মনে করে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

١٠٥٦ - وعن سَلاَمَةَ بِنْتِ الحُرِّ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَيَجِدُوْنَ اِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ -رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১০৫৬। হযরত সালামা বিনতুল হোর্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিয়ামতের আলামতের একটি আলামত হলো মসজিদে উপস্থিত নামাযীরা একে অপরকে বলবে। তাদের নামায পড়িয়ে দিতে পারবে এমন উপযুক্ত ইমাম পাবেনা (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো কিয়ামতের আগে জিহালাত ও মূর্খতা বেড়ে যাবে। মানুষ এতো মূর্খ ও জ্ঞানহীন হয়ে যাবে যে তারা ইমামতী করার যোগ্য থাকবেনা। অজ্ঞতা মূর্খতার জন্য কেউ ইমাম হতে চাইবেনা। একে অপরকে বলবে তুমি নামায পড়াও। এই ঠেলাঠেলি কিয়ামতের লক্ষণ।

١٠٥٧ - وعن اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْفَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَلصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْفَاجِرٌ وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ -رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

১০৫৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর প্রত্যেক নেতার সাথে চাই সে নেক্কার হোক কি বদকার, জিহাদ করা ফরয। যদি সে কবিরা গুনাহও করে। প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে নামায পড়া তোমাদের জন্য ওয়াজেব। (সেই নামায আদায়কারী) নেক্কার হোক কি বদকার। যদি সে কবিরা গুনাহ্ও করে থাকে। নামাযে জানাযাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সে নেক্কার হোক কি বদকার। সে গুনাহ্ কবিরা করে থাকলেও (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'জেহাদ ফরয' একথার অর্থ হলো কোন কোন সময় জেহাদ 'ফরজে আইন' আবার কোন কোন সময় জেহাদ 'ফরজে কেফায়া'।

এই হাদিসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের পেছনেই নামায পড়া যায়। যদি সে ফাসেকও হয়। কিন্তু ফেস্কী যেনো কুফরীর পর্যায়ে গিয়ে না পড়ে। তবে আলেমরা মনে করেন, ফাসেকের পেছনে নামায মকরূহ হয়। নেক মানুষের উপস্থিতিতে ফাসিকের ইমামাত করা উচিত নয়। নামাযে জানাযা ফরয অর্থ ফরযে কেফায়া'। প্রত্যেক মুসলমানেরই উপরই জানাযার নামায ফরয।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাবালেগের ইমামতী

١٠٥٨-عن عمرو بن سلمة قال كنا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان نسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم ان الله ارسله اوحى اليه اوحى اليه كذا فكنت احفظ ذلك الكلام فكانما يغرى فى صدرى وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبدر ابى قومى باسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبى حقا فقال صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم فليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا منى لما كنت اتلقى من الركبان فقدمونى بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين وكانت على بردة كنت اذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى الا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصا فما فرحت بشئ فرحى بذالك القميص -رواه البخارى.

১০৫৮। হযরত আমর ইবনে সালেমাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কুয়ার পাড়ে বসবাস করতাম। এটা মানুষের চলাচলের জায়গা। যে কাফেলা আমাদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করে আমরা তাদেরে জিজ্ঞেস করতাম মানুষের কি হলো মানুষের! এই লোকটি (রাসূলুল্লাহ্) কি হলো? আর এই লোকটির বৈশিষ্ট্য কি? এই সব লোক আমাদেরকে বলতো। তিনি নিজেকে রাসূল হিসাবে দাবী করেন। আল্লাহ্ তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। (কাফেলার লোক তাদেরে কুরআনের আয়াত পড়ে শুনাতো) বলতো এসব তাঁর কাছে ওহী হিসাবে আসে। বস্তুতঃ কাফেলার কাছে আমি রাসূলুল্লাহ্র যে সব গুণাগুণের কথা ও কুরআনের যে সব আয়াত পড়ে শুনাতো এগুলোকে এমন ভাবে স্মরণ রাখতাম যা আমার সিনায় গেঁথে থাকতো। আরববাসী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয় হবার অপেক্ষা করছিলো। অর্থাৎ তারা বলতো। মক্কা বিজয় হয়ে গেলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আর একথাও বলতো এই রাসূলকে তাদের জাতির উপর ছেড়ে দাও। যদি সে জাতির উপর বিজয় লাভ করে (মক্কা বিজয় করে নেয়) তাহলে মনে করবে সে

সত্য নবী। মক্কা বিজয় হয়ে গেলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার পিতা জাতির প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি (ইসলাম গ্রহণ করে) ফিরে আসার পর জাতির কাছে বলতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম! আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। তিনি বলেছেন, অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে। আর তোমাদের যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে জানে সে ইমামতী করবে। বস্তুতঃ যখন নামাযের সময় হলো ও জামায়াত প্রস্তুত হলো মানুষেরা কাকে ইমাম বানাবে পরস্পরের প্রতি দেখতে লাগলো। কিন্তু আমার চেয়ে ভালো কুরআন পড়ার লোক পেলোনা। কেনোনা আমি কাফেলাওয়ালাদের কাছে কুরআন শিখছিলাম। লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলো। এসময় আমার বয়স ছিলো ছয় কি সাত বছর। আমার পরনে ছিলো শুধু একটি চাদর। আমি যখন সেজদায় যেতাম; চাদরটি আমার শরীর হতে সরে যেতো। আমাদের জাতির একজন নারী (এ অবস্থা দেখে) বললো আমাদের সামনে থেকে তোমরা তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে দিচ্ছোনা কেনো? জাতির লোকেরা যখন কাপড় খরিদ করলো এবং আমার জন্য জামা বানিয়ে দিলো। এই জামার জন্য আমার মন এমন খুশী হলো যা আর কখনো হয়নি (বুখারী)।

١٠٥٩-وعن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد -رواه البخاري.

১০৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় প্রথম আগমনকারী মুহাজিরগণ যখন আসলেন, আবু হোজাইফার আযাদ গোলাম হযরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন। মুক্তাদীদের মধ্যে হযরত উমার রাঃ হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদও শামিল থাকতেন (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু সালেম হযরত হোজাইফার আযাদ করা গোলাম ছিলেন। তিনি মর্যাদাসম্পন্নদের অন্তর্ভূক্ত ও উঁচুমানের কারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন থেকে কুরআন শিখার হুকুম দিয়েছিলেন। এদের একজন ছিলেন হযরত সালেম। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। এতেই তিনি কতো বড় কারী ছিলেন তা বুঝা যায়?

١٠٦٠-وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان رواه ابن ماجة

১০৬০। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তি এমন আছেন যাদের নামায মাথার উপরে এক বিঘত পরিমাণও যায়না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো যে জাতির ইমাম। অথচ জাতি তার উপর অসন্তুষ্ট। দ্বিতীয় ওই নারী যে এই অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে তার স্বামী তার উপর রাগ। তৃতীয় দুই ভাই। যাদের পরস্পরের উপর পরস্পর নাখুশ (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম হতে হবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য, তাকওয়াসম্পন্ন। যার উপরে সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। স্ত্রী হতে হবে-স্বামীর প্রতি অনুরাগী ও আনুগত্যশীল। স্বামীর সব হক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীও আবার স্ত্রীর সব দিক লক্ষ্য রাখবে। দু'ভাই কলহ বিবাদ করে পরস্পর সম্পর্ক খারাপ করে থাকবেনা। কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখতে পারবেনা, তিন দিন পর্যন্ত শর'য়ী কারণ ছাড়া পারস্পরিক কথাবার্তা বন্ধ রাখা হারাম। এমনটা করবেনা। করলে এদের নামায কবুল হবেনা।

ইমামের কর্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٦١-عن انس قال ماصليت وراء امام قط اخف صلاة ولااتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه -متفق عليه

১০৬১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আর কোন ইমামের পেছনে এতো হালকা ও পরিপূর্ণ নামায পড়িনি। তিনি যদি (নামাযের সময়) কোন বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতেন, মা চিন্তিত হয়ে পড়বে ভেবে নামায সংক্ষেপ করে ফেলতেন (বুখারী- মুসলিম)।

١٠٦٢-وعن ابى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبى فاتجوز فى صلاتى مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه -رواه البخارى

১০৬২। হযরত আবু কাতাদাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি নামায শুরু করলে তা লম্বা করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখনই (পেছন থেকে) বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনি, তখন আমার নামাযকে আমি সংক্ষেপ করি। কারণ তার কান্নায় তার মায়ের মনের উদ্বিগ্নতা যে বেড়ে যাবে তা আমি জানি (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এতে বুঝা গেলো নামাযীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য।

١٠٦٣–وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء – متفق عليه

১০৬৩। হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যারা মানুষের নামায পড়ায় সে যেনো নামায সংক্ষেপ করে। কারণ (তার পেছনে) মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বুড়োও থাকে (তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও দরকার)। আর তোমাদের কেউ যখন একা একা নামায পড়বে সে যতো ইচ্ছা নামায দীর্ঘ করতে পারে (বুখারী-মুসলিম)।

١٠٦٤–وعن قيس بن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة متفق عليه

১০৬৪। হযরত কায়েস ইবনে আবু হাযেম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ আমাকে বলেছেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তি খুব দীর্ঘ নামায পড়াবার কারণে আমি ফজরের নামাযে দেরীতে আসি। হযরত আবু মাসউদ বলেন, সেদিন নসিহত করার সময় আর কোন দিন রাসূলুল্লাহকে আজকের মতো এতো রাগ করতে দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেউ (দীর্ঘ করে নামায পড়ে) মানুষকে বিতৃষ্ণ করে তোলে। (সাবধান!) তোমাদের যে ব্যক্তি মানুষকে (জামায়াতে) নামায পড়াবে। সে যেনো সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারন মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বুড়ো, 'প্রয়োজনের তাড়ার লোকজন থাকে (বুখারী-মুসলীম)।

[এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই]

١٠٦٥–وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم – رواه البخاري

১০৬৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদেরকে ইমাম নামায পড়াবেন। বস্তুতঃ যদি নামায উত্তম ভাবে পড়ায় তাহলে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে (তার জন্যও আছে)। আর সে যদি কোন ভুল করে, তাহলে তোমরা সওয়াব পাবে। তার জন্য সে গুনাহগার হবে (বুখারী)।

এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٦٦-عن عُثْمَانَ بْن اَبِى الْعَاص قَالَ اٰخِرُ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا اَمَمْتَ قَوْمًا فَاَخِفَّ بِهِمُ الصَّلٰوةَ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ له اُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنِّى اَجِدُ فِى نَفْسِىْ شَيْئًا قَالَ اُدْنُهْ فَاَجْلَسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْه ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِى صَدْرِىْ بَيْنَ ثَدَيَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَ فِىْ ظَهْرِىْ بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمَّ قَالَ اُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِنَّ فِيْهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَاِذَ صَلَّى اَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ .

১০৬৬। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম.আমাকে যে শেষ অসিয়ত করেছেন তা ছিলো, যখন তোমরা মানুষের (নামাযের) ইমামতী করবে, সংক্ষেপ করে নামায পড়াবে (মুসলীম)।

মুসলীম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমানকে বলেছেন। নিজ জাতির ইমামতী করো। হযরত ওসমান বললেন, আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মনে খটকা লাগে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। আমার কাছে এসো। আমি তার কাছে এলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। আমার সিনার উপর দুই ছাতির মধ্যে তাঁর নিজের হাত রেখে বললেন। এদিকে পিঠ ফিরাও। আমি তাঁর দিকে আমার পিট ফিরালাম। তিনি আমার পিঠে দুই কাঁধের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন। যাও, নিজের জাতির নামাযে ইমামতী করো। (মনে রাখবে) যখন কেউ কোন জাতির ইমামতী করবে। তার উচিত ছোট করে নামায পড়ানো। কারণ নামাযে বুড়ো থাকে। অসুস্থ মানুষ থাকে। দুর্বল ও প্রয়োজনের তাড়া আছে এমন লোক থাকে। যখন কেউ একা একা নামায পড়বে সে যে ভাবে যতো দীর্ঘ চায় নামায পড়বে)।

١٠٦٧-وعن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ -رَوَاهُ النَّسَاءِيُّ -

১০৬৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংক্ষেপ করে নামায পড়াবার হুকুম দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে যখন নামায পড়াতেন 'সফফাত' সূরা দিয়ে নামায পড়াতেন (নাসাই)।

بَابُ مَاعَلَى الْمَامُوْمِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمُ الْمَسْبُوْقِ

মুক্তাদীর কাজ ও মসবুকের করনীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٦٨-عن بَرَاءِبْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّاظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৬৮। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম। বস্তুতঃ তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু' বলতেন, তখন যে পর্যন্ত তিনি সাজদার জন্য তাঁর কপাল মাটিতে না লাগাতেন, আমাদের কেউ পিঠ ঝুকাতেন না (বুখারী মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের কোন অঙ্গ ইমামের আগে না করার জন্য এই সতর্কতা।

١٠٦٩- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَه اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى اِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبَقُوْنِى بِالرُّكُوْعِ وَلَابِا لسُّجُوْدِ وَلَابِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ اَمَامِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা রুকু, সিজদা করার সময় দাঁড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবেনা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার সম্মুখে দিয়ে পেছনে দিক দিয়ে দেখে থাকি (মুসলীম)।

١٠٧٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُبَادِرُوْا الْاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّ الْبُخَارِىَّ لَمْ يَذْكُرْ وَاِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

১০৭০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করোনা। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন বলবে 'ওয়ালাদ্ দাল্লীন', তোমরা বলবে 'আমীন'। ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। ইমাম যখন বলবে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', তোমরা বলবে 'আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদু (বুখারী- মুসলীম)। কিন্তু ইমাম বুখারী 'ওয়াইজ কালা ওয়ালাদ্ দাল্লীন' উল্লেখ করেননি)"

١٠٧١- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ قَالَ الْحُمَيْدِىُّ قَوْلُهُ اِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا هُوَ فِىْ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَاْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ اِلٰى اَجْمَعُوْنَ وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا -رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১০৭১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরের সময় ঘোড়ায় উপর সওয়ার ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি নীচে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরের চামড়া উঠে গিয়ে ব্যথা পেলেন (দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারছিলেন না)। তাই তিনি বসে বসে আমাদেরকে

(পাঁচ বেলা নামাযের) কোন এক বেলা নামায পড়ালেন। আমরাও তার পেছনে বসে বসেই নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন। ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেনো তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। তাই ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রুকু করবে, তোমরাও রুকু করবে। ইমাম রুকু হতে উঠলে তোমরাও রুকু হতে উঠবে। ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলবে। আর যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে, তোমরা সব মুক্তাদীও বসে নামায পড়বে। ইমাম হুমাইদী রহঃ বলেন, 'ইমাম বসে নামায পড়লে' তোমরাও বসে নামায পড়বে রাসূলুল্লাহর এই হুকুম, তার প্রথম অসুখের সময়ের হুকুম ছিলো। পরে মৃত্যু-শয্যায় (ইন্তেকালের একদিন আগে) রাসূলুল্লাহ্ বসে বসে নামায পড়িয়েছেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়ার হুকুম দেননি। রাসূলুল্লাহর এই শেষ কাজের উপরই আমল করা হয়। এগুলো হলো বুখারীর ভাষা। এর উপর ইমাম মুসলীম একমত হয়েছেন। মুসলীমে আরো একটু বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন। ইমামের বিপরীত কোন কাজ করোনা। ইমাম সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে (বুখারী)।

١٠٧٢-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَصَلّٰى اَبُوْبَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْبَكْرٍ حِسَّهٗ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَايَتَاَخَّرَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ اَبُوْبَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ اَبِيْ بَكْرٍ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اَبُوْبَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ

১০৭২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুব অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন। এসময় একদিন বেলাল রাঃ নামায পড়াবার জন্য রাসূলুল্লাহ্কে ডাকতে এলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বলো। তাই হযরত আবু বকর রাঃ সে কয়দিনের (সতর বেলা) নামায পড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একদিন একটু সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে দুপা মাটির সাথে চেচিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে এলেন। মসজিদে প্রবেশ করলে হযরত আবু বকর রাঃ রাসূলের আগমন টের পেলেন ও পিছু হটতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ্ তা দেখে ওখান থেকে সরে না আসার জন্য আবু বকরকে ইশারা করলেন। এরপর তিনি এলেন এবং আবু বকরের বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায পড়তে লাগলেন। হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহর নামাযের ইক্তেদা করছেন। আর লোকেরা হযরত আবু বকরের নামাযের ইকতেদা করে চলছেন (বুখারী-মুসলীম)

উভয়ের আর এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর লোকদেরকে রাসূলের তাকবীর শুনাতে লাগলেন।

١٠٧٣-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَمَا يَخْشٰى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَاْسَهٗ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَه رَاْسَ حِمَارٍ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৭৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্নিত। তিনি বলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকু সাজদা হতে)মাথা উঠায় সে কি এ কথার ভয় করেনা যে আল্লাহ্ তায়ালা তার মাথাকে পরিবর্তন করে গাধার মাথায় পরিনত করবেন (বুখারী মুসলীম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٧٤-عن عَلِىٍّ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَااَتٰى اَحَدُكُمْ الصَّلٰوةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১০৭৪। হযরত আলী ও হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জামায়াতের নামাযে শরীক হবার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে তাকে সে কাজই করতে হবে যে কাজ ইমাম করবে (তিরমিজী। তিনি বলেন, এই হাদিসটি গরীব)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাবার পর কোন লোক জামায়াতে শরীক হলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম যদি কিয়াম অবস্থায় থাকে, কিয়ামে দাঁড়াবে। রুকুতে, সাজদায় বা বৈঠকে থাকলে সেখানেই তাঁর সাথে শরীক হবে।

١٠٧٥ - وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهُ شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

১০৭৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা জামায়াতে শরীক হবার জন্য নামাযে এসে আমাদেরকে সিজদায় পেলে তোমরাও সিজদায় চলে যাবে। আর সিজদাকে (কোন রাকায়াত) হিসাবে গণ্য করবেনা। তবে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকাআত পেয়ে যাবে সে পুরা রাকায়াত পেয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

١٠٧٦ -وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاْتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১০৭৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাক্বীর তাহরীমাসহ আল্লাহ্র জন্য জামায়াতে নামায পড়ে তার জন্য দুই ধরনের নাজাত লিখা হয়ে যায়। এক হলো জাহান্নাম থেকে নাজাত। আর দ্বিতীয় হলো মুনাফেকী থেকে নাজাত (তিরমিজী)।

জামায়াত ধরার মানসে মসজিদে গিয়ে জামায়াত না পেলেও সওয়াব পাওয়া যাবে

١٠٧٧ -وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ

১০৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি ওজু করেছে এবং উত্তম ভাবে সে তার ওজু সমাপন করেছে। তারপরে মসজিদে গিয়েছে। সেখানে মানুষদেরকে নামায পড়ে ফেলেছে অবস্থায় পেয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে নামাযীদের সমান সওয়াব দান করবেন যারা সেখানে হাজীর হয়ে নামায পুরা করেছে। অথচ তা তাদের সওয়াবে একটুও কমতি করবে না (আবু দাউদ ও নাসাই)।

١٠٧٨-وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِالْخُدْرِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ

১০৭৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি (তাকে দেখে) বললেন। এমন কোন লোক কি নেই যে তাকে আল্লাহ্র পথে সাদকা দিয়ে তাঁর সাথে নামায পড়ে। এসময় এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং তার সাথে নামায পড়লেন (তিরমিজী আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদিসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে নামায শেষ করার পরে লোকটি মসজিদে প্রবেশ করেছে। জামায়াতে নামায পায়নি। জামায়াত হারাবায় দুঃখও তার মনে থাকতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ করে দিয়ে তাঁকে জামায়াতের সওয়াবের মালিক করার জন্য তার সাথে কেউ শরীক হয়ে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটাকেই আল্লাহ্র রাসূল সাদকা হিসাবে অভিহিত করেছেন। জামায়াতে নামায পড়লে একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে জামায়াত গঠনের কারন সে ছাব্বিশ গুণ সওয়াব বেশী পেয়ে গেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর। তিনি নফল নিয়্যাত করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলের মৃত্যু শয্যায় আবু বকরের ইমামতী

١٠٧٩-عن عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِى عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَيَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ قَالَ ضَعُوْالِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِيْ الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِيْ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ بِاَنْ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَاعُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى اَبُوْبَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ خِفَّةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاالْعَبَّاسِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْبَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْبَكْرٍ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَنْ لاَيَتَاَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِيْ اِلٰى جَنْبِهٖ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَمِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيٌّ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৭৯। তাবেয়ী হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা রাঃ-র খিদমাতে হাজীর হয়ে বললাম। আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্ন অবস্থার (নামায আদায় করার ব্যাপারে) কিছু বলবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! (বলবো শুনো)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে নামাযের সময়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। (একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন। আমার জন্য ভাণ্ড ভরে পানি আনো। হযরত আয়েশা বলেন, আমরা তাঁর জন্য ভাণ্ড ভরে পানি আনলাম। তিনি সেই পানি দিয়ে গোসল করলেন। চাইলেন দাঁড়াতে। (কিন্তু দুর্বলতার কারণে) তিনি বেহুঁশ্ হয়ে গেলেন। হুঁশ এলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা

বললাম। এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আমার জন্য ভান্ড ভরে পানি আনো। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ উঠে বসলেন। আবার গোসল করলেন। চেয়েছিলেন দাঁড়াতে। কিন্তু (এসময়) বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন হুঁশ হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে?

আমরা আরয করলাম, এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে আল্লাহ্র রাসূল! (আপনি বলেছেন ভাণ্ড করে পানি আনতে। আমরা পানি আনলে আপনি বসলেন, গোসল করলেন। তারপর আবার যখন উঠতে চাইলেন বেহুঁশ হয়ে গেলেন)। যখন হুঁশ এলো তখন বললেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা আরয করলাম, না; তারা আপনার অপেক্ষায় আছে, হে আল্লাহ্র রাসূল। লোকেরা মসজিদে বসে বসে ঈশার নামায পড়ার জন্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দিয়ে (হযরত বিলাল) হযরত আবু বকরের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেবার জন্য। তাই দূত (বেলাল রাঃ) তাঁর কাছে এলেন। বললেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নামায পড়াবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। আবু বকর ছিলেন কোমলমতি মানুষ। তিনি একথা শুনে ওমরকে রাঃ) বললেন। উমার! তুমিই লোকদের নামায পড়িয়ে দাও। কিন্তু হযরত উমার বললেন। (আপনিই নামায পড়ান) এর জন্য আপনিই সবচেয়ে বেশী যোগ্য। এরপর হযরত আবু বকর রাসূলের অসুস্থ্যতার এ সময়ে (সত্তর বেলা) নামায মানুষদেরকে পড়ালেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামএকটু সুস্থতাবোধ করলে দুই ব্যক্তির উপর ভর করে (এঁদের একজন হযরত ইবনে আব্বাস ছিলেন) জুহরের নামাযে (মসজিদে গমন করলেন। তখন হযরত আবু বকর নামায পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্র আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ইশারা দিয়ে তাঁকে পেছনে সরে আসতে বারণ করলেন। যাদের উপরে ভর করে তিনি মসজিদে এসেছিলেন তাদের বললেন। আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। তাই তারা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। তিনি বসে বসে (নামায পড়াতে) লাগলেন।

হযরত ওবায়দুল্লাহ্ (এই হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন। হযরত আয়েশা হতে এই হাদিস শুনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাঁকে আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্র অসুখের সময়ের যে হাদিসটি হযরত আয়েশার কাছে শুনলাম তা-কি আপনার কাছে বর্ণনা করবো না? হযরত আব্বাস বললেন হাঁ, শুনাও। তাই আমি তাঁর সামনে হযরত আয়েশার কাছে শুনা হাদিসটি বর্ণনা করলাম। হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদিসের কোন কথা অস্বীকার করলেন না। অবশ্য তিনি বললেন, হযরত আয়েশা তোমাকে এই ব্যক্তির নাম বলেননি যিনি ইবনে আব্বাসের সাথে

ছিলেন! আমি বললাম, না, বলেন নি। ইবনে আব্বাস বললেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা রাঃ হুজুরকে ধরে নামাযে নিয়ে যাবার সময় দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন। অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। কারণ একপাশে হযরত ইবনে আব্বাস একা রাসূলুল্লাহ্কে ধরে নিয়ে গিয়েছেন। আর অপর পাশে আহলে বায়তের কয়েকজন ছিলেন। তারা পালাক্রমে একের পর এক একজন করে ধরেছেন। তাদের মধ্যে কখনো হযরত আলী কখনো উসামা অথবা ফজল ইবনে আব্বাস।

সূরা ফাতিহা না পেলে অর্ধেক সওয়াব

١٠٨٠– وعن ابى هريرة انه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاتته قراءة ام القران فقد فاته خير كثير –رواه مالك.

১০৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) রুকু পেয়েছে সে গোটা রাকায়াতই পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পড়া হতে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যক্তি অনেক সওয়াব হতে বঞ্চিত হয়েছে (মালিক)।

١٠٨١–وعنه انه قال الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان –رواه مالك

১০৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (রুকু ও সাজদায়) ইমামের আগে নিজের মাথা উঠিয়ে ফেলে অথবা ঝুকিয়ে ফেলে তাহলে মনে করতে হবে তার কপাল শয়তানের হাতে (মালিক)।

باب من صلى صلوة مرتين

দুইবার নামায পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٨٢–عن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم –متفق عليه

১০৮২। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ আনাহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। এরপর নিজের গোত্রে এসে তাদের নামায পড়াতেন (বুখারী-মুসলীম)।

١٠٨٣- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبُخَارِيُّ

১০৮৩। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মোয়াজ রাঃ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে (জামায়াতে) ঈশার নামায পড়তেন। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাদেরে আবার ঈশার নামায পড়াতেন। তাঁর জন্য তা ছিলো নফল (বায়হাকী ও বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হযরত মোয়াজ রাঃ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে ঈশার নামায পড়তেন নফল নিয়্যাতে। এরপর নিজ গোত্রে এসে তাদের ঈশার নামাযের ইমামতী করতেন। আগেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামায়াতে দ্বিতীয় বার নামায পড়া

١٠٨٤- عن يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي اُخْرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১০৮৪। হযরত ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে হজ্জে (বিদায় হজ্জ) গিয়েছিলাম। সেই সময় আমি একদিন তাঁর সাথে মসজিদে খায়েফে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষ করে পেছনের দিকে ফিরে দেখলেন জামায়াতের শেষ সীমায় দুই ব্যক্তি বসে আছে। যারা তাঁর সাথে (জামায়াতে) নামায পড়েনি। তাদের দেখে তিনি বললেন তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাদের এই অবস্থায়ই রাসূলের কাছে হাজীর করা হলো। ভয়ে তখন

আদের কাঁধের গোসত থরথর করছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কে নিষেধ করেছে? তারা আরয করলো। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের বাসায় নামায পড়ে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ভবিষ্যতে একাজ আর করবেনা। তোমরা ঘরে নামায পড়ে আসার পরও মসজিদে এসে জামায়াত চলতে আছে দেখলে জামায়াতে নামায পড়ে নেবে। এই নামায তোমাদের জন্য নফল হয়ে যাবে (তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসাই)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১০৮৫ - عَنْ بُسْرِبْنِ مِحْجَنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فَصَلّٰى وَرَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِىْ مَجْلِسِهٖ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنِّيْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِيْ اَهْلِيْ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاجِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ

১০৮৫। হযরত বুসরা বিন মেহজান হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তার পিতা মেহজান) এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এসময় আযান হয়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ্ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন ও নামায আদায় করলেন। নামায শেষে ফিরে এলেন। দেখলেন মেহজান তার জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়তে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো? তুমি কি মুসলমান নও। মেহজান বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মুসলমান। কিন্তু আমি আমার পরিবারের সাথে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি তোমার ঘরে নামায পড়ে আসার পরে মসজিদে এসে নামায হচ্ছে দেখলে লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়বে। তুমি (এর আগে) নামায পড়ে থাকলেও (নাসাই)

দুইবার নামায পড়া সওয়াব

১০৮৬ - وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَسَدِبْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ

يُصَلِّي اَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَاْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَاُصَلِّي مَعَهُمْ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذٰلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ -رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْدَاؤُدَ

১০৮৬। আসাদ ইবনে খুজাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের কেউ ঘরে নামায পড়ে মসজিদে এসে (জামায়াতে) নামায হচ্ছে দেখে তাদের সাথে নামায পড়ি। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আমি আমার মনে খটকা অনুভব করি। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী জবাবে বললেন, আমিও এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটা (দ্বিতীয়বার নামায পড়া) তার জন্য জামায়াতের অংশ বিশেষ। (এতে খটকার কিছু নেই) (মালিক, আবু দাউদ)।

١٠٨٧-وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰنِي جَالِسًا فَقَالَ اَلَمْ تُسْلِمْ يَايَزِيْدُ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِيْ صَلاَتِهِمْ قَالَ اِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِيْ اَحْسَبُ اَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ اِذَا جِئْتَ الصَّلاَةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهِ مَكْتُوْبَةٌ -رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

১০৮৭। হযরত ইয়াজিদ ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ্র কাছে আসলাম। সে সময় তিনি লোকজন সহ নামায পড়ছিলেন। আমি (এক পাশে) বসে রইলাম। তাঁদের সাথে জামায়াতে শরীক হলাম না। রাসূলুল্লাহ্ নামায শেষে এদিকে ফিরে আমাকে বসা দেখে বললেন। তুমি কি মুসলমান নও, হে ইয়াজিদ! নামায যে পড়োনি। আমি নিবেদন করলাম। হাঁ! আমি মুসলমান হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তাহলে লোকদের সাথে নামাযে শরীক হতে তোমাকে বাধা দিয়েছে কে? আমি আরয করলাম। আমি আমার বাড়ীতে নামায পড়ে এসেছি। আমার ধারণা ছিলো আপনিও নামায পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন। তুমি যখন মসজিদে আসবে আর লোকজনকে জামায়াতে নামায পড়া অবস্থায় পাবে। তখন তুমিও নামাযে শামিল হয়ে যাবে। যদি তুমি এর আগে (একবার) নামায পড়েও

থাকো। আর এই (দ্বিতীয়বারের) নামাযে তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর আগের পড়া নামায ফরয হিসাবে আদায় হবে (আবু দাউদ)।

١٠٨٨-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّى اُصَلِّى فِى بَيْتِى ثُمَّ اُدْرِكُ الصَّلاَةَ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الاِمَامِ اَفَاُصَلِّى مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ اَيَّتَهُمَا اَجْعَلُ صَلاَتِى قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذٰلِكَ اِلَيْكَ اِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ اَيَّتَهُمَا شَاءَ -رَوَاهُ مَالِكٌ

১০৮৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আমি আমার ঘরে নামায পড়ে নেই। এরপর মসজিদে এসে (মানুষদেরকে) ইমামের সাথে নামায পড়া অবস্থায় পাই। আমি কি (এই অবস্থায়) এই ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারি? হযরত ইবনে ওমর বললেন হাঁ, পারো। তারপর ওই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তাহলে আমার (ফরয) নামায কোনটি ঠিক করবো? হযরত ইবনে ওমর বললেন। এটা কি তোমার কাজ? এটা আল্লাহ তায়ালার কাজ। তিনি যে নামাযকে চাইবেন ফরয হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে উমারের জাওয়াবে লোকটির কোন্ নামাযটি ফরয হিসাবে গণ্য হবে তার সমাধান নেই। এইটি আল্লাহর কাজ। কোনটিকে তিনি ফরয গণ্য করবেন, আর কোনটি গণ্য করবেন নফল হিসাবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ীরও মত এটাই। কিন্তু এর আগে অনেক হাদিসেই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, প্রথম নামায ফরয ও দ্বিতীয় নামায নফল হিসাবে আল্লাহর নিকট পরিগণিত হবে। এটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আকল-বিবেক বিবেচনাও তা-ই বলে ইবনে উমারের ও এটাই মত। প্রশ্নকারীকে নামায পড়ার গুরুত্বের উপর জোর দিতে তিনি এভাবে কথা বলেছেন।

١٠٨٩-وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلاَطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ اَلاَ تُصَلِّى مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ وَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

১০৮৯। উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা রাঃ র আযাদ করা গোলাম হযরত সুলাইমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

উমারের কাছে বালাত (নামক স্থানে) আসলাম। সে সময় মানুষেরা মসজিদে (জামায়াতে) নামায পড়ছিলো। আমরা হযরত ইবনে উমারের নিকট আরয করলাম, আপনি কি লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়ছেন না? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার বললেন, আমি নামায পড়ে ফেলেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম.কে বলতে শুনেছি, তোমরা একদিন (অর্থাৎ এক সময়ে) এক নামায দুইবার পড়বেনা (আবু দাউদ, নাসাই)।

ব্যাখ্যা ঃ আগে-অতিবাহিত হওয়া কয়েকটি হাদিসের সাথে এই হাদিসটির মিল নেই। আগের হাদিস গুলোতে দ্বিতীয়বার জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত বলা হয়েছে। এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইবার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। দুই প্রকার হাদিসের মিল হিসাবে ইমামগণ বলেছেন। আগে একা একা নামায পড়ে আসার পর জামায়াতে নামায হচ্ছে দেখলে সেই জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। আর এই হাদিসে বলা হয়েছে, আগে একা একা না পড়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ে আসার পর অন্য জায়গায় এই নামাযের জামায়াত হচ্ছে দেখলে এতে শরীক হবার দরকার নেই। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর জামায়াতে নামায পড়ে এসেছেন তাই তিনি শরীক হননি। এবং এতে শরীক না হবার জন্য রাসূলুল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিলেন।

١٠٩٠- وعن نافع قال ان عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادركهما مع الامام فلا يعدلهما - رواه مالك

১০৯০। হযরত নাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ বলতেন যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায কি ফজরের নামায একা একা পড়ে নিয়েছে। এরপর এই নামায গুলোকে (অন্যত্র) গিয়ে ইমামকে জামায়াতে পড়ছে অবস্থায় পেয়েছে তাহলে সে এই নামাযকে দ্বিতীয় বার পড়বেনা (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিস ইমাম মালিকের মতের সমর্থনের হাদিস। তার কাছে শুধু মাগরিব ও ফজরের নামায দ্বিতীয়বার নিষেধ। ইমাম আবু হানিফার নিকট আসরের নামাযেরও এই একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট সব নামাযই দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এই হাদিসে এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হুকুম ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যিনি প্রথমবার জামায়াতে নামায পড়েননি। বরং একা একা পড়েছেন। কাজেই প্রথমবার জামায়াতে নামায না পড়ে থাকলে দ্বিতীয়বার নামায পড়া খুবই উত্তম।

بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلُهَا

সুন্নাত ও এর মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٩١ - عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ اِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

১০৯১। হযরত উম্মে হাবিবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাকায়াত নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বাননো হবে। (সেই বারো রাকায়াত নামায হলো) চার রাকাআত জুহরের ফরযের আগে আর দুই রাকায়াত জুহরের (ফরজের) পরে। দুই রাকাআত মাগরিবের (ফরজ নামাযের) পরে। দুই রাকাআত ঈশার ফরয নামাযের পরে। আর দুই রাকাআত ফজরের (ফরয নামাযের) আগে (তিরমিজী)। মুসলীমের এক বর্ণনার শব্দ হলো হযরত উম্মে হাবিবা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান প্রতিদিন আল্লাহ্ তাআলার ফরয নামায ছাড়া বারো রাকাআত সুন্নাত নামায পড়বে। আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। অথবা বলেছেন জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরে হাদিসে বর্ণিত এই বারো রাকাআত নামাযই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এর মধ্যেও ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের উপরে আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

١٠٩٢ -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯২। হযরত ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের ফরযের আগে দুই রাকাআত ও মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকআত নামায তাঁর ঘরে এবং ঈশার নামাযের ফরযের পর দুই রাকাআত নামায তার ঘরে পড়েছি। ইবনে ওমর আরো বলেছেন। হযরত হাফসা রাঃ (ইবনে ওমরের বোন) আমার কাছে বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হালকা দুই রাকাআত নামায ফজরের নামাযের সময় শুরু হবার সাথে সাথে পড়তেন (বুখারী -মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে উমার জুহরের নামাযের আগে-দুই রাকাআত সুন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। আহলে ইলেম এই দুই রাকাআতকে চার রাকাআতই বুঝেছেন যা ফরযের আগে পড়া হয়। রাসূলুল্লাহ কখনো দুই রাকাআত কখনো চার রাকাআত পড়েছেন।

১০৯৩-وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُصَلِّيْ بَعْدَالْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِه -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের পর হুজরায় পৌঁছার আগে কোন নামায পড়তেন না। হুজরায় পৌঁছার পর তিনি দুই রাকাআত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে মালিক রহঃ বলেন, এই হাদিসে 'রাক্আতাইন' বলে জুমুআর সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইমাম শাফেয়ী এই হাদিস অনুযায়ী বলেন, জুমুআর সুন্নাত জুহরের সুন্নাতের মতো দুই রাকআতই। অন্যান্য অনেক সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের আগে ও পরে চার চার রাকাআত করে সুন্নাত নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবু হানিফারও এই মত। এক সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকাআত সুন্নাত নামায পড়েছেন। তাই জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ার কথা বলেছেন।

১০৯৪-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِه فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ

أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ أَبُوْدَاوُدَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْفَجْرِ

১০৯৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছি। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ প্রথমে আমার ঘরে জুহরের চার রাকাআত নামায পড়তেন। তারপর মসজিদে যেতেন। ওখানে লোকদের নিয়ে (জামাআতে জুহরের ফরয) নামায পড়তেন। তারপর তিনি হুজরায় ফিরে আসতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়তেন। (ঠিক এভাবে) তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামায মসজিদে আদায় করতেন। তারপরে হুজরায় ফিরে এসে দুই রাকাআত নামায পড়তেন। রাতে তিনি (তাহাজ্জুদের) নামায কখনো নয় রাকাআত পড়তেন। এর মধ্যে বেতরের নামাযও শামিল ছিলো। আর রাতে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ সময় বসে বসে নামায পড়তেন। যে সময় তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, দাঁড়ানো থেকেই রুকু সাজদায় চলে যেতেন। আর যখন বসে বসে নামায পড়তেন, বসা থেকেই রুকু ও সাজদায় চলে যেতেন। সোবহে সাদেকের সময় ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন (মুসলীম। আবু দাউদ আরো কিছু বেশী শব্দ নকল করেছেন, তাহলো (ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত পড়ে তিনি মসজিদে চলে যেতেন। সেখানে লোকজন সহ ফজরের ফরয নামায আদায় করতেন)।

১০৯৫ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নফল নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাযের

প্রতি যেরূপ কঠোর যত্নবান ছিলেন আর কোন নামাযের উপর এতো কঠোর ছিলেন না (বুখারী-মুসলীম)।

١٠٩٦-وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশী উত্তম (মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ আলেমগণ বলেন, সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের মধ্যে সর্বোত্তম নামায হলো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত। এরপর মাগরিবের দুই রাকাআত সুন্নাত। এরপর জুহরের ফরয নামাযের পর দুই রাকাআত। এরপর ঈশার ফরযের পর দুই রাকাআত। অতঃপর জুহরের ফরযের আগের চার রাকাআত সুন্নাত।

١٠٩٧-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাআত নফল নামায পড়ো। মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাআত নফল নামায পড়ো। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও এটা আমি এ আশংকায় বললাম যাতে মানুষ একে সুন্নাত না করে ফেলে (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ মাগরিবের ফরজের আগে দুই রাকাআত নামায পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ্ দুইবার বলেছেন। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও। এর অর্থ হলো এই দুই রাকাআত সুন্নাত নয়। বেশী জো বেশী মুস্তাহাব। ইচ্ছা হলে পড়তে পারো। না পড়লে ক্ষতি নেই।

١٠٩٨-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ قَالَ اِذَاصَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا

১০৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি জুমুআর (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে চায় সে যেনো চার রাকআত নামায পড়ে নেয় (মুসলীম। আর মুসলীমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর (ফরয) নামায পড়বে সে যেনো এরপর চার রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ে নেয়)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٩٩ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ -رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১০৯৯। হযরত উম্মে হাবিবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি জুহরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকাআত এরপর চার রাকাআত নামায পড়ে। আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন (আহমাদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ জুহরের নামাযের পরের চার রাকাআত নামায সম্পর্কে আলেমগণ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মোল্লা আলী কারীর রহঃ কথা হতে বুঝা যায়, এই চার রাকাআত নামাযের দুই রাকাআত সুন্নাত। আর দুই রাকাআত নফল।

١١٠٠ - وَعَنْ اَبِي اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১১০০। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জুহরের (ফরয) নামাযের আগের চার রাকায়াত নামায, যার মাঝখানে সালাম ফিরানো হয়না, (যে পড়বে) তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

١١٠١ - وعن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ

فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِىْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১১০১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলে পড়ার পর জুহরের নামাযের আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (নেক আমল উপরের দিকে যাবার জন্য) আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। তাই এই সময় আমার নেক আমলগুলো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই (তিরমিজী)।

١١٠٢-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا -رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ

১১০২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করেন, যে ব্যক্তি আসরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকআত নামায পড়ে (আহমাদ, তিরমিজী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আসরের আগের এই চার রাকাআত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়। বরং নফল।

١١٠٣-وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১১০৩। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের (ফরযের) আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন। এই চার রাকাআতের মাঝখানে সালাম ফিরানোর দ্বারা নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তা এবং তাদের অনুসারী মুসলমান ও মুমেনীনদের মধ্যে পার্থক্য করতেন (তিরমিজী)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে সালাম পাঠানো অর্থ আত্তাহিয়্যাতু পড়া। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআতের পর আত্‌তাহিয়্যাতু পড়তেন। অর্থাৎ দুই সালামে চার রাকাআত পড়তেন।

١١٠٤-وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১১০৪। হযরত আলী রাঃ হতে এক হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে দুই রাকাআত নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে কোন সময় দুই রাকাআত কোন সময় চার রাকাআত নামায পড়েছেন। তবে চার রাকাআত নামায পড়াই মাসনুন তরিকা।

١١٠٥-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا

১১০৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাআত নামায পড়বে এবং এর মাঝখানে কোন খারাপ কথাবার্তা বলবেনা। তাহলে এই (ছয়) রাকাআতের সওয়াব তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সওয়াবের পরিমাণ হয়ে যাবে (তিরমিজী)। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে নকল করেছেন এবং বলেছেন এই হাদিসটি গরীব। কারণ এই হাদিস ওমর ইবনে খাছআমের এর সনদ ছাড়া আর কোন-সনদে জানা যায়নি। আর আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ওমর ইবনুল খাছআম মুনকারুল হাদিস। তাছাড়াও তিনি হাদিসটিকে যথেষ্ট যয়ীফ বলেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ মাগরীবের নামাযের পর তিন সালামে ছয় রাকাআত নফল নামায পড়া হয়। এই নামাযকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। এই হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজী ইত্যাদি ইমামগণ গরীব ও যয়ীফ বললেও নেক আমলের কারণে যয়ীফ হাদিসের উপরও আমল করা জায়েয।

١١٠٦-وعن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১১০৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর বিশ রাকাআত নামায পড়বে। আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন (তিরমিজী)।

١١٠٧-وَعَنْهَا قَلَتْ مَاصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ اِلاَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ -رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১১০৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই ঈশার নামায পড়ে আমার কাছে আসতেন, চার অথবা ছয় রাকাআত সুন্নাত নামায অবশ্যই পড়তেন (আবু দাউদ)।

١١٠٨-وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْبَارَالنُّجُوْمِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَادْبَارَالسُّجُوْدِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১০৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইদবারান নুজুম', দ্বারা ফজরের আগে দুই রাকাআত নামায ও 'ইদবারাস সুজুদ' দ্বারা মাগরিবের ফরজ নামাযের পরের দুই রাকাআত নামায বুঝানো হয়েছে (তিরমিজী)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজিদের সূরা তুরের শেষের দিকে আছে وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ তোমরা যখন উঠবে তখন তোমাদের রবের প্রশংসার সাথে তার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করবে। আর রাতের কোন অংশেও তার তারকারাজি ডুবে যাবার সময়েও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

এই আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদবারা-ননুজুম- তারকারাজির ডুবার সময় অর্থ ফজরের সুন্নাত নামায পড়া। ঠিক এভাবে সূরা কাফে আছে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সূর্য উঠা ও ডুবে যাবার আগে তোমার রবের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর রাতের কোন কোন সময় ও সাজদার পরেও তার পবিত্রতা বর্ণনা করো।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ্ এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এখানে 'সাজদ' অর্থ মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয নামায। আর আদবারাস সুজুদ অর্থাৎ সাজদার পরে পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকাআত সুন্নাত নামায।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١١٠٩-عن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِىْ صَلَاةِ السَّحَرِ وَمَامِنْ شَيْءٍ اِلاَّ وَهُوَ

يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ

১১০৯। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন। জুহরের আগে সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকাআত নামায, তাহাজ্জুদের চার রাকাআত নামায পড়ার সমান। আর এই সময় সকল জিনিষ আল্লাহ্ তাআলার পাক পবিত্রতার তাসবিহ করে। তারপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পড়লেন। অর্থাৎ সকল জিনিসের ছায়া ডান দিক ও বাম দিক থেকে আল্লাহ্ তাআলার জন্য সাজদা করে ঝুঁকে থাকে। আর এরা সবই তুচ্ছ (তিরমিজী বায়হাকী ফি শেয়াবিল ঈমান)।

١١١٠-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ

১১১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কাছে (অর্থাৎ হুজরায়) কোন দিন আসরের পরে দুই রাকাআত নামায পড়া ছেড়ে দেননি (বুখারী-মুসলীম, বুখারীর এক বর্ণনার ভাষা হলো, হযরত আয়েশা বলেছেন। ওই আল্লাহ্র কসম, যিনি রাসূলের রূহপাক কবজ করেছেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই রাকাআত নামায ছেড়ে দেননি)।

١١١١-وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلٰى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّيْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১১১। হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল আবেয়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আসরের পর নফল নামায সম্পর্কে। তিনি (উত্তরে) বললেন। হযরত ওমর আসরের পর নফল নামায আদায়কারীদের হাতের উপর মারতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের কালে সূর্য ডুবে যাবার পর মাগরিবের নামাযের (ফরযের) আগে দুই রাকাআত নামায পড়তাম। (এই কথা শুনে) আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কি এই দুই রাকাআত নামায পড়তেন? তিনি বললেন। রাসূলুল্লাহ্ আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু পড়তে বলতেন না। আবার নিষেধও করতেন না (মুসলীম)।

١١١٢-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১১২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা মদিনায় ছিলাম। (এসময়ে অবস্থা এমন ছিলো) যে মুআজ্জেন মাগরিবের আযান দিলে (কোন কোন সাহাবা ও তাবেয়ী) মসজিদের খাম্বার দিকে দৌড়াতেন আর দুই রাকাআত নামায পড়তে শুরু করতেন। এমন কি কোন মুসাফির ব্যক্তি মসজিদে এসে অনেক লোককে একা একা নামায পড়তে দেখে মনে করতেন (ফরয) নামায বুঝি শেষ হয়ে গেছে। লোকেরা এখন সুন্নাত পড়ছে (মুসলীম)।

١١١٣-وَعَنْ مَرْثَدِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِىَّ فَقُلْتُ اَلاَ اُعَجِّبُكَ مِنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ -رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১১১৩। তাবেয়ী হযরত মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে রেওয়ায়েত হয়েছে। তিনি বলেন। আমি একবার ওকবা জুহানীর কাছে হাজীর হয়ে নিবেদন করলাম। আমি কি আপনাকে আবু তামীম দারীর (তাবেয়ী) একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনাবো? আবু তামীম দারী মাগরিবের নামাযের আগে দুই রাকাআত নফল নামায পড়তেন। তখন ওকবা বললেন। এই নামায তো আমরা রাসূলুল্লাহ্ জামানায় কখনো কখনো পড়তাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এই নামায এখন পড়তে আপনাদেরকে নিষেধ করছে কে? উত্তরে তিনি বললেন (দুনিয়ার) ব্যস্ততা (বুখারী)।

١١١٤-وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَدِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلاَتَهُمْ رَاٰهُمْ

يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوْتِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ وَالنَّسَائِىِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فِى الْبُيُوْتِ .

১১১৪। হযরত কাআব ইবনে ওজরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আনসার গোত্র) বনি আবদুল আশাহালের মসজিদে এসেছেন এবং এখানে মাগরীবের নামায পড়েছেন। নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুলোককে নফল নামায পড়তে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন এসব (নফল) নামায ঘরে পড়ার জন্য (আবু দাউদ। তিরমিজী ও নাসাইর এক বর্ণনায় আছে। লোকেরা ফরয নামায আদায় করার পর নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। এসব নামায তোমাদের ঘরে পড়া উচিত)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিসের সার কথা হলো। সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। কারণ এসব নফল ইবাদাত বন্দেগী গোপনে মানুষের অগোচরে পড়া ভালো। যাতে মনে রিয়ার উদ্রেক না হয়।

١١١٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

১১১৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরীবের নামাযের পর (সুন্নাতের) দুই রাকআত নামাযে এতো লম্বা কেরাআত পড়তেন যে লোকেরা তাদের নামায শেষ করে (বাড়ী) চলে যেতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সুন্নাত নামায মসজিদে পড়েছেন বলে প্রমাণিত হলো। হতে পারে (১) তিনি কোন কারণবশতঃ হয়তো হুজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(২) মসজিদেও সুন্নাত পড়ার যায়। একেবারে নিষিদ্ধ নয় তা বুঝাবার জন্যও তিনি সুন্নাত এই দিন মসজিদে পড়ে থাকতে পারেন।

(৩) হয়তো এই সময় রাসূলুল্লাহ্ ইতেকাফে ছিলেন। তাই হুজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ্ (স) নামায হুজরায়ই পড়ে থাকবেন। যেহেতু হুজরা মসজিদের একেবারেই সংলগ্ন। হুজরার দরজা মসজিদের দিকেই ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস সামনের দিক থেকে তাঁকে সুন্নাত পড়তে দেখে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١١٦- وَعَنْ مَكْحُوْلٍ يَبْلُغُ بِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ مُرْسَلاً.

১১১৬। হযরত মাকহুল রহঃ (তাবেয়ী) এই হাদীসটির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়ার পর কথাবার্তা বলার আগে দুই রাকাআত; আর এক বর্ণনায় আছে, চার রাকাআত নামায পড়বে, তার নামায ইল্লিনে পৌছে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা ঃ সাত আকাশের একটি জায়গার নাম ইল্লিন। এখানে মুমিনদের রূহ পৌছে দেয়া হয়। সেখানে তাদের আমল লিখা হয়।

١١١٧-وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُوْلُ عَجِّلُوْا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوْبَةِ- رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

১১১৭। হযরত হোজায়ফা রাঃ হতেও এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা মাগরিবের পরে দুই রাকাআত (সুন্নাত) তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে। কারণ এই দুই রাকাআত নামাযও ফরয নামাযের সাথে উপরে (অর্থাৎ ইল্লিনে) পৌছে দেয়া হয়। এই দুইটি বর্ণনাই রাজীন নকল করেছেন। বায়হাকীর শুআবুল ঈমান-এও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١١١٨-وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ يَسْئَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ

اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِذٰلِكَ اَنْ لَا نُوْصِلَ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجَ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১১৮। হযরত আমর ইবনে আতা (রহঃ তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত নাফে ইবনে জোবায়ের (রহঃ তাবেয়ী) তাঁকে হযরত সায়েবের (সাহাবী)-কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেনো ওই সব জিনিস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যেসব জিনিস তাকে নামাযে করতে দেখে হযরত মুআবিয়া করতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমর রহঃ সায়েবের কাছে গেলেন এবং তার থেকে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানলেন। তিনি বললেন, হাঁ, একবার আমি আমীরে মুআবিয়ার সাথে মাকসূরায় জুমআর নামায পড়েছি। ইমাম সালাম ফিরাবার পর আমি (ফরয পড়ার জায়গায়ই) দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুন্নাত নামায পড়তে লাগলাম। আমীরে মুআবিয়া নামায শেষ করে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি এক ব্যক্তিকে, আমাকে বলার জন্য বলে পাঠালেন যে, ওই সময় (জুমআ পড়ার সময়) তুমি যা করেছো ভবিষ্যতে যেনো এমন আর না করো। যখন তোমরা জুমআর নামায পড়বে তখন ফরয নামাযকে অন্য কোন নামাযের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না, যে পর্যন্ত না তুমি কোন কথাবার্তা বলো অথবা (মসজিদ থেকে) বের হয়ে যাও। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেনো এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাবার্তা বলি অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মূল মর্ম হলো ফরয নামায আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার সময়, ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে একটা ব্যবধান বা পার্থক্য সূচিত করতে হবে। যাতে ফরয নামায কোনটা, সুন্নাত বা নফল নামায কোনটা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখানে জুমআর নামাযকে ফরযের প্রতীকী শব্দ হিসাবে বুঝানো হয়েছে। আসল অর্থ হলো ফরয নামায। এইজন্য ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে ওখানেই আবার সুন্নাত বা নফল নামায শুরু করতে রাসূলুল্লাহ্ (স) নিষেধ করেছেন। এই পার্থক্য সূচনা করার জন্য হয় ফরয নামায পড়ার স্থান থেকে নড়েচড়ে একদিকে সরে যাবে অথবা কিছু কথাবার্তা বলে নিবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ্র এই নির্দেশটাই সত্যায়িত করার জন্য হযরত নাফে ইবনে জুবাইর, হযরত আমরকে হযরত সায়েব সাহাবীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হযরত সায়েব এই ভুলটি হযরত মুআবিয়ার সাথে মাকসূরায় জুমআর নামায পড়তে করেছিলেন। তখন হযরত মুআবিয়া রাসূলুল্লাহ্র এই হুকুমটি সায়েবকে বলে দেবার জন্য একজন লোককে বলে পাঠিয়েছিলেন। কারণ মুআবিয়া এর আগে মসজিদ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

١١١٩-وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ اَرْبَعًا.

১১১৯। হযরত আতা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ যখন মক্কায় জুমুআর নামায পড়তেন (তখন জুমআর ফরয নামায শেষ হবার পর) একটু সামনে বেড়ে যেতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়তেন। এরপর আবার সামনে এগিয়ে যেতেন ও চার রাকাআত নামায পড়তেন। আর তিনি যখন মদীনাতে থাকতেন, জুমুআর নামাযের ফরয পড়ে নিজের বাড়ীতে চলে যেতেন। ঘরে দুই রাকাআত নামায পড়তেন, মসজিদে (ফরয নামায ছাড়া কোন) নামায পড়তেন না। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (স) এরকমই করতেন (আবু দাউদ)। আর তিরমিযীর বর্ণনার ভাষা হলো, হযরত আতা বললেন, আমি ইবনে ওমরকে দেখেছি যে, তিনি জুমুআর পরে দুই রাকাআত নামায পড়ে আবার চার রাকাআত পড়তেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে ওমর ফরয নামায পড়ে একটু অগ্রসর হয়ে যাওয়াটা ছিলো ফরয ও সুন্নাত-নফলের মধ্যে পার্থক্য করা। আগে হযরত মুআবিয়ার হাদীস থেকে কথাটা স্পষ্ট হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমরের মক্কা আর মদীনার আমলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এইজন্য যে, মদীনায় তাঁর ঘর ছিলো মসজিদের কাছে। তাই ফরয পড়ে চলে যেতেন। ঘরে সুন্নাত, নফল পড়তেন। আর মক্কায় তিনি মুসাফির হতেন। যেখানে থাকতেন মসজিদ থেকে দূর ছিলো। তাই মসজিদেই সুন্নাত, নফল পড়ে নিতেন।

بَابُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

রাতের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٢٠-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ

رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১২০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর ফজর পর্যন্ত প্রায়ই এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকাআত নামাযের পর সালাম ফিরাতেন। শেষের দিকে দুই রাকাআতের সাথে এক রাকাআত মিলিয়ে বেতর পড়ে নিতেন। আর এই রাকাআতে এতো লম্বা সাজদা করতেন যে, একজন লোক সাজদা হতে মাথা উঠাবার আগে পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারতো। এরপর মুআজ্জিনের ফজরের আযানের আওয়াজ শেষে ফজরের সময় হলে তিনি দাঁড়াতেন। দুই রাকাআত হালকা নামায পড়তেন। এরপর খুব অল্প সময়ের জন্য ডান পাশে ফিরে শুয়ে যেতেন। এরপর মুআজ্জিন একামাতের অনুমতির জন্য তাঁর নিকট এলে তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) তাশরীফ আনতেন (বুখারী-মুসলিম)।

١١٢١-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২১। হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামায (ঘরে) পড়ে নেবার পর যদি আমি জেগে উঠতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর আমি ঘুমে থাকলে তিনিও শুয়ে যেতেন (মুসলিম)।

١١٢٢-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ে নিজের ডান পাঁজরের উপর শুয়ে যেতেন (বুখারী-মুসলিম)।

١١٢٣-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ

ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِّنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৩। হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাকাআত নামায পড়তেন। এর মধ্যে বেতেরের তিন রাকাআত ও ফজরের সুন্নাত দুই রাকাআতও শামিল ছিলো (মুসলিম)।

١١٢٤-وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتِي الْفَجْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৪। হযরত মাসরূক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, ফজরের সুন্নাত ছাড়া কখনো তিনি সাত রাকাআত, কখনো নয় রাকাআত, কখনো এগারো রাকাআত পড়তেন (বুখারী)।

١١٢٥-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর নামাযের শুরু করতেন দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দিয়ে (মুসলিম)।

١١٢٦-وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেনো দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা (তার নামায) শুরু করে (মুসলিম)।

١١٢٧-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَهْلِه

سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَاَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُوْلِي الْاَلْبَابِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْقِرْبَةِ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءً حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ وَتَوَضَّاْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِاُذُنِيْ فَاَدَارَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاٰذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ وَكَانَ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِيْ نُوْرًا وَّفَوْقِيْ نُوْرًا وَّتَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَمَامِيْ نُوْرًا وَّخَلْفِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا وَّزَادَ بَعْضُهُمْ وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّذَكَرَ وَعَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَّفِيْ اُخْرٰى لِمُسْلِمٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا .

১১২৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনার ঘরে রাত কাটিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। ইশার পর কিছু সময় তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত মাইমুনার সাথে কথাবার্তা বলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অথবা রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে তিনি উঠে বসলেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে এই আয়াত পড়লেন ঃ "ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়াখতিলাফিল লাইলে ওয়ান্নাহারে লাআয়াতিল লিউলিল আলবাব" অর্থাৎ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা, রাত ও দিনের ভিন্নতা (কখনো অন্ধকার কখনো আলো, কখনো গরম কখনো শীত, কখনো বড়ো কখনো ছোট) মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন। তিনি গোটা সূরা তিলাওয়াত করেন। তার পর উঠে তিনি মশকের কাছে গেলেন। এর বন্ধন খুললেন। পিয়ালায় পানি ঢাললেন। তারপর দুই ওজুর মধ্যে মধ্যম ধরনের ভালো ওজু করলেন। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (মধ্যম ধরনের ওজুর অর্থ) খুব বেশী পানি খরচ করেননি। বরং শরীরে (প্রয়োজনীয়) পানি পৌছিয়েছেন, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। (এসব দেখে)

আমি নিজেও উঠলাম। আমিও সেইভাবে হুজুরের বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ আমার কান ধরে তাঁর বাম পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে আমাকে দাঁড় করালেন। তার তেরো রাকাআত নামায পড়া শেষ হলে তিনি শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি নাক ডাকতেন। তাই তাঁর নাক ডাকা শুরু হলো। এরি মধ্যে হযরত বেলাল এসে নামায তৈরীর খবর দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন। কোন ওজু করলেন না। তার দোয়ার মধ্যে ছিলো, "হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর দিয়ে ভরে দাও। আমার জন্য কেবল নূরই নূর সৃষ্টি করে দাও। কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, আমার জবানে নূর পয়দা করে দাও। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও উল্লেখ করেছেন, "আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে, আমার চামড়ায় নূর সৃষ্টি করে দাও (বুখারী-মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমেরই আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে, "হে আল্লাহ্! আমার জীবনে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার মধ্যে নূর বৃদ্ধি করে দাও। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নূর দান করো।

١١٢٨-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّاَ وَيَقْرَاُ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১২৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে শুইলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ রাতে জাগলেন। মিসওয়াক করলেন ও ওজু করলেন। তারপর এই আয়াত পড়লেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে.... সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। দুই রাকাআত নামায পড়লেন। নামাযে তিনি বেশ দীর্ঘ কিয়াম রুকু, সাজদা করলেন। নামায শেষে তিনি শুয়ে গেলেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তিনবারে তিনি ছয় রাকাআত নামায পড়লেন। প্রত্যেকবার তিনি মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। ওই আয়াতগুলোও পড়লেন। সর্বশেষ বেতেরের তিন রাকাআত নামায পড়লেন (মুসলিম)।

١١٢٩-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً -رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ هٰكَذَا فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَاَفْرَادِهِ مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَمُوَطَّأ مَالِكٍ وَسُنَنِ اَبِيْ دَاوُدَ وَجَامِعِ الْاُصُوْلِ.

১১২৯। হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ যুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি একবার ইচ্ছা করলাম যে) আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায দেখবো। প্রথমে তিনি হালকা দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন। তারপর দীর্ঘ দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ করে। তারপর তিনি আরো দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের দুই রাকাআত থেকে কম দীর্ঘ ছিলো। তারপর আরো দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। তারপর তিনি আরো দুই রাকাআত যা আগে পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। এরপর তিনি বেতের পড়লেন। এই মোট তের রাকাআত (নামায) তিনি পড়লেন (মুসলিম। আর যায়েদের কথা, অতঃপর তিনি দুই রাকাআত পড়লেন যা প্রথমে পড়া দুই রাকাআত হতে কম দীর্ঘ ছিলো। সহীহ মুসলিমে ইমাম হুমাইদীর কিতাবে, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে আবু দাউদ এমনকি জামেউল উসূলসহ সব জায়গায় চারবার উল্লেখ করা হয়েছে)।

١١٣٠-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ اَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ সীমায় পৌছলে বার্ধক্যের কারণে তিনি ভারী হয়ে গেলেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ে নফল নামাযগুলো বসে বসে পড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

١١٣١-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنْ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَالِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ اٰخِرُهُنَّ حٰمٓ الدُّخَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৩১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব সূরা পরস্পর একই ধরনের ও যেসব সূরাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একত্র করতেন আমি এগুলোকে জানি। তাই আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তাঁর ক্রমিক অনুযায়ী বিশটি সূরা যা (তিওয়ালে) মুফাসসালের প্রথমদিকে গুনে গুনে বলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাগুলোকে এভাবে জমা করতেন যে, এক এক রাকআতে দুই দুইটি সূরা পড়তেন। আর বিশটি সূরার শেষের দু'টি হলো, হা মীম আদ-দোখান ও আম্মা ইয়াতাসাআলূন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মোফাসসালের ব্যাপারে কেরাআতের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক রাকআতে দুই দুই সূরা এভাবে পড়তেন ঃ সূরা 'আর-রহমান' ও সূরা 'নাজম' পড়তেন এক রাকআতে। ইকতারাবাতিস-সাআহ ও আল হাক্কাহ পড়তেন এক রাকাআতে। 'তুর' ও 'যারিয়াত' এক রাকাআতে। ইজা ওয়াকায়াতিল ওয়াকেয়া ও সূরা নূন পড়তেন এক রাকাআতে।

সাআলা সায়িলুন ও 'ওয়ান্নাযিআত' পড়তেন এক রাকআতে। 'ওয়াইলুল্লিল মোতাফফিফীন ও আবাসা পড়তেন এক রাকআতে। মুদ্দাসসির ও মুজ্জাম্মিল পড়তেন এক রাকআতে। 'হাল আতা ও লা-উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ এক রাকআতে। 'আম্মা ইয়াতাসাআলূন' ও মুরসালাত এক রাকআতে। দুখান ও 'ইজাশ-শামছু কুব্বিরাত' এক রাকআতে। আবু দাউদ এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এই ক্রমিক অনুযায়ী একত্র করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١١٣٢-عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَاَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ

رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الْاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১১৩২। হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই কথা বলেছেন ঃ 'যুল মালাকুতে ওয়াল জাবারুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল আজমাতি'। তারপর তিনি সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা পড়ে সূরা বাকারা পড়তেন। এরপর রুকু করতেন। তাঁর রুকু প্রায় কিয়ামের সমান ছিলো। রুকুতে তিনি সুবহানা রব্বিয়াল আজীম বলেছেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠিয়ে প্রায় রুকু পরিমাণ সময় দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতেন, 'লিরব্বিআল হামদু' অর্থাৎ সব প্রশংসা আমার রবের জন্য। তারপর তিনি সাজদা করেছেন। তাঁর সাজদার সময়ও তাঁর 'কাওমার' সমান ছিলো। সাজদায় তিনি বলতেন, সুবহানা রব্বিআল আলা। তারপর তিনি সাজদা হতে মাথা উঠিয়েছেন। তিনি উভয় সাজদার মধ্যে সাজদার সমান পরিমাণ সময় বসতেন। তিনি বলতেন, 'রব্বিগফির লী, 'রব্বিগফির লী' হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। এইভাবে তিনি চার রাকাআত (নামায) পড়লেন। (এই চার রাকআত নামাযে) সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা ও আনআম পড়তেন। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী শো'বার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীসে শেষ সূরা 'মায়েদা' উল্লেখ করা হয়েছে না সূরা আনআম (আবু দাউদ)।

١١٣٣-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১১৩৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দশটি আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত (নামাযে) কিয়াম করবে তাকে 'গাফিলিনের' মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি এক শত আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত কিয়াম করে তার

নাম 'আনুগত্যশীলের' মধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত কিয়াম করবে তার নাম 'অনেক সওয়াব পাবার লোকদের' মধ্যে লিখা হয় (আবু দাউদ)।

١١٣٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১১৩৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের কেরাআত বিভিন্ন ধরনের হতো। কোন সময় তিনি আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন, আবার কোন সময় ক্ষীণ স্বরে (আবু দাউদ)।

١١٣٥-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

১১৩৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এমন শব্দে (নামাযে) কেরাআত পড়তেন যে, অপরাপর হুজরার লোকেরা তা শুনতে পেতো (আবু দাউদ)।

١١٣٦-وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ وَيَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ .

১১৩৬। হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘরের বাইরে এসে আবু বকরকে নামাযরত অবস্থায় পেলেন। তিনি নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করছিলেন। এরপর তিনি ওমরের কাছ দিয়ে

অতিক্রম করলেন। তিনি শব্দ করে কুরআন কারীম পড়ছিলেন। আবু কাতাদা বলেন, (সকালে) যখন আবু বকর ও ওমর উভয়ে রাসূলের দরবারে একত্র হলেন; তিনি বললেন, আবু বকর! আজ রাতে আমি তোমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি নীচু স্বরে কুরআন কারীম পড়ছিলে। আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যাঁর কাছে মুনাজাত করছিলাম, তাঁকেই শুনাচ্ছিলাম। তারপর তিনি ওমরকে বললেন, হে ওমর! (আজ রাতে) আমি তোমার কাছ দিয়েও অতিক্রম করলাম। তুমি নামাযে উঁচু শব্দে কুরআন কারীম পড়ছিলে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি বড় শব্দে নামায পড়ে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে জাগাচ্ছিলাম আর শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (উত্তরের কথা শুনে আবু বকরকে) বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে আর একটু উঁচু করবে। (ওমরকে বললেন) ওমর! তুমি তোমার শব্দকে আর একটু নীচু করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

١١٣٧-وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১১৩৭। হযরত আবু যার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ তাহাজ্জুদের নামাযে) ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর এই আয়াত পড়তে থাকলেন, 'ওয়া ইন তুআজেব হুম ফাইন্নাহুম ইবাদুকা। ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম।' অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! যদি তুমি তাদেরকে আজাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাহ। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাহলে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিকমাতওয়ালা" (নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

١١٣٨-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ

১১৩৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়বে। সে যেনো জামায়াত শুরু হবার আগ পর্যন্ত ডান পাশে শুয়ে থাকে (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١١٣٩-عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৩৯। হযরত মাসরুক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, যে আমলই হোক তা সব সময় করা। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাতের কোন সময়ে তিনি (তাহাজ্জুদের) নামাযের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, মোরগের ডাক শুনার সময় (বুখারী-মুসলিম)।

١١٤٠-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ مَاكُنَّا نَشَاءُ اَنْ نَّرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ اَنْ نَّرَاهُ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْنَاهُ - رواه النسائى .

১১৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাহলে আমরা তাঁকে নামায পড়তে দেখতে পেতাম। আর আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্কে ঘুম অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাহলে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই দেখতে পেতাম (নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব কাজেই বিশেষ করে ইবাদাত-বন্দেগীতে 'ইতেদাল' অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। রাতে তিনি তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন আবার ঘুমেও যেতেন। অর্থাৎ তাঁকে তাহাজ্জুদ পড়তেও দেখতে পাওয়া যেতো। আবার ঘুম যেতেও দেখা যেতো। তবে তিনি যে আমলই করা হোক, যতটুকুই করা হোক, তা সব সময় জারী রাখাকে ভালোবাসতেন। একদিন করা আর একদিন না করা তার পছন্দ ছিলো না।

١١٤١-وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ وَاَنَا فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لاَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ حَتّٰى اَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلّٰى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِىَ الْعَتَمَةُ اِضْطَجَعَ هَوِيًا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِى الْاُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً حَتّٰى بَلَغَ اِلٰى اِنَّكَ لاَ

تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اَفْرَغَ فِىْ قَدَحٍ مِّنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ- رَوَاهُ النَّسَائِىُّ.

১১৪১। হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্র সাথে সফরে গিয়েছিলাম। (তখন আমি মনে মনে ভাবলাম) আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠলে তাঁকে আমি নামাযের সময় দেখতে থাকবো। যাতে তিনি কিভাবে নামায পড়েন তা আমি দেখতে পাই (পরে আমি সেভাবে আমল করবো)। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায, যাকে 'আতামা বলা হয়, পড়ার পর শুয়ে গেলেন (কিছু সময় আরাম করলেন)। তারপর তিনি জাগলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকালেন ও এই আয়াত, "রব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতিলান ..... ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ" পর্যন্ত পড়লেন। তারপর তিনি বিছানার দিকে গেলেন। মেসওয়াক বের করলেন। এরপর তাঁর কাছে রাখা পানির পাত্র হতে পানি বের করলেন। মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ হবার পর আমি মনে মনে (বললাম), যতো সময় তিনি ঘুমিয়েছেন ততো সময় তিনি নামায পড়েছেন। তারপর তিনি শুয়ে গেলেন। শেষে আমি মনে মনে বললাম, যতো সময় তিনি নামায পড়েছেন ততো সময় তিনি শুয়েছিলেন। এরপর তিনি জাগলেন। আবার ওই সব কাজ করলেন যা আগে করেছিলেন এবং তাই বললেন যা আগে বলেছিলেন (অর্থাৎ মিসওয়াক, উল্লিখিত আয়াত ইত্যাদি)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে তিনবার করলেন (নাসাঈ)।

١١٤٢–وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلٰوتِهٖ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ

قَدْرَمَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَآءَتَهُ فَاذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَآءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৪২। তাবেয়ী হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত উম্মে সালমাকে একদিন রাসূলুল্লাহ্‌র রাতের নামায ও কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে উম্মে সালমা বললেন, তাঁর নামাযের বর্ণনা দিলে তোমার কি লাভ হবে? তাঁর সমান কোরআন পড়া, তাঁর সমান নামায পড়ার মতো তোমার এতো শক্তি কোথায়? তবে শুনো, তিনি নামায পড়তেন। যতো সময় তিনি নামায পড়তেন ততো সময় তিনি ঘুমাতেন। তারপর উঠে আবার এতো সময় নামায পড়তেন, যতো সময় তিনি ঘুমিয়েছেন। এরপর নামায পড়েছেন, যতো সময় ঘুমিয়েছেন। এভাবেই নামায ও ঘুমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো। এভাবে ভোর হয়ে যেতো। বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, অতঃপর উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর কেরাআতের বর্ণনা দিলেন, দেখলাম তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাই)।

٣٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

৩২–রাতের নামাযে যা পড়তেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٤٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৪৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠে এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু। আনতা কাইয়্যেমুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আন্তা নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আনতা মালিকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়া মান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আনতাল হাক্কু। ওয়া ওয়াদুকাল হাক্কু। ওয়া লিকাউকা হাক্কুন। ওয়া কাওলুকা হাক্কুন। ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন। ওয়াননারু হাক্কুন। ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন। ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। ওয়াস্ সাআতু হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু। ওয়া বিকা আমানতু। ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু। ওয়া ইলাইকা আনাবতু। ওয়া বিকা খাসামতু। ওয়া ইলাইকা হাকামতু। ফাগফিরলি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু। ওয়ামা আলানতু। ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিন্নি। আনতাল মুকাদ্দেমু। ওয়া আনতাল মুআখ্খেরু। লা ইলাহ ইল্লা আনতা। ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! সব প্রশংসাই তোমার। তুমিই আসমান জমিন এবং যা এই উভয়ের মধ্যে আছে কায়েম রেখেছো। সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা রৌশন করে রেখেছো। সব প্রশংসা তোমার। তুমিই এই আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে সকলের বাদশাহ। সকল প্রশংসা তোমারই। তুমিই সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার কালাম সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নবী সত্য। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার অনুসারী। আমি তোমার সকল হুকুম গ্রহণ করেছি। আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার উপরই ভরসা করেছি। তোমার দিকেই আমি ফিরেছি। তোমার মদদেই আমি শত্রুর মুকাবিলা করছি। তোমার কাছেই আমার ফরিয়াদ। তুমি আমার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আমার ওই সব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও, যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি যাকে চাইবে আগে আনবে, যাকে চাইবে পেছনে হটিয়ে দেবে। তুমিই মাবুদ। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই (বুখারী-মুসলিম)।

١١٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ

تَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৪৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বা জিব্রিলা ওয়ামিকাইলা, ওয়া ইসরাফিলা। ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা। আলিমাল গাইবি ওয়াশশাহাদাতি। আনতা তাহ্কুমু বাইনা ইবাদিকা ফিমা কানু ফিহে ইয়াখতালেফুন। ইহ্‌দিনী লিমাখতুলিফা ফিহে মিনাল হাক্কে বিইজনিকা। ইন্নাকা তাহ্‌দী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! হে জিব্রিল, মিকাইল ও ইস্রাফিলের রব, হে আসমান ও জামিনের সৃষ্টিকর্তা, হে জাহের ও বাতেন জ্ঞানের মালিক! তুমিই তোমাদের বান্দাদের মতভেদ ফয়সালা করে দিবে। হে আল্লাহ্! সত্যের ব্যাপারে যে মতভেদ করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমাকে পথ দেখাও। কারণ তুমি যাকে চাও, সোজা পথ দেখাও" (মুসলিম)।

١١٤٥-وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ اَوْقَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَاِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৪৫। হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠবে সে এই দোয়া পড়বে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। ওয়া সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ", তারপর বলবে, "রব্বিগফির লী" অথবা বললেন, 'পুনরায় দোয়া করবে। তার দোয়া কবুল করা হবে। তারপর যদি ওজু করে ও নামায পড়ে, তার নামায কবুল করা হবে (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١١٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ

لِذَنْبِى وَاَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

১১৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা। আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা লিজামবি। ওয়া আসআলুকা রাহমাতাকা। আল্লাহুম্মা জিদনী ইলমান। ওয়ালা তুজেগ্ কালবী বাদা ইজ হাদাইতানি। ওয়া হাবলি মিল্লাদুনকা রাহমাতান। ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব" (আবু দাউদ)।

١١٤٧-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ

১১৪৭। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি রাতে পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহুর জিকির করে শুয়ে যায়, তারপর রাতে জেগে উঠে আল্লাহ্র কাছে মঙ্গল কামনা করে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই কল্যাণ দান করবেন (আহমাদ, আবু দাউদ)।

١١٤٨-وَعَنْ شَرِيْقٍ الْهَوْزَنِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ اِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَا سَأَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ اِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ عَشْرًا وَهَلَّلَ اللّٰهَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১১৪৮। তাবেয়ী হযরত শারীকুল হাওজানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ্ (স) রাতে ঘুম থেকে জাগার পর কোন জিনিস দিয়ে ইবাদাত শুরু করতেন। হযরত আয়েশা বললেন, তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছো যা তোমার আগে আমাকে কেউ করেনি। তিনি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথম দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। 'আলহামদু লিল্লাহ'

বলতেন দশবার। সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি বলতেন দশবার। সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস বলতেন দশবার। "আসতাগফিরুল্লাহ্" বলতেন দশবার। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেন দশবার। আর দশবার পড়তেন এই দোয়া, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন দিকিদ দুনিয়া ও দিকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ'। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া শুরু করতেন (আবু দাউদ)।

١١٤٩-وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهٖ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثَلاَثًا وَفِيْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ثُمَّ يَقْرَأُ .

১১৪৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালে প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে এই দোয়া পড়তেন, 'সোবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা। ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা। ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তুমি পাক পবিত্র। আমরা তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অনেক উপরে। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" তারপর তিনি বলতেন, "আল্লাহু আকবার কাবিরা। এরপর বলতেন, 'আউজু বিল্লাহিস সামিঈল আলীম। মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। মিন হামজিহি, ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় গাইরুকার পর এই কথাটুকু আছে, তারপর তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তিনবার। আর হাদীসের শেষের দিকের শব্দগুলো হলো, তিনি পুনরায় পড়তেন, আউজু বিল্লাহিস সামিঈল আলীম। তারপর কেরাআত পড়া শুরু করতেন।

١١٥٠-وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ الْهَوِيَّ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৫০। হযরত রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুজরার কাছাকাছি রাত কাটিয়েছি। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতাম। তিনি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠলে বেশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 'সোবহানা রব্বিল আলামীন' বলতেন। তারপর আবার দীর্ঘ সময় 'সোবহানাল্লাহি ওয়াবেহামদিহি' পড়তেন (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٣٣-بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

৩৩-রাতের কিয়ামের (নৈশ ইবাদতে) উৎসাহ প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٥١-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫১। হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (রাতে) ঘুমায়, শয়তান মারদুদ তার মাথার পেছনের দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় শয়তান তার মনে একথার উদ্রেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী। কাজেই শুয়ে থাকো। যে ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকাবাজিতে না পড়ে ইবাদাতের জন্য জেগে উঠে, আর 'আল্লাহু আকবার' বলে, তার গাফলতির একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে যখন ওজু করে, গাফলতির আর একটি গিরা খুলে যায়। আবার যখন সে নামায পড়া শুরু করে তখন তার তৃতীয় গিরা খুলে যায়। বস্তুত এই ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে ভোরের মুখ দেখে, নতুবা অপবিত্র হয়ে ভোরের দিকে কলুষ অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে (বুখারী-মুসলিম)।

١١٥٢-وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫২। হযরত মুগীরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাতে নামায পড়তে পড়তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেনো এতো কষ্ট করছেন। অথচ আপনার আগের ও পরের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে গেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না (বুখারী-মুসলিম)।

١١٥٣-وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ مَا زَالَ نَائِمًا حَتّٰى اَصْبَحَ مَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ ذٰلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنِهٖ اَوْ قَالَ فِيْ اُذُنَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীমের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, নামাযের জন্য উঠে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তির কানে অথবা তিনি বলেছেন, তার দুই কানে শয়তান পেশাব করে দেয় (বুখারী-মুসলিম)।

١١٥٤-وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَآ اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَآ اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ اَزْوَاجَهٗ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৫৪। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘাবড়িয়ে গিয়ে একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, 'সোবহানাল্লাহ' আজ রাতে কতো ধন সম্পদ নাযিল করা হয়েছে। আর কতো ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। হুজরাবাসিনীদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে কে? তিনি এর দ্বারা তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেনো তারা উঠে নামায পড়ে। কতো নারী দুনিয়ায় কাপড় পড়ে আছে, কিন্তু আখিরাতে তারা নাঙ্গা থাকবে (বুখারী)।

١١٥٥-وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ

وَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيْهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرُ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ يَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلاَ ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

১১৫৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মর্যাদাবান বরকতওয়ালা রব দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করবো। যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, কে আছে যে এমন লোককে ঋণ দেবে যিনি ফকির নন, না জুলুমকারী এবং সকাল পর্যন্ত এই কথা বলতে থাকেন।

١١٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৫৬। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাতে এমন একটা সময় অবশ্যই আছে, কোন মুসলমান যদি এই সময়টা পায় এবং আল্লাহ্তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ চায় অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে তা অবশ্যই দান করেন। এই সময়টা প্রত্যেক রাতেই আসে (মুসলিম)।

١١٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলার কাছে সকল নামাযের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নামায এবং সকল রোযার মধ্যে হযরত দাউদ

আলাইহিস সালামের রোযা সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন। এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। তারপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ছাড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

١١٥٨-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ تَعْنِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِيْ اٰخِرَهُ ثُمَّ اِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى اَهْلِهِ قَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَاِنْ كَانَ عِنْدَ النِّدَآءِ الْاَوَّلِ جُنُبًا وَثَبَ فَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَآءَ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৫৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন, আর শেষাংশে জেগে থাকতেন। এরপর তিনি যদি তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন মনে করতেন যেতেন। এরপর আবার শুয়ে যেতেন। তিনি যদি ফজরের আগে আযানের সময় নাপাক অবস্থায় থাকতেন, উঠে যেতেন। নিজের শরীরে পানি ঢেলে নিতেন। আর নাপাক অবস্থায় না থাকলে ফজরের নামাযের জন্য ওজু করতেন। ফজরের নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে নিতেন (বুখারী, মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١١٥٩-عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

১১৫৯। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায) পড়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এটা হচ্ছে তোমাদের আগের লোকদের অভ্যাস। (তাছাড়াও এই) কিয়ামুল লাইল আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর গুনাহ মাফের উপায়। তোমাদেরকে গুনাহ থেকেও (এই কিয়ামুল লাইল) ফিরিয়ে রাখে (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'তোমাদের আগের লোকদের' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগের নবী-রাসূলদের ও সেই সময়ের নেক ও সালেহ লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নিকট পৌঁছার ও গুনাহ মাফ করে নেবার জন্য

এই 'কিয়ামুল লাইল' খুবই মোক্ষম উপায়। এই সময় আল্লাহ বান্দাহ ফরিয়াদ শুনার জন্য আকাশ হতে নীচের আকাশে নেমে আসেন।

١١٦٠-وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَّضْحَكُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ الرَّجُلُ اِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّىْ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ - رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ .

১১৬০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোকদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ তাআলা হাসেন (অর্থাৎ তাদের উপর খুশী হন)। ওই ব্যক্তি যে রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়েন। দ্বিতীয় ওই লোক যারা নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। (তৃতীয়) ওই লোকজন যারা (দ্বীনের) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় (শরহে সুন্নাহ)।

١١٦١-وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا .

১১৬১। হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শেষ রাতেই বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। তাই সে সময় তোমরা আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে শামিল হবার চেষ্টা করতে যদি পারো অবশ্যই করো (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সনদ হিসাবে হাসান, সহীহ ও গরীব)।

١١٦٢-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

১১৬২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর রহমত করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। আবার নিজের স্ত্রীকেও নামাযের জন্য জাগায়। যদি স্ত্রী না জাগে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ ওই স্ত্রীর প্রতিও রহমত করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। আবার তার স্বামীকেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য জাগায়। যদি স্বামী ঘুম থেকে না জাগে তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটে দেয় (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

١١٦٣-وَعَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ وَدُبُرَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَاتِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

১১৬৩। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া আল্লাহর কাছে বেশী কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মধ্যরাতের শেষ ভাগের দোয়া। আর ফরজ নামাযের পরের দোয়া (তিরমিযী)।

١١٦٤-وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُّرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ اَلاَنَ الْكَلاَمَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوَهُ وَفِىْ رِوَايَتِهِ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلاَمَ .

১১৬৪। হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন বালাখানা আছে যার বাইরের জিনিস ভেতর থেকে আর ভেতরের জিনিস বাইর থেকে দেখা যায়। আর এই বালাখানা আল্লাহ্ তাআলা ওই সব লোকের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যারা অন্য লোকের সাথে কোমল কথা বলে। (গরীব মিসকীনকে) খাবার দেয়। প্রায়ই নফল রোযা রাখে। রাতে এমন সময় (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমে নিমগ্ন থাকে (বায়হাকীর শোআবুল ঈমান। ইমাম তিরমিযীও এই ধরনের বর্ণনা হযরত আলী রাঃ হতে নকল করেছেন। কিন্তু এদের বর্ণনায় কোমল কথা বলে-এর জায়গায় মধুর কথা বলে উদ্ধৃত হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ একই)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ে যেয়ো না। সে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

١١٦٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوْقِظُ فِيْهَا اَهْلَهُ يَقُوْلُ يَاآلَ دَاوُدَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَاِنَّ هٰذِهٖ سَاعَةٌ يَسْتَجِيْبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا الدُّعَاءَ اِلاَّ لِسَاحِرٍ اَوْ عَشَّارٍ -رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১১৬৬। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য রাতের (শেষাংশের একটি) সময় নির্দিষ্ট ছিলো। যে সময়ে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন। তিনি বলতেন, হে দাউদের পরিবারের লোকেরা! (ঘুম থেকে) উঠো এবং নামায পড়ো। কারণ এটা এমন এক সময়, যে সময় আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। কিন্তু জাদুকর ও ছিনতাইকারীর দোয়া কবুল হয় না (আহমাদ)।

١١٦٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلاَةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ -رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১১৬৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো মধ্য রাতের নামায (আহমাদ)।

١١٦٨- وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ فُلاَنًا

يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

১১৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো এবং তাঁকে বললো, অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খুব শীঘ্র তার নামায তাকে একাজ হতে বিরত করবে, তার যে কাজের কথা তুমি বলছো (বায়হাকী)।

١١٦٩-وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

১১৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগায় ও উভয়ে একত্রে নামায পড়ে অথবা তিনি একথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে দুই রাকাআত করে নামায একত্রে পড়ে, তাহলে এই দুই (স্বামী স্ত্রী) ব্যক্তির নাম আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দলের মধ্যে গণ্য হবে (আবু দাউদ-ইবনে মাজা)।

١١٧٠-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْرَافُ اُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

১১৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে আশরাফ অর্থাৎ উন্নত মর্য্যাদার ব্যক্তি তারাই, যারা কোরআনের বাহক ও রাতের জাগরণকারী (নামাযী) (বায়হাকী)।

١١٧١-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اَيْقَظَ اَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُوْلُ لَهُمُ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَتْلُوْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْاَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى - رَوَاهُ مَالِكٌ.

১১৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ রাতে আল্লাহ্র মর্জি মতো নামায পড়তেন। রাতের শেষভাগে নিজ পরিবারকে নামায পড়বার জন্য উঠিয়ে দিতেন। তিনি তাদের বলতেন, নামায পড়ো। তারপর এই আয়াত পড়তেন ঃ "ওয়ামুর আহ্লাকা বিস-সালাতে ওয়াসাতাবের আলাইহা লা নাস্আলুকা রিযকান। নাহনু নারজুকুকা। ওয়াল-আকিবাতু লিত্-তাকওয়া"। "তোমার পরিবারের লোকজনদেরকে নামাযের হুকুম করতে থাকো। নিজেও (এই কষ্টের) জন্য সবর করতে থাকো। আমি তোমার কাছে রেজেক চাই না। রেজেক তো আমিই তোমাকে দান করি। আখিরাতের কল্যাণ তো পরহেজগার লোকদের জন্য" (মালিক)।

٣٤- بَابُ الْقَصْدِ فِى الْعَمَلِ

৩৪- আমলে ভারসাম্য বজায় রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٧٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى تَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا وَيَصُوْمُ حَتّٰى تَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ -رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১১৭২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে রোযাহীন কাটাতেন। এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়তো এ মাসে রোযা রাখবেন না। আবার তিনি রোযা রাখতে থাকতেন। আমরা মনে করতাম, তিনি বুঝি এ মাসে রোযা রাখা ছেড়ে দেবেন না। তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে চাও, তাহলে দেখতে পাবে তিনি নামায পড়ছেন। আবার তুমি যদি ঘুম অবস্থায় দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে তিনি তিনি ঘুমাচ্ছেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল ইবাদাতে ইতেদাল ভারসাম্য বজায় রাখতেন। তিনি একাধারে নফল রোযা রাখতেন না। আবার একাধারে নফল রোযা ছেড়েও দিতেন না। ঠিক এভাবে তিনি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন, আবার রাতে ঘুমাতেনও। প্রতিটা জিনিসের হক আদায় করে তিনি কাজ করতেন।

١١٧٣-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সব সময়ে তা করা যদি (পরিমাণে) কমও হয় (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে কোন নফল ইবাদাত কম হলেও নিয়মিতভাবে করে যাওয়া হলো আল্লাহর কাছে প্রিয়। কোন আমল মাঝেমধ্যে বেশী পরিমাণ করা আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেয়া আল্লাহর অপছন্দ।

١١٧٤-وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এতো পরিমাণ আমল করো যতো পরিমাণ আমল করতে তোমরা সমর্থ। কারণ আল্লাহ তাআলা (সওয়াব দেবার সময়) অপারগ হবেন না, যতক্ষণ তোমরা অপারগ না হবে (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে তুমি যদি ইবাদাত ছেড়ে না দাও, তোমার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কম হলেও তুমি ইবাদাত করে যাও, তাহলে আল্লাহর ভাণ্ডার ছোট নয়। তিনি এই কম আমলেও তোমাকে অধিক সওয়াব দান করতে পারেন।

١١٧٥-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো উচিৎ ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া যতোক্ষণ সে সতেজ থাকে। ক্লান্ত হয়ে গেলে সে যেনো বসে যায় (অর্থাৎ নামায না পড়ে)। (বুখারী-মুসলিম)।

١١٧٦-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِيْ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামায পড়া অবস্থায় ঝিমাতে শুরু করে তবে সে যেনো শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে যায়। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি নামায পড়তে পড়তে ঝিমায় আর ঘুমের ঘোরে বলতে পারে না, সে কি পড়ছে। হতে পারে সে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে গিয়ে ঝিমানীর কারণে নিজেকে গালি দিয়ে বসে (বুখারী-মুসলিম)।

١١٧٧-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১১৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই দীন সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনকে কঠিন করে তুলে, দীন তাকে পরাভূত করে। অতএব দীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও সাধ্য অনুয়ায়ী আমল করবে, নিজকেও অন্যকে শুভসংবাদ দিবে। সকালে, সন্ধ্যায়, রাতের শেষভাগে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য কামনা করবে (বুখারী)।

١١٧٨-وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৭৮। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলা তার নিয়মিত ইবাদত অথবা তার আংশিক না করে ঘুমিয়ে গেলো। তারপর সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা করে নিলে যেনো সে রাতেই তা পড়েছে বলে গণ্য হবে (মুসলিম)।

١١٧٩-وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১১৭৯। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। যদি তাতে সক্ষম না

হও তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে (শুয়ে) কাত হয়ে পড়বে (বুখারী)।

١١٨٠ - وَعَنْهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৮০। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি কোন ব্যক্তির বসে বসে (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি দাঁড়িয়ে পড়তো উত্তম হতো। যে ব্যক্তি বসে বসে নফল নামায পড়বে সে দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামায পড়বে সে বসে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে (বুখারী)।

١١٨١ - وَعَنْ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْاَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ .

১১৮১। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে, রাতে যতোবার সে পাশ বদলাবে এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সে কল্যাণ অবশ্যই দান করবেন (ইবনুস সুন্নীর বরাতে ইমাম নববীর কিতাবুল আযকার)।

١١٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوا اِلٰى عَبْدِي ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلٰوتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي وَرَجُلٌ

غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِيْ الْاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِيْ الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ أُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِيْ حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

১১৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা খুব খুশী হন। এক ব্যক্তি, যে নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও প্রিয় স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে যায়। আল্লাহ এ সময় তার ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার কাছে থাকা জিনিস পাবার আগ্রহে (সওয়াব, জান্নাত) এবং আমার কাছে থাকা জিনিসকে ভয় করে (জাহান্নাম ও আযাব) নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও স্ত্রীর মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ার জন্য উঠে পড়েছে। আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে। (কোন ওজর ছাড়া) যুদ্ধের ময়দান থেকে সঙ্গী সাথী নিয়ে ভেগে এসেছে। কিন্তু এভাবে ভেগে আসায় আল্লাহর শাস্তি ও ফেরত আসায় গুনাহের কথা মনে পড়ায় আবার যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছে। আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছে। আল্লাহ তার ফিরিশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখো, যারা আমার নিকট থাকা জিনিস (জান্নাত) পাবার জন্য ও আমার নিকট থাকা জিনিস (জাহান্নাম) থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছে, জীবনও দিয়ে দিয়েছে (শরহে সুন্নাহ)।

١١٨٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বসে (নফল) নামায পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে

বসে নামায পড়ছিলেন। (নামায শেষ হবার পর) আমি রাসূলের মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর! কি হয়েছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বসে নামায আদায়কারীর নামাযে অর্ধেক সওয়াব হয়। অথচ আপনি বসে বসে নামায পড়ছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ তা-ই। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো নই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তুমি অন্যদের সাথে আমাকে অথবা আমার সাথে অন্যদের তুলনা করো না। এটা তো শুধু আমার বৈশিষ্ট্য। কাজেই তোমাদের মতো লোকেরা যতো বেশী পারে সওয়াব পাবার চেষ্টা করবে।

١١٨٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلٰوةَ يَابِلَالُ أَرِحْنَا بِهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১১৮৪। হযরত সালিম ইবনুল জা'দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বললো, হায় আমি যদি নামায পড়তে পড়তাম, আরাম পেতাম। লোকেরা তার কথা শুনে খারাপ মনে করলো। তখন লোকটি বললো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হে বিলাল! নামাযের জন্য ইকামত বলো। এর দ্বারা আমাকে আরাম দাও (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : 'আরাম' পাবার কথা বলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিলো নামাযে আরাম ও প্রশান্তি পাওয়া যায়। নামায পড়ে এই শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করা। কিন্তু যারা তার কথা শুনেছেন তারা এর অর্থ করেছেন নামাযকে ওই ব্যক্তি বোঝা মনে করেছে, তাই নামায আদায় করে সে বোঝামুক্ত হতে চায়। এজন্য লোকটি রাসূলুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের কথার খটকা দূর করেছেন।

٣٥ - بَابُ الْوِتْرِ

৩৫–বেতেরের নামায

١١٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের (নফল) নামায দুই রাকআত করে (পড়তে হয়)। কারো ভোর হয়ে যাবার আশংকা বোধ হলে সে যেনো (দুই রাকআতের) সাথে আরো এক রাকআত পড়ে নেয়। তাহলে এই রাকআত আগে পড়া নামাযকে বেজের করে দেবে (বুখারী-মুসলিম)।

١١٨٦-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ রাতে বেতরের নামায পড়া উত্তম। আর বেতের এক রাকাআত শেষ রাতে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বেতরের নামায এই এক রাকয়াতই মনে করেন। ইমাম আবু হানিফাসহ অন্যান্য ইমামের মত হলো, রাতে দুই রাকআত করে নফল নামায পড়তে থাকবে। রাত শেষ হয়ে আসলে শেষ দুই রাকআতের সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে মোট তিন রাকআত পড়ে নেবে। তিন রাকআতই হলো বেতেরের নামায। বেতের বা বেজোড়ই হলো বেতেরের নামায।

١١٨٧-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ فِيْ اٰخِرِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৮৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদের সময়) তেরো রাকাআত নামায পড়তেন। তেরো রাকাআতের মধ্যে পাঁচ রাকাআত বেতের। আর এর মধ্যে (পাঁচ রাকাআতের) শেষ রাকাআত ছাড়া কোন রাকাআতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন না (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক নিয়মেই নামায পড়তেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এটাও একটা পদ্ধতি। এই নিয়মটি ছিলো প্রথমে তিনি চার সালামের সাথে দুই দুই রাকআত করে আট রাকাআত নামায পড়তেন। সর্বশেষ পাঁচ রাকাআত এক 'তাশাহ্হুদ' ও এক সালামে পড়তেন। এই পাঁচ রাকাআতে বেতেরের নামাযও শামিল থাকতো।

١٢٨٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلٰى عَآئِشَةَ فَقُلْتُ يَآ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ يَآ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَآءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَّصَنَعَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ فِى الْاُوْلٰى فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَىَّ وَكَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً وَّلاَ اَعْلَمُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَّلاَ صَلّٰى لَيْلَةً اِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৮৮। হযরত সা'দ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশার নিকট গেলাম। তাঁর কাছে নিবেদন করলাম,-হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহর 'খুলুক' (স্বভাব-চরিত্র) সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম, হাঁ পড়ি। এবার তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর চরিত্র ছিলো আল-কুরআন। আমি আবেদন করলাম, হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, (রাতের বেতের নামাযের জন্য) আমি আগ থেকেই রাসূলুল্লাহর মিসওয়াক ও ওজুর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে ঘুম হতে উঠাতে চাইতেন, উঠাতেন। তিনি প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর ওজু

[illegible] ও নয় রাকআত নামায পড়তেন। অষ্টম রাকাআত ছাড়া কোন রাকাআতে তিনি বসতেন না। আট রাকাআত পড়া শেষ হলে (তাশাহহুদের) জন্য বসতেন। আল্লাহর যিকির করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর কাছে দোয়া করতেন অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। তারপর সালাম ফিরানো ছাড়া নবম রাকআত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। নবম রাকআত পড়া শেষ করে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন। আল্লাহর যিকির করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর কাছে দোয়া করতেন (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন)। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সশব্দে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে বসে দুই রাকআত পড়তেন। হে বৎস! এই মোট এগারো রাকআত হলো। এরপর যখন তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলো, তখন বেতেরসহ সাত রাকআত নামায পড়তেন। আর আগের মতোই দুই রাকআত বসে বসে পড়তেন। প্রিয় বৎস! এই মোট নয় রাকআত হলো। রাসূলুল্লাহ যখন নামায পড়তেন, তা নিয়মিত পড়তে পসন্দ করতেন। কোন দিন যদি ঘুম বেশী হয়ে যেতো অথবা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিতো, যাতে তাঁর পক্ষে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতো না, তখন তিনি দুপুরে বারো রাকাআত নামায পড়ে নিতেন। আমার জানা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো এক রাতে পুরা কুরআন পড়েননি। অথবা ভোর পর্যন্ত সারা রাত ধরে নামায পড়েননি এবং রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে গোটা মাস রোযা রাখেননি (মুসলিম)।

١١٨٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বেতের করবে (মুসলিম)।

١١٩٠ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে এই হাদীসটিও বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (ভোরের আলো ফুটে উঠার আগে) বেতেরের নামায পড়ায় তাড়াতাড়ি করবে (মুসলিম)।

١١٩١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَنْ

لاَ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَّقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلٰوةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَّذٰلِكَ اَفْضَلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৯১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির শেষ রাতে না উঠতে পারার আশংকা আছে সে যেনো প্রথম রাতেই বেতেরের নামায পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে আশা করে, সে যেনো শেষ রাতেই বেতেরের নামায পড়ে। কারণ শেষ রাতের নামাযে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই অধিক উত্তম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এ সময় একদল ফিরিশতা আসমানে চলে যায়। আর একদল ফিরিশতা যমিনে দায়িত্ব-পালনে আসে। উভয় দলই এ সময়ের নামাযীদেরকে নামাযে মশগুল দেখতে পায়। তারা আল্লাহর কাছে এই সাক্ষ্য দেয়।

١١٩٢-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৯২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রত্যেক অংশেই বেতেরের নামায পড়েছেন– প্রথম রাতেও (এশার নামাযের পরপর, মধ্য রাতেও এবং শেষ রাতেও। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বেতেরের নামাযের জন্য রাতের সাহরীর সময় (শেষভাগ) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন (বুখারী-মুসলিম)।

١١٩٣-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৯৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে তিনটি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতে, দোহা'র দুই রাকআত নামায (ইশরাক অথবা চাশত) পড়তে এবং শুইবার আগে বেতেরের নামায পড়তে (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١١٩٤-عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَرَاَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَمْ فِيْ اٰخِرِهٖ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَمْ فِيْ اٰخِرِهٖ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ فِيْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَاعَةً قُلْتُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَخْفِتُ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهٖ وَرُبَّمَا خَفَتَ قُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً -رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ-وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْاٰخِيْرَ .

১১৯৪। হযরত গুদাইফ ইবনে হারিস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসল রাতের প্রথম অংশে অথবা শেষ অংশে করতেন? হযরত আয়েশা বললেন, কোন সময় তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এবং কোন সময় রাতের শেষ প্রহরে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। সব প্রশংসাই আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি দীনের কাজের ব্যাপারে সহজ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বেতেরের নামায রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিতেন না শেষ ভাগে পড়তেন? হযরত আয়েশা বললেন, তিনি কখনো রাতের প্রথম ভাগেই পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। সব প্রশংসা তাঁর যিনি দীনের কাজ সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তাহাজ্জুদের নামাযে অথবা অন্য কোন নামাযে আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন অথবা আস্তে আস্তে? তিনি বললেন, কখন তো আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন, আবার কখনো অস্পষ্ট স্বরে। আমি বললাম, আল্লাহ অনেক বড় ও সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি দীনের কাজ সহজ করে দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ! ইবনে মাজাহ এই বর্ণনায় শুধু শেষ অংশ (যাতে কেরাআতের উল্লেখ হয়েছে নকল করেছেন)।

١١٩٥-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَّثَلَاثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلَاثٍ وَّعَشْرٍ وَّثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَّلَا بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১১৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাআত বেতেরের নামায পড়তেন। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চার ও তিন (অর্থাৎ সাত), আবার কখনো ছয় ও তিন (অর্থাৎ নয়), কখনো আট ও তিন (অর্থাৎ এগারো) আবার কখনো দশ ও তিন (অর্থাৎ তেরো) রাকআত বেতেরের নামায পড়তেন। তিনি সাতের কম ও তেরোর বেশী বেতেরের নামায পড়তেন না (আবু দাউদ)।

١١٩٦-وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১১৯৬। হযরত আবু আইয়ুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেতেরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পাঁচ রাকাআত পড়তে চায় সে যেনো পাঁচ রাকআত পড়ে। যে ব্যক্তি তিন রাকাআত পড়তে চায় সে যেনো তিন রাকআত পড়ে। আর যে ব্যক্তি এক রাকাআত পড়তে চায় সে যেনো এক রাকআত পড়ে (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

١١٩٧-وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُّحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَآ اَهْلَ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

১১৯৭। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বেতের (বেজোড়)। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন। অতএব হে কুরআনের বাহকেরা! তোমরা বেতের নামায পড়ো (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

١١٩٨-وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَآءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ .

১১৯৮। হযরত খারিজা ইবনে হোজাফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন এক নামায দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন (পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া) যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। তা হলো বেতেরের নামায। আল্লাহ তাআলা এই নামায তোমাদের জন্য ইশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

১১৯৯-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلاً.

১১৯৯। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বেতেরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে (আর উঠতে পারেনি), সে যেনো (ফজরের নামাযের আগে) ভোর হয়ে গেলেও তা পড়ে নেয় (তিরমিযী মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন)।

১২০০-وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَالدَّارِمِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرَا وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১২০০। হযরত আবদুল আজীজ ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামাযে কোন কোন সূরা পড়তেন? হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, তিনি প্রথম রাকআতে 'সাব্বেহিসমা রব্বিকাল আলা', দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ', 'কুল আউজু বিরব্বিল ফালাক' ও কুল আউজু বিরব্বিন্নাসে পড়তেন (তিরমিযী, আবু দাউদ। এই বর্ণনাটিকে ইমাম নাসাঈ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবজা হতে, ইমাম আহমদ হযরত উবাই ইবনে কাব থেকে এবং দারেমী হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে নকল করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারিমী নিজেদের বর্ণনায় 'মোয়াব্বেজাতাইন' উল্লেখ করেননি)।

١٢٠١-وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১২০১। হযরত হাসান ইবনে আলী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের দোয়া কুনুত পড়ার জন্য আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়েছেন। সেই কালেমাগুলো হলো, "আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা ওয়া আফেনী ফিমান আফাইতা। ওয়া তাওয়াল্লানী ফিমান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারেক লি ফিমা আতাইতা। ওয়াকেনী শাররা মা কাদাইতা। ফাইন্নাকা তাক্‌দী ওয়ালা ইয়ুক্‌দা আলাইকা। ইন্নাহু লা ইয়াযেল্লু মান ওয়ালাইতা। তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো ওই সবলোকের সাথে যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছো (নবী রাসূলগণ)। তুমি আমাকে দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো ওই সব লোকের সাথে যাদেরকে তুমি রক্ষা করেছো। আমাকে মহব্বত করো ওই সব লোকের সাথে যাদেরকে তুমি মহব্বত করেছো। তুমি আমাকে যা দান করেছো (জীবন, জ্ঞান সম্পদ, ধন, নেক আমল), এতে বরকত দান করো। আর আমাকে তুমি বাঁচাও ওই সব অনিষ্ট হতে যা আমার তাকদীরে লিখা হয়ে গেছে। নিশ্চয় তুমি যা চাও তাই হুকুম করো। তোমাকে কেউ হুকুম করতে পারে না। তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। হে আমার রব! তুমি বরকতে পরিপূর্ণ। তুমি খুব উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

١٢٠٢-وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثًا وَّيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ

১২০২। হযরত উবাই ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামাযের সালাম ফিরাবার পর বলতেন,

'সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' অর্থাৎ 'পাক পবিত্র বাদশাহ খুবই পবিত্র' (আবু দাউদ, নাসাঈ)। নাসাঈর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি কথাগুলো তিন বার বলতেন দীর্ঘ করে। তাছাড়াও তিরমিযী একটি বর্ণনা আবদুর রহমান ইবনে আবযা তার পিতা হতে নকল করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তিনবার বলতেন "সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস", তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

١٢٠٣–وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ –رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২০৩। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতেরের নামায শেষে এই দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেমুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা ওয়া আউজু বিকা মিনকা। লা উহ্সি ছানায়ান আলাইকা। আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার খুশীর মাধ্যমে তোমার গজব থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আযাব থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে তোমার (অসন্তোষ) থেকে। তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারবো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি তোমার বর্ণনা দিয়েছো (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

١٢٠٤–وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ هَلْ لَّكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعٰوِيَةَ مَا اَوْتَرَ اِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِيْهٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِاَبْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১২০৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমীরুল মুমেনীন হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে? তিনি বেতেরের নামায এক রাকআত পড়েন। (একথা শুনে) হযরত ইবনে আব্বাস

বললেন, তিনি একজন 'ফকীহ', যা করেন ঠিক করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, হযরত মুআবিয়া ইশার নীমাযের পর বেতেরের নামায এক রাকআত পড়েছেন। তার নিকটে ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাসের আযাদ করা গোলাম। তিনি তা দেখে হযরত ইবনে আব্বাসকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, তার ব্যাপারে কিছু বলো না। তিনি রাসূলুল্লাহর সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছেন (বুখারী)।

١٢٠٥- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১২০৫। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'বেতেরের নামায যথার্থ' (অর্থাৎ ওয়াজিব)। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পড়লো না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়। 'বেতেরের নামায বরহক', যে বেতেরের নামায পড়লো না সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না। 'বেতেরের নামায বরহক', যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পড়লো না সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না (আবু দাউদ)।

١٢٠٦- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ اَوْ اِذَا اسْتَيْقَظَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বেতেরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লো অথবা পড়তে ভুলে গেলো সে যেনো যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম থেকে জেগে উঠে, তা পড়ে নেয় (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

١٢٠٧- وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ اَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ - رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا .

১২০৭। হযরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে বেতেরের নামায ওয়াজিব কিনা তা জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও (সাহাবাগণ) পড়েছেন। ওই ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন। ইবনে ওমরও একই জবাব দিতে থাকেন যে, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও পড়েছেন (মুওআত্তা)।

١٢٠٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২০৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায তিন রাকআত পড়তেন। এবং তাতে মোফাসসালের নয়টি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনটি সূরা এবং এগুলোর শেষ সূরা ছিলো কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (তিরমিযী)।

١٢٠٩ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَاَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَاَى اَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ فَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২০৯। হযরত নাফে রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমরের সাথে মক্কায় ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। হযরত ইবনে উমর ভোর হয়ে যাবার আশংকা করলেন। তখন তিনি এক রাকআত বেতেরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলেন, এখনো বেশ রাত বাকী আছে। তাই তিনি আরো এক রাকআত পড়ে দ্বিগুণ করে নিলেন। এরপর দুই দুই রাকআত করে (নফল) পড়তে থাকলেন। তারপর যখন আবার ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলেন তিনি বেতেরের এক রাকআত পড়ে নিলেন (মালিক)।

١٢١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ وَقَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ বয়সে) বসে বসে কেরায়াত পড়তেন। তিরিশ কি চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। বাকী (আয়াত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারপর রুকু করতেন ও সাজদায় যেতেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় রাকআতও পড়তেন (মুসলিম)।

١٢١١-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ اِبْنُ مَاجَةَ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১২১১। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন (তিরমিযী। কিন্তু ইবনে মাজা আরো বলেছেন, সংক্ষেপে ও বসে বসে)।

١٢١٢-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ -رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ .

১২১২। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের এক রাকআত পড়তেন। তারপর দুই রাকআত (নফল) পড়তেন। এতে তিনি বসে বসে কেরাআত পড়তেন। রুকু করার সময় হলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন ও রুকু করতেন (ইবনে মাজা)।

١٢١٣-وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ هٰذَا السَّهَرَ جُهْدٌ وَّثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاِلَّا كَانَتَا لَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২১৩। হযরত ছাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে জেগে উঠা কষ্টকর ও কঠিন কাজ। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি রাতের শেষাংশে জেগে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, সে ঘুমাবার আগে ইশার নামাযের পর বেতের পড়তে চাইলে যেনো দুই রাকআত পড়ে নেয়। যদি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে উঠে যায় তবে তো ভালো, উঠতে না পারলে ওই দুই রাকআত যথেষ্ট (তিরমিযী, দারিমী)।

١٢١٤- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১২১৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত নামায বসে বসে পড়তেন। আর এই দুই রাকআতে 'ইজা জুলজিলাতিল আরদু' এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন' পড়তেন (তিরমিযী ও দারিমী)।

٣٦- بَابُ الْقُنُوْتِ

৩৬—দোআ কুনুত

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَّعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَّفُلَانًا لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَلْاٰيَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বদদোয়া অথবা কাউকে দোয়া করতে চাইলে রুকুর পরে কুনুত পড়তেন। তাই কোন কোন সময় তিনি, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হাম্‌দু' বলার পর এই দোয়া করতেন, 'আল্লাহুম্মা আনজেল ওয়ালিদ ইবনাল ওয়ালিদ। ওয়া সালামাতা ইবনা হিশাম, ওয়া আইয়্যাশ ইবনা আবি রাবিআতা। আল্লাহুম্মাশদুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজআলহা সিনিনা কাসিনি ইউসুফা'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, সালমাহ ইবনে হিশামকে, আইয়্যাশ ইবনে আবু রাবিআকে

তুমি মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ! 'মুদার জাতির' উপরে তুমি কঠিন আযাব নাজিল করো। আর এই আযাবকে তাদের উপর দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে দাও। এরূপ দুর্ভিক্ষ যা ইউসুফ আলাইহিস-সালামের কালের দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে।' তিনি উচ্চস্বরে এই দোয়া পড়তেন। কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের এইসব গোত্রের জন্য এইভাবে দোয়া করতেন, 'আল্লাহুম্মালআন ফুলানান ওয়া ফুলানান।' 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করো।' তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'লাইসা লাকা মিনাল আমরে শাইয়ুন' অর্থাৎ 'এই ব্যাপারে আপনার কোন দখল নেই। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন খালিদ সাইফুল্লাহর আপন ভাই। বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। ভাইগণ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। মক্কায় ফিরে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু এবার কাফেরদের হাতে বন্দী হন। সালামা ইবনে হিশাম ছিলো আবু জেহেলের আপন ভাই। আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআ আবু জেহেলের সৎভাই। এরা দুইজনই প্রথম যুগের মুসলমান। কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভুগছিলেন। রাসূলের দোয়ায় তারা মক্কা হতে পালিয়ে মদীনায় চলে আসতে সমর্থ হন। রাসূলুল্লাহ এদের জন্য কাফেরদের জন্য বদদোয়া করছিলেন। এই সময় আয়াত নাযিল হয়ে বদদোয়া করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।

١٢١٦-وَعَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلٰوةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اَنَّهُ كَانَ بَعَثَ اُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً فَاُصِيْبُوْا فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৬। হযরত আসেম আহওয়াল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ-কে 'দোয়ায়ে কুনুত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে, এটা নামাযে রুকুর আগে পড়া হয় না পরে? হযরত আনাস বললেন, রুকুর আগে। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামাযে অথবা সকল নামাযে রুকুর পরে দোয়ায়ে) কুনুত পড়েছেন শুধু একবার। (আরও কারণে ছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে, যাদেরকে কারী বলা হতো, তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তরজন। (তাবলীগের জন্য) কোথাও পাঠিয়েছিলেন। ওখানকার লোকেরা তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিলো। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করেছেন (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢١٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَآءٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১২১৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকাআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দোয়া কুনুত পড়েছেন। এতে তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, রি'ল, যাকওয়ান, উসাইয়্যার জীবিতদের জন্য বদদোয়া করতেন। পেছনের লোকেরা 'আমীন' আমীন বলতেন (আবু দাউদ)।

١٢١٨-وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَآئِىُّ .

১২১৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত (রুকুর পরে) 'দোয়া কুনুত' পড়েছেন। তারপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

١٢١٩-وَعَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَآ اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَّعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِّنْ خَمْسِ سِنِيْنَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَآئِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২১৯। তাবেয়ী হযরত আবু মালিক আশজায়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আর আলীর রাঃ-এর পেছনে কুফায় অনুমান পাঁচ বছর পর্যন্ত নামায পড়েছেন। এ সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ কি 'দোয়া কুনুত' পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, হে আমার পুত্র! ('দোয়া কুনুত' পড়া) বেদআত (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ আসলে আবু মালিক তার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ ও চার খলিফার ফজরের নামাযসহ অন্যান্য নামাযে দোয়ায় কুনূত পড়তেন কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তাঁর পিতা বললেন, এভাবে ফজর ও অন্যান্য নামাযে হরহামেশা 'দোয়া কুনূত' পড়া 'বেদাআত'। সম্ভবত তখন কেউ কেউ সব নামাযে সব সময় দোয়ায় কুনূত পড়তে শুরু করেছিলো। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায ছাড়া ফজরের নামাযে শুধু একবার এক মাসব্যাপী 'দোয়া কুনূত' পড়েছিলেন এরপর আর পড়েননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٢٠-عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَّلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِهٖ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَىٌّ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَسُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ .

১২২০। হযরত হাসান বসরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রমযান মাসের তারাবীহর জন্য লোকজনকে একত্র করলেন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কাআবকে ইমাম নিযুক্ত করলেন। হযরত উবাই ইবনে কাআব বিশ রাকাআত নামায পড়ালেন। তিনি রমযানের শেষ পনর দিন ছাড়া আর কোন দিন লোকদেরকে নিয়ে দোয়া কুনূত পড়েননি। শেষ দশ দিন উবাই ইবনে কাআব মসজিদে আসেননি। বরং তিনি নামায ঘরে পড়তে লাগলেন। লোকেরা বলতে লাগলো, উবাই ইবনে কাআব ভেগে গেছেন (আবু দাউদ)। হযরত আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো কুনূত সম্পর্কে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর দোয়া কুনূত পড়েছেন। আর এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি দোয়া কুনূত পড়েছেন কখনো রুকুর আগে, আর কখনো রুকুর পরে।

٣٧-بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩৭-রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ নামায)

١٢٢١-عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا

صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَاقُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২২১। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমযান) মাসে মসজিদের ভিতর চাটাই দিয়ে একটি হুজরা তৈরী করলেন। তিনি এখানে কয়েক রাত (তারাবীহ) নামায পড়লেন। অবশেষে তার কাছে লোকজনের ভীড় জমে গেলো। এক রাতে তাঁর কণ্ঠস্বর না শুনতে পেয়ে লোকেরা মনে করেছে তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাকারী দিলো, যাতে তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে আগ্রহ আমি দেখছি তাতে আমার আশংকা হচ্ছে এই নামায না আবার তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়। তোমাদের উপর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা পালন করতে অসমর্থ হবে। অতএব হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়ো। কারণ ফরয নামায ছাড়া যে নামায ঘরে পড়া হয় তাই উত্তম নামায (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٢٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذٰلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২২২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিয়ামুল লাইলের অনুপ্রেরণা দিতেন (তারাবিহ নামায), কিন্তু তাকিদ করে কোন হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের জন্য রমযান মাসে রাত জেগে ইবাদত করে তার আগের সব সগিরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ব্যাপারটি এভাবেই রয়ে গেলো (অর্থাৎ তারাবীহর জন্য জামায়াত নির্দিষ্ট ছিলো না। বরং যে চাইতো সওয়াব কামাইর জন্য পড়ে নিতো)।

হযরত আবু বকরের খিলাফত কালেও এই অবস্থা ছিলো। হযরত ওমরের খিলাফতের প্রথম দিকেও এই অবস্থা ছিলো। (শেষের দিকে হযরত ওমর তারাবিহর নামাযের জন্য জামায়াতের ব্যবস্থা করেন এবং তখন থেকে লাগাতার তারাবিহর জামায়াত চলতে থাকলো) (মুসলিম)।

١٢٢٣- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২২৩। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ যখন নিজের ফরয নামায মসজিদে আদায় করে, সে যেনো তার নামাযের কিছু অংশ ঘরে পড়ার জন্য রেখে দেয়। কেনোনা তার নামাযের দ্বারা ঘরের মধ্যে কল্যাণ সৃষ্টি করে দেয়।" (মুসলীম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٢٤- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهٗ وَنِسَاءَهٗ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهٗ اِلَّا اَنَّ التِّرْمِذِىَّ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

১২২৪। আবু যর গেফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (রমযান মাসের) রোযা রেখেছি। তিনি মাসের অধিকাংশ দিন আমাদের সাথে কিয়াম করেন নি (অর্থাৎ তারাবিহর নামায

পড়েননি)। যখন রমযান মাসের সাত দিন বাকী থাকলো তখন তিনি আমাদের সাথে এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত কিয়াম করলেন অর্থাৎ তারাবিহর নামায পড়ালেন। যখন ছয় রাত বাকী থাকলো (অর্থাৎ চব্বিশতম রাত এলো) তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করলেন না। আবার পাঁচ রাত বাকী থাকতে (অর্থাৎ পঁচিশতম রাতে তিনি আমাদের সাথে আধা রাত পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি আরয করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাত যদি আরো বেশী সময় আমাদের সাথে কিয়াম করতেন (তাহলে কতোনা ভালো হতো)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যখন কোন ব্যক্তি ফরয নামায ইমামের সাথে পড়ে। নামায শেষে ফিরে চলে যায়, তার জন্য গোটা রাতের ইবাদাতের সওয়াব লেখা হয়ে যায়। এরপর যখন চার রাত বাকী থাকে অর্থাৎ চাব্বিশতম রাত আসে তখন তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করতেন না। এমন কি আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক তৃতীয়াংশ রাত বাকী থাকলো। যখন তিনরাত বাকী থাকলো অর্থাৎ সাতাইশতম রাত এলো। তিনি পরিবার নিজের স্ত্রীদের সকলকে নিয়ে একত্র করলেন এবং আমাদের সাথে কিয়াম করালেন (অর্থাৎ গোটা রাত আমাদেরকে নামায পড়ালেন)। এমন কি আমাদের আসংকা হলো যে আবার না 'ফালাহ' ছুটে যায়। বর্ণনাকারী বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ফালাহ কি? হযরত 'আবু যার' বললেন। 'ফালাহ' হলো সেহরী খাবার। এরপর রাসূলুল্লাহ্ আমাদের সাথে মাসের বাকী দিনগুলো (অর্থাৎ আটাইশ ও উন্ত্রিশতম দিন) কিয়াম করেননি (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাই। ইবনে মাজাহও এভাবে বর্ণনা নকল করেছেন। তিরমিজীও নিজের বর্ণনায় "এরপর রাসূলুল্লাহ্ আমাদের সাথে মাসের বাকী দিনগুলোতে কিয়াম করেননি" শব্দগুলো উল্লেখ করেনি)।

١٢٢٥-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَفِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُه قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ رَزِيْنٌ مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَّ يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ

১২২৫। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় খুঁজে না পেয়ে

তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাঁকে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন। তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল তোমার উপর জুলুম করবে? আমি আরয করলাম। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন। (আয়েশা!) আল্লাহ্ তাআলা শাবান মাসের পনর তারিখের রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। বনু কালব গোত্রের (বকরীর) দলের পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশী পরিমাণ গুনাহ্ মাফ করে দেন (তিরমিজী ইবনে মাসুদ)।

ব্যাখ্যা ঃ পনর শাবান রাতেই শবে বরাত বা বরাতের রাতে হিসাবে গণ্য করা হয়। হাদিসে বর্ণিত এই পনর শাবানের রাত ছিলো হযরত আয়েশার ভাগের রাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে চলে গিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে হযরত আয়েশা তাঁকে খুঁজতে বের হলেন ও জান্নাতুল বাকীতে সাজদারত অবস্থায় পেলেন। সালাম ফেরাবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে দেখতে পেয়ে প্রথমত স্বামীসুলভ একটা রসিকতা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি ভেবেছো 'তোমার নির্দিষ্ট দিন' অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করেছেন? এটা আসলে কারোই মনের বিশ্বাস নয়। নিচক পবিত্র রসিকতা? এরপর রাসূলুল্লাহ্ পনেরই শাবান রাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন। এই রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও তাঁর বান্দার আর্জি শুনে অসংখ্য গুনাহ্ মাফ করে দেন। এর দ্বারা এই রাতে গুনাহ মাফ করাবার জন্য রাসুলের নামাযের উল্লেখ আছে। কাজেই নীরব নামায ও দান সদকা ছাড়া এই দিনে মুসলমানদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী আর কোন বাড়তি কাজ করা যাবেনা। বর্তমানে হিন্দুদের দেয়ালী পূজার উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য উৎসব পালন করে চলছে এদেশের মুসলীম মিল্লাত। এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে। এছাড়াও মুসলীম জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ রাতকে কারুর আতশবাজির ধুমধড়াকায় পরিণত করার একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে। অতিরঞ্জনের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলীম মিল্লাতকে দীনের প্রতিটা কাজের সীমারেখা জেনে সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে যয়ীফ হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফজিলাত ও সওয়াবের ব্যাপারে যয়ীফ হাদিসের উপরও আমল করা যায়।

١٢٢٦-وَعَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

১২২৬। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। মানুষ তার ঘরে ফরয নামায ছাড়া

সে নামায পড়বে। তা এই মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ, তিরমিজী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নবুবী। মসজিদে নবুবীতে ফরয নামায আদায় করলে অন্যান্য মসজিদে ফরয নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ সওয়াব বেশী। এরপরও রাসূলুল্লাহ্ নফল নামায মসজিদে নবুবীতে না পড়ে ঘরে পড়াকে উত্তম বলেছেন। ঘরে পড়া নামায রিয়া মুক্ত নামায। রিয়া মুক্ত নামাযে সওয়াব বেশী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٢٧-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهٖ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهٗ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ وَالَّتِىْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ تَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ اٰخِرَاللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ اَوَّلَهٗ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১২২৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল ক্বারী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমযান মাসের রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃর সাথে আমি মসজিদে গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কেউ একা একা নিজের নামাজ পড়ছে। আর কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামায পড়ছে এ অবস্থা দেখে হযরত উমর বললেন। আমি যদি সকলকে একজন ইমামের পেছনে একত্র করে দেই তাহলেই উত্তম হবে। তাই তিনি এই কাজের ইচ্ছা পোষণ করে ফেললেন এবং সকলকে হযরত উবাই ইবনে কাআবের পেছনে একত্রিত করে তাকে তারাবিহ নামাযের জন্য মানুষের ইমাম বানিয়ে দিলেন, হযরত আবদুর রহমান বলেন, এরপর আমি একদিন হযরত উমরের সাথে মসজিদে গেলাম। সকল মানুষকে দেখলাম তারা তাদের ইমামের পেছনে (তারাবিহর) নামায পড়ছে। হযরত উমর তা দেখে বললেন, উত্তম বেদাআত। আর তারাবিহর এ সময়ের নামায তোমাদের শুয়ে থাকার সময়ের নামাযের চেয়ে উত্তম। একথার দ্বারা হযরত উমর বুঝাতে চেয়েছেন শেষ রাতকে। অর্থাৎ তারাবিহর নামায রাতের শেষাংশে পড়ার চেয়ে প্রথমাংশে

পড়াই উত্তম। ওই সময়ের লোকেরা তারাবিহর নামায প্রথম সময়ে পড়ে ফেলতেন (বুখারী)।

١٢٢٨ -وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَّ اَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِىُّ يَقْرَاُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ- رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২২৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। হযরত উমার (রা) হযরত উবাই ইবনে কাআব ও হযরত তামীম দারীকে মানুষের রমযান মাসের রাতের এগারো রাকাআত তারাবিহর নামায পড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। এ সময়ে ইমাম তারাবিহর নামাযে এই সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিলো। বস্তুতঃ এই কারণে কিয়াম বেশী লম্বা হবার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফজরের কাছাকাছি সময় নামায শেষ করতাম (মালিক)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায পড়েছেন। হযরত উমার এখানে সম্ভবত প্রথমে বেতর সহ এগারো রাকাআত তারাবীর নামায পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তাঁর সময়েই তিনি বিশ রাকাআত তারাবীর নামায নির্দিষ্ট করে দেন।

١٢٢٩ -وَعَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ مَا اَدْرَكْنَا النَّاسَ اِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُوْنَ الْكَفَرَةَ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِىُّ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِىْ ثَمَانِىْ رَكْعَاتٍ فَاِذَا قَامَ بِهَا فِىْ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَاَى النَّاسُ اَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২২৯। হযরত আ'রাজ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমরা সব সময় লোকদেরকে (সাহাবীদেরকে) দেখেছি তারা রমযান মাসে কাফেরদের উপর লা'নাত বা অভিসম্পাত বর্ষণ করতেন। সে সময় ক্বারী অর্থাৎ তারাবীহর নামাযের ইমামগণ সূরা বাকারাকে আট রাকাআতে পড়তেন। যদি কখনো সূরা বাকারাকে বারো রাকাআতে পড়তো। তাহলে লোকেরা মনে করতো ইমাম নামায সংক্ষেপ করে ফেলেছেন (মালিক)।

١٢٣٠ -وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اُبَيًّا يَقُوْلُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِىْ رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السُّحُوْرِ وَفِىْ

أُخْرٰى مَخَافَةَ الْفَجْرِ رَوَاهُ مَالِكٌ.

১২৩০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি উবায়কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রামাযান মাসে 'কিয়াম' অর্থাৎ তারাবিহর নামায শেষ করে ফিরতাম রাত শেষ হয়ে সেহ্রীর সময় থাকবে না ভয়ে চাকর বাকরকে তাড়াতাড়ি খাবার দেবার জন্য বলতাম। অন্য এক বর্ণনার ভাষ্য হলো, ফজরের সময় হয়ে যাবার ভয়ে খাদেমদেরকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলতাম।

١٢٣١-وعن عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَافِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَافِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ فِيْهَا اَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ بَنِي اٰدَمَ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنَزَّلُ اَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَلاَثًا قُلْتُ وَلاَ اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى هَامَتِهِ فَقَالَ وَلاَاَنَا اِنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُوْلُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ.

১২৩১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ আমাকে বললেন। তুমি কি জানো এই রাতে অর্থাৎ শাবান মাসের পনর তারিখে কি ঘটে, তিনি বললেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো জানিনা। আপনিই বলে দিন এরাতে কি ঘটে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। বনি আদমের প্রতিটি মানুষ যারা এই বছর জন্মগ্রহণ করবে। এই রাতে তাদের নাম লেখা হয়। আদম সন্তানের যারা এই বছর মৃত্যুবরণ করবে। এই রাতে তা ঠিক করা হয়। এই রাতে বান্দাহদের আমল উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। এই রাতে বান্দাহদের রিজিক আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন মানুষই আল্লাহ্র রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। হাঁ! কোন মানুষই আল্লাহ্র রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। তিনি এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন। এমন কি আপনিও নয়! এবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মাথায় হাত রেখে বললেন। আমিওনা। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাঁর ফজল ও রাহমতে আমাকে তাঁর রাহমতের ছায়ায় নিয়ে নেবেন। এই বাক্যটিও তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন (বায়হাকী এই বর্ণনাটি দাওয়াতে কাবীর নামক গ্রন্থে নকল করেছেন)।

١٢٣٢-وَعَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلاَّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ اِلاَّ اثْنَيْنِ مُشَاحِنٌ وَقَاتِلُ نَفْسٍ.

১২৩২। হযরত আবু মূসা আশআরী রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা শাবান মাসের পনর তারিখ রাতে অর্থাৎ 'শবে বরাতে' দুনিয়াবাসীর প্রতি ফিরেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া তাঁর সৃষ্টির সকলের গুনাহ মাফ করে দেন (ইবনে মাজা। ইমাম আহমাদ রঃ এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এক বর্ণনায় এই বাক্যটি আছে যে, কিন্তু দুই ব্যক্তি ঃ 'হিংসা পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারী ছাড়া আল্লাহ তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন)।

١٢٣٣-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مَنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ اَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ اَلاَ مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ اَلاَ كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

১২৩৩। হযরত আলী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাবান মাসের পনর তারিখ রাত হলে তোমরা সেই রাতে নামায পড়ো ও দিনে রোযা রাখো। কেনোনা আল্লাহ্ তাআলা এই রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, কোন মাগফিরাত কামনাকারী কি আছে? আমি তাকে মাগফিরাত করে দেবো। কোন রেজেকপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রেজেক দান করবো। কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে? আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দেবো। এইভাবে আল্লাহু মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে করে তাঁর বান্দাহদেরকে ভোর হওয়া পর্যন্ত আহবান করতে থাকেন (এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কামনা বাসনা জানাবার জন্য), (ইবনে মাজা)।

৩৮- بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

৩৮-ইশরাক ও চাশতের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢٣٤-عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرَصَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَتْ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى ذٰلِكَ ضُحًى -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৩৪। আলীর বোন হযরত উম্মে হানী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন আমার ঘরে আসলেন, প্রথমে তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি আট রাকায়াত নামায পড়লেন। এর আগে আমি কোন দিন তাঁকে এতো সংক্ষেপে নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু তিনি রুকু সাজদা ঠিক মতো করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, এটা ছিলো চাশতের নামায (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٣٥-وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৩৫। হযরত মুআজাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোহার নামায কতো রাকাআত করে পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি চার রাকাআত পড়তেন। আল্লাহ্র মর্জি কখনো এর চেয়ে বেশীও পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দোহার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক বারো রাকাআত পড়তেন। এর চেয়ে বেশীর কোন বর্ণনা নেই। এই দোহার নামায বলতে ইরশাক ও চাশত উভয়ই হতে পারে।

١٢٣٦-وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ

عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৩৬। হযরত আবু যার গেফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভোর হতেই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা গ্রন্থির জন্য 'সাদকা' দেয়া অবশ্য কর্তব্য। অতএব প্রতিটা 'তাসবিহ'ই অর্থাৎ 'সোবহানাল্লাহ' বলা 'সাদাকা'। প্রতিটি 'তাহমীদ'ই অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ পড়া সাদাকা। প্রতিটি 'তাহ্লীল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকা। প্রতিটা 'তাকবীর' অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা সাদাকা। 'নেক কাজের হুকুম' করা সাদাকা। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা। আর এ সবের পরিবর্তে 'দোহার দুই রাকআত নামায' পড়ে নেয়া যথেষ্ট (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির সারমর্ম হলো, একজন মানুষের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করার জন্য তার সুস্থ্য সবল শরীরের প্রয়োজন। শরীরের হাড়, জোড়া, অস্থি, চামড়া সব কিছুই বিপদাপদ ও জরা ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকা দরকার। এজন্য 'সাদাকা' দিতে হয়। হাদীসে উল্লেখিত বাক্যগুলো এসবের জন্য সাদাকা। অর্থাৎ সব সময় এই তাসবিহগুলো পড়া উচিত। 'দোহার নামাযও এধরনের একটা বড়ো সাদাকা, এ নামায একাই সব সদাকার কাজ করে।

١٢٣٧-وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ اَنَّهُ رَاٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلاَةَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৩৭। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একটি দলকে 'দোহার' সময় নামায পড়তে দেখে বললেন, এইসব লোকে জানে না, এই সময় ছাড়া অন্য সময়ে নামায পড়া বেশী ভালো। আল্লাহ্র রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণ নিবিষ্ট চিত্ত লোকদের নামাযের সময় হলো উষ্ট্রীর দুধ দোহনের সময়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হলো চাশ্তের নামাযের বেশী সওয়াব পাবার সময় নির্ণয় করা। এই দলটি চাশতের নামায পড়ছিলো সম্ভবত সূর্য উঠার পরপর। অথচ চাশতের নামাযের প্রকৃত সময় হলো আরো পরে রোদ উঠে ভূমি তপ্ত হতে শুরু করলে। সাধারণত যে সময় আরবরা উষ্ট্রীর দুধ দোহণ করে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٣٨-وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ اٰدَمَ ارْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطْفَانِىِّ وَاَحْمَدُ عَنْهُمْ .

১২৩৮। হযরত আবু দারদা ও আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে বনি আদম! তুমি আমার জন্য চার রাকাআত নামায পড়ো দিনের প্রথমে। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষে (তিরমিযী। এই হাদীসটি নুআইম ইবনে হাম্মার গাতফানী হতে আবু দাউদ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন তাদের কাছ থেকে)।

١٢٣٩-وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الْاِنْسَانِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصَلاً فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّئُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِءُكَ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১২৩৯। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য সাদাকা করা। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কাজ কে করতে সমর্থ হবে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটা সাদাকা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়াও একটা সাদাকা। তিন শত ষাট জোড়ার সাদাকা দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে 'দোহার (চাশত) দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট (আবু দাউদ)।

١٢٤٠-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ - رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১২৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দোহার বারো রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে সোনার বালাখানা বানাবেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কারণ এই সনদ ছাড়া আর কোন সনদে এই বর্ণনা পাওয়া যায়নি)।

١٢٤١-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلاَّهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لاَ يَقُوْلُ اِلاَّ خَيْرًا غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১২৪১। হযরত মোয়াজ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের নামায শেষ করার পর যে ব্যক্তি তার মুসাল্লায় সূর্য উপরে উঠে আসা পর্যন্ত বসে থাকে, তারপর দোহার দুই রাকআত নামায পড়ে এবং এই সময়ে নেক কথা ছাড়া আর কোন কথা না বলে, তাহলে তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সে গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির চেয়েও বেশী হয়ে থাকে (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٤٢-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৪২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'দোহার' (চাশত) দুই রাকআত নামাযের হিফাজত করবে, তার সকল (সগিরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমতুল্যও হয় (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

١٢٤٣-وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ لَوْ

نُشِرَلِيْ اَبَوَاىَ مَا تَرَكْتُهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২৪৩। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি চাশতের আট রাকআত করে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, আমায় জন্য যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তাহলেও আমি এই নামায ছেড়ে দেবো না (ইমাম মালিক)।

١٢٤٤-وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৪৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে চাশতের নামায পড়তে থাকতেন। আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এই নামায আর ছেড়ে দেবেন না। আবার যখন ছেড়ে দিতেন অর্থাৎ পড়া বন্ধ করতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এই নামায আর কখনো পড়বেন না (তিরমিযী)।

١٢٤٥-وَعَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ اِخَالُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৪৫। হযরত মুআররিক ইজ্‌লী রঃ বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দোহার নামায পড়েন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হযরত ওমর রাঃ পড়তেন? তিনি বললেন, না। আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আবু বকর রাঃ কি পড়তেন? তিনি বললেন, না। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে তিনিও পড়তেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) দোহার নামায পড়েন নাই বলে ইবনে ওমরের এই কথার ব্যাখ্যা হলো, তিনি মসজিদে এ দোহার নামায পড়তেন না। অথবা রাসূলুল্লাহ দোহার নামায পড়েছেন বলে ইবনে ওমরের জানা ছিলো না। অথবা তার একথার অর্থ তিনি মোটেই পড়তেন না, একথা ছিলো না, বরং তিনি সব সময় পড়তেন না এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ অনেক হাদীসেই উল্লেখ হয়েছে, তিনি চাশতের নামায পড়েছেন ও পড়ার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

٣٩- بَابُ التَّطَوُّعِ

নফল নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢٤٦-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلاَلٍ صَلاَةَ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৪৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে ফজরের নামাযের সময়ে বললেন ঃ হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো যার থেকে বেশী সওয়াব হাসিলের আশা করতে পারো। কেনোনা আমি আমার সামনে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। (একথা শুনে) হযরত বিলাল বললেন, আমি তো বেশী আশা করার মতো কোন আমল করিনি। তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি ওজু করেছি, আমার সাধ্যমত সেই ওজু দিয়ে আমি (তাহ্য়াতুল ওজুর) নামায পড়েছি (বুখারী-মুসলিম)।

ইস্তিখারার নামায

١٢٤٧-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ

فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَأجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৪৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (আল্লাহর কাছে) 'এস্তেখারা' করা নিয়ম ও দোয়া এভাবে শিখাতেন, যেভাবে আমাদেরকে তিনি কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেনো ফরজ নামায ছাড়া দুই রাকআত নফল নামায পড়ে। তারপর এই দোয়া পড়ে (মূল দোয়া হাদীসে আছে, এখানে বাংলা অর্থ দেয়া হলো) ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জানার ভিত্তিতে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার কাছে নেক আমল করার শক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার ফজল চাই। কারণ তুমিই সকল কাজের শক্তির উৎস। আমি তোমার মর্জি ছাড়া কোন কাজ করতে পারবো না। তুমি সব কিছুই জানো। আমি কিছুই জানি না। সব গোপন কথা তোমার জানা। হে আল্লাহ্! তুমি যদি মনে করো এই কাজটি (উদ্দেশ্য) আমার জন্য আমার দীনে, দুনিয়ায়, আমার জীবনে, আমার পরকালে অথবা বলেছেন, এই দুনিয়ায় ওই দুনিয়ার উত্তম হবে, তাহলে তা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দাও। আমার জন্য তা সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান করো। আর তুমি যদি এই কাজকে আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন, আমার পরকাল অথবা বলেছেন, 'আমার ইহকাল ও পরকালে অনিষ্টকর মনে করো, তাহলে আমাকে তার থেকে, আর ওকে আমার থেকে ফিরিয়ে রাখো। আর আমার জন্য যা কল্যাণকর তা ঘটিয়ে দাও। অতঃপর এর সাথে আমাকে রাজী করো"। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন 'এই কাজটি' বলার সময় প্রয়োজনের ব্যাপারটি স্মরণ করতে হবে (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٤٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُوْبَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

الاَّ اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ .

১২৪৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ আমাকে বলেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণ সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করার পর (লজ্জিত হয়ে) উঠে গিয়ে ওজু করে ও নামায পড়ে এবং আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন (মূল আয়াত হাদীসে আছে, এখানে অর্থ দেয়া হলো) ঃ "এবং যেসব লোক এমন কোন কাজ করে বসে যা বাড়াবাড়ি ও নিজেদের উপর জুলুম, এরপর আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, তখন নিজেদের গুনাহ্র জন্য আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইতে থাকে" (তিরমিযী ও ইবনে মাজা। কিন্তু ইবনে মাজা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করেননি)।

١٢٤٩-وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১২৪৯। হযরত হুজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যাপার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত করে তুললে তিনি নফল নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

١٢٥٠- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِيْ اِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ الاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ الاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا اَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ الاَّ تَوَضَّاْتُ عِنْدَهُ وَرَاَيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২৫০। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় হযরত বিলালকে ডাকলেন। তাকে তিনি বললেন, কি আমল দ্বারা তুমি আমার আগে জান্নাতে চলে গেছো। আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আযান দেবার সাথে সাথে দুই রাকআত নামায অবশ্যই

পড়ি। আর আমার ওজু ভেঙ্গে গেলে তখনই আমি ওজু করে আল্লাহ্র জন্য দুই রাক'আত নামায পড়া জরুরী মনে করেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, এই কারণেই তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় পৌছে গেছো (তিরমিযী)।

١٢٥١-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًى اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১২৫১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে বা কোন মানুষের কাছে কারো কোন প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে যেনো ভালো করে ওজু করে দুই রাক'আত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহ্র গুণকীর্তন করে, নবীর উপর দুরূদ পড়ে, এই দোয়া পড়ে (দোয়ার বাংলা অর্থ) ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহ মহাপবিত্র, তিনি আরশে আজীমের মালিক। সব প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। যিনি সমগ্র জাহানের পালনকর্তা। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ওই সব জিনিস চাই যার উপর তোমার রহমাত বর্ষিত হয় এবং যা তোমার ক্ষমা পাবার উপায় হয়। আর আমি আমার নেক কাজের অংশ চাই। সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। হে আল্লাহ্! তুমি আমার কোন গুনাহ মাফ করে দেয়া ছাড়া, আমার কোন দুঃখ দূর করে দেয়া ছাড়া, আমার কোন প্রয়োজন যা তোমার কাছে পছন্দনীয়, পূরণ করা ছাড়া রেখে দিও না। হে আরহামুর রাহেমীন" (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)।

٤٠- بَابُ صَلوٰةِ التَّسْبِيْحِ

৪০–সালাতুত তাসবীহ

١٢٥٢-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اُخْبِرُكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَاَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ اَنْ تُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ نَحْوَهُ.

১২৫২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দেবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে বলে দেবো না? আপনাকে কি দশটি অভ্যাসের মালিক বানিয়ে দেবো না? আপনি যদি এগুলো অবলম্বন করেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে আগের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমের, ছোট কি বড়ো, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

আর সেটা হলো আপনি চার রাকাআত নামায পড়বেন। প্রতি রাকআতে ফাতিহাতুল কিতাব ও সাথে একটি সূরা। প্রথম রাকআতের কেরাআত পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় পনর বার এই তাসবিহ পড়বেন ঃ "সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। তারপর রুকুতে যাবেন। রুকুতে এই তাসবিহটি দশবার পড়বেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ আবার দশবার পড়বেন। তারপর সাজদা করবেন। সাজদায় এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। তারপর সাজদা হতে মাথা উঠাবেন। এখানেও এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এই তাসবিহ দশবার এখানেও পড়বেন। তারপর সাজদা হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ দশবার পড়বেন। সর্বমোট এই তাসবিহ এক রাকআতে পঁচাত্তর বার হবে। চার রাকআতে এভাবে পড়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন এই নামায এইভাবে পড়তে পারেন তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন পড়তে না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। সপ্তাহে একদিন পড়তে না পারলে প্রতিমাসে একদিন পড়বেন। যদি প্রতি মাসে একদিন পড়তে না পারেন, বছরে একবার পড়বেন। যদি বছরেও একবার পড়তে না পারেন, জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন (আবু দাউদ, ইবন মাজা, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী এই ধরনের বর্ণনা হযরত আবু রাফে হতে নকল করেছেন)।

١٢٥٣-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذٰلِكَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ.

১২৫৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব জিনিসের আগে মানুষের যে আমলের হিসাব হবে, তা হলো নামায। যদি তার নামায সঠিক হলো তাহলে সে কামিয়াব হলো ও নাজাত পেলো। আর যদি নামায বিনষ্ট হয়ে গেলো তাহলে সে বিফল হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি ফরজ নামাযে কিছু ত্রুটি রয়ে যায়, তাহলে

আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, দেখো! আমার বান্দার কাছে সুন্নাত ও নফল নামায আছে কিনা? তাহলে সেখানে থেকে এনে বান্দার ফরয নামাযের ত্রুটি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এভাবে বান্দাহর অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর এভাবে যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর বাকী সব আমলের হিসাব একের পর এক এভাবে নেয়া হবে (আবু দাউদ; ইমাম আহমাদ এই হাদীস আর এক ব্যক্তি হতে নকল করেছেন)।

١٢٥٤-وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِيْ شَيْءٍ اَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِه وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১২৫৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহর কোন আমলের প্রতি তাঁর করুণার সাথে এতো বেশী লক্ষ্য আরোপ করেন না, যতোটা তার পড়া দুই রাকআত নামাযের প্রতি করেন। বান্দাহ যতোক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে তার মাথার উপর নেক ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর বান্দাহ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ব্যাপারে যেভাবে তার থেকে বের হয়ে আসা হিদায়াতের উৎস অর্থাৎ আল-কুরআন থেকে উপকৃত হয়, আর কোন জিনিস থেকে এমন উপকৃত হয় না (আহমাদ ও তিরমিযী)।

٤١-بَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ

৪১–সফরের নামায

١٢٥٥-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় জুহরের নামায চার রাকাআত পড়েছেন। যুল-হুলাইফায় আসরের নামায দুই রাকআত পড়েছেন (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্র সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হবার সময় তিনি মদীনায় চার রাকাআত নামাযই আদায় করেছেন। জুলহুলাইফা নামক স্থানে এসে তিনি আসরের নামায দুই রাকাআত

অর্থাৎ কসর পড়েছেন। জুলহুলাইফা মদিনা হতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সম্ভবত: এখান থেকে মুসাফিরীর পথ শুরু হয়েছে।

١٢٥٦-عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَاٰمَنُهُ بِمِنٰى رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৬। হযরত হারিছা ইবনে ওয়াহাব খোজায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদেরকে নিয়ে 'মিনায়' দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো ছিলাম যা এর আগে কখনো ছিলাম না এবং নিরাপদ ছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٥٧-وَعَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ تُقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৫৭। হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমারের কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ তাআলার কথা হলো, "তোমরা নামায কম পড়ো অর্থাৎ কসর করো, যদি কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে বলে আশংকা করো"। এখন তো লোকেরা নিরাপদ। তাহলে কসরের নামায পড়ার প্রয়োজনটা কি? হযরত ওমর রাঃ বললেন, তুমি এ ব্যাপারে যেমন আশ্চর্য হচ্ছো, আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, নামাযে কসর করাটা আল্লাহ্র একটা সদকা বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এই দান গ্রহণ করো (মুসলিম)।

١٢٥٨-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ لَهُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ্র সাথে মদীনা হতে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি মদীনায় ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাকাআত ফরয নামাযের স্থলে দুই রাকাআত পড়েছেন।

হযরত আনাস রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনারা কি মক্কায় কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন? জবাবে হযরত আনাস বললেন, হাঁ, আমরা মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর মাত্র একবারই মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন। এটাইকেই হজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। তার সঙ্গীসাথীসহ মক্কায় জিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে পৌছেন। হজ্জ পালন করে তিনি চৌদ্দ জিলহাজ্জ সকালে মক্কা হতে মদীনার পথে রওনা দেন। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সফরে এই দশ দিন মুসাফির ছিলেন। তাই তিনি এই সফরে নামায কসর করেছেন।

١٢٥٩–وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا اَقَمْنَا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৫৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে গিয়ে উনিশ দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি দুই রাকআত করে ফরয নামায আদায় করেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমরাও মক্কা মদীনার মধ্যে কোথাও গেলে সেখানে উনিশ দিন অবস্থান করলে, আমরা দুই রাকআত করে নামায পড়তাম। এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করলে চার রাকাআত করে নামায পড়তাম (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ তখন মক্কা মদীনার মধ্যকার যাতায়াতের পথ ছিলো দুইটি। একটি পাহাড়ী পথ, এপথে সময় কম লাগতো। অন্যটি মাঠ ময়দানের পথ। এপথে উনিশ দিন সময় লাগতো। ইবনে আব্বসের এই বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, উনিশ দিনের বেশী এক জায়গায় না থাকলে মুসাফির হয় না মুকীমই থাকে। তাই চার রাকাআত পড়েছেন।

١٢٦٠–وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬০। হযরত হাফ্স ইবনে আসেম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মক্কা-মদীনার পথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের সাথে থাকার আমার সৌভাগ্য ঘটেছে। (জুহরের নামাযের সময় হলে) তিনি আমাদেরকে দুই রাকআত নামায (জামায়াতে) পড়ালেন। এখান থেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা এটা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বললেন, আমাকে যদি নফল নামাযই পড়তে হয়, তাহলে ফরয নামাযই তো পুরা পড়া বেশী ভালো ছিলো। কিন্তু যখন সহজ করার জন্য ফরয নামায কসর পড়ার হুকুম হয়েছে, তখন তো নফল নামায ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকার সৌভাগ্যও পেয়েছি। তিনি সফরের অবস্থায় দুই রাকআতের বেশী (ফরয) নামায পড়তেন না। আবু বকর, ওমর, ওসমানের সাথে চলারও সুযোগ আমার হয়েছে। তারাও এভাবে দুই রাকআতের বেশী পড়তেন না (বুখারী-মুসলিম)।

দুই নামায একত্রে পড়া

١٢٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْتَمِعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৬১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে জুহর ও আসরের নামায এক সাথে পড়তেন। (ঠিক এভাবে) মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়তেন (বুখারী)।

١٢٦٢-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ اِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে রাতের বেলায় ফরয নামায ছাড়া (অন্য নামায) সাওয়ারীর উপর বসেই ইশারা করে পড়তেন। সাওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকতো তাঁর মুখও সে দিকে থাকতো। বেতেরের নাযাত তিনি তার সাওয়ারীর উপরই পড়ে নিতেন (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٦٣-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلٰوةَ وَاَتَمَّ - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

১২৬৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব রকমই করেছেন। তিনি (সফর অবস্থায়) কসরও পড়েছেন, পুরা রাকাআতও পড়েছেন (শরহে সুন্নাহ্)।

١٢٦٤-وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّى اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا سَفْرٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

১২৬৪। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মক্কা বিজয়ের সময়ও তাঁর সাথে ছিলাম। এসময়ে তিনি আঠারো দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি চার রাকাআতওয়ালা নামায দুই রাকআত পড়ছিলেন। তিনি বলতেন, হে শহরবাসীরা! তোমরা চার রাকাআত করেই নামায পড়ো। আমি মুসাফির (তাই দুই রাকাআত পড়ছি) (আবু দাউদ)।

١٢٦٥-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضَرِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَنْقُصُ فِى حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১২৬৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীমের সাথে সফরে দুই রাকআত যোহর এবং এরপর দুই রাকআত (সুন্নাত)

পড়েছি। আর একবর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, আবাসে ও সফরে আমি নবী করীমের সাথে নামায পড়েছি। আবাসে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার রাকাআত, এরপর (সুন্নাত) দুই রাকাআত। সফরে পড়েছি তারে সাথে যোহরের দুই রাকাআত এবং এরপর (সুন্নাত) দুই রাকাআত। আসর পড়েছি দুই রাকাআত। এরপর নবী করীম আর কোন নামায পড়েননি। মাগরিবের নামায পড়েছেন আবাসে ও সফরে সমানভাবে তিন রাকাআত। আবাসে ও সফরে কোন অবস্থাতেই মাগরিবের বেশী কম হয় না। এটা হলো দিনের বেতেরের নামায। এরপর তিনি পড়েছেন দুই রাকআত (সুন্নাত) (তিরমিযী)।

١٢٦٦-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَالِكَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا -. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১২৬৬। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ চলাকালে জুহরের সময় সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার আগে রওনা হতেন যোহরের নামায দেরী করতেন এবং আসরের নামাযের জন্য মঞ্জিলে নামতেন। অর্থাৎ জুহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন। মাগরিবের নামাযের সময়ও তিনি এরূপ করতেন। সূর্য তাঁর ফিরে আসার আগে ডুবে গেলে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য ডোবার আগে চলে এলে তিনি মাগরিবের নামাযে দেরী করতেন। ইশার নামাযের জন্য নামতেন, তখন দুই নামাযকে একত্র করে পড়তেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

١٢٦٧- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ وَاَرَادَ اَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِه فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلّٰى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১২৬৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে (অর্থাৎ শহরের বাইরে) যেতেন (মুসাফির অবস্থা হোক অথবা মুকীম), নফল নামায পড়তে চাইতেন, তখন উটের মুখ কেবলার দিকে করে নিতেন এবং তাকবীর তাহরীমা বলে যেদিকে সওয়ারীর মুখ করতেন সেদিকে ফিরে তিনি নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

١٢٦٨-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَتِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১২৬৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর বাহনের উপর পূর্ব দিকে মুখ ফিরে নামায পড়ছেন। তিনি রুকু হতে সাজদায় একটু বেশী নীচু হতেন (আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٦٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় (চার রাকাআতওয়ালা নামায) দুই রাকআত পড়েছেন। তাঁর পরে হযরত আবু বকরও দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। অতঃপর হযরত ওমরও দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। হযরত ওসমান (রা) তার খিলাফাত কালের প্রথম দিকে দুই রাকাআতই নামায পড়েছেন। কিন্তু পরে তিনি চার রাকাআত পড়তে শুরু করেছেন। হযরত ইবনে ওমরের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন ইমামের (হযরত ওসমানের) সাথে নামায পড়তেন, চার রাকাআত পড়তেন। চার একাকী পড়লে (সফরে) দুই রাকাআত পড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٧٠-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ

الْأُوْلٰى قَالَ الزُّهْرِىُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَابَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَاوَّلَتْ كَمَا تَاوَّلَ عُثْمَانُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৭০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথম দিকে) দুই রাকাআতই নামায ফরয ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন। তখন মুকীমের জন্য চার রাকাআত নামায নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর সফর অবস্থায় প্রথম থেকেই দুই রাকাআত ফরয ছিলো। ইমাম যুহরী রঃ বলেন, আমি হযরত ওরওয়ার কাছে আরয করলাম, হযরত আয়েশার কি হলো যে, তিনি সফর অবস্থায়ও পুরা চার রাকাআত নামায পড়েন। (উত্তরে) তিনি বললেন, তিনিও হযরত ওসমানের মতো ব্যাখ্যা করেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٧١-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের নবীর জবানিতে মুকীম অবস্থায় চার রাকাআত আর সফরে দুই রাকাআত নামায ফরয করেছেন (মুসলিম)।

١٢٧٢-وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالاَ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১২৭২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের নামায দুই রাকাআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই দুই রাকাআতই হলো (সফরের) পূর্ণ নামায, কসর নয়। আর সফরে বেতেরের নামায পড়া সুন্নাত (ইবনে মাজা)।

١٢٧٣-وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ فِى مِثْلِ مَايَكُوْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِى مَابَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ وَذٰلِكَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ - رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّاَ .

১২৭৩। হযরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও উসফান, মক্কা ও জিদ্দার দূরত্বের মধ্যে কসরের নামায পড়তেন। ইমাম মালিক বলেন, এসবের দূরত্ব ছিলো চার বুরীদ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল (মুওয়াত্তা)।

١٢٧٤-وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১২৭৪। হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আঠারোটি সফরে তাঁর সফর সংগী ছিলাম, এই সময় আমি তাঁকে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আর জুহরের নামাযের আগে দুই রাকাআত নামায পড়া ছেড়ে দিতে কখনো দেখেনি (আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদিসটি গরীব)।

١٢٧٥-وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرٰى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ يَتَنَفَّلُ فِى السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مَالِكٌ .

১২৭৫। তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার তাঁর পুত্র হযরত ওবায়দুল্লাহ্কে সফর অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছেন। তাঁকে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন না (মালিক)।

٤٢- بَابُ الْجُمُعَةِ

৪২-জুমআর নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢٧٦-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ اَلْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ اَنَّهُمْ وَذَكَرَ نَحْوَه اِلَى اٰخِرِه وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ .

১২৭৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা দুনিয়ার শেষের দিকে এসেছি। আর কিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আমরা সবার আগে থাকবো। তাছাড়া ইয়াহূদী নাসারাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। অতঃপর এই 'জুমআর দিন' তাদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা এ নিয়ে মতভেদ করলো। আল্লাহ্ তাআলা ওই দিনটির ব্যাপারে আমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন। এই লোকেরা আমাদের অনুসরণকারী। ইয়াহূদীরা আগামী কালকে অর্থাৎ 'শনিবারকে' গ্রহণ করেছে। আর নাসারারা গ্রহণ করেছে পরশুকে অর্থাৎ 'রোববারকে' (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা ও হুজাইফা হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজনই বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষ দিকে বলেছেন ঃ দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে আমরা সকলের পেছনে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকবো। সকলের আগে আমাদের হিসাব নেবার ও জান্নাতে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হবে।

١٢٧٧-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর কিয়ামাত এই জুমুআর দিনেই কায়েম হবে (মুসলিম)।

١٢٧٨-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ

لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا الاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ اِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْئَالُ اللّٰهَ خَيْرًا الاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

১২৭৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে সময়টা যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায় আর আল্লাহ্র কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। এক বর্ণনায় ইমাম মুসলিম এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সময়টা খুবই ক্ষণিক হয়। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে জুমুআর দিনে এমন একটি ক্ষণ আসে যে ক্ষণে যদি কোন মুমিন বান্দাহ নামাযের জন্য দাঁড়াতে পারে এবং আল্লাহ্র কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সেই কল্যাণ দান করেন।

١٢٧٩-وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى تُقْضَى الصَّلٰوةُ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৯। হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি রাসূলুল্লাহ্কে জুমুআর দিনের দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ সে সময়টা হলো ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর নামায পড়াবার আগের মধ্যবর্তী সময়টুকু (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٨٠-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ اِلَى الطُّوْرِ فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْاَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثْتُهُ اَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ

عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلاَّ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَالِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَاَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبِ الْاَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ لَه ثُمَّ قَرَاَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ صَدَقَ كَعْبُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِهَا وَلاَ تَضِنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُوْنَ اٰخِرِ سَاعَةٍ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ حَتّٰى يُصَلِّيْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى اَحْمَدُ اِلٰى قَوْلِهِ صَدَقَ كَعْبٌ .

১২৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তুর (বর্তমান ফিলিস্তীনের সিনাই) পাহাড়ের দিকে গেলাম। সেখানে কাব আহবারের সাথে আমার দেখা হলো। আমি তার কাছে বসে গেলাম। তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু কথা বলতে লাগলেন। আমি তার সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি যেসব হাদীস বর্ণনা করলাম তার একটি হলো, আমি তাঁকে বললাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমআর দিন।

জুমুআর দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই দিন তাঁকে জান্নাত থেকে জমিনে বের করা হয়েছে। এই দিন তাঁর তাওবা কবুল করা হয়। এই দিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই দিন কিয়ামত হবে। আর জ্বিন ইনসান ছাড়া এমন কোন চতুষ্পদ জন্তু নেই যারা এই জুমুআর দিনে সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত কিয়ামত হবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে। জুমআর দিন এমন একটি সময় আছে, যে সময় কোন মুসলমান, যে নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই তা দান করেন। কাব আহবার একথা শুনে বললেন, এরকম দিন বা সময় বছরে একবার আসে। আমি বললাম, বরং প্রত্যেক জুমআর দিনে আসে। তখন কাব তাওরাত পড়তে লাগলেন, এরপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।" হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাঃ-র সাথে দেখা করলাম। কাবের কাছে আমি যে হাদীসের উল্লেখ করেছি তা তাঁকেও বললাম। এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে এ কথাও বললাম যে, কাব বলছেন, 'এই দিন' বছরে একবারই আসে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, "কাব ভুল কথা বলেছে। তারপর আমি বললাম, কিন্তু কাব এরপর তাওরাত পড়ে বলেছে যে, এই ক্ষণ প্রত্যেক জুমুআর দিন আসে। ইবনে সালাম বললেন, কাব একথা ঠিক বলেছে। এরপর বলতে লাগলেন, আমি জানি সেই সময় কোনটা? হযরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি বললাম, পুনরায় আমাকে বলুন। গোপন করবেন না। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, সেটা জুমআর দিনের শেষ প্রহর কি করে হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন বান্দাহ এই ক্ষণটি পাবে ও সে এসময়ে নামায পড়ে থাকে......? (আর আপনি বলছেন সেই সময়টি জুমআর দিনের শেষ প্রহর। সে সময় তো নামায পড়া হয় না। সেটা মাকরূহ সময়)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন (এটা তো সত্য কথা কিন্তু) এটা কি রাসূলুল্লাহর কথা নয় যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় নিজের জায়গায় বসে থাকে সে নামায অবস্থায়ই আছে, আবার নামায পড়া পর্যন্ত। হযরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, তাহলে নামায অর্থ হলো, নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। অপর দিনের শেষাংশে নামাযের জন্য বসে থাকা নিষেধ নয়। সেই সময় যদি কেউ দোয়া করে, তা কবুল হবে (মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইমাম আহমাদও এই বর্ণনাটি 'সাদাকা কাআব' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

١٢٨١ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْتَمِسُوْا

السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

১২৮১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন দোয়া কবুল হবার সময়টির আশা করে, সে যেনো আসরের পরে সূর্য অস্ত পর্যন্ত সময়টুকু খোঁজে (তিরমিযী)।

١٢٨٢-وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ .

১২৮২। হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন তোমাদের সর্বোত্তম দিন। এই দিন হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে। এইদিন প্রথম সিঙ্গা ফুঁকা হবে। এই দিন দ্বিতীয় সিঙ্গা ফুঁকা হবে। কাজেই এই দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুরূদ আপনার সামনে কিভাবে পেশ করা হবে। অথচ আপনার হাড়গুলো পচে গলে যাবে? বর্ণনাকারী বলেন, 'আরেমতা' শব্দ দ্বারা সাহাবাগণ 'বালিতা' অর্থ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার পবিত্র দেহ পচে গলে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তাআলা নবী-রাসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজা, দারেমী ও বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

١٢٨٣-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمُ عُرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلٰى يَوْمٍ اَفْضَلَ مِنْهُ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُوْ اللّٰهَ بِخَيْرٍ اِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ وَلاَيَسْتَعِيْذُ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ اَعَاذَهُ مِنْهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَيُعْرَفُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ يُضَعَّفُ .

১২৮৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কুরআনে বর্ণিত) 'ইয়াওমুল মাওউদ' হলো কিয়ামতের দিন। 'ইয়াওমুল মাশহুদ' হলো আরাফাতের দিন। আর 'শাহেদ' হলো জুমআর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদয় ও অস্ত যায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'জুমআর দিন'। এই দিনে এমন একটি সময় আছে সে সময় যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায়, আর ওই সময় সে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে সেই কল্যাণ দান করবেন। যে জিনিস থেকে সে পানাহ চাইবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে পানাহ দেবেন (আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কারণ মূসা ইবনে ওবায়দার সূত্র ছাড়া এ হাদীস জানা যায় না। আর মূসা মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল রাবী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٨٤-عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ اَرْضٍ وَلاَرِيَاحٍ وَلاَجِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ اِلاَّ هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى اَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ وَسَاقَ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

১২৮৪। হযরত লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমআর দিন' সকল দিনের সর্দার। সব দিনের চেয়ে বড়ো। আল্লাহ্র নিকট বড় মর্যাদাবান। এই দিন আল্লাহ্র কাছে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে বেশী উত্তম। এই দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) আল্লাহ্ তাআলা এই দিন হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এই দিন তিনি হযরত আদমকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এই দিনই হযরত আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এই দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে বান্দাহরা আল্লাহ্র কাছে হারাম জিনিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এই দিনই কিয়ামত হবে। আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফিরিশতা, আসমান, জমিন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এই জুমুআর দিনকে ভয় করে (ইবনে মাজা)। ইমাম আহমাদ হযরত সা'দ ইবনে মুআজ থেকে এইভাবে নকল করেছেন যে, "আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্র কাছে এসে বললেন, আমাকে জুমুআর দিন সম্পর্কে বলুন। এতে কি আছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাকী হাদীস বর্ণনা পূর্ববৎ)।

١٢٨٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَىِّ شَيْئٍ سُمِّىَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِاَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِيْنَةُ اَبِيْكَ اٰدَمَ وَفِيْهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ فِيْهَا الْبَطْشَةُ وَفِىْ اٰخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّٰهَ فِيْهَا اُسْتُجِيْبَ لَهٗ - رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১২৮৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "জুমআর দিন" নাম কি কারণে রাখা হলো? তিনি বললেন, যেহেতু এই দিন (১) তোমাদের পিতা আদমের মাটি একত্র করে খামির করা হয়েছে। (২) এই দিন প্রথম সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৩) এই দিন দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৪) এই দিনই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া (৫) এই দিনের শেষ তিন প্রহরে এমন একটি সময় আছে যখন কেউ আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় (আহমাদ)।

١٢٨٦-وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُصَلِّ

عَلَيَّ الاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ – رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ۔

১২৮৬। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুমআর দিন আমার উপর বেশী করে দুরূদ পড়ো। কেনোনা এই দিন হাজিরার দিন। এই দিন ফিরিশতাগণ হাজির হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তার দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অবসর না হয়। হযরত আবু দারদা বলেন, আমি বললাম, মৃত্যুর পরও কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। নবীরা কবরে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেয়া হয় (ইবনে মাজা)।

١٢٨٧–وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ الاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ –رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ۔

১২৮৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান জুমুআর দিন অথবা জুমুআর রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবেন (আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়)।

١٢٨٨–وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَرَاَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الْاٰيَةَ وَعِنْدَهُ يَهُوْدِيٌّ قَالَ لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ۔

১২৮৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ... ("আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য

তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার সকল নেয়ামত পুরা করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি")। তাঁর কাছে এক ইয়াহুদী বসা ছিলো। সে ইবনে আব্বাসকে বললো, যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা এই দিনকে ঈদের খুশীর দিন হিসাবে উদযাপন করতাম। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতটি দুই ঈদের দিন, বিদায় হজ্জ ও আরাফার জুমআর দিন নাযিল হয়েছে। (ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব)।

١٢٨٩-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ اَغَرُّ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ اَزْهَرُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ .

১২৮৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজব মাস আসলে এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ্! রজব ও শাবান মাসের (ইবাদাতে) আমাদেরকে বরকত দান করো। আমাদেরকে রামাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছাও। বর্ণনাকারী হযরত আনাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, "জুমআর রাত আলোকিত রাত। জুমআর দিন আলোকিত দিন (বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

٤٣- بَابُ وُجُوْبِهَا

৪৩-জুমআর নামায ফরজ

কুরআন মজীদ থেকেই জুমআর নামায ফরয হবার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "হে মুমিনেরা! জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র জিকিরে দৌড়াবে"। জুমআর নামায ফরয হবার ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রিয় রাসূলেরও অনেক হাদীস রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢٩٠-عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا قَالاَ سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ

لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৯০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা যেনো জুমুআর নামায ছেড়ে না দেয়। (যদি ছেড়ে দেয়) আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর সে ব্যক্তি গফেলদের মধ্যে গণ্য হবে (মুসলিম)।

١٢٩١-عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضُّمَيْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَاَحْمَدُ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ .

১২৯১। হযরত আবুল জা'দ দুমাইরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্ তাআলা তার দিলে মোহর লাগিয়ে দেবেন (আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারিমী)। ইমাম মালিক (র) সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে এবং আহমদ (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٢-وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৯২। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুমআর নামায ছেড়ে দেবে সে যেনো এক দিনার সদকা করে। যদি এক দিনার সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে অর্ধেক দিনার সদকা করবে (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

١٢٩٣-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১২৯৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর আযান শুনবে, তার উপর জুমুআর নামায ফরয হয়ে যায় (আবু দাউদ)।

١٢٩٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ .

১২৯৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর নামায তার উপরই ফরজ যে তার ঘরে রাত কাটায় (তিরমিযী, তার মতে হাদীসের সনদ দুর্বল)।

١٢٩٥- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ عَلٰى اَرْبَعَةٍ مَمْلُوْكٍ اَوِ امْرَاَةٍ اَوْ صَبِىٍّ اَوْ مَرِيْضٍ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ وَائِلٍ .

১২৯৫। হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর নামায অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। জুমুআর নামায চার ব্যক্তি ছাড়া জামাআতের সাথে পড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ওই চার ব্যক্তি হলো (১) গোলাম যে কারো মালিকানায় আছে। (২) নারী (৩) বাচ্চা। (৪) রুগ্ন ব্যক্তি (আবু দাউদ)।
শরহে সুন্নাহ্ কিতাবে মাসাবীহ কিতাবের মূল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ওয়াইল গৌত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٩٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৯৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমআর নামাযে আসেনা, তাদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করবো, সে

আমার জায়গায় লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো (মুসলিম)।

١٢٩٧-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لاَ يُمْحٰى وَلاَ يُبَدَّلُ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلاَثًا - رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ

১২৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়, তার নাম এমন কিতাবে মুনাফিক হিসাবে লিখা হয় যা কখনো মুছে ফেলা যায় না, না পরিবর্তন করা যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিন জুমুআ ছেড়ে দেয়ার কথা আছে (তার জন্য এই শাস্তি) (ইমাম শাফিয়ী)।

١٢٩٨-وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ مَرِيْضٌ اَوْ مُسَافِرٌ اَوْ امْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ - رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ

১২৯৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য জুমুআর দিন জুমআর নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, নাবালেগ ও গোলামের উপর ফরয নয়। সুতরাং যারা খেল-তামাসা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমুআর নামায হতে বেপরোওয়া থাকবে, আল্লাহ্ তাআলাও তার দিক থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি উচ্চ প্রশংসিত (দারু কুতনী)।

٤٤- بَابُ التَّنْظِيْفِ وَالتَّبْكِيْرِ

৪৪- পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া

١٢٩٩-عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ

مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৯৯। হযরত সালমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যতটুকু সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হতে তার শরীরে কিছু তেল মাখবে, অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদে রওনা হবে। দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। যতটুকু সম্ভব নামায (নফল) পড়বে। চুপচাপ বসে ইমামের খুতবা শুনবে। নিশ্চয় তার জুমুআ ও আগের জুমুআর মাঝখানেরর সব (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী)।

١٣٠٠-وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهُ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায পড়তে এসেছে ও যতটুকু পেরেছে নামায পড়েছে, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে। এরপর ইমামের সাথে নামায (ফরয) পড়েছে। তাহলে তার এই জুমআ থেকে বিগত জুমআর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহও মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

١٣٠١-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَي الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করেবে এবং উত্তম ওজু করবে,

তারপর জুমুআর নামাযে যাবে। চুপ চাপ খুতবা শুনবে। তাহলে তার এই জুমুআ হতে ওই জুমুআ পর্যন্ত সব গুনাহ মাফ করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। যে ব্যক্তি খুতবার সময় ধুলা বালি নাড়লো সে অর্থহীন কাজ করলো (মুসলিম)।

١٣٠٢-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর দিন ফিরিশতারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি গরু পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মক্কায় একটি দুম্বা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে কুরবানী করার জন্য মক্কায় একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুতবা দিবার জন্য বের হলে তারা তাদের দপ্তর গুটিয়ে খুতবা শোনেন। (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٠٣-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম খুতবা পড়ার সময় যদি তুমি তোমার কাছে বসা লোকটিকে বলো যে, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার একথাটিও অর্থহীন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ খুতবার সময় কোন কথা বলা যাবে না। এমনকি পাশের বসা লোকজনও যদি কথাবার্তা বলে তাকেও চুপ করো একথা বলাও নিষেধ।

١٣٠٤-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيْمَنَّ

اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ اِلٰى مَقْعَدِهٖ فَيَقْعُدُ فِيْهِ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ اِفْسَحُوْا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০৪। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর দিন মসজিদে গিয়ে কোন মুসলমান ভাইকে যেনো তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে বলতে পারে ভাই! একটু সরুন (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٠٥ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهٖ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهٗ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلّٰى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِىْ قَبْلَهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১৩০৫। হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে। উত্তম পোশাক পড়বে। তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদে আসবে। কিন্তু মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসবে না। এরপর যথাসাধ্য নামায পড়বে। ইমাম খুতবার জন্য হুজরা হতে বের হবার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে। তাহলে এই জুমুআ হতে পূর্বের জুমুআ পর্যন্ত তার যতো গুনাহ হয়েছে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে (আবু দাউদ)।

١٣٠٦ - وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১৩০৬। হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুইবে ও নিজে গোসল করবে। এরপর সকাল সকাল তৈরী হবে। সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে আগে মসজিদে যাবে। ইমামের কাছে গিয়ে বসবে। চুপচাপ ইমামের খুতবা শুনবে। বেহুদা কাজ করবেনা। তার প্রতি কদমে এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের নামাযের আমলের সওয়াব হবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবেন মাজা)।

١٣٠٧–وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَى مِهْنَتِه – رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ .

১৩০৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে, সে যেনো তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক রাখে (ইবনে মাজা)।

١٣٠٨–وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا – وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১৩০৮। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআর দিন খুতবার সময় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছে বসবে। কারণ কোন ব্যক্তি দূরে থাকতে থাকতে (অর্থাৎ প্রথম সারিতে না গিয়ে পেছনের সারিতে থাকে) শেষে জান্নাতে প্রবেশেও পেছনে পড়ে যাবে (আবু দাউদ)।

١٣٠٩–وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ –رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১৩০৯। হযরত মুআজ ইবনে আনাস জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিনের জামায়াতে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাবার চেষ্টা করবে,

কিয়ামাতের দিন তাকে জাহান্নামের ‘পুল’ বানানো হবে (ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেন হাদীসটি গরীব)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হলো, প্রথম দিকে বসার জন্য জুমআর দিন আগে আগে মসজিদে যেতে হবে। পরে এসে আগে বসার জন্য মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া গর্হিত কাজ। তবে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকলে যেতে পারবে। যারা ফাঁক ফাঁক রেখে কাতারে পুরা না করে বসে তারা এর জন্য দায়ী। পুল বানানো অর্থ, এই গর্হিত কাজের জন্য সে পুলের মতো এক জায়গায় পড়ে থাকবে। তাকে পুলের মতো ডিঙ্গিয়ে অন্যরা জান্নাতে চলে যাবে। সে যাবে পরে।

١٣١٠-وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ .

১৩১০। হযরত মুআজ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাঁটু উচিয়ে দুই হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

١٣١١-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِه ذَالِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

১৩১১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর নামাযের সময় কারো যদি তন্দ্রা আসে তাহলে সে যেনো স্থান পরিবর্তন করে বসে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য ঘুমের আমেজ নষ্ট করা। তাই স্থান পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে অন্য কোনভাবে ঘুমের ভাব নষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣١٢-عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِه وَيَجْلِسَ فِيْهِ قِيْلَ لِنَافِعٍ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ فِى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১২। হযরত নাফে (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম (নামাযের সময়) কাউকে অপরজনকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে ওখানে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত নাফেকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু জুমুআর নামাযের জন্য। উত্তরে তিনি বললেন, জুমুআর নামায ও অন্যান্য নামাযেও (বুখারী-মুসলিম)।

١٣١٣-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَالِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَرِىَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১৩১৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোক জুমুআর নামাযে হাজির হয়। এক রকম হলো, যারা বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে হাজির হয়। জুমআর দ্বারা তাদের এটাই হয় লাভ। দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো, আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইতে চাইতে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্র কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আল্লাহ্ চাইলে তাদেরে তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে পারেন। তৃতীয় ধরনের লোক হলো, শুধু জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে নীরবতার সাথে মসজিদে হাজির হয়। সামনে যাবার জন্য কারো ঘাড় টপকায় না। কাউকে কোন কষ্ট দেয় না। এ ধরনের লোকদের এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সময়ে (সগীরা) গুনাহর কাফফরা হয়ে যায়। তাছাড়াও আরো অতিরিক্ত তিন দিনের কাফফারা হবে। এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ করবে তার জন্য এর দশ গুণ সওয়াব রয়েছে" (আবু দাউদ)।

١٣١٤-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَالَّذِىْ يَقُوْلُ لَهُ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১৩১৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় কথা বলে, সে ভারবাহী গাধার মতো (বোঝা বহন করে, ফল ভোগ করতে পারে না)। আর যে ব্যক্তিকে চুপ করতে বলা হয় তারও জুমুআ নেই (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় জুমুআর নামাযের নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই হাদীসের মর্ম হলো, গোটা নামাযে, বিশেষ করে ইমামের খুতবার সময় নীরব থেকে খুত্‌বা শোনা কর্তব্য। খুত্‌বা না শুনলে শুধু সময় নষ্ট হলো। এমনভাবে নীরব থাকতে হবে যে, অন্য কেউ কথা বললে, তাকেও 'চুপ থাকো' বলা নিষেধ।

١٣١٥-وَعَنْ عُبَيْدِ ابْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ يَّمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلاً .

১৩১৫। তাবেয়ী হযরত ওবায়দ ইবনে সাব্বাক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক জুমুআর দিন বলেছেন ঃ হে মুসলমানেরা! এই দিন, যে দিনকে আল্লাহ্ তাআলা ঈদ হিসাবে গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা এই দিন গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি নেই। তোমারা অবশ্য অবশ্যই মিসওয়াক করবে (মালিক মুরসাল হিসাবে; ইবনে মাজাহ ওবায়দা হতে এবং তিনি হযরত আব্বাস হতে মুত্তাসিলরূপে)।

١٣١٦-وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَتَمَسَّ اَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৩১৬। হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন মুসলমানরা যেনো অবশ্যই গোসল করে। তার পরিবারে সুগন্ধি থাকলে যেনো তা মাখে। যদি সুগন্ধি না থাকে, তাহলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি (আহ্মাদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)।

٤٥- بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلٰوةِ

৪৫- খুত্‌বা ও নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣١٧-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩১৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে জুমুআর নামায পড়তেন (বুখারী)।

١٣١٨-وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نُقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى الاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৮। হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়ার পূর্বে খাবারও খেতাম না, বিশ্রামও গ্রহণ করতাম না (বুখারী-মুসলিম)।

١٣١٩-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩১৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড শীতের সময় জুমুআর নামায সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তেন, আর প্রকট গরমের সময় দেরী করে পড়তেন (বুখারী)।

١٣٢٠-وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩২০। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাঃ ও ওমর রাঃ-র সময়ে জুমআর প্রথম

আযান হতো ইমাম মিম্বরে বসলে। হযরত ওসমান রাঃ খলিফা হবার পর, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওরার উপর তৃতীয় আযান বাড়িয়ে দিলেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ 'যাওরা' মসজিদে নববীর সামনে একটি উঁচু স্থান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কালে জুমুআর দিন একটি আযান ও একটি ইকামতের প্রচলন ছিলো। 'আযান' দেয়া হতো ইমাম মিম্বরে উঠলে, আর ইকামাত দেয়া হতো খুত্বার শেষে নামায শুরু হবার কালে। ইকামাতকেও এখানে বর্ণনাকারী আযান হিসাবে গণ্য করেছেন ও দ্বিতীয় আযান হিসাবে গণ্য করেছেন। হযরত ওসমান রাঃ-র খিলাফতকালে লোকজন বেড়ে গেলে তিনি যাওরার উপর তৃতীয় আযানের ব্যবস্থা করেন। এই আযানটিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আযান।

١٣٢١-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (জুমুআর দিন) দুইটি খুতবা দিতেন। উভয় খুতবার মাঝখানে তিনি কিছু সময় বসতেন। তিনি (খুতবায়) কিছু কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ শুনাতেন। সুতরাং তাঁর নামায ও খুতবা উভয়ই ছিলো নাতিদীর্ঘ (মুসলিম)।

١٣٢٢-وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২২। হযরত আম্মার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত খুত্বা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই তোমরা নামাযকে লম্বা করবে, খুত্বাকে ছোট করবে। নিশ্চয় কোন কোন খুত্বা যাদু স্বরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বড় জামায়াতের নামায আসলে ছোট করেই পড়া নিয়ম। এখানে নামায দীর্ঘ করার অর্থ খুতবার অপেক্ষা দীর্ঘ। অর্থাৎ খুতবা খুব ছোট ও হৃদয়স্পর্শী যেনো হয়। খুতবার তুলনায় নামায বড় হবে।

١٣٢٣-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ احْتَمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৩। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে উঠতো, কণ্ঠস্বর হতো সুউচ্চ, রাগ বেড়ে যেতো। মনে হতো তিনি কোন সামরিক বাহিনীকে এই বলে শত্রু হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন ঃ সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রু বাহিনী হানা দিতে পারে। তিনি খুতবায় বলতেন, আমাকে ও কিয়ামাতকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্র করে মিলিয়ে দেখালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ একজন নবী ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুবই গুরুত্ব সহকারে ভাষণ দিতেন। তাই এ সময়ে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠতো। আজকালের ওয়ায়েজ আলেম ও ইমামদের মতো তিনি গানের সুরে বক্তব্য পেশ করতেন না।

١٣٢٤-وَعَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩২৪। হযরত ইআলা ইবনে উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে উঠে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শুনেছি ঃ "জাহান্নামীরা (জাহান্নামের দারোগাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক! (তুমি বলো) তোমার রব যেনো আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন'। অর্থাৎ তিনি খুতবায় জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা বলতেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٢٥-وَعَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلاَّ عَنْ لِّسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৫। হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মজীদের সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনুল মাজীদ' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনে শুনেই মুখস্ত করেছি। প্রত্যেক জুমআয় তিনি মিম্বরে উঠে খুত্‌বার সময় এই সূরা পাঠ করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক জুমআর অর্থ যে কয় জুমআ উম্মে হিশাম রাসূলেল পেছনে জামআত পড়েছিলেন।

١٣٢٦-وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৬। হযরত আমর ইবনে হুরাইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনে খুত্‌বা দিলেন। তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ী। পাগড়ীর দুই মাথা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন (মুসলিম)।

١٣٢٧-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَآءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুতবা দিবার সময় বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমআর দিন ইমামের খুতবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেনো সংক্ষেপে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়ে নেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'খুত্‌বা দিবার সময় অর্থাৎ খুত্‌বা দিতে উঠছেন এ সময়। নতুবা খুত্‌বার সময় সুন্নাত ও নফল নামায পড়া সহীহ্ হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। সাহাবা ও তাবেয়ীদেরও একই মত।

١٣٢٨-وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩২৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের এক রাকাআত পেলো, সে পূর্ণ নামায পেলো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পূর্ণ নামায পাওয়া অর্থ সে ব্যক্তি নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, "যে নামায পেয়েছো তা পড়ো। আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো"। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ রহঃ বলেন, ইমামকে সালাম ফিরাবার আগে নামাযে পাইলে, জামায়াতে শামিল হয়ে যাবে। এতে জামায়াতের সওয়াব পেয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٢٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ اذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ أُرَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ يَخْطُبُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

১৩২৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন। তিনি মিম্বরে উঠে বসতেন। যে পর্যন্ত মুআযযিন আযান শেষ না করতেন। এরপর তিনি দাঁড়াতেন ও খুতবা শুরু করে দিতেন। তারপর আবার বসতেন। এসময় কোন কথা বলতেন না। অতঃপর তিনি আবার দাঁড়াতেন ও (দ্বিতীয়) খুত্বা দিতেন (আবু দাউদ)।

١٣٣٠-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ .

১৩৩০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন, আমরা তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতাম (তিরমিযী। তিনি বলেন, এই হাদীসটি শুধু মুহাম্মদ ইবনে ফদলের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন যয়ীফ। তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো)।

١٣٣١-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّاَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَيْ صَلاَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৩১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর তিনি বসতেন।

আবার তিনি দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, তিনি বসে বসে খুত্বা দিয়েছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও বেশী নামায পড়েছি (তাঁকে বসে বসে খুতবা দিতে কোন দিন দেখিনি) (মুসলিম)।

١٣٣٢-وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৩২। হযরত কাব ইবনে উজরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মসজিদে হাজির হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে বসে খুতবা দিচ্ছিলেন। হযরত কাব বললেন, এই খবিসের দিকে তাকাও। সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেল-তামাশা দেখে, তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে চলে যায়" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্র দাঁড়িয়ে খুত্বা দেবার প্রমাণ। কুরআনের উদ্ধৃত আয়াত দিয়ে হযরত কাব একথা প্রমাণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম কোন প্রদেশের শাসক ছিলেন। তাঁকে বসে বসে খুত্বা দিতে দেখে তিনি ঘৃণায় বলেছেন, "খবিসের দিকে তাকাও! সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। অথচ কুরআন প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুমআর খুত্বা দান করেছেন।

١٣٣٣-وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ اَنَّهُ رَاٰى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَّقُوْلَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৩৩। হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বিশর ইবনে মারওয়ানকে মিম্বরের উপরে দুই হাত উঠিয়ে জুমআর খুত্বা দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ্ তার এই হাত দুটিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ্কে বক্তব্য পেশ করার সময় দেখেছি, তিনি তাঁর হাত এর বেশী উঁচুতে উঠাতেন না। এই কথা বলে উমারা তর্জনী উঠিয়ে (রাসূলের হাত উঁচুতে উঠাবার) পরিমাণের দিকে ইঙ্গিত দিলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ জনগণের সামনে কোন বক্তব্য পেশ করার সময় খুব বেশী হাত নাড়ানাড়ি ও উঠাউঠি করতেন না। অত্যন্ত শালীন ও শ্রুতিমধুর ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে কথা তুলে ধরতেন। হাত উঠাবার প্রয়োজন হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী কতটুকু উঠাতেন তাও উমারা ইবনে রুওয়াইবা দেখিয়ে দিয়েছেন। হাত নাচিয়ে এই ধরনের বক্তব্য পেশে অহংকার-অহমিকার প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষেধ। তাই 'উমারা রাঃ বিশর ইবনে মারওয়ানকে হাত নাচানাচি করতে দেখে এই বদদোয়া করেছেন।

١٣٣٤-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৩৪। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে বসে বললেন, তোমরা বসো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নির্দেশ শুনে মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে এসো (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কিভাবে মেনে চলতেন এই ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

١٣٣٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ الْجُمْعَةَ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا اَوْ قَالَ الظُّهْرَ -رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ .

১৩৩৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমুআর (নামাযের) এক রাকআত পেয়েছে, সে যেনো এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে। আর যার দুই রাকআতই ছুটে গেছে, সে যেনো চার রাকাআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেনো জুহরের নামায পড়ে নেয় (দারু কুতনী)।

٤٦- بَابُ صلوٰةِ الْخَوْفِ

৪৬– ভয়কালীন নামায

١٣٣٦-عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ غَزَوْتُ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَاَقْبَلَتْ طَآئِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ طَآئِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَّاحِدٍ مِّنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهٖ رَكْعَةً وَّسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوٰى نَافِعٌ لَاۤ اَرٰى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلَّا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩৩৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্র সাথে নজদের দিকে এক যুদ্ধে গেলাম। আমরা শত্রু সেনাদের সামনাসামনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়াতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের একদল লোক তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন। অন্য দল শত্রু সেনার সামনে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথের লোকজনসহ একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এরপর এরা, যারা নামায পড়েনি তাদের জায়গায় চলে গেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্র পেছনে এসে দাঁড়ালেন। এদেরে নিয়ে তিনি একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন। তাদের প্রত্যেক দল পর পর উঠে নিজেদের জন্য একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এভাবে সকলে নামায শেষ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ্র অন্য ছাত্র হযরত নাফেও এই ধরনের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বেশী বর্ণনা করেছেন। ভয় যদি আরো বেশী হয় তাহলে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন। অথবা সওয়ারীর উপর বসে কেবলার দিকে অথবা উল্টা দিকে, যে দিকে ফিরতে সমর্থ হয় সেদিকে ফিরে নামায পড়বেন। এরপর হযরত নাফে বলেন, আমার মনে হয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর একথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এটা হলো প্রথম নিয়ম। তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তে চাইতেন বলেই তিনি এভাবে নামায পড়েছেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগে ভাগে বিভিন্ন ইমামের পেছনে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়কালীন নামায পড়া জায়েয বলে ফকিহ্গণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

١٣٣٧-وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৩৭। তাবেয়ী হযরত ইয়াজিদ ইবনে রূমান তাবেয়ী হযরত সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ্র সাথে 'জাতুর রেকা' যুদ্ধে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। তিনি বলেন, (এই যুদ্ধে নামাযের সময়) একদল লোক রাসূলুল্লাহ্র সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্যদল (তখন) শত্রুদের সামনাসামনি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দল নিয়ে এক রাকাআত পড়লেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুসল্লীরা নিজেদের নামায পূর্ণ শত্রু সেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহ্র সাথে নামাযে যোগ দিলো। যে রাকাআত বাকী ছিলো রাসূলুল্লাহ্ এদেরে সাথে নিয়ে পড়ে নিলেন। তারপর তিনি বসে রইলেন। এই দল তাদের বাকী রাকাআত পূর্ণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ এদেরে নিয়ে সালাম ফিরালেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সালাতুল খাওফের এটা আর এক নিয়ম। এই নিয়মে প্রত্যেক দল রাসূলুল্লাহর সাথে এক রাকাআত নামায পড়ার কথা এখানে উল্লেখ আছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরায়েছেন দ্বিতীয় দলের সাথে।

١٣٣٨-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَاَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَخَافُنِىْ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ اللّٰهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَّلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৩৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সাল্লামের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে 'জাতুর রেকা' পর্যন্ত পৌছলাম। এখানে একটি ছায়াঘেরা গাছের কাছে গিয়ে, তা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি বলেন, এ সময় মুশরিকদের একজন এখানে এসে দেখলো রাসূলুল্লাহ্‌র তরবারীখানা গাছের সাথে ঝুলে আছে। সে তখন তাড়াতাড়ি তাঁর তরবারীখানা হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, তুমি কি আমাকে ভয় পাওনা? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কখনো না। সে বললো। এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবেন। বর্ণনাকারী জাবির রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবীগণ সেই মুশরিককে ভয় দেখালে সে তরবারী কোষবদ্ধ করে আবার ঝুলিয়ে রাখলো। হযরত জাবির রাঃ আবার বললেন। এ সময় নামাযের আযান দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোক নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন। এরপর এই দল পেছনে সরে গেলে তিনি অপর দলকে নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন। জাবির রাঃ বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্‌র নামায চার রাকাআত হলো। অন্যান্য লোকের হলো দুই রাকাআত (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফরে চার রাকাআত নামায পড়েননি। এখানে চার রাকাআত পড়েছেন সালাতুল খাওফ হিসাবে। এতে প্রত্যেক দলই রাসূলুল্লাহ্‌র পেছনে পূর্ণ নামায পড়তে পেরেছে। সালাতুল খাওফের এটা তৃতীয় নিয়ম।

١٢٣٩-وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِىْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ الَّذِىْ يَلِيْهِ الَّذِىْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِىْ نَحْرِ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِى الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৩৯। হযরত জাবির (রা) হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে 'সালাতুল খাওফ' পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দুইটি সারি বানালাম। শত্রুর তখন আমাদের ও কেবলার মাঝখানে ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ্ তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। আমরা সকলেও তার সাথে তাকবীর তাহরীমা বাঁধলাম। এরপর তিনি রুকু করলেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে রুকু করলাম। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। আমিরা সকলেও মাথা উঠালাম। আমরা সকলেও মাথা উঠালাম। তারপর তিনি ও যে সারি তাঁর নিকটবর্তী ছিলো, তারা সাজদায় গেলেন। আর পেছনের সারি শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। রাসূলুল্লাহ্ সিজদা শেষ করলে তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদা হতে উঠে দাঁড়ালো। পেছনের সারি সাজদায় গেলো। তারপর তারা উঠে দাঁড়ালো। এরপর পেছনের সারি সামনে আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে গেলো। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। আমরা সকলেও তাঁর সাথে রুকু করলাম। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন। আমরা সকলেও মাথা উঠালাম। এরপর তিনি ও তাঁর নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম রাকাআতে যারা পেছনে ছিলো সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী সারি শত্রুর

মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন নবী করিম ও তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদা শেষ করলেন, পরবর্তী সারি সাজদায় গেলেন। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। আমরা সকলেও সালাম ফিরালাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এ নিয়মটা হলো 'সালাতুল খাওফের' চতুর্থ নিয়ম। এসময় শত্রুরা কেবলার দিকে ছিলো। তাই মুসলমানরা সকলে এক সাথে নামাযে দাঁড়াতে সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে নামাযের মাঝেও তারা স্বস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় ছিলো। সাজদায় গেলে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে সম্ভাবনায় একদল সারি প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٤٠-عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فِى الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَآءَ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ

১৩৪০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'বাতনে নাখল' যুদ্ধে লোকজন নিয়ে ভয়ের কালে জুহরের নামায পড়ছিলেন। তিনি একদল নিয়ে দুই রাকাআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দ্বিতীয় দল আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও দুই রাকাআত পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন (শরহে সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই পদ্ধতি হলো 'সালাতুল খাওফের' পঞ্চম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সালাম ফিরায়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, রাসূলের শেষ দুই রাকাআত ছিলো নফল। অতএব নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারী নামায পড়া জায়েয। কেউ কেউ বলেন হুজুরের শেষ দুই রাকাআত ফরজ ছিলো। ফরয পর পর পড়াও জায়েয। তাই তিনি এরূপ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এই নামায ছিলো ভয়ের নামায। সালাতুল খাওফ পড়ার এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٤١-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِهٰؤُلَاءِ صَلٰوةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِّنْ اٰبَآءِهِمْ وَاَبْنَآءِهِمْ وَهِىَ الْعَصْرُ فَاجْتَمِعُوْا اَمْرَكُمْ فَتَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً وَاَنَّ

جِبْرَئِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّقَسِّمَ اَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّى بِهِمْ وَتَقُوْمَ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى وَرَآءَهُمْ وَايَاخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُوْنَ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ

১৩৪১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার (জেহাদ করার লক্ষ্যে) যাজনান ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে হাজীর হলেন। মুশরিকরা তখন বলাবলি করলো। এই মুসলমানদের এক নামায আছে। যে নামায তাদের কাছে তাদের মাতা পিতা ও সন্তানসন্তুনি হতেও অধিক প্রিয়। আর সে নামাযটা হলো আসরের নামায। তাই তোমরা দলবদ্ধ হও। এই আসরের নামায পড়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ করো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্র নিকট জিব্রীল আলাইহিস সালাম আসলেন। তাকে হুকুম দিলেন। তিনি যেনো তার সাথীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একদলকে নিয়ে নামায পড়বেন। আর অপর দলটি তাঁদের অপর দিকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন সব সময়। এমনকি নামাযেও যেনো তারা সম্ভাব্য সতর্কতা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এতে তাদের নামাযও এক রাকাআত হয়ে যাবে। আর রাসূলুল্লাহ্র হবে দুই রাকাআত (তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদিসে উল্লিখিত 'সালাতুল খাওফের' এই নিয়ম ষষ্ঠ নিয়ম। তাদের নামায এক রাকাআত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্র সাথে জামাআতে এক রাকাআত। অথবা সব মিলিয়ে এক রাকাআত। দ্বিতীয় অবস্থায় এটা সালাতুল খাওফের বৈশিষ্ট্য। তা নাহলে ফরয নামায কখনো এক রাকাআত হয়না। এর থেকে নামায জামাআতের সাথে পড়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়। এতো সঙ্গীন অবস্থায়ও নামায ছেড়ে দেয়া যাবেনা। জামাআত তরক যাবেনা।

٤٧- بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

৪৭–দুই ঈদের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٤٢-عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ

وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْيَأْمُرُ بِشَيْءٍ اَمَرَبِهٖ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের ময়দানে যেতেন। প্রথমে তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেন। মানুষেরা সে সময় নিজ নিজ সফে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদেরকে ওয়াজ শুনাতেন। উপদেশ দিতেন। আর যদি কোন দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে নির্বাচন করতেন। অথবা কাউকে কোন হুকুম দিবার থাকলে, তা দিতেন। তারপর তিনি (ঈদগাহ) হতে ফিরে আসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

١٣٤٣-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَامَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَااِقَامَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৪৩। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে দুই ঈদের নামায একবার নয়, দুইবার নয়, আযান ও ইকামাত ছাড়া ..... (অনেকবার) পড়েছি (মুসলিম)।

١٣٤٤-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৩৪৪। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমর রাঃ দুই ঈদের নামায খুতবার আগেই পড়তেন।

١٣٤٥-وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَّلَا اِقَامَةً ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ اِلٰى بَيْتِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো। আপানি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ ছিলাম। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের জন্য বের হয়েছেন। (প্রথমে) নামায পড়েছেন। তারপর খুত্‌বা দিয়েছেন। তিনি আযান ও ইকামাতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এসেছেন। তাদেরে ওয়াজ নসিহত করেছেন। দান সাদকা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর আমি দেখলাম মহিলাগণ নিজ নিজ কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। গহনা খুলে খুলে বেলালের নিকট দিতে লাগলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ও হযরত বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٤٦-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا بَعْدَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকাআত নামায পড়েছেন। এর আগে তিনি কোন নামায পড়েননি। পরেও পড়েননি (বুখারী মুসলিম)।

١٣٤٧-وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَاَةٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৭। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ঈদের-দিনে ঋতুবর্তী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে মুসলমানদের জামায়াতে ও দোয়ায় শরীক করতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু ঋতুবর্তীগণ যেনো নামাযের জায়গা হতে একপাশে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো কারো (শরীর ঢাকার জন্য) বড় চাদর নেই। তিনি বললেন, তাঁর সাথী বান্ধবী তাঁকে অপন চাদর পড়াবে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সাথীর বেশী চাদর থাকলে তাকে দেবে। অথবা নিজের চাদর দিয়ে তাকেও ঢেকে রাখবে। আজকালও মেয়েরা ঈদ বা জুমআয় নামাযে পর্দা পুশিদা রক্ষা করে নিরাপদ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা থাকলে শরীক হতে পারেন। তবে না গেলে কোন ক্ষতি নেই।

١٣٤٨-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اَبَابَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَا جَارِيَتَانِ فِىْ اَيَّامٍ مِّنًّا تُدَفِّعَانِ وَتَضْرِبَانِ وَفِىْ رِوَايَةٍ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهٖ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْبَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَابَكْرٍ فَاِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَااَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُ نَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় অবস্থানের সময় হযরত আবু বকর তাঁর কাছে গেলেন। সেই সময় আনসারদের দুইটি বালিকা সেখানে গান গাচ্ছিলো ও দফ্ বাজাচ্ছিলো। আর এক বর্ণনায় আছে, তারা বুআস যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা যে সব গান গেয়ে গর্ব করেছিলো সে সব গান গাচ্ছিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মুড়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর বালিকা দুইটিকে ধমক দিলেন। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় হতে মুখ খুলে বললেন। হে আবু বকর ওদেরকে ছেড়ে দাও। এটা ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায় আছে। হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটা ঈদের দিন আছে। আর এটা হলো আমাদের ঈদের দিন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٤٩-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَغْدُ وَيَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৩৪৯। হযরত আনাস (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। আর খেজুর ও খেতেন তিনি বেজোড় (বুখারী)।

١٣٥٠-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৩৫০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (ঈদের মাঠে) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈদের ময়দানে যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করার সুযোগ থাকলে এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে আসা উত্তম। এতে ঈদের যাতায়াতের ব্যাপারে পথ ও মাটিও সাক্ষ্য দিতে পারে।

١٣٥١-وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُبِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىْ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫১। হযরত বারায়া ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদের দিন আমাদের সামনে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এই ঈদের দিন প্রথমে আমাদেরকে নামায পড়তে হবে। এরপর আমরা বাড়ী গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এইভাবে (কাজ করলো সে আমাদের পথে চললো। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কুরবানী করলো। সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি যবেহ করে নিশ্চয়ই তা গোশত খাবারের ব্যবস্থা করলো। তা কুরবানীর কিছুই নয় (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٥٢-وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَّمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫২। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ বাহালী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবেহ করেছে। সে যেনো এর পরিবর্তে (নামাযের পরে) আর একটি জবেহ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার আগ পর্যন্ত যবেহ করেনি। সে যেনো (নামাযের পর) আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে (এটাই প্রকৃত কুরবানী) (বুখারী ও মুসলিম)।

١٣٥٣-وَعَنْ الْبَرَءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৫৩। হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে (ঈদের) নামাযের আগে যবেহ করলো যে নিজের (খাবার) জন্যই জবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। সে মুসলমানের নিয়ম অনুসরণ করলো (বুখারী, মুসলিম)

١٣٥٤-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৩৫৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবেহ করতেন এবং নহর করতেন ঈদগাহের ময়দানে (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٥٥-عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَاهٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمُ الْفِطْرِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৩৫৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার সময় তাদের দুইটি দিন ছিলো। এই দিন দুইটিতে তারা খেলাধুলা করতো। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন। এই দুইটি দিন কি? তারা বললো ইসলামের আগে জাহিলিয়াতের সময় এই দিন দুইটিতে আমরা খেলাধুলা করতাম। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য আরো উত্তম দুইটি দিন দান করেছেন। এর একটি হলো ঈদুল আজহার দিন ও অপরটি ঈদুল ফিতর (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদিস থেকে বুঝা গেলো জাহিলিয়াতের যুগের রুসুম রেওয়াজ ইসলামের যুগে অচল। আর মুসলিম মিল্লাতের জন্য শ্রেষ্ঠ ঈদ বা মহাউৎসবের দিন হলো দুই ঈদের দুই দিন।

١٣٥٦-وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلاَ يُطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى يُصَلِّى - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ

مَاجَةَ وَالدَّرمِيُّ

১৩৫৬। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ও ঈদুল আযহার দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য বের হতেন না (তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ রমযান মাসে রোযা রাখতেন। সেহরীর সময় হতে পরের দিন ইফতারীর সময় পর্যন্ত রোযা রাখতেন। তাই ঈদের দিন রোযা ভাঙ্গার প্রতীক হিসাবে তিনি কিছু খেয়ে নামাযে যেতেন। বুকরা ঈদের যেহেতু রোযা নেই। তাই না খেয়ে ঈদের ময়দানে গিয়ে নামায পড়ে কুররানীর গোশত দিয়ে খাবার খেতেন।

١٣٥٧-وَعَنْ كَثِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى لِلْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

১৩৫৭। হযরত কাসির তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ হতে। তিনি তাঁর পিতা আমর ইবনে আওফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাকাআতে কেরাআতের আগে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের আগে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

١٣٥٨-وَعَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوْا فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوْا بِالْقِرَاءَةِ - رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ

১৩৫৮। হযরত জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ রহঃ মুরসাল হিসাবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর, ওমর দুই ঈদে ও এস্তেস্কার নামাযে সাতবার ও পাঁচবার করে তাকবীর বলেছেন। তাঁরা নামায পড়েছেন খুতবার আগে। নামাযে কেরআত পড়েছেন উচ্চঃস্বরে (বায়হাকী)।

١٣٥٩-وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَاَلْتُ اَبَامُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْمُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৩৫৯। হযরত সাইদ ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা আশআরী ও হোজাইফা রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কতো তাকবীর বলতেন? তখন আবু মুসা আশ্আরী বললেন। রাসূলুল্লাহ্ জানাযার তাকবীরের মতো চার তাক্বীর বলতেন। (এই জবার শুনে) হযরত হোজাইফা বললেন। তিনি ঠিকই বলেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু মুসার জবাবের সারমর্ম হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন। ঠিক একইভাবে ঈদের নামাযেও চার তাকবীরই বলতেন। প্রথম রাকাআতে কেরায়াত পড়ার আগে এক তাকবীর তাহ্রীমা কেরআতের পরে দিত তাকবীর। এই মোট চার তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাআতের কেরাআতের পর রুকুর তাকবীর সহ মোট চার তাকবীর। তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিভিন্ন পাওয়া যায়। তাই তাকবীর নিয়ে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা চার তাকবীর বলেই মত প্রকাশ করেছেন। অন্য তিন ঈমাম সাত তাকবীর ও পাঁচ তাকবীর ওয়ালা হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। চার তাকবীরের মধ্যে প্রথম রাকাআতের তাকবীর হলো তাকবীর তাহরীমা। আর দ্বিতীয় রাকাআতের তাকবীরে রুকুর তাকবীরও এর মধ্যে পরিগণিত। দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর মূলতঃ প্রতি রাকাআতেই তিনটি।

١٣٦٠-وَعَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৩৬০। হযরত বারাআ রাঃ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈদের দিনে একটি কাওস দেয়া হলো। তিনি এই কাওসের উপর ভর করে (ঈদের) খুত্বা দান করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে লাঠির উপর টেক লাগিয়ে খুত্বা দিতেন। এই দিন তাঁর হাতে একটি ধনুক দেয়া হলো। তিনি এর উপর ভর করে ঈদের খুত্বা দিয়েছেন।

١٣٦١-وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلاً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنْزَتِه اِعْتِمَادًا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৩৬১। তাবেয়ী হযরত আতা রাঃ হতে মুরসাল হাদিস হিসাবে বর্ণিত। তিনি

বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদান করার সময় নিজের লাঠি উপর ঠেস দিয়ে (খুত্‌বা) দিতেন (ইমাম শাফেয়ী)।

١٣٦٢–وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلٰى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ ذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهٗ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ – رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৩৬২। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে হাজীর ছিলাম। তিনি খুত্‌বার আগেই আযান ও ইকামাত ছাড়া নামায শুরু করে দিলেন। নামায শেষ করার পর তিনি বেলালের গায়ে ভর করে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও গুণ গরীমা বর্ণনা করলেন। লোকদেরকে উপদেশ বাণী শুনালেন। তাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশ মানার প্রতি অনুপ্রেরণা যুগালেন। তারপর তিনি মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল। তাদেরকে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতির কথা বললেন। ওয়াজ করলেন। পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ জুমআর নামায বা দুই ঈদের নামাযে খুত্‌বা দানকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি জাতীয় কিছু ধরে তা করতেন। তাই এটা মুস্তাহাব।

١٣٦٤–وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ الْعِيْدَ فِيْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِيْ غَيْرِهٖ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৩৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন এক পথ দিয়ে (ঈদগাহে) যেতেন। আবার অন্য পথ দিয়ে (বাড়ীতে) ফিরতেন (তিরমিযী ও দারেমী)।

١٣٦٤–وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ – رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

১৩৬৪। হযরত আবু হুরাইরা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাঁদের সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

١٣٦٥-وَعَنْ اَبِى الْحُوَيْرِثْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرَوَذَكِّرِ النَّاسَ - رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ

১৩৬৫। হযরত আবুল হুওয়াইরিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানে নিযুক্ত তাঁর প্রশাসক আমর ইবনে হাযমের নিকট চিঠি লিখলেন। ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়াবে। আর ঈদুল ফিতরের নামায দেরীতে পড়বে। লোকজনকে ওয়াজ নসিহত করবে (শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী করতে হয়। তাই কুরবানীর, গোশত বানানো ও খাবারের জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ্ এই তাড়াতাড়ি আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের তাড়াহুড়া যেহেতু ঈতুল ফিতরে নেই। তাই এখানে ওয়াজ নসিহত করে নামায অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করার কথা বলেছেন।

١٣٦٦-وَعَنْ اَبِى عُمَيْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَاَءُوْا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاِذَااَصْبَحُوْا اَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ

১৩৬৬। হযরত আবু ওমাইর ইবনে আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সাহাবীদের অন্তর্গত। (তিনি বলেন) একবার একদল আরোহী নবী করিমের নিকট এসে সাক্ষ্য দিলো যে তারা গতকাল (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ তাদেরে রোযা ভেঙ্গে ফেলার ও পরের দিন সকালে ঈদগাহের ময়দানে যেতে হুকুম দিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٦٧-عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالاَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْاَضْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِىْ عَطَاءً بَعْدَحِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَنِىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ لاَّ اَذَانَ لِلصَّلٰوةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الاِمَامُ وَلاَبَعْدَ مَايَخْرُجُ وَلاَ اِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَشَيْءَ لاَنِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَاِقَامَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৭। হযরত ইবনে জুরাইজ, তাবে-তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আতা, তাবেয়ী আমার কাছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ্‌র সময়) ইদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আযান দেয়া হতোনা। ইবনে জুরাইজ বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবার আতাকে রহঃ জিজ্ঞেস করলাম। আতা রহঃ তখন বললেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাঃ আমাকে বলেছেন। ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য আযানের প্রয়োজন নেই। ইমাম (নামাযের জন্য) বের হবার সময়েও না। বের হয়ে আসার পরেও না। (এভাবে) ইকামাত ও কোন আহবানও নেই। না আর কিছু আছে। এই দিন না কোন আহবান আছে। আর কোন ইকামাত (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'নেদা' শব্দের অর্থ হলো আহবান জানানো বা ডাকা। আযানের কিছু পর 'নামায' 'নামায' বলে এই আহবান জানানো হতো। এটাকেই নেদা বলাহয়।

١٣٦٨-وَعَنْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَومَ الاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلٰوةِ فَاِذَا صَلّٰى صَلاَتَهُ قَامَ فَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِىْ مُصَلاَّهُمْ فَاِنْ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ اَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذٰلِكَ اَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا وَكَانَ اَكْثَرُمَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ بْنِ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى فَاِذَا كَثِيْرُبْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنٰى مِنْبَرًا مِنْ طِيْنٍ وَلَبِنٍ فَاِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِىْ يَدَه كَاَنَّه يَجُرُّنِىْ نَحْوَالْمِنْبَرِ وَاَنَااَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ قُلْتُ اَيْنَ

الْابْتِدَاُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ لاَ يَااَبَا سَعِيْدٍ قَدْ تُرِكَ مَاتَعْلَمُ قُلْتُ كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَأْتُوْنَ بِخَيْرٍ مِمَّا اَعْلَمُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৮। হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে গিয়ে) প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায পড়া শেষ হলে (খুতবা দিবার জন্য) মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। তাঁরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকতেন। বস্তুতঃ যদি কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন থাকতো তাহলে তা মানুষদেরকে বলে (বাহিনী পাঠিয়ে) দিতেন। অথবা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা থাকলে, সে ব্যাপারে হুকুম দিয়ে দিতেন। তিনি খুত্বায় বলতেন, 'তোমরা সদকা দাও, 'তোমরা সদকা দাও, 'তোমরা সদকা দাও' বস্তুতঃ মহিলারাই বেশী বেশী সাদকা দান করতেন। এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন। এই ভাবেই (দুই ঈদের নামায) চলতে থাকলো যে পর্যন্ত (হযরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে) মারওয়াম ইবনে হাকাম (মদীনার) শাসক নিযুক্ত না হন। (এই সময় এক ঈদের দিনে) মারওয়ানের হাত ধরে আমি ঈদগাহের ময়দানে হাজীর হলাম। এসে দেখি কাসির ইবন সালত মাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে একটি মিম্বর তৈরি করেছেন। এ সময় মারওয়ান হাত দিয়ে আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো আমি যেনো মিম্বরে উঠে খুত্বা দেই। আর আমি তাকে নামায পড়াবার জন্য টানতে লাগলাম। আমি তার এই অবস্থা দেখে বললাম নামায দিয়ে শুরু করা কোথায় গেলো? সে বললো। না, আবু সাঈদ! আপনি যা জানেনা তা এখন নেই। আমি বললাম কখনো নয়। আমার জীবন যার হাতে নিবদ্ধ তার শপথ করে বলছি। আমি যা জানি এর চেয়ে ভালো কিছু তোমরা কখনো বের করতে পারবেনা। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর (ঈদগাহ হতে) চলে গেলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মারওয়ানের শাসনামলের আগ পর্যন্ত দুই ঈদের নামায খুতবার আগেই ছিলো। মারওয়ানই এই রেওয়াজ জারী করে। মারওয়ান ছিলো বনি উমাইয়ার গোত্র। হযরত মুআবিয়ার নিযুক্ত শাসক। তাদের উপর সাধারন মানুষ খুশী ছিলোনা। তাই নামাযের পর লোক থাকবেনা সন্দেহে মারওয়ান এই পদ্ধতি চালু করে।

٤٨-بَابُ فِى الأُضْحِيَةِ

৪৮–কুরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٦٩-عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكُبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ قَالَ رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদে ধূসর রং ও শিংওয়ালা দুইটি দুম্বা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এই দুম্বা দুটিকে বিসমিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করলেন। আমি তাঁকে (যবেহ করার সময়) দুম্বা দু'টির পাজরের উপর নিজের পা রেখে 'বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতে দেখেছি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানীর পশু মালিকের নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম।

١٣٧٠-وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِىْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ فَاُتِىَ بِهٖ لِيُضَحِّىَ بِهٖ قَالَ يَاعَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اَشْحِذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُّحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهٖ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনতে বললেন যা কালোতে হাঁটে। কালোতে শোয়। কালোতে দেখে অর্থাৎ যে দুম্বার পা কালো, পেট কালো ও চোখ কালো। কুরবানী করার জন্য ঠিক এমনি একটি দুম্বা আনা হলো। তখন তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! একটি ছুরি লও। এটিকে পাথরে ধাঁর করাও। হযরত আয়েশা বললেন। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি ছুরিটি হাতে নিলেন। দুম্বটিকে ধরলেন। এটাকে পাঁজরের উপর শোয়াইলেন। এবং যবেহ করতে করতে বললেন, 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। "হে আল্লাহ্ তুমি এই কুরবানীকে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মাতের পক্ষ হতে গ্রহণ

করো। এরপর তিনি এই কুরবানী দ্বারা লোকদের সকালের খাবার খাইয়ে দিলেন (মুসলিম)।

١٣٧١–وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَذْبَحُوْا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذْعَةً مِنَ الضَّاْنِ – مُسْلِمٌ

১৩৭১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্না, ছাড়া কোন পশু জবেহ করবেনা। হাঁ, যদি মুসিন্না পাওয়া না যায় তবে দুম্বার 'জাযআ' যবেহ করতে পারো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মুসিন্না উট বা গরুর বয়সের একটা সীমা। পাঁচ বছরের উটকে ও দুই বছরের গরুকে মুসিন্না বলা হয়। কুরবানীর জন্য এই বয়সের উট ও গরুই উত্তম। আর জাযাআ হলো যে ভেড়ার বয়স ছয় মাস পূর্ন হয়েছে। কিন্তু দেখতে বড়ো সড়ো এক বছরের ভেড়ার মতো দেখায়। মুসিন্না না পেলে এই জাযআ কুরবানী করবে। ছাগলের জাযআ দ্বারা কুরবানী জায়েজ নয়।

١٣٧٢–وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِى عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ وَفِى رِوَايَةٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ اَصَابَنِى جَذَعٌ قَالَ ضَحِّ بِهِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৭২। হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানী করার জন্য বন্টন করে দিতে উকবাকে কতগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল রয়ে গেলো। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে তা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, এটি তুমি কুরবানী করে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার ভাগে তো একটি মাত্র বাচ্চা ছাগল রইলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটাই কুরবানী করে দাও (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٧٣–وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى – رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৩৭৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের ময়দানেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

١٣٧٤-وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

১৩৭৪। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে (ঠিক একইভাবে) একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে (মুসলিম, আবু দাউদ। ভাষা আবু দাউদের)।

١٣٧٥-وَعَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشَرُوَاَرِدَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ وَلاَ يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَّلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَاَى هِلاَلَ ذِي الْحَجَّةِ وَاَرَادَاَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَاْخُذْمِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭৫। হযরত উম্মে সালমা রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেনো নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু না ধরে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো কেশ স্পর্শ না করে ও নোখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি জিলহাজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়্যাত করবে সে যেনো নিজের চুল ও নিজের নোখগুলো না কাটে (মুসলিম)।

١٣٧٦-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرَةِ قَلُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ رَجُلٍ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৭৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাঁর দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই, যে দিনের আমল এই দশদিনের আমল

অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে। আর তার কিছু নিয়েই ফিরেনি (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٧٧-عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَمَا قَالَ اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّ مَااَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ ذَبَحَ بِيَدِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَّمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ

১৩৭৭। হযরত জাবির রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিনে দুইটি ছাই রঙ্গের শিংওয়ালা খাশি দুম্বা কুরবানী করলেন। ওদেরে কেবলামুখী করে বললেন, "ইন্নি ওয়াজজ জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা আলা মিল্লাতে ইবরাহীমা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুহরেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু। ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলেমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি। বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। বলে জবেহ করতেন (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুমা হাজা আন্নি, ওয়া আম্মান লাম ইয়াদাহে মিন উম্মাতি।' অর্থাৎ হে আল্লাহ্ এই কুরবানী আমার পক্ষ থেকে কবুল করো। কবুল করো আমার উম্মাতগণের মধ্য থেকে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে।

١٣٧٨-وَعَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّىَ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهٗ مَاهٰذَا فَقَالَ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِىْ اَنْ ضَحِّى عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّىَ عَنْهُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ

১৩৭৮। হযরত হানাশ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাঃ-কে দুইটি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। এটাই কি (অর্থাৎ দুইটি কেনো)? হযরত আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তার পক্ষ হতে একটি দুম্বা কুরবানী করছি (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ আজকের জগতের উম্মতে মুসলিমাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী দিতে পারে। এতে বুঝা গেলো, মৃত ব্যক্তির নামেও কুরবানী করা যায়। এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার নিদর্শন।

١٣٧٩-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَاَنْ لاَّ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَمُدَابَرَةٍ وَّلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ اِلٰى قَوْلِهٖ

১৩৭৯। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর (জানোয়ারের) চোখ, নাক ভালোভাবে দেখে নেবার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। যে পশুর কানের সম্মুখ ভাগ শেষের ভাগ কাটা গিয়াছে। অথবা যে পশুর কান গোলাকারভাবে ছিদ্রিত হয়েছে। বা যার কান পাশের দিকে কেটে গিয়েছে যেসব পশু যেনো কুরবানী না করি (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী) ইবনে মাজা 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٠-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُضَحِّىَ بَاَعْضَبِ الْقَرَنِ وَالْاُذُنِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩৮০। হযরত আলী (রা)হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিং ভাঙ্গা, কান কাটা, পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা)।

١٣٨١-وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعًا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا

وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهُ وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَتَنْقَى - رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

১৩৮১। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের পশু কুরবানী করা হতে বেঁচে থাকা উচিৎ? রাসূলুল্লাহ্ নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন। চার ধরনের পশু (কুরবানী করা হত) বেঁচে থাকা উচিত। (১) যে পশু স্পষ্ট খোঁড়া। (২) যে পশু স্পষ্ট কানা। (৩) যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল। যে পশুর হাড়ের মজ্জা নেই- শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী করা হলো আল্লাহ্‌র রাহে আত্মত্যাগ করা। এই আত্মত্যাগের জন্য কুরবানীর পশু একটি প্রতীকী কাজ। কাজেই এই এই ত্যাগের বস্তু সুন্দর সুঠাম সুশ্রী ও দেখতে খুবই উত্তম নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই কানা খুড়ো লেংড়া, শিং নেই, রোগা, দেখতে কুৎসিত জানোয়ার কুরবানী দিতে হুজুর নিষেধ করেছেন। তবে হারাম নয় মাকরুহ।

١٣٨٢-وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّىَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُفِىْ سَوَادٍ وَّيَاكُلُ فِىْ سَوَادٍ وَّ يَمْشِىْ فِى سَوَادٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা কুরবানী করতেন। যে দুম্বা অন্ধকারে দেখতো। অন্ধকারে খেতো এবং অন্ধকারে চলতো। অর্থাৎ যে দুম্বার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো ছিলো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

١٣٨٣-وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذْعَ يُوَفِّىْ مِمَّا يُوَفِّىْ مِنْهُ الثَّنِىَّ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৩। বনী সুলাইম গোত্রের এক সাহাবী মুজাশে রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের কাজ পুরন করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দ্বারা কুরবানী জায়েয হয়।

١٣٨٤-وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَةَ الْاُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّاْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ

১৩৮৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। ছয়মাস বয়স অতিবাহিত ভেড়া বেশ উত্তম কুরবানী (তিরমিযী)।

١٣٨٥-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِیْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِی الْبَقَرَةِ سَبْعَةٍ وَّ فِی الْبَعِيْرِ عَشْرَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَالنَّسَائِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১৩৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্র সাথে ছিলাম। তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলো। আমরা তখন এক গরুতে সাতজন ও এক উটে দশজন করে (কুরবানীতে) শরীক হলাম (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব)।

١٣٨٦-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰه مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاتِی يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰه بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারেনা যা আল্লাহ্র কাছে রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে। কুরবানীর সকল পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামাতের দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌছে যায়। তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

١٣٨٧-وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰه اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامِ سَنَةٍ

وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ - وَرَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

১৩৮৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহ্র ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে পারে। এ দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান। এর প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের সমান (তিরমিযী, ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٨٨-عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ يَرٰى لَحْمَ اَضَاحِىٌّ قَدْذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّى اَوْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ اَوْنُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ اُخْرٰى مَكَانَهَا وَمَنْ لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৮৮। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদে আমি রাসূলুল্লাহ্র সাথে উপস্থিত ছিলাম। (আমি দেখলাম) তিনি নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরায়ে নামায হতে অবসর হওয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। এসময় তিনি কিছু কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা নামাযের আগেই যবেহ করা হয়েছিলো। তিনি তখন বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা আমার নামায পড়ার আগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ্) কুরবানীর পশু যবেহ্ করছে সে যেনো আর একটি কুরবানী করে নেয়। আর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ কুরবানীর দিন নামায পড়লেন। তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং বললেন। যে ব্যক্তি নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ করেছে সে যেনো আর একটি পশু যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেনো আল্লাহ্র নামে যবেহ করে (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٨٩-وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ بْنَ عُمَرَ قَالَ الْاَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ مِثْلَه

১৩৮৯। তাবেয়ী হযরত নাফে রহ্ঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ বলেছেন। কুরবানীর দিনের পরেও অর্থাৎ দশই জিলহজ্জের পরেও দুই দিন কুরবানীর দিন আছে (ইমাম মালিক)। তিনি আরো বলেছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতেও এইরূপ একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

١٣٩٠-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১৩৯০। হযরত ইবনে ওমর (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দশ বছর বসবাস করেছেন। (আর এই দশ বছরই) তিনি বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

١٣٩١-وَعَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيْ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَالَنَافِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْافَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَةَ

১৩৯১। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কুরবানীটা কি? তিনি বললেন।' তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন। এতে কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ বললেন কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল। পশমওয়ালা পশুদের ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। পশমওয়ালা পশুদের প্রতিটি পশমের বদলেও একটি করে নেকী রয়েছে (আহমাদ, ইবনে মাজা)।

٤٩-بَابُ الْعَتِيْرَةِ

৪৯–রজব মাসের কুরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٩٢-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْيَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন। এখন আর 'ফারাও' নেই এবং আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন 'ফারা' হলো উট বা ছাগল বা ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। এ বাচ্চা তারা তাদের দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো। আর 'আতীরা' হলো রজব মাসে যা করা হতো (বুখারী-মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٩٣-عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُه يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَّةً وَعَتِيْرَةً هَلْ تَدْرُوْنَ مَاالْعَتِيْرَةُ هِىَ الَّتِىْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ضَعِيْفُ الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَبُوْدَاؤُدَ وَالْعَتِيْرَةَ مَنْسُوْخَةٌ

১৩৯৩। হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম। হে লোকেরা! প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রতি বছরই একটি 'কুরবানী' ও একটি 'আতীরা' রয়েছে। তোমরা কি জানো 'আতীবা' কি? তা হলো যাকে তোমরা 'রজবিয়া' বলো (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা। কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে যয়ীফ ও ইমাম আবু দাউদ মানসুখ বলেছেন)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٩٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَنْ لَّمْ اَجِدُ الْأَمَنِيْحَةَ أُنْثٰى اَفَأُضَحِّيَ بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ خُذْمِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَالِكَ تَمَامٌ أُضْحِيَّتُكَ عِنْدَ اللّٰهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৩৯৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরবানীর দিনকে এই উম্মাতের জন্য 'ঈদ' হিসাবে পরিগণিত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই। তবে কি তা দিয়েই কুরবানী করবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না; তবে তুমি এই দিন তোমার চুল ও নোখ কাটবে। তোমার মোছ কাটবে। নাভীর নীচের পশম কাটবে। এটাই আল্লাহ্র নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

٥٠-بَابُ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ

৫০–সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٩٥-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَسَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَالَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্র সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তখন তিনি একজন আহবানকারীকে, নামায প্রস্তুত মর্মে ঘোষণা দেবার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর

হয়ে দুই দুই রাকাআত নামায পড়ালেন। এতে চারটি রুকু ও চারটি সাজদা করলেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, এই দিন যতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আমি করেছি এতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আর কোন দিন করিনি (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٩٦-وَعَنْهَا قَالَتْ جَهَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ الْخَسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ আনহা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে খুসুফে তাঁর কারাআত বড় করে পড়লেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٩٧-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِّنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْاللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ اَفْظَعَ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقَالُوْابِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدٰهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়ার মতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এই দাঁড়ানো ছিলো প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। এরপর আবার লম্বা রুকু করলেন। তবে তা প্রথম রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তবে তা প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন। তাও আগের রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা আগের দাঁড়ানোর চেয়ে কম। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এ রুকুও আগের রুকু অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। এরপর নামায শেষ করলেন। আর এসময় সূর্য পূর্ণ জ্যার্তিময় হয়ে উঠে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন। তারা কারো জন্ম মৃত্যুতে গ্রহণযুক্ত হয়না। তোমরা এরূপ 'গ্রহণ' দেখলে আল্লাহ্ তাআল্লার জিকির করবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে আমরা দেখলাম। আপনি যেনো এই স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন। তারপর দেখলাম পেছনের দিকে সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তখন আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। জান্নাত হতে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিতে প্রস্তুত হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা দুনিয়ায় বাকী থাকা পর্যন্ত সে আঙ্গুর খেতে পারতে। আর আমি তখন জাহান্নাত দেখতে পেলাম। জাহান্নামের মতো বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য আর কখনো আমি দেখিনি। আমি আরো দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশীরভাগ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! কি কারণে তা হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের কফুরীর কারনে। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না, বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে। তারা (স্বামীর) ইহসান ভুলে যায়। সারাজীবন যদি তুমি তাদের কারো সাথে ইহসান করো। এরপর (কোন সময়) যদি সে তোমার পক্ষ হতে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখে বলে উঠে। আমি জীবনেও তোমার কাছে ভালো ব্যবহার পেলাম না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কুফরী অর্থ আল্লাহ্কে অস্বীকার করা নয়। বরং স্বামীর সদাচরণ ও ইহসানকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা। জাহিলিয়াতের সময় মহান ব্যক্তিদের মৃত্যু হবার কারণে 'গ্রহণ' হয়ে থাকে বলে একটা প্রচলিত ধারণা ছিলো।

রাসূলুল্লাহ্‌র ছেলে হযরত ইব্রাহীম ১০ম হিজরীতে মৃত্যুর দিন এই সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। লোকেরা ভাবলো। বোধ হয় নবীর সন্তানের মৃত্যুর কারণেই এই গ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ এই ভুল ধারণার অপনোদন করেছেন এই হাদিসে।

১৩৯৮-وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيْث ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السَّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدانْجَلَت الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسُ فَحَمِدَاللّٰه وَاَثْنى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ انَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ منْ اٰيَات اللّٰه لاَ يَخْسفَانِ لمَوْت اَحَدٍ ثُمَّ قَالَ يَااُمَّةَ وَّلاَ لحَيَوَته فَاذَا رَأَيْتُمْ ذٰلكَ فَادْعُوااللّٰهَ وكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَد مُحَمَّدٍ وَاللّٰه مَامِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ منَ اللّٰه اَنْ يَّزْنِىْ عَبْدُهُ اَوْتَزْنِىْ اَمَتُهُ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَااَعْلَمُ لِضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً - مُتَّفَقٌ عَلَيْه

১৩৯৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হওয়া ধরনের একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত আয়েশা রাঃ বলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাজদায় গেলেন। তিনি দীর্ঘ সাজদা করলেন। তারপর নামায শেষ করলেন। তখন সূর্য বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। তারপর তিনি জনগণের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন। সূরুজ ও চাঁদ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যুতে এই সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়না। আর কারো জন্মের কারণেও হয়না। তোমরা এই অবস্থা দেখতে পেলে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করো। তাকবীর বলো। নামায পড়ো। সাদকা খয়রাত করো। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতেরা! আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তাআলার চেয়ে বেশী ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তাঁর যে বান্দা 'যিনা' করবে অথবা তার যে বান্দী 'যিনা' করবে তিনি তাদেরে ঘৃণা করেন। হে মুহাম্মাদের উম্মাতগণ! আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে। নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদিসে 'গায়রাত' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। গায়রাতের আসল অর্থ হলো 'নিজের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপকে খারাপ জানা ও ঘৃণা করা। আল্লাহ্ তাআলার গায়রাতের অর্থ হলো তাঁর হুকুম আহকামে বান্দার নাফরমানী করা। তার বিধি নিষেধ না মানা। তাহলেই এই বান্দার প্রতি তাঁর ঘৃনার সৃষ্টি হয়।

١٣٩٩-وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَّخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَّرُكُوْعٍ وَّسُجُوْدٍ مَارَاَيْتُهٗ قَطُّ يَفْعَلُهٗ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لَاتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍوَّلَا لِحَيَاتِهٖ وَلٰكِنْ يُّخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَاعِبَادَهٗ فَاِذَارَاَيْتُمْ شَيْئًا ذٰلِكَ فَافْزَعُوْااِلٰى ذِكْرِهٖ وَدُعَائِهٖ اَسْتِغْفَارِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৯। হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ হলো। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাব্ড়িয়ে গেলেন। তাঁর উপর 'কিয়ামাত' সংঘটিত হয়ে যাবার মতো ভয় ভীতি আরোপিত হলো। বস্তুতঃ তিনি মসজিদে চলে গেলেন। দীর্ঘ 'কিয়াম' 'রুকু' ও 'সাজদা' দিয়ে নামায পড়লেন। সাধারণতঃ (এতো দীর্ঘ নামায পড়তে) আমি কখনো তাঁকে দেখেনি। অতঃপর তিনি বললেন। এই সব নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ্ তাআলা পাঠিয়ে থাকেন। তা না কারো মৃত্যুতে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর না কারো জন্মে হয়ে থাকে। বরং এই সব দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এ নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন দেখবে। আল্লাহ্কে ভয় করবে। তাঁর জিকির করবে। তার নিকট দোয়া ও ক্ষমা চাইবে (বুখারী-মুসলিম)।

١٤٠٠-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرٰهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكْعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে যে দিন তাঁর ছেলে হযরত ইব্রাহীমের ইন্তেকাল হলো। এ দিন সূর্য গ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে নিয়ে 'ছয় রুকু' ও চার সাজদাসহ নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

١٤٠١-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِىٍّ مِثْلُ ذٰلِكَ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় (দুই রাকাআত) নামায আট রুকু ও চার সাজদায় পড়েছেন। হযরত আলী রাঃ হতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে (মুসলিম)।

١٤٠٢-وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اَرْتَمِىْ بِاَسْهُمٍ لِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى مَاحَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَسُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَذَافِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَفِىْ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ -

১৪০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মদীনায় আমি আমার তীরগুলো চালনা করছিলাম। এ সময় সূর্য গ্রহণ শুরু হলো। তীরগুলো আমি ছুড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম। আল্লাহর কসম আমি আজ দেখবো সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ্র আজ কি করেন। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর হাত দুইটি উঠিয়ে সূর্য গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র তাসবিহ্ তাহ্লীল তাক্বীর ও হামদ করেছেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়ায় মশগুল রয়েছেন। সূর্য গ্রহণ ছেড়ে গেলে তিনি দুইটি সূরা পড়লেন ও দুই রাকাআত নামায পড়লেন (মুসলীম)। শরহে সুন্নাতেও হাদিস এইভাবে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা হতে বর্ণিত হয়েছে। আর মাসাবিহতেও এই বর্ণনাটি জাবির ইবনে সামুরা হতে নকল করা হয়েছে।

١٤٠٣-وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ لَقَدْ اَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৪০৩। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আযাদ করে দেবার নিদের্শ দিয়েছেন (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٠٤-عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُسُوْفٍ لَانَسْمَعُ لَهٗ صَوْتًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪০৪। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন। আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পাইনি (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

١٤٠٥-وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّسَاجِدًا فَقِيْلَ لَهٗ تَسْجُدُفِىْ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَارَاَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا وَاَىُّ اٰيَةٍ اَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَوَالتِّرْمِذِىُّ

১৪০৫। তাবেয়ী হযরত ইকরামা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। খবর শুনার সাথে সাথে তিনি সাজদায় চলে গেলেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি কি এ সময় সাজদা করছেন? (অর্থাৎ এটা কি সাজদা করার সময়?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখবে তখন সাজদা করবে। আর কোন নবীর স্ত্রীর দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٠٦-عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِهِمْ فَقَرَاَبِسُوْرَةٍ مِّنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ قَامَ اِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَاَبِسُوْرَةٍ مِّنَ الطُّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْحَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

১৪০৬। হযরত উবায় ইবনে কা'আব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তিনি তাদেরে নিয়ে নামায পড়লেন। তেওয়ালে মোকাসসালের সূরার দ্বারা কারাআত পড়লেন। এরপর (প্রথম রাকাআতে) পাঁচটি রুকু করলেন। দুইটি সাজদা করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ালেন। তেওয়ালে মোকাসসালের একটি সূরা দিয়ে কেরাআত পড়লেন। এরপর পাঁচটি রুকু করলেন। দুইটি সাজদা করলেন। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকলেন। সূর্য গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (বসে বসে) দোয়া করতে থাকলেন (আবু দাউদ)।

١٤٠٧-وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَسَفَتَ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتِ الشَّمْسُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَفِىْ رِوَايَةِ النِّسَائِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلاَتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَهُ فِىْ اُخْرٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلاً اِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا خَلِيْقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللّٰهُ فِىْ خَلْقِهِ مَاشَاءَ فَاَيُّهُمَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِىْ اَوْيُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا

১৪০৭। হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে সূর্য গ্রহণ হলে তিনি দুই দুই রাকাআত নামায পড়া শুরু করতেন ও মসজিদে বসে গ্রহন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। (অর্থাৎ দুই রাকাআত নামায পড়ে দেখতেন 'গ্রহণ' শেষ হয়েছে কিনা? না হলে আবার দুই রাকাআত নামায পড়তেন)। এভাবে 'গ্রহণ' থাকা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন (আবু দাউদ)। নাসাই শরীফের এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ লাগলে আমাদের নামাযের মতো নামায পড়তে শুরু করতেন। রুকু করতেন, সাজদা করতেন। নাসাইর আর এক বর্ণনায় আছে। একদিন সূর্য গ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন এবং নামায পড়তে লাগলেন। এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেলো। তারপর

তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের সময় মানুষেরা বলাবলি করতো পৃথিবীর কোন বড় মানুষ মৃত্যু গ্রহণ করলে 'সূর্যগ্রহণ' ও 'চন্দ্রগ্রহণ' হয়ে থাকে। (ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়) আসলে কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুতে 'গ্রহণ' হয়না। বরং এই দুইটি জিনিস (চাঁদ, সূর্য) আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির দুইটি সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাআলা তার সৃষ্টি-জগতে যে ভাবে চান পরিবর্তন আনেন। অতএব যেটারই 'গ্রহণ' হয় তোমরা নামায পড়বে। যে পর্যন্ত 'গ্রহণ' ছেড়ে না যায়। অথবা আল্লাহ্ তাআলা কোন নির্দেশ জারী না করেন (অর্থাৎ আযাব অথবা কিয়ামাত শুরু না হয় (নাসায়ী)।

٥١- بَابُ فِىْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ

৫১— সিজদায়ে শোকর

এতে প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ নেই

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٠٨-وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَاءَهُ اَمْرٌ سُرُوْرًا اَوْيُسَرُّبِهٖ خَرَّسَاجِدًا شَاكِرًاللّٰهِ تَعَالٰى - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১৪০৮। হযরত আবু বাকরাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন আনন্দের ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাঁকে খুশী করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র কাছে শুকর প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যেতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী। বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও গরীব)।

١٤٠٩-وَعَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً مِّنَ النُّغَاشِيْنَ فَخَرَّسَاجِدًا - رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ مُرْسَلاً وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ

১৪০৯। হযরত আবু জাফর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন 'বামনকে' (আকারে খুব ছোট মানুষ) দেখে সাজদায় পড়ে গেলেন। দারেকুতনী হাদিসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নায় মাসাবিহর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ কোন অস্বাভাবিক অসুস্থ বিপদগ্রস্ত বেটে ইত্যাদি ধরনের লোক দেখলে শুকুর স্বরূপ-দুই রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব। আল্লাহ্ তাকে এমন বিপদ থেকে

বাঁচিয়ে রাখার শুকরিয়া হিসাবে। তবে ওই ব্যক্তি যেনো তা বুঝতে না পারে। বুঝলে তার মনে কষ্ট হতে পারে।

١٤١٠-وعَنْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّ قَرِيْبًا مِّنْ عَزْوَزَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ اِنِّى سَاَلْتُ رَبِّى وَشَفَعْتُ لِاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِّرَبِّى شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَاْسِيْ فَسَاَلْتُ رَبِّىْ لاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا الِّرَبِّى شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأسِيْ فَسَاَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ الثُّلُثَ الْاٰخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا الِّرَبِّىْ شُكْرًا - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ

১৪১০। হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা গায্‌ওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী হতে নামলেন। দুই হাত উঠালেন। কিছু সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে থাকলেন। তারপর সাজ্‌দায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় পড়ে থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন। কিছু সময় পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকলেন। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় থাকলেন। তারপর সাজদা হতে উঠে দুহাত তুলে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। বললেন, আমি আমার রবের কাছে নিবেদন করলাম। আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মাতের তিনভাগের একভাগ দান করলেন। এই জন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য সজদায় গেলাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবার নিবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের আর এক অংশ দান করলেন। এইজন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য আবার সাজদায় গেলাম। এরপর আবার আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। এই কারণে এইবার আমি আমার রবের শুকর আদায়ের জন্য তৃতীয়বার সাজদায় পড়ে গেলাম (আহমাদ, আবু দাউদ)।

٥٢-بَابُ صَلوة الاِسْتِسْقَاَ

৫২- বৃষ্টির জন্য নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٤١١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪১১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বৃষ্টির জন্য লোকজন নিয়ে ঈদগাহতে গেলেন। তাদের নিয়ে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়লেন। আওয়াজ করে তিনি উভয় রাকাআতে কেরাআন পড়লেন। এরপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। কেবলামুখী হবার সময় তিনি তাঁর চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ চাদর ঘুরিয়ে দেবার অর্থ, চাদরের ডানদিকে বাম দিকে। উপরের দিক নীচের দিকে। ভিতরের দিক বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই চাদর ঘুরানো দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ অবস্থার পরিবর্তনের কল্পনা পোষণ করেছেন।

١٤١٢-وَاَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ اِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪১২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেসকার (বৃষ্টির জন্য নামায) ছাড়া আর অন্য কোন দোয়ায় হাত উঠাতেন না। এই দোয়ায় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর বোগলের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দোআতেই হাত উঠাতেন না, হযরত আনাস এই অর্থ করেননি। বরং কোন দোআতে তিনি এতো উপরে হাত উঠাতেন না, এই অর্থ বুঝায়েছেন। কারণ অন্যান্য দোয়াতেও তিনি হাত উঠায়েছেন প্রমাণ আছে।

١٤١٣-وَعَنْ اَنَس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقٰى فَاَشَارَبِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৩। হযরত আনাস রাঃ হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আল্লাহ্‌র নিকট পানি চাইলেন এবং দুই হাতের পিঠ আসমানের দিকে করে রাখলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাতের পিঠ আসমানের দিকে রেখে আল্লাহ্‌র কাছে পানি চাওয়াটাও অবস্থার পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। এখন পানি নেই। আল্লাহ্ যেনো আকাশ ভেঙ্গে জমিনে পানি ঢেলে দেন।

١٤١٤-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًانَافِعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪১৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (আকাশে বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন হে আল্লাহ্! তুমি পর্যাপ্ত ও কল্যানকর বৃষ্টি বর্ষণ করাও (বুখারী)।

١٤١٥-وَعَنْ اَنَس قَالَ اَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنَّهُ حَدِيْثٌ عَهْدٍ بِرَبِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে ছিলাম। তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর গায়ে সৃষ্টি পড়ার জন্য নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি এরূপ করলেন কেনো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। এই সদ্য বর্ষিত পানি তাঁর রবের নিকট হতে আসলো তাই (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٤١٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

১৪১৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 'ইস্তিসকার নামায (বৃষ্টির জন্য নামায) পড়ার জন্য ঈদগাহর দিকে বের হয়ে গেলেন। তিনি কেবলামুখী হবার সময় তাঁর গায়ের চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন। চাদরের ডানদিকে তিনি বাম কাঁধের উপর এবং বাম দিক ডান কাঁধের উপর রাখলেন। এরপর আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন (আবু দাউদ)।

١٤١٧-وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ اَنْ يَأْخُذَ اَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ اَعْلاَهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ

১৪১৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেসকার নামায পড়লেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি চারকোণ বিশিষ্ট কালো চাদর। তিনি এই চাদরটির নীচের দিক উপরের দিকে উঠিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু কাজটি কষ্টসাধ্য হবার কারণে চাদরটি দুই কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন (আহমাদ, আবু দাউদ)।

١٤١٨-وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِى اللَّحْمِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِّنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِى رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُبِهَا رَاْسَهُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ نَحْوَهُ

১৪১৮। হযরত ওমায়র মাওলা আবু লাহাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আহজারুয্যায়ত' নামক জায়গার কাছে 'যাওরার' কাছাকাছি স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে দুই হাত চেহারা পর্যন্ত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন; কিন্তু তাঁর হাত (উপরের দিকে) মাথা পার হয়ে যায়নি (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী একইভাবে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদে নববীর নিকট একটি স্থানের নাম হলো 'যাওরা'। এই জায়গার নিকটে গিয়ে তিনি বৃষ্টির জন্য ইস্তেসকার নামায পড়েছেন। দোয়া করার সময় সাধারণতঃ হাত কাঁধ পর্যন্তই উঠানো হয। কিন্তু কখনো গুরুত্বের কারণে আবেগে হাত মাথা পর্যন্তও উঠে যায়।

١٤١٩-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪১৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অতি সাধারণ পোষাক পরে, বিনয় ও বিনম্র চীত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করতে করতে ইস্তেযকার নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ অনাবৃষ্টি বা অতি খরা আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে একটা ভীষণ কষ্টকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই এই সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খুব সাদামাটা ও নিত্য ব্যবহার্য পোশাকে অত্যন্ত বিনীত ভীত ও বিনম্রভাবেই আল্লাহ্র কাছে ধরনা দেয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন।

١٤٢٠-وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سْتَسْقٰى قَالَ اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْدَاؤُدَ

১৪২০। হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাদেরকে, তোমার পশুদেরকে পানি দান করো। তাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো। তোমার মৃত যমীনকে জীতিত করো" (মালেক ও আবু দাউদ)।

١٤٢١-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَرِيْئًا مُّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ قَالَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ - رَوَاهُ اَبُوْدَؤُدَ

১৪২১। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তেসকার নামাযে হাত বাড়িয়ে এই কথা বলতে দেখেছি "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি দাও। যে পানি সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, অনিষ্টকারী নয়। দ্রুত আগমনকারী। বিলম্বকারী নয়।" (বর্ণনাকারী বলেন এই কথা বলতে না বলতেই) তাদের উপর আকাশ বর্ষণ শুরু করে দিলো (আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৪২২—وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِى الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَاَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৪২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ্র কাছে অনাবৃষ্টির কষ্টের কথা নিবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ্ ঈদগাহে মিম্বর আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ মিম্বর আনা হলো। তিনি লোকজনদেরকে একদিন ঈদগাহে

আসার জন্য সময় ঠিক করে দিলেন। হযরত আয়েশা বলেন, নির্দিষ্ট দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যকিরণ দেখা দেবার সাথে সাথে ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বরে উঠে তাকবীর দিলেন। আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন বর্ণনা করে বললেন। তোমরা তোমাদের শহরের আকাল, সময়মতো বৃষ্টি না হবার অভিযোগ করেছো। আল্লাহ্ তাআলা এখন তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তারপর তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা, মেহেরবান ও ক্ষমাকারী। প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি যা চান তাই করেন। হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী। আর আমরা কাঙ্গাল, তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর যে জিনিস (বৃষ্টি) তুমি নাযিল করবে তা আমাদের শক্তির উপায় ও দীর্ঘ সময়ের পাথেয় করো। এরপর তিনি তাঁর দু'হাত উঠালেন। এতো উঠালেন যে, তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা দেখা গেলো। তারপর তিনি জনগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের চাদর ঘুরিয়ে নিলেন। তখনো তার দু'হাত ছিলো উঠানো। আবার লোকজনের দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বর হতে নেমে গেলেন। দুই রাকাআত নামায পড়লেন। আল্লাহ্ তাআলা তখন মেঘের ব্যবস্থা করলেন। মেঘের গর্জন শুরু হলো। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে বর্ষণ শুরু হলো। তিনি তাঁর মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বৃষ্টির ঢল নেমে গেলো। এ সময় তিনি মানুষদেরকে বৃষ্টির থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে দেখে হেসে ফেললেন। এতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো দেখা গেলো। তিনি তখন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর আমি এ সাক্ষীও দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল (আবু দাউদ)।

١٤٢٣-وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَحِطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪২৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, লোকেরা অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলে রাসূলুল্লাহ্‌র চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উসিলায় আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! তোমার নিকট এতদিন আমরা আমাদের নবীর উসিলা পেশ করতাম। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে। এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার উসিলা পেশ করছি। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো (বুখারী)।

١٤٢٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَرَجَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِىْ فَاِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوْا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِّنْ اَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ

১৪২৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নবীদের মধ্যে একজন নবী ইস্তেসকার (নামায) পড়ার জন্য লোকজন নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি পিঁপড়া দেখতে পেলেন। পিঁপড়াটি তাঁর দুটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ পিঁপড়াটি বৃষ্টির জন্য দোয়া করছে)। এই দৃশ্য দেখে নবী আলাইহিস সালাম লোকদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে চলো। এই পিঁপড়াটির দোয়ার কারণে তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে গেছে (দারুকুতনী)।

٥٣- بَابٌ فِى الرِّيَاحِ

৫৩- ঝড় তুফানের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٤٢٥-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি পূবরী বাতাস দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আর আদ জাতি পশ্চিমা বাতাস দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের দীর্ঘ অবরোধের কারণে মুসলমানদের মধ্যে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিলো। আল্লাহ্র রহমতে তখন রাতে পুবালী হাওয়া শত্রু শিবিরকে তছনছ করে দিয়েছিলো। পরিশেষে তারা অবরোধ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

١٤٢٦-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ فَكَانَ اِذَا رَاٰى غَيْمًا اَوْرِيْحًا عُرِفَ فِىْ وَجْهِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এতোটা হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলা জিহ্ব দেখতে পেরেছি। তিনি মুচকী হাসতেন শুধু। তিনি যখন ঝড় তুফান দেখতেন তখন তার প্রভাব তাঁর চেহারায় পড়েছে বলে বুঝা যেতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ অনেক জাতিকে ঝড়, তুফান, প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই ঝড়-তুফান দেখলে রাসুলের উপর এর প্রভাব পড়তো।

١٤٢٧ - وعنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم انى اسئلك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذبك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به واذا تخيلت السماء تغيرلونه وخرج ودخل واقبل وادبر فاذا مطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله ياعائشة كما قال قوم عاد فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وفى رواية ويقول اذا راى المطر رحمة - متفق عليه

১৪২৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই ঝড়ো হাওয়ার কল্যাণের দিক কামনা করছি। কামন করছি এর মধ্যে যা কিছু অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে কারণে এই ঝড়ো হাওয়া পাঠানো হয়েছে সে কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে এর ক্ষতির দিক থেকে এবং এতে যা কিছু ক্ষতি নিহিত আছে এবং যে ক্ষতির জন্য তা পাঠানো হয়েছে তার থেকে আশ্রয় চাই। (আয়েশা বলেন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্র চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তিনি বিপদের ভয়ে একবার বের হয়ে যেতেন। আবার প্রবেশ করতেন। কখনো সামনে আসতেন। কখনো পেছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হলে তার উৎকণ্ঠা কমে যেতো। বর্ণনাকারী বলেন, একবার হযরত আয়েশার কাছে রাসূলুল্লাহ্র এই উৎকণ্ঠা অনুভূত হলে তিনি তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে আয়শা! এই ঝড়ো হাওয়া এমনতো হতে পারে যা আদ জাতি ভেবেছিলো। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেন, "তারা যখন একে তাদের মাঠের দিকে আসতে দেখলো, বললো, এটা তো মেঘ। আমাদের উপর পানি বর্ষণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখলে, বলতেন, এটা আল্লাহ্র রাহমাত (বুখারী-মুসলিম)।

١٤٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْاٰيَةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৪২৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন। গায়েবের চাবি পাঁচটি। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ, যাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই পাঠান মেঘ-বৃষ্টি' (বুখারী)।

١٤٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِاَنْ لَّاتُمْطَرُوْا وَلٰكِنَّ السَّنَةَ اَنْ تُمْطَرُوْا وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ شَيْئًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪২৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বৃষ্টি না হওয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নয়। বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হলো, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করবে অথচ মাটি ফসল উৎপাদন করবেনা (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٣٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ تَاْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوْذُوْا بِهٖ مِنْ شَرِّهَا - رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

১৪৩০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। বাতাস আল্লাহ্র তরফ থেকে আসে। এই বাতাস রহমত নিয়েও আসে। আবার আযাব নিয়েও আসে। তাই একে গাল মন্দ দিওনা। বরং আল্লাহ্র কাছে এর কল্যাণের দিক কামনা করো ও মন্দ হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও (শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীর)।

١٤٣١-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَلْعَنُوا الرِّيْحَ فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৪৩১। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করলো। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। বাতাসকে অভিসম্পাত করোনা। কারণ তারা আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে অভিশাফ দেয় যে জিনিস অভিশাফ পাবার যোগ্য নয়। এই অভিশাফ তার নিজের উপর ফিরে আসে। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)।

١٤٣٢-وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِمَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُمِرَتْ بِهٖ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১৪৩২। হযরত উবায় ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা বাতাসকে পালি গালাজ করোনা। বরং তোমরা যখন (এতে) মন্দ কিছু দেখবে বলবে। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ দিক কামনা করছি। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য তাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তার ভালো দিক চাই। আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই, এই বাতাসের খারাপ দিক হতে। যতো খারাপ এতে নিহিত রয়েছে তা হতেও। এই বাতাস যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার মন্দ দিক হতেও (তিরমিযী)।

١٤٣٣-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاهَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ اِلاَّ جَثَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلاَتَجْعَلْهَا رِيْحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا وَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَاَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ -رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

১৪৩৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু ঠেক দিয়ে বসতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! এই বাতাসকে তুমি রহমতে রূপান্তরিত করো। আযাবে পরিণত করোনা। হে আল্লাহ্ একে তুমি বাতাসে পরিণত করো। ঝড়-তুফানে পরিণত করোনা (শাফেয়ী, বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর)।

ব্যাখ্যা ঃ বাতাসকে আরবীতে এক বচনে 'রীহ' বলা হয়। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ এক বচনে 'রীহ' ব্যবহৃত হলে একে বিপজ্জনক ঝড়ের অর্থে বুঝায়। আর যখন বহুবচনে 'রীয়াহ' ব্যবহার হয় তখন এর দ্বারা সুখ-শান্তির অর্থ বুঝায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কুরআনের চারটি উদ্ধৃতি দিয়ে 'রীহ' ও রীয়াহ এর ব্যবহারগত পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। (১) আমি তাদের কাছে ভয়াবহ শাস্তি হিসাবে রীহকে পাঠিয়েছিলাম। (২) আমি তাদের প্রতি বন্ধ্যা রীহকে (শাস্তিরূপে) পাঠিয়েছিলাম। (৩) আমি তাদের নিকট করুণা হিসাবে গর্ভিনী রীয়াই পাঠিয়েছিলাম (যার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করে)। (৪) তিনি সুসংবাদসহ 'রীয়াই পাঠান। কিন্তু কুরআনে এর বিপরীত ব্যবহারও আছে। তাই কেউ কেউ হাদিসটিকে যয়ীফও বলে থাকেন।

١٤٣٤-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِى السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ فَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَقْيًنَافِعًا - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ .

১৪৩৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশে মেঘ দেখলে কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এতে যে মন্দ রয়েছে তা হতে।" এতে যদি আল্লাহ্ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হতো বলতেন। হে আল্লাহ্! তুমি কল্যাণকর পানি দান করো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও শাফেয়ী)।

١٤٢٥-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَاحَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৪৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ শুনলে বলতেনঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার গজব দ্বারা মৃত্যু দিওনা এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করোনা। বরং এ অবস্থার আগেই তুমি আমাদের নিরাপত্তার বিধান করো। (আহমাদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ سُبْحَانَكَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৩৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘের গর্জন শুনতেন কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার যার পবিত্রতা বর্ণনা করে "মেঘের গর্জন, তাঁর প্রশংসাসহ ফেরেশতাগণও তার ভয়ে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করেন" (ইমাম মালিক)।

▲ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ▼

مشكوة المصابيح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী